ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

প্রথম খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

শ্রীঅনির্বাণ

ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত ১০১৭টি সূক্তের সমাবেশে, গায়ত্রী মণ্ডল অন্তর্ভূত ১৫টি সূক্তের মধ্য থেকে ১৩টি সূক্তের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ পরিবেশিত হল। তৃতীয় ও ষষ্ঠ সূক্তের টীকা-ভাষ্য পরবর্তী কোন খণ্ডে প্রকাশিত হবে। গায়ত্রী মণ্ডল সম্পূর্ণ হবে ছয় খণ্ডে। ঋক্-সংহিতা বা মন্ত্র-সংহিতা ঋষি-কবি রচিত মন্ত্রের সংকলন। মন্ত্রগুলি রহস্যাবৃত। পরোক্ষ অর্থই সমীচীন। মন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হল, মহাবিশ্ব ও স্ফুরন্ত প্রাণের রহস্য-উন্মোচন। এখানে যেমন দেখা যায় উত্তানপদের কথা, যা সম্ভবত ভৌতবিজ্ঞান-সৃষ্টিতত্ত্বের অনুপূরক; তেমনি পাওয়া যায় যজ্ঞকথা, বনস্পতিকথা, দেবতা বা বৃহৎ-ভাবনার কথা, যা মানুষকে একদিন সমাজবদ্ধ হতে প্রেরণা দিয়েছে, বৃহৎ-চেতনার মুখোমুখি হতে প্রচোদনা জুগিয়েছে। মানুষ পরিশীলিত হয়েছে, সৃজনশীল হয়েছে।

মরমীয়া কবি শ্রীঅনির্বাণ-এর দরদী রচনায় প্রাচীন বৈয়াসিকী-চেতনা আর ঋষি বিশ্বামিত্রের লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মঘোষ বা দুর্ব্যাখ্যা-মূর্ছিত বেদ-সংহিতা এই গ্রন্থে যেন পুনরুজ্জীবিত হল।

GAYATRI MANDALA.

VOL. 1.

SRI ANIRVAN.

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল
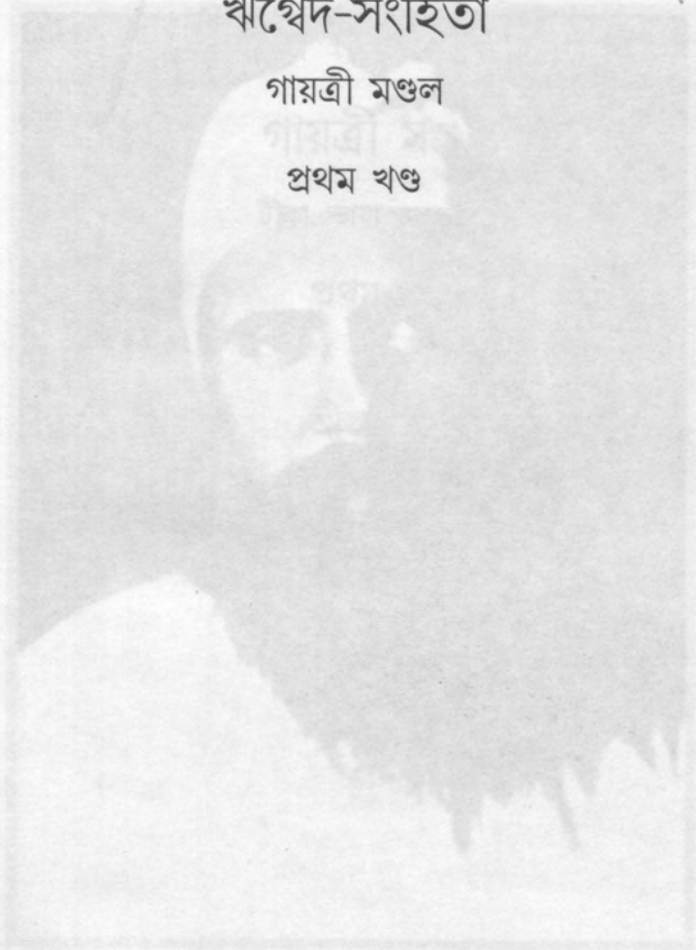
প্রথম খণ্ড
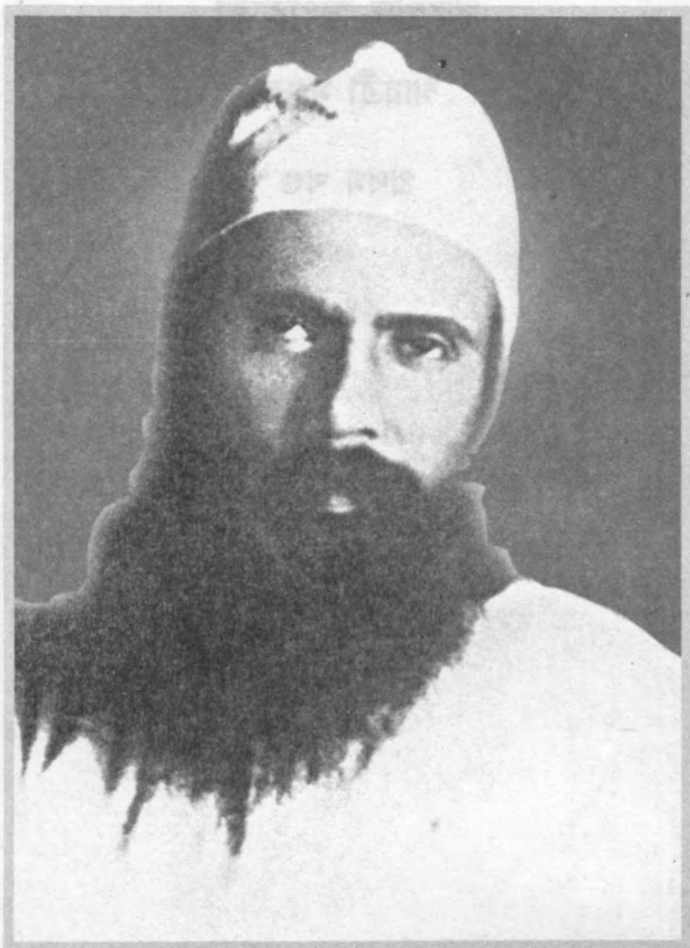
শ্রীঅনির্বাণ

(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

সম্পাদনা

রমা চৌধুরী

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট, কলকাতা

Rig-Veda Samhita

Gayatri Mandala

Volume I

Annotation, Commentary and Translation by

SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: ১ জানুয়ারী ২০০১

সম্পাদনা

রমা চৌধুরী

প্রকাশনা

প্রবোধ চন্দ্র রায়

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট

১/১এ রমণী চাটার্জী রোড

কলকাতা ৭০০ ০২৯

মূল্য: দুই শত টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ

২৯ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস

৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সঙ্কেত-পরিচয়

অ. স.	অথর্ব সংহিতা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ঈ. উ.	ঈশোপনিষৎ
ঋ. স.	ঋক্ সংহিতা
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কা. স.	কাঠক-সংহিতা
গী.	গীতা
ছা. উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
ছা. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘন্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জল যোগসূত্র
পু.	পুরাণ
ব্র. সূ.	ব্রহ্মসূত্র
বা. স.	বাজসনেয়ী সংহিতা
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মু. উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ
মা. উ.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মা. স.	মাধ্যন্দিন সংহিতা
যো. সূ.	যোগসূত্র
শ. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সা.	সায়ণ

প্রবেশক

বেদমাতা হৈমবতীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত গায়ত্রী মণ্ডল তথা ঋষি বিশ্বামিত্র রচিত তৃতীয় মণ্ডলের শ্রীঅনির্বাণ-কৃত টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ প্রকাশিত হল। এই মণ্ডলেই পাওয়া যায় গায়ত্রী মন্ত্র যা ঋষি বিশ্বামিত্র একদা রাজা সুদাসের যজ্ঞভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্যুলোক-ভুলোক পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রের অপরাজিতা জয়শ্রীর বন্দনা গানে মুখর হয়ে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্,' ঋ.স. ৩।৫৩।১২ অর্থাৎ আমিই বিশ্বামিত্র, আমারই বৃহৎ ভাবনার চিদ্বীর্য রক্ষা করছে ভারতজনকে। সেই সুপ্রাচীন ব্রহ্মঘোষ যা একদা এক কান্তোজ্জ্বল ভবিষ্য-দিব্যদর্শনেরই ব্যাহৃতি, সেইটির অন্তর্নিহিত অর্থপ্রকাশ উত্তরাধিকারীর দায়িত্বপালনের নিছক এক প্রচেষ্টা মাত্র।

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশটি মণ্ডলের অন্যতম মণ্ডল এই তৃতীয় মণ্ডল বা গায়ত্রী মণ্ডল, এই মণ্ডলের শেষ সূক্তেই আছে গায়ত্রী মন্ত্র। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যাখ্যাকার অন্যান্য মণ্ডলের আগে এই মণ্ডলকে স্থান দিয়েছেন। বেদের স্বাধ্যায় এ দেশ হতে লুপ্তপ্রায় তথাপি এই মন্ত্রটি ভারতবর্ষের দ্বিজাতিবর্ণের নিত্যজাপ্য মন্ত্র। বৈদিক সাধনার গঙ্গোত্রী হতে যদিও বহুদূর সরে এসেছি তবুও গায়ত্রীকে ভুলতে পারিনি, অতীতের সাথে তিনি আজ পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছেন।

ভাষ্যটির রচনাকাল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল যখন স্বামীজী হিমালয়ের আলমোড়ায় ছিলেন। এত দীর্ঘদিন ব্যবধানে কেন প্রকাশিত হল, এ রকম কৌতুহল পাঠকের মনে আসতে পারে। তা নিরসনের জন্যে বলা যায়, বেদমাতা-হৈমবতীর ইচ্ছা আর অনুমান করা যায় ভৌতবিজ্ঞানের স্থিতিশীলতা ও গায়ত্রী মন্ত্র চেতনার উষ্ণতার অবগাহনে পুনরায় যাত্রাপথের হদিশ অন্বেষণ।

ভৌতবিজ্ঞান এখন এমন এক জায়গায় এসেছে এরপর আর তার অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না। এর মূল লক্ষ্য, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির একীভূত করণ, অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে চারটি শক্তি ক্রিয়াশীল তারা কোন মূল শক্তি থেকে উদ্ভূত তার নিরূপণ। অথচ ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখতে পাই প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে সেই মূল শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁকেই ব্রহ্মনামে অভিহিত করেছিলেন। বিজ্ঞান বহির্দৃষ্টির মাধ্যমে সেই সর্বাতীত, পরিব্যাপ্ত রূপকেই খুঁজে চলেছে। ঋষি দীর্ঘতমার 'অস্য বামস্য' সূক্তে ঋ.স. ১।১৬৪।৩৩ উত্তানপদের কথা

বলা হয়েছে। যার উর্ধ্বমুখ দুটি পদ, অধোমুখ একটি বিন্দু স্পর্শমাত্র অগ্নি সৃষ্ট হল এবং মহাকাশ আচ্ছাদিত হল। অপর একটি ঋকে বলা হয়েছে, 'অয়ম্ অস্মি সর্বঃ' ঋ.স. ১০।৬১।১৯। সেই অগ্নি হতেই যাবতীয় পরিদৃশ্যমান বস্তুর আবির্ভাব অর্থাৎ সেই অগ্নিই সর্বত্র বিরাজিত।

প্রকৃতিতে যে চারটি শক্তি ক্রিয়াশীল, তারা হল মহাকর্ষ, তড়িৎচুম্বকীয়, দুর্বল ও সবল শক্তি, এই শক্তি হতে উদ্ভূত হল ছয়টি ক্ষেত্র, যথাক্রমে টপ্, বটম, চার্ম, ষ্ট্রেঞ্জ, আপ ও ডাউন, এইগুলি কনসেপ্ট্ মাত্র। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে যে আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান সেটি হল মহাকর্ষ, এর যথাযোগ্য ব্যাখ্যা না পেলে একীভূত তত্ত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিজ্ঞানীর কাছে সত্যের অনুজ্ঞা হল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ধারিত বিশ্বের বাহ্য মূর্ত রূপ, তাই ঋষিদের উপলব্ধ সত্যগ্রহণে তাঁরা নারাজ। যদিও ঋষিরা কেবল সৃষ্টির রহস্য অবগত ছিলেন না, তার ওপারে আঁধারঘন রহস্যের ঘনচ্ছটায় উদ্দীপ্ত অনাদি অনন্ত নিত্যস্বরূপকেও জেনেছিলেন। বস্তুতঃ উত্তানপদের সমবাহু ত্রিভুজটির মধ্যে নিত্যতার পরিপূর্ণ এক রূপের আভাস মেলে।

"উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুগর্ভমাধাৎ।।" ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩

"উত্তানয়োশ্চম্বো" পারিভাষিক সংজ্ঞা উত্তানপদ যার রেখাচিত্র হল এমন এক সমবাহু ত্রিভূজ যার দুটি পদ উর্দ্ধমুখী ও শীর্ষবিন্দু অধোমুখী। সেই অধস্ত্রিকোণ থেকে জন্মাল 'সৎ' বা পরিদৃশ্যমান জগত। এটি বৃষভ-ধেনুর মিথুনীভূত রূপ যেখান থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে মহাবিশ্ব ছেয়ে ফেললো। 'অগ্নির্ হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ' ঋ.স. ১০।৫।৭। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা চলে পয়েন্ট অফ্ সিংগুলারিটি। ঋষিরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে আদিসৃজন স্থলে দেখেছিলেন অমূর্ত, অব্যক্ত, সৃষ্টির পূর্বরূপকে যাকে নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে 'অসৎ' ঋ.স. ১০।১০।১২৯ আর পুরুষ সূক্তে এঁকেই বলা হয়েছে 'সৎ' যা মূর্ত্ত, ব্যক্ত বা প্রকাশিত রূপ। এই দুই সত্তার মূল হলেন ব্রহ্মন্। মহাকাশ, নীহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্রমালা, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র সেখান থেকে উৎপন্ন। তিনি সর্বাতীত, সবকিছুকে ধারণ করে আছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয়ের নিহিতার্থ অনুধাবন করেছিল। সেই কারণে ঋষি বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্র ভারতের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাবিত্রী-শক্তি থেকে বৈদিক সভ্যতার কাল শুরু। সে বহুকাল আগের কথা। কখনও-সখনও কালের করাল গ্রাসে সে অবসাদগ্রস্ত হয়েছে

আবার ফল্গুধারার মত অন্তঃস্রোতা হয়ে প্রবহমান হয়েছে। বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে চতুর্থ শতাব্দীতে। মহামুনি যাস্ক কয়েকটি ঋকের ব্যাখ্যা দেন যা নাকি তাঁর চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছিল বিদ্যুৎ-চমকের মত। তারপর চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে রাজা বুক্কের আদেশে কর্মপর ব্যাখ্যা করেন প্রাজ্ঞ ধুরন্ধর মহামতি সায়ণাচার্য্য। আর এ যুগে সুদুর্লভ মহাত্মা বেদপুরুষ শ্রীঅনির্বাণ। ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডল ও আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সূক্তের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং মন্ত্রের ভাষ্য তিনি রচনা করেন। তাঁর বেদ-মীমাংসা গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই আদিত্য বা সূর্য যিনি এই সৌরলোকের অধিপতি তিনি দুটি ধারার জনক— তাপ বিকিরণ ও চেতনা সঞ্চারণ। তিনি যেমন প্রাণাপানের ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তেমনি চেতনার স্ফুরণ ঘটান। ঋষিরা এই সূর্য থেকে আগত অনাহত ধ্বনির তাঁদের হৃদয়ে পশ্যন্তী বাকের কল্যাণে Vision অর্থাৎ প্রতিভাস দেখতে পেলেন। চেতনার স্পন্দনটি ক্রমে বিস্ফারিত হল অনাহত বাণীর গুঞ্জরণে। স্বামীজী আরো বলেছেন, বাক্ নিহিত ছিল পরম ব্যোমে। সে আপন স্বভাবে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের বিভাবে সহস্রধারায় নির্গলিত হয়ে ভাষায় আবির্ভূত হল। আদিত্যের প্রথম রশ্মিটি ঋষির হার্দাকাশে প্রবেশ করে যেন বাণীরূপে স্ফুরিত হল। মানুষের প্রয়োজনে সে এখন নিত্য ব্যবহার্য্য। ভাষা যদিও ভারতের মাটিতে আবিষ্কৃত কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে সে দেশে দেশে, কালে কালে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করেছে মৌখিক ও লিখিত দু-ভাবেই। এ বিষয়ে হয়ত পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে তবে এই ব্যবহারিক দিকটি নির্ণীত হবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, কোন্ ব্যাপারটিকে ভাষাসৃষ্টির মূল উপকরণরূপে গ্রহণ করা হবে? যে ভাষায় যত অধিকসংখ্যক শব্দ ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে সেই ভাষাটিকেই অন্যান্য ভাষার জননী বলে মনে করা উচিত। অবশিষ্ট ভাষাগুলি মূল ভাষার উপসৃষ্টি মাত্র। ভারতের সংস্কৃত ভাষা সেই স্থানটি অলংকৃত করেছে। এই ভাষায় এমন কোন শব্দ নেই যা ধাতু থেকে উৎপন্ন নয়। জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাতে ধাতূৎপত্তি থেকে শব্দসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, তবে সংস্কৃত ভাষায় যেমন অজস্র অন্য কোন ভাষায় সেরূপ নয়।

ঋগ্বেদ-সংহিতার গায়ত্রী মণ্ডলে আছে দেবতার সাযুজ্যলাভের বর্ণনা। এখানেই দেখা গেল মহেশ্বরকে, মহা-ঈশ্বর Supreme God— তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, উদাত্তকণ্ঠে তাঁর প্রশস্তি গীত হয়েছে, আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে, দেবতার আবেশে দেবভাবে বিলীন হওয়া দেবত্বের মাঝে। পরক্ষণে সেই দেবতা

যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাঁকে আকাশবাসরে ফিরে যেতে অনুরোধ জানান হয়েছে। একটি ঋকে এক বিস্ময়কর অনুভূতির কথা বলা হয়েছে।

'পরা যাহি মঘবন্না চ যাহী
'ন্দ্র ভ্রাতরুভয়ত্রা তে অর্থম্
যত্র রথস্য বৃহতো নিধানং
বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য'। ঋ.স. ৩।৫৩।৫।

'তুমি ফিরে যেও তোমার আনন্দধামে, আবার আমার দেবহূতি আকুতির টানে চলে এসো এইখানে। এমনি করে এপারে ওপারে বহে নিত্যকাল তোমার খেয়া। তোমার বিশ্রান্তি যেমন ঐ পরম ব্যোমের শূন্যতায়, তেমনি এই হৃদয়ের কমলালয়ের শূন্যতায়। দেবতা তুমিও যেমন অদিতির তনয়, আমিও তাই, আমি যে তোমার ভাই'। ঋষির চিত্ত হাহাকার করে উঠেছে, তিনি দশদিক শূন্য দেখছেন। আত্মবিস্মৃত ঋষি তখনই উপলব্ধি করেন, দেবতার দাক্ষিণ্যে তাঁর শূন্য হৃদয় যেন পূর্ণ হয়ে গেছে, তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলেন, আমি যে তোমার সাযুজ্য লাভ করেছি। দেবতা ও মানুষ তখন সহধর্মী, সহমর্মী।

অপর একটি সূক্তে পাওয়া যায়, ঋষি বিশ্বামিত্র এবং বিপাশা ও শতদ্রুর কথোপকথন, যাকে মনে করা যেতে পারে এক ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। কোন এক সময়ে ঋষি বিশ্বামিত্র, রাজা সুদাসের যজ্ঞ-পুরোহিত হয়েছিলেন যদিও মুনি বসিষ্ঠ সুদাস রাজার কুল-পুরোহিত ছিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা প্রভূত ধন-সম্পদ বন্টন করেন। বিশ্বামিত্র প্রচুর দক্ষিণা পেয়ে চলেছেন নতুন জমির সন্ধানে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন দশ ভরত। তিনি লোকজন সহ বিপাশা ও শতদ্রুর সঙ্গমস্থলে এসে দেখলেন, নদীর জল গভীর, পার হওয়া যায় না। বাঁধনহারা স্রোত পাহাড়ের উপর হতে নেমে আসছে। 'প্র প্রবর্তানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে। গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহানে বিপাট্ ছতুদ্রী পয়সা জবেতে'। ঋ. স. ৩।৩৩।১। ঋষি নদীদ্বয়ের বন্দনা ও স্তুতি শুরু করলেন যাতে নির্বিঘ্নে নদী পার হওয়া যায়। রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরূপ মূহূর্তমেতৈঃ। প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যু কুশিকস্য সূনূঃ।। ঋ. স. ৩।৩৩।৫, 'নাম তোমরা আমার এই সুধাক্ষরা বাণীতে, হে ঋতাবরী, একটি মুহূর্ত থাম চলন হতে। শতদ্রুর ধারাকে আমার কুল ছাপানো এই মনের উচ্ছলনে প্রসাদ যেচে ডাকছি আমি কুশিকের ছেলে'। একটি অনুপম লৌকিক কবিতার সৃষ্টি, মুগ্ধবিস্ময়ের ছাপ রেখে যায় মনে।

অনুমান করা যায়, পরবর্তী পর্যায়ে ঋষি বিশ্বামিত্র ও সুদাস রাজার মধ্যে এক

সংঘর্ষ হয়। সুদাসের পক্ষে ছিলেন মুনি বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রর পক্ষে দশ ভরত। এই সময় যাঁরা শতদ্রু পার হয়ে বিস্তীর্ণভূমি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা ওপারে থেকে যান এবং কিছুকাল পরে শিকড়ের সন্ধানে এদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁদের এই আগমনকে আর্য্যজাতির ভারতে আগমন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা বিগতকালের, সভ্যতার আদিম অবস্থা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক মহা ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের দর্শন ও চিন্তন এমনভাবে প্রসারিত করেছিলেন, যার অনুপ্রবেশে মানুষ দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছিল। আরাধনার মধ্য দিয়ে দেবত্বের পথে এগিয়ে যাওয়াই ছিল মুখ্য কাম্য। বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত মতবাদ দেখা দিয়েছে, তা সংহিতা ব্যতীত সবই আংশিক। সংহিতাতে সমবেত ভাবে সকলেরই যাত্রাপথ হল দেবত্বের পথে অভিযান। পরমপূজ্য স্বামীজী সংহিতার মন্ত্রের রহস্যভেদ করে সংহিতাকে এখন আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। এই পাঠের মধ্য দিয়ে এক সর্বজনীন মতবাদের বিস্তার হোক এই কামনা করি। এঁকে অবলম্বন করে আমরা যেন হৈমবতীর আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারি এই হোক সর্বজনীন প্রার্থনা।

দিব্য রসের যে গঙ্গোত্রী-গোমুখ বেদমন্ত্রে গুহায়িত, সেটিকেই ভগীরথের মতন স্বচ্ছন্দে সাবলীল এই মর্ত্ত্যে নামিয়ে এনেছেন শ্রীঅনির্বাণ তঁার অপূর্ব কাব্যরসমাধুরীর ভাগীরথীর ধারায়। বেদসাহিত্যের ইতিহাসে এই রসের আবিষ্কার নিষ্কাসন ও বিতরণই হল শ্রীঅনির্বাণের মহত্তম অবদান। বস্তুত বেদমন্ত্রে যে এত রস, এত আলো এবং এত আনন্দ আছে তা শ্রীঅনির্বাণের লেখনী ছাড়া বোধহয় পৃথিবীতে অজ্ঞাত থেকে যেত। মন্ত্রের ভাব, ব্যঞ্জনা ও রস-লালিত্য অক্ষুণ্ণ রেখে এই অপূর্ব কাব্যিক অনুবাদ মূল মন্ত্রেরই মতন রসময়, ভাবময়, ব্যঞ্জনাময় ও আনন্দময়। মন্ত্রের পরেই পদসমূহের টীকা, ভাষ্য এবং কবিতায় অনুবাদ এই ধারায় করেছেন। টীকার গভীরে যেতে যাঁদের সুযোগ বা অবকাশ নেই, তাঁরা এই অনুবাদ ও ভাষ্যপাঠে মূলমন্ত্রের অনেকটা রস ও মাধুর্য্য আস্বাদন করতে সমর্থ হবেন বলে আশা করি। পাণ্ডুলিপিটি যেখানে যেমন ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে হুবহু তা অনুসরণ করার প্রয়াস রাখা হয়েছে, লেখার কিছু কিছু অংশ সময়ের ব্যবধানে অস্পষ্ট হওয়ায় ellipsis ব্যবহার করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা ভাষ্যের মূল পাণ্ডুলিপি যা স্বামীজী আমার হাতে তুলে দেন, তা থেকেই গ্রন্থটি সংকলিত, তবে পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ তাঁর একদা সম্পাদিত

আর্যদর্পণ পত্রিকা বা অন্য কোন পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পুনর্মুদ্রণের জন্য আমি তাঁদের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রকাশনার ব্যাপারে বহুবিধ সহায়তা ও সুপরামর্শের কারণে কেরালার ডাঃ এম. লক্ষ্মী কুমারী, অন্ধ্রের শ্রী বি. কে. রাও, আই. এ. এস., প্রাক্তন সচিব, দিল্লি অধুনা কলকাতার শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টচার্য, শ্রীদীনেন্দ্র মারিক প্রমুখ সুধীজন আর নিজ পরিজনদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

মহালয়া ১৪০৭ —প্রীতিপূর্বক
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড রমা চৌধুরী
কলকাতা ৭০০ ০২৯

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

মণ্ডলের ঋষি
ঋষি বিশ্বামিত্র

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ
শ্রীঅনির্বাণ

রচনা স্থল: লোহাঘাট, হিমালয়, ১৯৫১-৫৮

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক, হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন; হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন; বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন। **"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"**। স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল। নঃ = আমাদের। বৃহ = বিরাট। বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর। দধাতু = দান করুন। অর্থাৎ **"পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"**। তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

প্রথম সূক্ত

ভূমিকা

বেদার্থের মনন করব। ভূমিকা হিসাবে কিছু বলবার আছে। মীমাংসক বলেন, 'মন্ত্র' আর 'ব্রাহ্মণ' এই নিয়ে বেদ। সংহিতা মন্ত্রময়; ব্রাহ্মণে আছে মন্ত্রের বিনিয়োগের কথা,—তার সঙ্গে অর্থের বিবৃতিও কিছু-কিছু আছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি এই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, শুধু ঈশোপনিষৎখানা পড়েছে শুক্লযজুর্বেদের শেষাংশে—কর্ম আর জ্ঞানের মাঝে সেতুর মত। উপনিষদের ধর্ম সংহিতার ধর্মের প্রতিবাদ—এই দিগ্‌ভ্রষ্ট উপস্থাপনা অপ্রামাণ্য এবং অশ্রদ্ধেয়। সংহিতায় যা রূপময়, অধ্যাত্মমননের অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাহিত হয়ে উপনিষদে তা ভাবসিদ্ধ; সমগ্র বেদার্থে একটি অখণ্ড মহাসত্যের ব্যঞ্জনা—এই দৃষ্টিই সমীচীন।

সমগ্র সংহিতায় বলতে গেলে কেবল দেবতার কথা। যিনি বলছেন, তিনি 'ঋষি'; অর্থাৎ সত্যের পথে অভিযাত্রী তিনি, আঁধারকে বিদীর্ণ করে চলছেন অগ্র্যা-বুদ্ধির শাণিত ফলকে [< √ ঋ (চলা); √ ঋষ্ (বিদ্ধ করা)]। চলতি কথায় তিনি 'মন্ত্রদ্রষ্টা'। যাস্ক বলেন তিনি 'সাক্ষাৎ-কৃতধর্মা'—সত্যের যে শাশ্বত বিধান বিশ্বের ধারক, প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদের ভাষায়, 'ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন'—তিনিই ঋষি, অলখের আকূতিতে হৃদয় যাঁর টলমল। এই আকূতি আছে বলেই তিনি 'কবি' [< √ কব্, কূ]। আবার বেদ বললেন—যিনি পরম দেবতা তিনিও 'কবি'। দেবতার আকূতি প্রকাশের, ঋষির আকূতি উপলব্ধির। অলখের হৃদয় হতে আলোর ধারা ঝরে পড়ছে, তার ছোঁয়ায় ঋষির হৃদয়ে দল মেলছে। দুটি কবির হৃদয়ে এই-যে ছন্দের দোলা, বেদমন্ত্র তার বাণীরূপ।

আমরা শুনেছি, বেদমন্ত্রে কেবল কামনার উদ্‌গার।

একদিক দিয়ে কথাটা যেমন অংশত সত্য, আর একদিক দিয়ে তেমনি

ভয়ঙ্কর মিথ্যা। অলখের কবি যিনি তাঁর আকূতিতে ফোটে কামনার দিব্যরূপ। সে কামনায় বিশ্বপ্রাণের সেই আদিম আকূতি—'আমি জড়ত্বের বাধা ভাঙ্ব, আমি বৃহৎ হব'। এই আকূতিতে আত্মচেতনার যে বিস্ফারণ, বেদের ঋষি তাকে বলছেন ব্রহ্ম বা বৃহতের ভাবনা [< √ বৃহ্ বেড়ে চলা)]। তার লক্ষ্য 'স্বর্'—যার অর্থ পরম জ্যোতি বা পরা বাণী দুইই হতে পারে। দুয়ের অধিষ্ঠান হল—দার্শনিকের ভাষায় আকাশের আনন্ত্য, ঋষির ভাষায় পরম ব্যোম। ঐ অন্তহীন বৈপুল্যের মাঝে অবগাহনেই তৃষ্ণার্ত জীবনের পরম তৃপ্তি। প্রাণস্ফুরণের যে দুটি বাধা—জরা আর মৃত্যু, ঐখানে তারা পরাভূত। দেবতারা ঐখানে আছেন ; তাঁরা অজর, তাঁরা অমৃত। তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের যে সাযুজ্য বা নিত্যযোগ, তাই আমাদের কাম্য। বেদমন্ত্রে এই কামনাই ছন্দিত হয়েছে।

তারপর দেবতার কথা। দেবতারা 'দ্যুলোকে' বা আকাশে আছেন—ঐ তাঁদের নিত্যধাম। সে-আকাশ 'উরুরনিবাধঃ'—সব-ছাওয়া এক চিন্ময় মহাবৈপুল্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ-বিচরণের কোনও বাধা নাই। সেইখানে দেবতারা 'স্বধয়া মদন্তি'—আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরঙ্কুশ আনন্দে টলমল। ....আবার তাঁরা আছেন অন্তরিক্ষেও। আকাশ দ্যুলোক বা আলোর রাজ্য, আকাশ চিন্ময় ; অন্তরিক্ষ বায়ুর রাজ্য, অন্তরিক্ষ প্রাণময়। ....তার নীচে এই পৃথিবী ; সে অন্নময় বা জড়, কিন্তু অগ্নিবাসা বা অগ্নিগর্ভা। দেবতারা সেখানেও আছেন। আকাশ বাতাস পৃথিবী সব দেবময়, আধুনিক ভাষায় 'সব চিন্ময়'।

শুধু তাই নয়। দ্যুলোক অন্তরিক্ষ আর পৃথিবী—সবই যে দেবতা। আধার আর আধেয়ের মধ্যে দ্বৈতের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা কিছু, সবই এক বৃহৎ চেতনামাত্র। যা বাইরে, তা-ই অন্তরে ; বাইরের যে আকাশ, তা-ই আবার 'এষ অন্তর্হৃদয়ে'—এই যে আমার মাঝে, আমার হৃদয়ে (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। যা দৃষ্টিতে, তা-ই আবার চেতনায় ; প্রত্যক্ষ অনুভব করছি,—এই-যে বায়ু, সে তো বৃহতেরই নিঃশ্বসিত (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। এই-যে পৃথিবী, এ তো শুধু মাটি নয়—এ যে 'হিরণ্যবক্ষা অদিতিঃ পরমে ব্যোমন্'—এ যে পরমব্যোমের অখণ্ডিতা অবন্ধনা চেতনা, মেলে রয়েছে তার সোনার বুকখানি (অথর্বসংহিতা)।

এমনি করে সংহিতার দেববাদ আর উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এক অখণ্ড অদ্বয় চিন্ময় প্রত্যক্ষেরই দুটি ভঙ্গিমাত্র। এই চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই বেদমন্ত্রের মর্মরহস্য।

অধিদৈবত দৃষ্টিতে বাইরে যাঁকে দেখছি বিশ্বরূপে, তাঁকেই আবার অনুভব করছি অন্তশ্চেতনায়। পৃথিবীর বুকে অগ্নিরূপে জ্বলছেন যিনি, তিনিই আমার অন্তরে অভীপ্সার শিখা। পৃথিবীর দ্যুলোকাভিসারিণী আকূতিই আমার মধ্যে ফুটেছে আলোর আকৃতি হয়ে। যাস্কের স্পষ্ট ভাষায়, আত্মাই দেবতা।

এই দেবতার সাযুজ্যলাভের উপায় 'যজ্ঞ' অথবা উৎসর্গ-ভাবনার সাধনা। যজ্ঞের আর এক নাম 'অধ্বর' ; তার অর্থ আঁকাবাঁকা পথ ছেড়ে সহজ পথে চলা। সর্পিল পাপ ('জুহুরাণম্ এনঃ') নিজেরই চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, সে 'রক্ষঃ'—সে দিতে জানে না, সব-কিছু আগলে রাখে নিজের জন্য ; সে 'অসুর'—প্রাণের উত্তালতায় প্রমত্ত ; সে 'দাস'—অন্ধতমিস্রার সর্ব্বনাশা যান্ত্রিক বৃত্তি ; সে 'দস্যু'—অতর্কিত হানায় আমাদের হৃদয়কে উজাড় করে' আলোর সম্পদকে ছিনিয়ে নেয় নিজেরই ভোগের জন্যে। এই 'বৃত্র' বা আবরণশক্তির কবল হতে নিজেকে বাঁচাতে হবে 'তামসিক জড়ত্ব আর রাজসিক চাঞ্চল্যকে পরিহার করে'। চলতে হবে সহজ পথে ('ঋজুনীত্যা') সব কার্পণ্য সব লোভ ছাড়তে হবে, নিজেকে নিংড়ে সেই রসে পূর্ণ করতে হবে তাঁর সুধাপাত্র। এই হল মৃত্যুজিৎ হয়ে দেবতার সাযুজ্য লাভ করবার সঙ্কেত, যজ্ঞের রহস্য।

তারপর ব্যাখ্যাপদ্ধতির কথা। তিনটি 'দৃষ্টি' বা সত্যকে দেখবার ভঙ্গি; অধিভূত, অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম। গীতার ভাষায় বলি ঃ সব-কিছুকে ক্ষরভাবে দর্শন করা অধিভূত দৃষ্টি ; 'এই যা-কিছু, সমস্তই সেই পরম-পুরুষ' (ঋক সংহিতা)—এইভাবে দেখা অধিদৈবত দৃষ্টি, আর বাইরের যা-কিছু সমস্তই স্ব-ভাবে বা আত্মাতে—এই দৃষ্টি অধ্যাত্ম। অধিভূত দৃষ্টি প্রাকৃত; অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম দৃষ্টি অতিপ্রাকৃত। শেষের দুটি দৃষ্টিতে ফোটে অধ্যাত্মচেতনার দুটি মেরু—একটির ইশারা বিশ্বের অতীতে, আর একটির ইশারা অন্তরের অতলে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই তফাৎ হতে অধ্যাত্মদর্শনে দেখা দিল দেববাদ আর আত্মবাদ—'ঋষি' আর 'মুনি' [তুলনীয়, Gk. monos 'একা' 'নিঃসঙ্গ' (Guenon) ; দ্রষ্টব্য: ঋক্‌সংহিতা ১০।১৩৬] যথাক্রমে তাদের প্রবক্তা। বেদে তাঁদের সংজ্ঞা 'বিপ্র' এবং 'নর'—'ব্রহ্ম' আর 'ক্ষত্র' তাঁদের চিৎশক্তির বিশিষ্ট বৃত্তি। দেববাদে আর আত্মবাদে যে আপাতবিরোধের সূচনা হয়েছিল সুদূর অতীতে, মাণ্ডূক্যোপনিষদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যে পাই তার সমন্বয়। এই বাণীই বেদার্থের সার, অধ্যাত্ম জগতে ভারতবর্ষের মৌলিক দান।

বেদবাণীর প্রবক্তা 'ঋষি' ; তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টি অধিদৈবত (Spiritual) অথচ

তাঁর বাগ্‌ভঙ্গী আশ্রয় করেছে অধিভূত (Phenomenal) দৃষ্টিকে। চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই যদি বেদবাদের মূল কথা হয়, তাহলে এতে অসঙ্গতি বা ন্যূনতা কিছুই নাই। দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা—অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শেষ কথা। 'এই-যে তিনি' অথবা 'তিনিই এই'—এ-দুটি উপলব্ধির মধ্যে উত্তরবাহিনী চেতনার পরিক্রমা পূর্ণ হয়। সে উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের ভাষায় কথা কওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গোল বেধেছে এইখানেই। ঋষির অধিদৈবত দৃষ্টির অধিভূত বিবৃতিকে প্রাকৃতবুদ্ধি চিন্ময় প্রত্যক্ষের বর্ণনা মনে না করে জড় প্রত্যক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলতে পারে। এদেশে যাঁরা দেববাদের প্রতি অপ্রসন্ন, তাঁদেরও কিন্তু আজ পর্যন্ত এ-মতিভ্রম হয়নি। অথচ আধুনিক পণ্ডিতেরা সম্প্রদায়ভ্রষ্ট ও সাধনাহীন পল্লব-গ্রাহিতার দৌলতে বেদব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ভুলটি করে বসেছেন। বেদার্থ প্রকৃতিবাদে পর্যবসিত—এটা এ-যুগের নতুন আবিষ্কার।

আধুনিকের অধিমানস দৃষ্টি বেদমীমাংসায় একটা নতুন পূর্বপক্ষ খাড়া করেছে। প্রাচীন অধিদৈবত দৃষ্টিকে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আপূরিত করে সে-পূর্ব্বপক্ষের জবাব দেবার সময় এসেছে। অথচ সে-জবাব যাতে ভাবধারার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। গঙ্গোত্রী হতে সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত আর্যচিন্তার সমগ্র প্রবাহকে এক অখণ্ড বৈয়াসিকী চেতনায় ধারণা না করতে পারলে এ দুশ্চর ব্রত উদ্‌যাপিত হবে না। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা তার ভূমিকামাত্র।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। ঋষি দেখছেন কবির দৃষ্টিতে, বেদের ভাষা ছন্দোময় ছবির ভাষা। অথচ অর্থের ব্যঞ্জনায় তা ব্যাপক এবং গভীর। ঋষিকে ঘিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপের মেলা,—কিন্তু এক অলখের আ-ভাসকে বহন করে' প্রতিমুহূর্তে তাঁর অনুভবে তারা প্রতীকী হয়ে উঠছে। অর্ধচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিতে প্রতীক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে, সত্তার গভীরে সঞ্চারিত করে না-পাওয়াকে পাওয়ার জ্বালাময় অভীপ্সা। বেদমন্ত্র এই অভীপ্সার বাহন। মীমাংসক যদি বলে থাকেন, 'চোদনা' অর্থাৎ ক্রিয়া বা সাধনার প্রতি প্রেরণা দেওয়া ছাড়া বেদমন্ত্রের আর-কোনও তাৎপর্য নাই, তাহলে নিতান্ত ভুল বলেননি তিনি। বেদমন্ত্রের বীর্য এই প্রচোদনাতে—তার এই সাবিত্রী-শক্তিতে।

এক কথায় বলতে গেলে গভীর দর্শনকে ছবির ভাষায় রূপ দিয়ে অন্তরের আকুতিকে লেলিহান করে তোলা—এই হল বেদমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তার

উপযোগিতা এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং অধ্যাত্মসাধনাকে সহজ ও বিশ্বজনীন করবার জন্য বেদের সাধনাকেই ভারতবর্ষের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র এবং তাঁর সন্ততি। যথারীতি অগ্নিসূক্ত দিয়ে তার আরম্ভ।

১

সোমস্য মা তবসং বক্ষ্যগ্নে
বহ্নিং চকর্থ বিদথে যজধ্যৈ।
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যৎ যুঞ্জে অদ্রিং
শমায়ে অগ্নে তন্বং জুষস্ব।।

সোমস্য মা বহ্নিং চকর্থ—সোমধারার বাহন করেছ আমাকে (হে অগ্নি)। যাজ্ঞিকের সোম লতাবিশেষ, তাকে ছেঁচে দেবতার উদ্দেশে তার রস আগুনে আহুতি দেওয়া হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমলতা সুষুম্ণা নাড়ী। উর্ধ্বস্রোতার সাধনায় তার ভিতর দিয়ে রসচেতনা উজান বেয়ে সহস্রারে পৌঁছয় যখন, তখন পার্থিব-সোম রূপান্তরিত হয় দিব্য-সোমে। এই দিব্য-সোম আনন্দময় অমৃতচেতনা,—পুরাণকারের বর্ণনায় সেই 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা জ্যোৎস্না-রজনী', যার মধ্যে অনন্তের 'রাস'-লীলা চলছে। বৈদিক কল্পনায় জ্যোছনায়-ছাওয়া রাত লোকোত্তর আনন্ত্যের আনন্দরূপ। অগ্নি জীবচেতনায় অভীপ্সার উর্ধ্বশিখা, জড়ত্বের বুকে চেতনার আত্মস্ফুরণের তপস্যা। আমার অভীপ্সা বস্তুত পরম দেবতারই আকূতি ; তাই 'অগ্নির্গুরু দ্বিজাতীনাম্'—অধ্যাত্মজগতে নতুন জন্ম হয়েছে যাদের, অগ্নি তাদের গুরু। পৃথিবীতে বা মূলাধারে অগ্নি, দ্যুলোকে বা সহস্রারে সোম, আর দুয়ের মধ্যে অগ্নী-ষোমের যুগলধারা—এটি বেদ আর তন্ত্র দুয়েরই কথা। সোমযাগ আর কুণ্ডলিনীযোগ একই সাধনার দুটি রূপ, গীতার ভাষায় একটি দ্রব্যযজ্ঞ, আর একটি জ্ঞানযজ্ঞ। তবসং বক্ষি অগ্নে [এ-অংশটুকু সমগ্র উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে—কতকটা আপন মনে বলার মত] বলীয়ান্‌কেই চাও তুমি, হে অগ্নি। **তবসম্**—[√ তু (বলীয়ান্ হওয়া) + অস্ ২য়ার একবচন] বলবান্‌কে। বলের প্রসিদ্ধ বৈদিক সংজ্ঞা 'ক্ষত্র', পতঞ্জলির যৌগিক

সংজ্ঞা 'বীর্য'—অধ্যাত্মসাধনার যা অপরিহার্য অঙ্গ। তুলনীয়, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৪) ; 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ' (কঠোপনিষৎ ১।২।২৫) ; 'শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্' (যোগসূত্র ১।২০)। **বক্ষি**—[√ বশ্ (চাওয়া ; তু. E. wish) + লট্ সি] তুমি চাও। **বহ্নিম্**—[√ বহ্ (বহন করা Lat. Vehere 'to carry' convey, Gk. ekhos < * Wekhos 'Wagon', Goth. (ga) wigan 'to shake, move', O. E. wegan 'to carry') + নি, ২.এ] বাহন। **বিদথে**—[√ বিদ্ (জানা, Lat. videre 'to see', Gk. oida 'know', eidon 'saw', idea 'appearance', O. Slav videti 'to see') + (অ), থ, ৭-এ.—নিঘন্টু 'যজ্ঞ' ৩।১৭ ; নিরুক্ত 'বেদন' ৩।১২, ৬।৭ (নিঘ. ৪।৩।৩৩)] বিদ্যার সাধনায়, সত্যকে জানবার কিংবা পাবার সাধনায়। তু 'শমথ' বৌদ্ধের প্রশমের সাধনা। **যজধ্যৈ**—[√ যজ্ + অ) + ধ্যৈ (তুমর্থে) = যষ্টুম্] দেবতার যজন করব বলে, আপনাকে দেবতার কাছে বিলিয়ে দেব বলে। **দেবান্ অচ্ছা**—দেবমণ্ডলীর উদ্দেশে, বিশ্বচেতনার পানে। বহুবচন এখানে বোঝাচ্ছে একই পরমদেবতার বহু বিভূতিকে। উদ্দীপ্ত চেতনা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যে দেখা দেয় নানা চিন্ময় বৃত্তি। এই ছড়িয়ে পড়া হল আকাশ-ভাবনা, দেবতারা তার মধ্যে তারার মত। **দীদ্যৎ**—[√ দী (দীপ্তি দেওয়া, জ্বলে ওঠা ; √ দিব ; Ar. base * diw — < * dew — < * deiw) + শতৃ, ১-এ.] উদ্দীপ্ত হয়ে। অন্তরাবৃত্ত অনুভবে, 'তুমিই জ্বলে উঠেছ আমার মধ্যে মূর্ধন্যচেতনার পানে'। **অদ্রিম্**—[অ √ দৃ (বিদীর্ণ করা) + ই, ২-এ,—যাকে বিদীর্ণ করা যায় না, নিরেট] সোমলতা ছেঁচবার পাথর। অধ্যাত্ম অর্থে প্রত্যাহৃত চিত্তের জমাট ভাব ; পতঞ্জলি বলবেন 'স্থিতি' (যো-সূ ১।১৩) আসলে যা অক্লিষ্ট তমোবৃত্তি। পৌরাণিক কল্পনায় তাই হিমাচল, যার মেয়ে উমা তন্ত্রের যোড়শী বা সোমের অমৃতকলা। যাজ্ঞিকের অদ্রিযোগ তাহলে যোগীর প্রত্যাহার বা যোনিমুদ্রা। **শমায়ে**—[পদপাঠ ; শম্-আয়ে। শম্ (বৈদিক বীজ, 'উপশম', 'পরিনির্বাণ') + (আ) য় √ শমায় (প্রশমের সাধনা করা) ; তারপর লট্ এ। তু. 'ঋতেন দেবঃ সবিতা শমায়তে' ৮।৮৬।৫] প্রশমের ভূমিতে পৌঁছবার সাধনা করছি। আগুনের ঊর্ধ্বশিখা 'শূন্যে' মিলিয়ে যায় ; তাইতে অভীপ্সার পর্যবসান। **তন্বম্**—[= তনুম্] আমার তনুকে। শরীর যোগাগ্নিময় হোক্ (তু. শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২।১১)। **জুষস্ব**— [√জুষ্—[√ জুষস্ব (তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করা ; Lat, gustare 'to taste, enjoy' ; cp. Goth. kustus

'taste', Germ. kosten 'to taste, try' ; < Ar. base * geus 'to taste, choose') + লোট্ স্ব] তৃপ্ত হও, নন্দিত হও, সম্ভোগ কর, আনন্দে জড়িয়ে ধর।

হে তপের শিখা, কী চাও তুমি আমার কাছে ? দৈন্য নয়, ক্লৈব্য নয়—চাও আমার কাছে উৎশিখ বীর্যের তাপ। এই যে পরমকে পাবার তরে নিরন্ত আমার ব্যাকুলতা, তারই প্রেষণায় এনেছ তুমি নাড়ীর উজানধারায় রসচেতনার বহ্নিস্রোত—আমার বিলিয়ে দেবার মিলিয়ে যাবার আকূতিকে করেছ তুমি বেদনায় বিহ্বল। তারা-ঝলমল ঐ আকাশের পানে জ্বলে উঠেছে আমার সৌষুম্ণ-ভাবনার বিদ্যুৎ ; নিথর সঙ্কল্পের সঙ্কর্ষণে নিস্পন্দ হল, কঠিন হল বজ্রনাড়ীর মূল, উজান বইল সুরধুনীর সুধার ধারা। নৈঃশব্দ্যের মহারহস্যের পানে এই যে শুরু হল আমার চেতনার উত্তরণ ; হে তপের শিখা, আমার যোগতনুকে আনন্দে জড়িয়ে ধর, ছড়িয়ে পড় তার অণুতে-অণুতে শিরায়-শিরায়:

জ্যোৎস্নাধারার বাহন আমি, সকলকেই চাও
তুমি হে তপের শিখা,
তাই আমায় বাহন করেছ সেই ধারার পাওয়ার সাধনায়
নিজেকে বিলিয়ে দেব বলে।
বিশ্বদেবতার পানে জ্বলে উঠেছি, জুড়েছি
সোমের পাষাণ;
প্রশমের পথে চলেছি — হে তপের শিখা, তনুকে
আমার জড়িয়ে ধর সোহাগভরে।।

২

প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতাং গীঃ
সমিদ্‌ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসুর্ বিদথা কবীনাং
গৃৎসায় চিৎ তবসে গাতুম্ ঈযুঃ।।

প্রাঞ্চম্—[< প্র (সামনে) √ অঞ্চ্ (চলা), সূর্যের দিকে বা আলোর দিকে মুখ করে চলা] আলোর অভিমুখী, জ্যোতিরভিসারী তু. 'প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ' ৭।৩৩।৭। লক্ষণীয়, আর্যকৃষ্টিরও বিস্তার পুবের দিকে। 'যজ্ঞ' বা সাধনাকে জ্যোতিরভিমুখী করাই আর্যের লক্ষণ ; 'আলো চাই, আরও আলো'—এই তার অজপা তু. 'প্রাঞ্চং নো যজ্ঞং প্র ণয়ত সাধুয়া' ১০।৬৬।১২ ; 'রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ' ১০।৮৭।৯ ; 'প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্র ণয়তা সখায়ঃ' ১০।১০১।২। **গীঃ**—[<√ গৃ (গান করা), √ গৃ (জেগে ওঠা) ; ভোরের আলোয় পাখিরা জেগে উঠে গান করে—এই ছবিই মনে আসে । অগ্নি 'উষর্বুধঃ', দেবতারা 'প্রাতর্যাবানঃ' ; বাইরের জাগা আর ভিতরের জাগা—দুইই এক ছন্দে আলোর পানে জাগা। 'প্রভাতী' বা 'টহলদারী' গান আজও এদেশে অচল নয়] বোধনবাণী, বৈতালিকী, জাগরণী। এ-বাণী বেড়ে চলুক্ (বর্ধতাম্), চেতনার পর্বে-পর্বে দেবতাকে জাগিয়ে তুলি। **দুবস্যন্**—[√ দুবস্য (পরিচর্যা করা) + লেট্ অন্। √ দুবস্য < দুবস্ দেবতার পরিচর্যা, আহুতি < √ দু । দু (জ্বালানো, পোড়ানো; তু. ভাষায় 'দুনোতি' মনে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে)। নিজের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়াই যজ্ঞ বা সাধনা, তাই 'দুবঃ' বা 'তপঃ'] পরিচর্যা করুক, জ্বালিয়ে তুলুক। কারা আগুন জ্বালিয়ে তুলবে তার উল্লেখ নাই। ইন্দ্রিয়েরা—এই কথাই সহজে মনে আসে। আধারে ইন্দ্রিয়েরাই সাধক ; বাইরের জগতের সঙ্গে তারা যেমন যোগ ঘটায়, তেমনি উদ্দীপ্ত ও আপ্যায়িত হয়ে দেবতার সঙ্গেও যোগ ঘটায় [তু. 'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি—ইন্দ্রিয়াণি সর্বাণি' (উপনিষদের শান্তিপাঠ); ছান্দোগ্যে ইন্দ্রিয়েরা ব্রহ্মের দ্বারপাল ৩।১৩।৬]। **দিবঃ** [অন্তোদাত্ত, ৫মীর একবচন] দ্যুলোক হতে। কারা তার উল্লেখ নাই ; দেবতারা উহ্য। পরবর্তী ঋকে আছে 'দেবাসঃ'। **শশাসুঃ**—নিয়ন্ত্রণ (উপনিষদের ভাষায় 'প্রশাসন') করে চলেছেন। **বিদথা**—[= বিদথানি] যাদের দিয়ে জানা যায় বা পাওয়া যায় ; কবিচেতনার বোধিদীপ্তি। **গৃৎসায়**—['গৃৎস' নিঘ. মেধাবী ৩।১৫ ; নি. 'গৃৎস ইতি মেধাবিনাম, গৃণাতেঃ স্তুতিকর্মণঃ' ৯।৫ < √ গৃ (ৎ) + স, পাখির মত গানের সুর নিয়ে যে জেগেছে। 'মেধাবী' অর্থ হতে আর একটি ব্যুৎপত্তি হতে পারে, √ গৃধ্ (লোলুপ বা ক্ষুধার্ত হওয়া) + স ; তু. "greedy, gradus, cp. গৃধ্যতি 'he seeks, desires', originally 'makes for' ; the sense 'steps out towards' is once found" (Wyld)] নবজাগ্রত সুরশিল্পীর জন্যে ; ব্যাকুল সন্ধানীর জন্যে। আলোর পানে জাগতে হবে গানের সুরে বা ব্যাকুলতায়, জাগতে হবে

বীর্যে (তবসে)। গাতুম্—[√ গা (চলা) + তু. ২—এ,] চলার পথ, দেবযান, উত্তরায়ণ। ঈষুঃ—[< √ ঈষ্ (প্রেরণা দেওয়া) বা √ ইষ্ (ইচ্ছা করা)] দেবতারা চাইলেন 'এই পথে সাধক চলুক'। এই ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত প্রশাসনের সঙ্গতি আছে।

আঁধারের কুণ্ডলী হতে জেগেছি আলোর ডাকে,—উৎসর্গের অতন্দ্র সাধনাকে করেছি আমরা জ্যোতির অভিসারিকা। আলোর ইশারায় জেগেছে চেতনা, ফুটেছে গান। আধারের পর্বে পর্বে সে সুরের লীলা উপচে চলুক, কমলের মালা পাপড়ি মেলুক তারই ছোঁয়ায়। অশ্রান্ত অভীপ্সার আগুনকে আজ জ্বালিয়ে তুলুক আধারশক্তিরা—সন্তপন সমিধ দিয়ে, একটি নমস্কারে আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে। দ্যুলোকে আছেন চিৎশক্তিরা,—অনিমেষ দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর পানে। এখানকার কবির চেতনায় জাগে বোধির বিচিত্র ঝলক ; তার মধ্যে তাঁদের প্রশাসন আনে ছন্দের সংহতি। যে জেগেছে আলোর ডাকে, যে দিয়েছে তিমিরবিদার বীর্যের পরিচয়, তারই সম্মুখে প্রসারিত হয়েছে দেবযানের জ্যোতির সরণি ঐ চিৎশক্তিরাজিরই কবিক্রতুতে:

যজ্ঞকে আলোর অভিমুখী করেছি আমরা ; এবার
উপচে চলুক বোধনবাণী।
সমিধ্ দিয়ে আর প্রণতি দিয়ে অভীপ্সার শিখাকে
জ্বালিয়ে তুলুক আধারশক্তিরা।
দ্যুলোক হতে দেবতারা প্রশাসিত করেছেন বোধির
দীপ্তি যত কবিদের—
জাগ্রত যে, আর সবল যে, তারই তরে পথখানি
দিয়েছেন মেলে।।

৩

ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো
দিবঃ সুবন্ধুর্ জনুষা পৃথিব্যাঃ।
অবিন্দন্ নু দর্শতম্ অপ্সু অন্তর্
দেবাসো অগ্নিম্ অপসি স্বসৄণাম্।

ময়ঃ—[নিঘ. সুখ ৩/৬ ; <√ মা (মাপা, একরাশ থেকে খানিকটা আলাদা করা; অতএব সৃষ্টি করা, কেননা সৃষ্টি বস্তুত অখণ্ডের খণ্ডভাবনা ; আবার উপনিষদের মতে আনন্দই চরম সৃষ্টি-শক্তি)। √ মি, √ মা > মায়া, √ মি > ময় (মহাভারতের অসুরশিল্পী)। 'ময়ঃ' এবং 'শম' পরে 'মায়া' এবং 'ব্রহ্ম' ; তু. 'ময়স্কর, ময়োভূ' এবং 'শঙ্কর, শম্ভু'] নির্মাণশক্তি। অগ্নি বা তেজ বিশ্বমূলা রূপায়ণী শক্তি। ভিতরে আগুন জ্বললে আমরাও রূপায়ণের বা রূপান্তরের সামর্থ্য পাই। **মেধিরঃ**—[মেধা < (মনস্- √ ধা ; Av. mazda) + (ই) র] মনকে নিবিষ্ট করতে বা তলিয়ে দিতে পারেন যিনি, আত্মসমাহিত। অগ্নির এই রূপ সহস্রারে; তু. তন্ত্রের নির্বাণকলা, উপনিষদের 'শিরোব্রত' (মুণ্ডক ৩।২।১০)। মনঃশক্তিকে গুটিয়ে নিলেই আগুন জ্বলে এবং আলো ছড়ায়—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এটা সাধারণ নিয়ম ; স্মরণীয়, গীতার সংযমাগ্নি। **পূতদক্ষঃ**—['দক্ষ' < √ দশ্ সমর্থ হওয়া, যোগ্য হওয়া, Ar. base * deks < √ dek 'to seem good, be suitable' * dok 'to seem, cause to appear') + স। তু. 'দক্ষিণ' ডান, দক্ষিণ, নিপুণ; Gk √ dexios 'on the right, propitious, skilful' ; Lith, deszine 'the right hand'; Goth taihswa 'right') সৃষ্টিশক্তি] সুনির্ম্মল সৃষ্টিশক্তি যাঁর। সঙ্কল্প হতেই সৃষ্টি ; কিন্তু সঙ্কল্প সত্যমূল বা কামমূল হতে পারে। অবরচেতনার খাদ মেশানো থাকলে তা কামসঙ্কল্প। যিনি 'মেধির', তিনি 'পূতদক্ষ' বা সত্যসঙ্কল্প। মেধা আর দক্ষ, অসম্ভূতি আর সম্ভূতি জোড়ায় জোড়ায় চলে। একটিতে গুটিয়ে যাওয়া আর-একটিতে ছড়িয়ে পড়া। **সুবন্ধুঃ**—সুমঙ্গল গ্রন্থি। পৃথিবী আর দ্যুলোকের মধ্যে অভীপ্সার শিখাই সেতু। অন্তরে আগুন জন্মালেই অমৃতলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যায়। পৃথিবীর মাঝে দ্যুলোকের দীপ্তিকে আবিষ্কার করাই আগুনের কাজ। **জনুষা**—[√ জন্ (জন্ম নেওয়া) + উস্. ৩-এ] জন্ম হতেই। **দর্শতম্**—দর্শনীয়। অগ্নির বিশেষণ। কী করে তাঁকে দেখতে হবে, তার বর্ণনা আছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১।১৪)। আধারে দেবতা অন্তর্গূঢ় হয়ে আছেন, তাঁকে 'দর্শত' বা অনুভবযোগ্য করাই জীবের পুরুষার্থ। **অপ্সু অন্তঃ**—প্রাণসমুদ্রের গভীরে। সেইখানে আগুন লুকিয়ে আছে। এই প্রাণসমুদ্র আমাদের মধ্যে ভাবনা-বেদনার লোক। তাকে মন্থন করে বিষ আর অমৃত দুইই ওঠে। 'মুনি' তাকে এড়িয়ে যেতে চান, কিন্তু 'ঋষি' চান না। জলের ধর্ম আগুনকে নিবিয়ে দেওয়া ; তাই এমন আগুন জ্বালাতে হবে, যা বাড়বানলের মত জলকে ইন্ধন করেই জ্বলবে। জলবালারা তখন আগুনের বোন (স্বসারঃ)।

অপসি—['অপ্‌স' ৭-এ, অন্তোদাত্ত, কিন্তু প্রকরণ হতে মনে হয় কর্মে কর্তার উপচার তু. Lat. opus 'work, labour'] চাঞ্চল্যে। প্রাণশক্তির চাঞ্চল্যের গভীরে দেবতারা আগুনকে দেখতে পেলেন। প্রাণকে নির্জিত করে নয়, তার মোড় ফিরিয়ে দিয়েই অগ্নিসাধনার সিদ্ধি। এই ধারাটি বেদে এবং তন্ত্রে। যে-মাটিতে মানুষ পড়ে, তাকে ধরেই ওঠবার চেষ্টা। চিদগ্নি দ্যুলোক আর ভূলোককে আলাদা করে না, দুটিকে আরও নিবিড় করে বাঁধে।

আমার মাঝে এবার জ্বলে উঠেছেন যে তপোদেবতা, তাঁর উৎসর্পিণী শিখা যেমন ভ্রূমধ্যবিন্দুকে বিদীর্ণ করে সমাহিত হয়েছে মহাশূন্যের গভীরে, তেমনি সেখান হতে উৎসারিত করেছে শুদ্ধ-সঙ্কল্পের অবন্ধ্য প্রবেগ। তা-ই আজ আমার মধ্যে এনেছে নতুন সৃষ্টির প্রবর্তনা। ....এ-আগুন কোথায় লুকিয়ে ছিল ? প্রবুদ্ধ চেতনায় আলোর শক্তিরা কোথায় তাকে খুঁজে পেলেন ? পেলেন আমারই প্রাণসমুদ্রের গভীরে, যেখানে জীবনের বহিশ্চর ভাবনা-বেদনার উৎসমূল। সেই আঁধারে তাঁর কল্যাণরূপ ফুটল যখন, প্রাণের বুভুক্ষা রূপান্তরিত হল রসচেতনার শুভ্রশক্তিতে, দ্যুলোকের আলো নুয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে, আগুনের রাখি পরিয়ে দিল তার শ্যামলী প্রিয়ার দখিন হাতে:

মায়ার শক্তিকে নিহিত করেছেন তিনি আমার মাঝে
মেধাবী আর পূতসঙ্কল্প হয়ে,—
দ্যুলোক আর পৃথিবীর মিলনগ্রন্থি তিনি জন্ম হতেই।
পেলেন সে-সুদর্শনকে প্রাণসমুদ্রের গভীরে—
দেবতারা অগ্নিকে পেলেন বোনদের প্রাণের চাঞ্চল্যে।।

৪

অবর্ধয়ন্ত্‌ সুভগং সপ্ত যহ্বীঃ
শ্বেতং জজ্ঞানম্‌ অরুষং মহিত্বা।
শিশুং ন জাতম্‌ অভ্যারুরশ্বা
দেবাসো অগ্নিং জনিমন্‌ বপুষ্যন্‌।।

সুভগম্‌—['ভগ'—দুটি ধাতু, √ ভজ্‌। ভঞ্জ্‌—মূল অর্থ ভাঙা ; একটি ভেঙে ঢোকা, আর একটি ভেঙে টুকরো-টুকরো করা। অর্থের মিশ্রণ অনেক

জায়গায় ঘটেছে—লৌকিক ব্যবহারে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের বেলায় 'অনুপ্রবেশ' অর্থটি ঠিক আছে। উপনিষদে পাই, 'স এতমেব সীমানং বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত' (ঐতরেয় ১।৩।১২) ; এটি দেবতার 'প্রপত্তি', প্রাচীন ভাষায় তাঁর 'ভক্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ভিতরে ঢোকা। এই ভক্তিকে আধুনিক ভাষায় আমরা বলি 'আবেশ' (Divine afflatus)। দেবতার 'ভক্তিতে' আমরা 'ভক্ত' অর্থাৎ আবিষ্ট। এই অর্থেই ভগ আবার হার্দজ্যোতি বা আনন্দের দেবতা। নিঘন্টুতে ভগ 'ধন' বা পুরুষার্থ (২।১০)। ···'সুভগ' বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ (দ্র, ৩।১৬।৬, ৫।৮।৩, ৬।১৩।১, ৮।১৯।৯, ১৮, ১৯···) ; কেন তা ক্রমে পরিস্ফুট হবে।] অনায়াস যাঁর আনন্দময় আবেশ এই আধারে। **সপ্ত যহ্বীঃ**[তু. অগ্নিং ···সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ ১।৭১।৭ ; স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী···ঋতজ্ঞাঃ ১।৭২।৮ ; তৎ সূর্যৎ (অগ্নিং) হরিতঃ সপ্ত যহ্বীঃ····বহন্তি ৪।১৩।৩ ; মৃজন্তি ত্বা (সোমং) নদ্যঃ সপ্ত যহ্বীঃ···৯।৯২।৪। নিঘ, 'নদী' ১।১৩; 'মহৎ' ৩।৩ ; আবার যহঃ = উদক ১।১২ < * √ যহ্ (সক্রিয় হওয়া ।। ঈহ্ চেষ্টায়াম্] সাতটি চঞ্চল প্রাণস্রোত। তিনটি অবরলোকে, তিনটি উর্ধ্বলোকে, মাঝখানে একটি দুয়ের সেতু-স্বরূপ। চেতনার সাতটি ভূমি সাতটি জ্যোতির্ময় (হরিতঃ) প্রাণপ্রবাহ। অধ্যাত্মযোগে আগুনের সাতটি শিখা, সাধনার ফলে জল যখন আগুন হয়। এই থেকেই তন্ত্রের সাতটি চক্র কিংবা প্রাণের ঊর্ধ্বস্রোতে সাতটি আবর্ত বা পদ্ম, কেন না জলেই পদ্ম ফোটে। এই সাতটি প্রাণধারা শিশু অগ্নিকে সংবর্ধিত করলেন মায়ের মত। **শ্বেতং জজ্ঞানম্ অরুষং মহিত্বা**—সাদা হয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু বাড়তে-বাড়তে হলেন অরুণবর্ণ। লাল থেকে সাদা হওয়া বা রজোগুণের সত্ত্বে পরিণাম, এইটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু এখানে শ্বেত অর্থে শুক্র, শুচি,—উপনিষদের ভাষায় 'অপাপবিদ্ধ' ; সুতরাং বীজ-সত্তার শুভ্র এবং ক্রিয়াশক্তিতে অরুণবর্ণ। তন্ত্রে শ্বেতবিন্দু ও শোণবিন্দুও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অধ্যাত্মশক্তির অলৌকিক স্ফুরণও হয় এই ধারাতে। **অভ্যারুঃ**—[অভি √ ঋ (চলা) + লিট্ উস্] তার পানে ছুটে গেল। **অশ্বাঃ**—[< √ অশ্ (ছুটে চলা ; তু. Lat. equus 'horse', equa 'mare' ; Av. aspa ; Gk. hippos dial. ikkaos < Aryan type * ekwo-s ; Lith, aszwa Goth, aihwa)।] আর-এক নাম 'বড়বা' ; প্রাণশক্তির প্রতীক। প্রাণসমুদ্রে যে-আগুন জ্বলে, পুরাণে তাই বাড়বানল। এই আগুন শিশু বা কুমার। পুরাণে তাঁরও সাতটি মা—ছয়টি

কৃত্তিকা, আর উমা নিজে। উমা সেখানে লোকোত্তীর্ণা। আবার আগুন 'স্কন্দ' বা স্খলিত শিববীর্য, মর্ত্য আধারে অনুপ্রবিষ্ট জীবাত্মা। প্রাণের রসে তার পুষ্টি। **জনিমন্**—[= জনিমনি] জন্মলগ্নে ; জন্মস্থানে, আধারে। অগ্নির জ্যোতির্বিন্দু শিখা হয়ে আধারে ছড়িয়ে পড়ল চিৎশক্তির আবেশে। **বপুষ্যন্**—[< বপুস্ (নিঘ. 'উদক' বা প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক ১।১২, 'রূপ' ৩।৭) < √ বপ্ (ছড়ানো), আলোর ছটা.। 'বপুষ্যতঃ'—আলোতে ঝলমল করছেন যিনি ৮।৬২।৯] আলোর ছটায় ফুটিয়ে তুললেন (অগ্নিশিশুকে চিৎশক্তিরা)।

একটি আনন্দময় জ্যোতির কণিকা মহাশূন্য হতে স্খলিত হয়ে আহিত হয়েছিল এই আধারে। প্রাণের ঊর্ধ্ববাহিনী সপ্তধারায় তিলে-তিলে হল তার আপ্যায়ন, আলোর শুভ্রবিন্দুটি অঙ্কুরিত হয়ে লেলিহান কত-যে শিখায় ছড়িয়ে পড়ল শিরায়-শিরায়। প্রাণসমুদ্রের গভীরে কোথা হতে আবির্ভূত হল এই নবজাতক ?...কিন্তু সোহাগভরে বুকে জড়িয়ে নিতে মায়ের অভাব হয়নি তার। ছুটে এল সাতটি প্রাণের ধারা, তাকে পুষ্ট করল স্তন্যরসে। দ্যুলোকের আলো ঝলমলিয়ে উঠল দিকে-দিকে। এই আধারেই দেবতারা অন্তর্গূঢ় চিদ্বীজকে ফুটিয়ে তুললেন আলোর ছটায়:

বাড়িয়ে তুলল সে-সহজানন্দকে সাতটি চঞ্চলা প্রাণের ধারা:
শ্বেত হয়ে জন্মেছিল—অরুণ হল সে আপন মহিমায়।
শিশুর মতন জন্মাল যে, তার পানে ছুটে গেল বড়বারা ;
দেবতারা অগ্নিকে তারই গর্ভাশয়ে ফুটিয়ে তুললেন আলোর ছটায়।।

৫

শুক্রেভির্ অঙ্গৈ রজ আততন্বান্
ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ।
শোচির্ বসানঃ পর্যায়ুর্ অপাং
শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীর্ অনূনাঃ।।

শুক্রেভিঃ অঙ্গৈঃ—['শুক্রেভিঃ = শুক্রৈঃ = শুক্লৈঃ। 'অঙ্গ' < √ অজ্, অঞ্জ্

(ঠিকরে পড়া, ফুটে ওঠা) ; 'অঙ্গমঙ্গনাদঞ্চনাদ্ বা' (নি. ৪।৩)—ছটা, শিখা] শুভ্র ছটায়। **রজঃ**—[< √ রঞ্জ, রজ্ (রাঙিয়ে তোলা ; তু. √ ঋজ্, ঋজ্ সোজা চলা বা চালানো, আলোর ঝলকের মত ; দ্র ৩।৪৩।৬) নিঘ. 'রাত্রি' বা অব্যক্ত ১।৭ ; দ্বিবচনে 'দ্যাবাপৃথিবী' ৩।৩০ ; নি. ৪।১৯। 'জ্যোতি, উদক, লোক, রক্ত, দিন' (শেষের জোড়াটি লক্ষণীয়) আকাশকে রাঙিয়ে তোলে যে ভোরের আলোর আভা। নিশ্চেষ্ট পৃথিবীর বুকে শুরু হয় প্রাণের চাঞ্চল্য। তু. সাংখ্যের রজোগুণ।] প্রাণের অন্তরিক্ষ। **আততন্বান্**—[আ √ তন্ (ছাপিয়ে যাওয়া) + ক্বসু] ছাপিয়ে চলেছেন যিনি। এখানে আবার অরুণ আলোর শুভ্র ছটায় রূপান্তর। **ক্রতুম্**—কৃতিশক্তিকে, সৃষ্টিসামর্থ্যকে। অগ্নি কবিক্রতু, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি-সৃষ্টির সামর্থ্য আছে। এখানে 'কবি-ক্রতু' সংজ্ঞার ধ্বনি আছে। তাঁর ক্রতুকে শোধন করছেন তিনি কবির শুদ্ধদৃষ্টি দিয়ে। **কবিভিঃ পবিত্রৈঃ পুনানঃ**—[তু. মধ্বঃ পুনানাঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ (আপঃ) ৩।৩১।১৬। অপি চ, মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ (যজমানাঃ) ৩।৩৬।৮ ; ত্রিভিঃ পবিত্রৈর পুপোদ্ধ্যর্কম্ (অগ্নিঃ) ৩।২৬।৮; পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রন্ (সোমাঃ) ৯।৮৭।৫ ; পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষাঃ (সোমঃ) ৯।৯৭।২৪। সর্বত্র ধাত্বর্থক করণের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'পবিত্র' যজ্ঞে সোমরস ছাঁকবার মেষলোমের ছাঁকনি ; অধ্যাত্মযোগে নাড়ীজাল। সোম বা রসচেতনাকে তার ভিতর দিয়ে চালনা করে একটি ধারায় সংহত করতে হবে (৩।৩৬।৮), তারপর তাকে উজানে বওয়াতে হবে। ধারা আবার যখন নেমে আসবে, ছড়িয়ে পড়বে ঐ নাড়ীজালে। যেখানে তিনটি 'পবিত্র' বা শুদ্ধির সাধনের কথা আছে, সেখানে বুঝতে হবে নাড়ীগ্রন্থি। অধিদৈবত দৃষ্টিতে তারা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য (সায়ণ ৩।৩১।১৬), অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের অন্তর্যামী ব্যাপ্তিচৈতন্য। রসচেতনা শুদ্ধ হয়, যখন তার বিষয়ের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বচেতনায়। অন্তরে তখন ফোটে চিন্ময়ী শিবদৃষ্টি। পবিত্রেরা তখন হয় কবি। তারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার পুণ্যরশ্মি—গভীরের আকুতি দিয়ে দেখে সত্যকে। তাইতে সৃষ্টির সামর্থ্য হয় নির্মল, চেতনা হয় 'পূতদক্ষঃ' (৩)।] সত্যদর্শী শুদ্ধ প্রজ্ঞানঘনতার দ্বারা নির্মল করছেন যিনি (ক্রতুকে)। **শোচিঃ**—[< √ শুচ্ (ঝলমল করা)], শুভ্রচ্ছটা। পরিবসানঃ—নিজেকে আচ্ছাদিত করে'। অপাম্ আয়ুঃ—প্রাণধারার জীবনস্পন্দ এই অগ্নি। প্রাণের 'আয়ুঃ' বা চাঞ্চল্য (< √ ই 'চলা') আধারে এই অগ্নিচেতনাকে ফোটাবে বলে। 'অপ'-এরা আগুনকে যতক্ষণ নিজেদের গভীরে লুকিয়ে রাখে, ততক্ষণ বাইরে থেকে তাদের মনে হয় বিরোধী শক্তি। কিন্তু এরাই আবার তাকে ফুটিয়ে তোলে মা হয়ে, তার সঙ্গে খেলা করে

বোন হয়ে। তখন তারা অন্যোন্যনির্ভর—সংহত প্রাণ আর প্রবুদ্ধ চেতনার মত। **শ্রিয়ঃ**—[< √ শ্রি (আশ্রয় করা, অবলম্বন করা)] আশ্রয়, সবার মূলে আছে যে-শক্তি। তার আর এক নাম 'ঋত'। তা-ই বিশ্বের ছন্দ বা সুষমা। চেতনার প্রসারে বিশ্বের মূলে তাকে আমরা আবিষ্কার করি। সব-কিছুকে অবিরোধে গ্রহণ করতে পারাই রসচেতনা বা সৌন্দর্যবোধের পরম মূল। তা-ই পুরাণে শ্রীবিষ্ণু বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের শক্তি। **মিমীতে** [< √ মা, মি (নির্মাণ করা)] ফুটিয়ে তোলেন। পরিব্যাপ্ত অগ্নিচেতনা প্রাণের আকাশকে যখন ছেয়ে ফেলে, তখন সে সৃষ্টি করে অখণ্ড বৃহতের ছন্দ। সব তখন ভাসে কবির দৃষ্টিতে নিটোল হয়ে, বিপুল হয়ে, অতএব সুন্দর হয়ে (অনূনাঃ বৃহতীঃ শ্রিয়ঃ)। এই হল ব্রহ্মদৃষ্টি।

একটি শুভ্রবিন্দুরূপে এই আধারে ফুটেছিলেন তিনি, জীবনরসে আপ্যায়িত হয়ে চলেছিলেন সঙ্গোপনে। আজ শতধাকীর্ণ জ্যোতির শিখায় তিনি ছেয়ে আছেন আমার প্রাণের আকাশ, তার প্রত্যেক স্পন্দের মূলে আজ তাঁরই অবন্ধ্য প্রৈষা। দেখছি, তাঁর প্রজ্ঞানঘন কবিদৃষ্টির পুণ্যরশ্মিতে মার্জিত হচ্ছে গভীর হতে উৎসারিত সিসৃক্ষার প্রবেগ, তাঁর ঋতচ্ছন্দা সৃষ্টির আকৃতি নির্মল করে গড়তে চাইছে আমার জগৎকে। আলোয় ঝলমল তাঁর চারদিক। তারই মাঝে, আমার ব্যাপ্তিচৈতন্যের মহাশূন্যে তিনি ফুটিয়ে চলছেন কত-যে ভুবনের নিটোল বৃহৎ সুষমার ছন্দ:

শুভ্র অঙ্গের ছটায় প্রাণের আকাশকে ছেয়ে আছেন তিনি,—
তাঁর কৃতিশক্তিকে নির্ম্মল করছেন দিব্যদর্শী প্রজ্ঞানঘনতার
পুণ্য সাধন দিয়ে।
শুভ্র পরিবেশে ছেয়েছেন নিজের চারিদিক। জীবনস্পন্দ
তিনি প্রাণের ধারার,
কত-যে সুষমা রচে চলেছেন—যারা বৃহৎ, যারা নিটোল।।

৬

বব্রাজা সীম্ অনদতীর্ অদব্ধা
দিবো যহ্বীর্ অবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীর্
একং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ।।

বব্রাজ—[√ ব্রজ্ (চলা) + লিট্ অ] গেলেন। সীম্—তাদেরই কাছে, যারা **অনদতীঃ** [ন + √ অদ্ (খাওয়া ; তু. Lat. endere, Gk, edo, Lith, edu, Goth, itan 'to eat') + শতৃ, ঈপ্, ২-ব] গ্রাস করে না। জল আগুনকে নিবিয়ে দেয়। মূঢ় প্রাণশক্তির গভীরে চেতনা কুণ্ডলিত থাকে যখন, এটি তখনকার কথা। কিন্তু প্রবুদ্ধ চেতনায় প্রাণ আপ্যায়নী শক্তি। **অদব্ধাঃ**—[ন + √ দভ্ (ক্ষুন্ন করা, ক্ষতি করা) + ক্ত, আপ্, ২-ব] অক্ষত, নিটোল। আগুনও জলকে শুষে নেয়, কিন্তু এখানে নিচ্ছে না। সায়ণের মন্তব্য, 'অগ্নিরপা শোষকঃ ; তং চাপঃ শময়তি, তদুভয়ম্ ইহ নাস্তীত্যুক্তং ভবতি।' চেতনার উত্তরণে প্রাণের নিরোধ—এও অসম্ভব নয়। কিন্তু দিব্য প্রাণ (দিবো যহ্বীঃ) অনিরুদ্ধ। প্রাণ ও চেতনার অবিরোধই সম্যক্ দর্শন। এই বীজভাবনাকেই পল্লবিত দেখি ঈশোপনিষদে (১২-১৪)। অবসনাঃ অনগ্নাঃ তারা অনাবরণ অথচ রহস্যে ঢাকা। বুদ্ধির এলাকার ওপারে বোধিগ্রাহ্য অনেক চরমতত্ত্ব সম্পর্কেই একথা বলা চলে। বরুণও 'বিভ্রদ্ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং ....বস্ত নির্ণিজম্ (১।২৫।১৩)—পরে' আছেন শুভ্র আলোর বসন, হিরণ্যজ্যোতির আচ্ছাদন। ঈশোপনিষদে আছে হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা থাকবার কথা (১৫)। এই যে আলোর আড়াল, এই দেবমায়া। সনা যুবতয়ঃ—তারা সনাতনী, অথচ চিরতরুণী। প্রাণ অনাদি, অথচ অন্তহীন তার নিত্য-নব রূপায়ণ। অত্র—এই আধারে। প্রবুদ্ধ চেতনার এই অনুভব। তখন আর প্রাণের ভয় নাই, কেননা সাধক তখন 'বিজরো বিমৃত্যুঃ'। সযোনী—একই যোনি বা উৎপত্তিস্থান যাদের। এই যোনি অদিতি, উপনিষদের ভাষায় 'আনন্দো ব্রহ্মযোনিঃ'। তাঁরই লোকোত্তর মহাপ্রাণ দিব্যপ্রাণের সপ্তধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সাতটি ভুবনে। **গর্ভম্**—ভ্রূণ, চিদ্বীজ। একই চিদ্বীজ নিহিত হয়েছে সাতটি মায়ের মাঝে। একই জীব-চেতনা সাতটি ভুবনের শক্তিতে বিধৃত এবং আপ্যায়িত। ফুটবে যখন, ছড়িয়ে পড়বে সাতটি লোকে। তারাও আবার 'সযোনি', অতএব ওতপ্রোত। জীবচেতনা আর বিশ্বচেতনা একই লোকোত্তর অদিতি-চেতনার বিভঙ্গমাত্র। **সপ্ত বাণীঃ**—[তু. অক্ষরেণ মিমীতে সপ্ত বাণীঃ ১।১৬৪।২৪ ; অভি বাণীঃ ঋষীণাং সপ্ত নূষত (সোমম্) ৯।১০৩।৩ ; আ মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ ৩।৭।১ ; মধ্ব ঊর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ ৮।৫৯।৩। নিঘ. ১।১১] বাণী 'বাক্' সপ্ত বাণী কোথাও ছন্দ, কোথাও ব্যাহৃতি অথবা স্বর। প্রত্যেকটিই সৃষ্টিবীজ। অধিদৈবতদৃষ্টিতে যা ছিল

বিশ্বপ্রাণের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই বাণী বা বাক্। বাক্ প্রকাশশক্তি—প্রাণ ও চেতনার মাঝামাঝি। ব্রহ্মের ভাবনাই বাক্, তাই জগন্মূল বা জগৎ। ব্রহ্ম আর বাক্ অবিনাভূত—'যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্' (১০।১১৪।৮ ; মন্ত্রযোগের দিক দিয়ে এ উক্তিটিকে অধ্যাত্ম-অর্থেও নেওয়া চলে)। আমাদের সূর্যমুখী বাণীই বেদ বা মন্ত্রচেতনা।

এই আধারেই বেড়ে চলেছে একটি আলোর শিশু। কে জানে কোথা হতে এল সে। ....সাতটি মায়ের গর্ভে এল একটি কুমার—এল দ্যুলোকের আলোয় ঝলমল প্রাণচঞ্চল সাতটি ধারার বুকে। সাতটি ধারা—মহাব্যাহৃতির সাতটি ছন্দরূপে জড়িয়ে রইল তার সত্তাকে। কোন্ শুভলগ্নে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হল তাদের মাঝে ঃ প্রাণ চাইল না চেতনাকে লুপ্ত রাখতে, চেতনা চাইল না প্রাণের প্রলয়। ...এ কী মায়ার খেলা চিদ্‌বিন্দুকে ঘিরে ! সাতটি তরুণী প্রাণের লীলায় নিত্যনবীনা, অথচ তারা চিরন্তনী—একই লোকোত্তর আদিত্যদ্যুতির সাতটি ছটা; পরে' আছে আলোর বসন, অস্ফুট রহস্যকে ঘিরে ঝলমল করছে অনতিস্ফুটের অনির্বচনীয় মায়া:

ছুটে গেলেন আলোর শিশু তাদেরই কাছে—যারা খায় না
তাঁকে, নিজেরাও থাকে অক্ষত ;
দ্যুলোকের চপলা তারা—পরেনি বসন, অথচ নয় নগ্না।
এই আধারেই—চিরন্তনী তরুণী যারা, এসেছে একই উৎস হতে—
একটি প্রাণকে তারা ধারণ করেছে সাতটি বাণীর রূপে।।

৭

স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা
ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্।
অস্থুর্ অত্র ধেনবঃ পিন্বমানা
মহী দস্মস্য মাতরা সমীচী।।

স্তীর্ণাঃ—ছড়িয়ে আছে (রশ্মিরা)। সংহতঃ (সংহৎ < সম্ √ হন্, ক্ত ১-ব;

অনন্য প্রয়োগ) সংহত, পুঞ্জীভূত। চিদ্‌ঘন জ্যোতিকে বোঝাচ্ছে। (রশ্মির) বিশেষণ। **বিশ্বরূপাঃ**—একটি বিন্দুতে সংহত আলোই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বরূপ হয়ে, তু. 'ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ' (ঈশোপ, ১৬)। যমশক্তির এই বৈশিষ্ট্য—গুটিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়া। ঘৃতস্য যোনৌ—§ ঘৃত < √ (ঘৃ গরম হওয়া, গরম করা ; তু. Gk. thermos, Lat. formus 'warm' ; < base * gwhor-m * gwher-m, 'ঘৃণি' সূর্য ; ধাতুপাঠে 'ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ')। নিঘ. 'উদক' ১।১২; ধাতুপাঠে 'ক্ষরণ' অর্থ লক্ষণীয়, দুটি অর্থ মেলালে 'তরল অগ্নিস্রোত'] ঘৃত তপঃশক্তি, তপোদীপ্তি—আগুনের একটু ছোঁওয়ায় জ্বলে ওঠে। তার 'যোনি' বা উৎস আধারের যে-কোনও চিৎকেন্দ্র। এখানে হৃদয় বা ভ্রূমধ্য দুই-ই বোঝাতে পারে। **মধূনাং স্রবথে**—'স্রবথ' প্রস্রবণ। (অনন্য প্রয়োগ ; < √ স্রু 'বয়ে চলা, ঝরে পড়া')। মধুর ধারা ঝরে পড়ে—হয় ভ্রূমধ্য হতে, অথবা দ্যুলোক বা সহস্রার হতে। দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু শর্করা—পঞ্চামৃতের পাঁচটি উপকরণ চেতনার উত্তরণের পর-পর পাঁচটি অবস্থা বোঝায়। তার মধ্যে শেষের দুটি সিদ্ধ-চেতনার প্রতীক। মনু ব্রহ্মযজ্ঞের ফলরূপে প্রথম চারটির ইঙ্গিত করেছেন (২।১০৭)। সোমযাগের লক্ষ্য যে ওজঃ সিদ্ধি, তার পাঁচটি পর্বে ঐ পাঁচটি অমৃতধাতুর বিকাশ হয়। রসিকেরা তার রহস্য জানেন। মধু সোম্য অমৃতচেতনা। ঊর্ধ্বস্রোতা চিদগ্নি আধারের এক-এক কেন্দ্রে জমাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। **ধেনবঃ**—[< √ ধে, ধা (স্তনপান করা) ; নিঘ. 'বাক্' বা আদ্যাশক্তি ১।১১] দুধালো গাই। দুধ বা 'পয়ঃ,' আপ্যায়নী শক্তি [< √ পী, প্যা] ; আবার আলোর প্রথম ছটা [তু. গো]। আগের ঋকে যাদের বলা হয়েছে 'দিবো যহ্বী.' তারাই এখানে 'ধেনু' বা জ্যোতির্ময় প্রাণের প্রস্রবণ। পিন্বমানাঃ—পালান যাদের উপচে উঠছে। **দস্মস্য**—[< √ দস্ (উজাড় করা, নির্মূল করা)] আঁধারকে ধ্বংস করেন যিনি, তাঁর। আলোকে যারা ধ্বংস করে তারা 'দস্যু' বা 'দাস'। মাতরা (মাতরৌ) দ্যুলোক আর ভূলোক ; অর্থাৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্ব, যাদের নিয়ে অস্তিত্বের সমগ্রতা। চিদ্‌বীজ আধারে এসেছে এঁদের থেকেই। **সমীচী**—[<সম √অঞ্চ্ (চলা), ১-দ্বি] একসঙ্গে ছন্দোময় হয়ে চলছেন যাঁরা। দ্যুলোক আর ভূলোকের মধ্যে সৌষম্যের অনুভবই সাধনার শেষ কথা। তু. ঋক্ (৩):

আধারের কোথাও তপঃশক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে আগুনের একটু ছোঁয়ায় জ্বলে ওঠবার প্রতীক্ষায়, কোথাও বা রয়েছে মধুষ্যন্দী সৌম্যচেতনার নির্ঝর

কোমল নিক্কণে ঝরে পড়বে বলে। চিদগ্নির বিদ্যুদ্‌বিসর্প তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়; এক-একটি কেন্দ্রে তার রশ্মিমালা সংহত হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বরূপে— এক-একটি ভুবনের কণিকা হতে বিকীর্ণ হয় কত যে রহস্যের দল। এই উত্তরবাহিনী তপশ্চেতনাকে ঘিরে থাকে মহাপ্রাণের আপ্যায়নী সাতটি ধারা— প্রভাতী আলোর তরল দীপ্তিতে টলমল। বিশাল দ্যুলোক আর ভূলোক মায়ের মমতায় জড়িয়ে ধরে আঁধারবিজয়ী এই নবজাতককে ভুবনবিথার সৌষম্য আর অন্যোন্যভাবনার ছন্দে:

ছড়িয়ে আছে এঁর সংহত আর বিশ্বরূপ জ্বালার মালা —
তপোদীপ্তির উৎসমূলে, মধুধারার প্রস্রবণে।
আছে এই আধারেই পয়স্বিনী প্রাণের ধারারা—
স্তন্যভারে সমুচ্ছলা ;
আছেন সেই বিপুল দু'জন—তিমিরজয়ীর মায়ের মত,
চলনের ছন্দে সুষম।।

৮

বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদ্যৌদ্
দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য
বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন।।

বভ্রাণঃ—[√ ভৃ (ধারণ করা ; তু Lat. ferre to carry, bring, bear ; Gk. pherein 'to carry' ; O. H. G., O. S. beran, Goth. bairan 'to carry'. < Ar. base * bher —, * bhor —, * bhr —) (২) + শানচ্, ১-এ। অনন্য প্রয়োগ, কর্ম বপুংষি] (আলোর ছটা) ধারণ করে আছেন যিনি। এ তাঁর আত্মদীপ্তি—নিজেই নিজেকে আলো করে আছেন। দেবতা 'স্বরোচিঃ' (৩।৩৮।৪, ৫।৮৭।৫)। **সহসঃ সূনো**—['সহসঃ'—√ সহ্ (অভিভূত করা ; এর

সঙ্গে তিতিক্ষার সম্পর্ক আছে, তাই থেকে ভাষায় 'সহ্য করা') + অস্, ৬-এ ; নিঘ. 'উদক' বা প্রাণশক্তি (১।১২), 'বল' (২।৯)। 'সূনো'—√ সূ (প্রসব করা) + নু, স-এ (তু. O. H. G. sunu, Goth. sunus, Lith. sunus, O. Slav, synu 'sen'.) নিঘ. 'অপত্য' (২।২)] সর্বাভিভাবী বীর্য হতে প্রসূত। এটি বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ (দ্র. ১।৫৮।৮, ৩।২৪।৩, ৩।২৫।৫, ৪।২।২, ৫।৩।৯, ৬।১।১০, ৭।১।২১, ৮।১৯।৭...)। আঁধারের অনেক বাধাকে পরাস্ত করে তবে নতুন চেতনার আগুন জ্বলে। বলহীন আত্মাকে পায় না ; চিদগ্নি তাই বলের সন্তান, তু. ১।১৪১।১। **বি অদ্যৌত্**—[বি √ দ্যুত্ (ঝলক হানা) + লুঙ্ স্] (বিদ্যুতের মত) ঝল্‌কে উঠেছ। **দধানঃ**—[< √ ধা (নিহিত করা, সৃষ্টি করা, ধারণ করা, তু. Lat, (ab) dere 'to place apart', Gk. tithemi 'I put, make, maintain', O, Slav, deja, Lith, demi 'place', Eng do < Ar. base * dho, dhe-, * dh(১)- with suff- k-, -t-, -m-] তাঁর মধ্যে যে-আলো আছে তা নিহিত করছেন আমার মাঝে। দেবতা নিজে জ্বলে আমায় জ্বালান, তাই তিনি যুগপৎ 'বভ্রাণঃ' এবং 'দধানঃ'। **শুক্রা রভসা** [=শুক্রানি (শুক্লানি) রভসানি। 'রভস্' < রভ্, লভ্, রম্ভ্, লম্ভ্ (আঁকড়ে ধরা, স্থির থাকা) অথবা < √ রভ্ রহ্, রংহ্, লংঘ্ (ছুটে যাওয়া) ; দুটি অর্থই হতে পারে—দ্বিতীয় অর্থেই প্রয়োগ বেশী (তু. ১।৮২।৬, ২।১০।৪, ৩।৩১।১২, ৫।৫৪।৩....।] শুভ্র-শুচি এবং লেলিহান (অথবা আধারকে যারা আঁকড়ে থাকে, একবার জ্বললে আর নেবে না)। **বপূংষি**—আলোর ছটা **শ্চোতন্তি**—[< √ শ্চুৎ (ঝরে পড়া ; নিঘ. 'শ্চোততি' গতিকর্মা ২।১৪)] ঝরে পড়ে। মধুনঃ ঘৃতস্য ধারাঃ—[দ্র. ঋক্ ৭] ঘৃতের ধারা আগুনের স্রোত, আর মধুর ধারা জ্যোৎস্নার প্রবাহ। অগ্নি আর সোম, তপোবীর্য আর সৌম্য আনন্দ এক সঙ্গে ক্ষরিত হচ্ছে। **বৃষা**—[√ বৃষ্ (বর্ষণ করা, ঝরানো, নিষিক্ত করা) + অন্, ১-এ। দেবতার বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ—তাঁর সৃষ্টিসামর্থ্য বোঝাতে] আধারে বীর্যাধান করেন যিনি। তাইতে বন্ধ্যা ভূমিতে ফলে নতুন ফসল। **ববৃধে**—[√ বৃধ্, (বেড়ে চলা) + লিট্ এ)] (নিত্যকাল ধরে) উপচে চলেছেন যিনি। দেবতার জন্ম আছে, উপচয় আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই—এইটি লক্ষণীয়। **কাব্যেন**—[তু. সমাচক্রে বৃষভঃ কাব্যেন (ইন্দ্রঃ) ৩।৩৬।৫ ; সোম ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন ৮।৭৯।১ ; কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি রাজন্ (অগ্নি) ১০।৮৭।২১ ; অগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ ১০।৯১।৩] কবিধর্ম, কবিদৃষ্টি, দিব্যপ্রতিভা। আধারে তপশ্চেতনাই নিয়ে ফোটে যখন, তখন অপ্রমত্ত বীর্য আর স্নিগ্ধ

জ্যোতির্ময় প্রশান্তি হয় নিরবচ্ছিন্ন।

হে তপোদেবতা, আমার অতন্দ্র সাধনায় বহু আঁধারকে নির্জিত করে এ-আধারে তোমার আবির্ভাব। তুমি যে আজ বিদ্যুতের দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছ আমার মাঝে। শুভ্র-শুচি উর্ধ্ববিসর্পী আলোর ছটায় ঝল্‌মল তোমার স্বয়ম্ভূ-মহিমা এই যে নিহিত করেছ আমার সত্তার অণুতে অণুতে। ...তাঁর আবেশে আজ আমার ঊষর ভূমিতে জেগেছে সবুজের রোমাঞ্চ। সুদূরের স্বপনী দৃষ্টি নিয়ে যে-আধারে উপচে চলেন তিনি, তার নাড়ীতে-নাড়ীতে ছলকে ওঠে অগ্নিবীর্য্যের মুক্তধারা, ঢেউ তুলে যায় সৌম্যচেতনার জ্যোছ্নার প্রবাহ:

হে দেবতা, সর্ব্বজিৎ শৌর্যে জাত ! যা আছে তোমার মাঝে
তাই নিয়ে ঝলসে উঠেছ—
রেখেছ তায় আমার মাঝে—সেই শুভ্র-শুচি উৎসর্পিণী আলোর ছটা।
ঝরে পড়ে সৌম্য মধু আর তপোদীপ্তির ধারা,—
শক্তি ঝরিয়ে যে-আধারে তিনি বেড়ে চলেছেন কবির দৃষ্টি নিয়ে।।

৯

পিতুশ্ চিদ্ ঊধর্ জনুষা বিবেদ,
ব্যস্য ধারা অসৃজদ্ বি ধেনাঃ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্
দিবো যহ্বীভির্ ন গুহা বভূব।।

পিতুঃ—পিতার ; দ্যুলোকের, আদিত্যের বা বরুণের—আধুনিক ভাষায় পরম দেবতার। বৈদিক কল্পনায় দ্যুলোক পিতা আর পৃথিবী মাতা ; আর-একটি রহস্যময় যুগল বরুণ আর অদিতি। জীবচেতনার আগুন এসেছে বিশ্বোত্তীর্ণ থেকে। **ঊধঃ**—[নিঘ, 'রাত্রি' বা অব্যক্ত ১।৭ ; নি. 'গোরূধ উদ্ধততরং ভবতি, উপোয়দ্ধমিতি বা, স্নেহানুপ্রদানসাম্যাত্ রাত্রিরপ্যূধ উচ্যতে' ৬।১৯।১। তু. Gk. outher, Lat, uber, O. E. ueder, Eng. udder] পালান, স্তন। পিতার পালান হতে পারে না, অতএব হৃদয় (তু. সরস্বানের স্তনের উল্লেখ ৭।৯৬।৬)। রাত্রির পালান হতে বেরিয়ে আসে

দিনের আলো ; অতএব যা অব্যক্ত ও রহস্যময় তাই 'ঊধঃ'। আদিত্যহৃদয়ও তাই। প্রবুদ্ধ জীবচেতনা এই রহস্যকে জানে। শুধু জানে নয়, তার শক্তি ('ধারা') ও বাণীকে ('ধেনা') আধারে বইয়ে দেয়। **ধেনাঃ**—[তু. বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে ১।২।৩ ; ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ (অগ্নিম্) ১।১৪১।১ ; আবির্ধেনা অকৃণোদ্ রাম্যাণাম্ (ইন্দ্রঃ) ৩।৩৪।৩ ; সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ ৪।৫৮।৬ ; বিশ্বাঃ পিন্বথঃ (মিত্রাবরুণৌ) স্বসরস্য ধেনাঃ ৫।৬২।২; ত্বদ্ (ইন্দ্রাত্) বাবক্রে রথ্যো ন ধেনাঃ ৭।২১।৩ ; ইন্দ্রে অগ্না....ইরয়ামহে....ধেনাঃ ৭।৯৪।৪ ; ধেনা ইন্দ্রাবচাকশত্ ৮।৩২।২২ ; জনানাং ধেনা অবচাকশদ্ বৃষা ১০।৪৩।৬ ; ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ ১০।১০৪।৩ ; ক্ষেমেণ ধেনাং মঘবা যদিন্বতি ১।৫৫।৪, ধেনু < √ ধে, ধা (স্তনপান করা) ; নিঘ. 'বাক্' ১।১১] পয়স্বিনী আপ্যায়নী শক্তি ; বাক্ বা ব্যাহৃতি যা নতুন সৃষ্টির প্রবর্তিকা। পুরুষ বৃষরূপী, প্রকৃতি ধেনুরূপিণী—বৈদিক প্রতীকের ভাষায় ; দর্শনের ভাষায় পুরুষ ব্রহ্ম, প্রকৃতি বাক্ (১০।১১৪।৮), অধ্যাত্মবিদ্যায় পুরুষ বৃহতের চেতনা, প্রকৃতি তার স্ফুরণ। এই স্ফুরণই সৃষ্টি ; জগৎ অব্যক্ত হতে ঝরে-পড়া একটা শব্দপ্রবাহ। নানাভাবে এই ব্যাপারের বর্ণনা পাই ঃ কালো গরুর পালান হতে দুধ বেরিয়ে আসছে, রাত হতে দিন ফুটছে, পরমব্যোমের নৈঃশব্দ্য হতে বাক্ জাগছে—এক কথায় অব্যক্ত হতে ব্যক্তের আবির্ভাব হচ্ছে। এই অভিব্যক্তিই 'ধেনা' বা চিৎশক্তির ধারা। **গুহা চরন্তং**—[তু. বাক্‌কে বলা হচ্ছে 'গুহা চরন্তী' ১।১৬৭।৩] আধারের নাড়ীতে-নাড়ীতে বিচরণশীল পরমচেতনার শিখা (তু. উপনিষদের আত্মা 'গুহাচর' 'গহ্বরেষ্ঠ', কঠ ১।২।১২)। অন্যত্র এঁকে বলা হয়েছে 'অন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভুব'—আর-একজন কেউ আছেন তোমাদের গভীরে (১০।৮২।৭)। ঋকের প্রথমে এঁকেই বলা হয়েছে 'পিতা'। 'বিবেদ' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করতে হবে ঋকের পূর্বার্ধ হতে। জীবচেতনা গুহাহিত পরম চেতনাকে জেনেছে। পরমচেতনা আধারের গভীরে বিচরণ করছেন। **শিবেভিঃ সখিভিঃ** —[শিবৈঃ সখিভিঃ]—শিবময় সখাদের সঙ্গে, আর দিবো যহ্বীভিঃ। সায়ণের মতে এই সখারা বায়ু। প্রাণের পুংরূপ 'বায়ু', স্ত্রীরূপ 'অপ্'। পুংরূপ অধিষ্ঠানকে বোঝায়, স্ত্রীরূপ ক্রিয়াশক্তিকে। অগ্নি দুয়ের মাঝখানে। বায়ুর সূক্ষ্ম আশ্রয় ছাড়া জীবচেতনা আধারে টিকতে পারে না। এখানে বহুবচনে প্রাণবৃত্তির ইঙ্গিত ; এক প্রাণ, কিন্তু তার অনেক বৃত্তি। বৃত্তিরা শিবময় বা সুযম হলে নিগূঢ় প্রত্যক্‌চেতনার সাক্ষাৎ হয়। পতঞ্জলির প্রাণায়ামের তাই

উদ্দেশ্য—প্রকাশের আবরণকে ক্ষইয়ে দেওয়া (যো, সূ, ২।৫২)। প্রাণের চলন যখন শান্ত হল, দ্যুলোক হতে নির্ঝরিত তার ধারা ('দিবো যহ্বীঃ') যখন প্রসন্ন হয়ে বইতে লাগল, তখন আধারে পরমচেতনা 'আবিঃ'-রূপে প্রকাশিত হলেন (তু মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।১)। ন গুহা বভুব—'পিতা' বা পরম দেবতা আর আড়াল হয়ে থাকলেন না। প্রাণায়ামে নাড়ীর মুখ খুলে যায়, এক ধারা উজান বয়, আর-এক ধারা নেমে আসে এবং আত্ম-জ্যোতির দর্শন হয়—এসব হঠযোগের সুপরিচিত সাধনকথা।

পরমব্যোমে আছে লোকোত্তরের শক্তি ও চেতনার রহস্যনির্ঝর। এই আধারের অগ্নিশিশু প্রজাত হয়েছে সেখান থেকেই। বহিশ্চেতনা তার সন্ধান রাখে না, কিন্তু জীবত্বের আবির্ভাবকাল হতেই জীবসত্তা জানে ঐ পিতৃচৈতন্যের সঙ্গে কী তার সম্বন্ধ। ঐ নির্ঝর হতেই আধারে সে নামিয়ে আনে বিচিত্র শক্তির মুক্তধারা, পরমা বাণীর বিদ্যুৎঝলক।...এই চিদগ্নি যেমন জানে লোকোত্তরকে, তেমনি জানে এই আধারেই নিগূঢ়সঞ্চারী সেই দিব্যজ্যোতিকে, যা প্রাণনের সুষম ছন্দনে আর চিৎশক্তির স্বচ্ছন্দ নির্ঝরণে আপনাকে অপাবৃত করে যোগদৃষ্টির সম্মুখে রহস্যের আড়াল ঘুচিয়ে:

পিতার সেই রহস্যনির্ঝরকে জন্ম হতেই জেনেছে সে,
বিচিত্র খাতে তাঁর শক্তির ধারাকে বইয়ে দিয়েছে—তাঁর
বিচিত্র বাণীর স্রোতকে।
গুহা-সঞ্চারী যিনি শিবময় সখাদের সঙ্গে,
আর দ্যুলোকের চঞ্চলাদের সঙ্গে, জেনেছে তাঁকে ;
আড়াল রইলেন না তিনি।।

১০

**পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বব্রে
পূর্বীর্ একো অধয়ৎ পীপ্যানাঃ।
বৃষ্ণে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধূ
উভে অস্মৈ মনুষ্যে নি পাহি ।।**

গর্ভম্—বীজকে, আধারস্থ চিদগ্নিকে। তাকে ধারণ ও পোষণ করলেন (বভ্রে) পৃথিবী, বেদি বা তনু। মূলে তাঁর উল্লেখ নাই। দ্যুলোক হতে পৃথিবীতে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জীবজন্মের মূল। পুরাণে এই বীজকে ধারণ করলেন উমা, লালন করলেন কৃত্তিকারা। **জনিতুঃ**—['পিতুঃ'র বিশেষণ] জন্মদাতার। পিতা নিষ্ক্রিয়, জনিতা সক্রিয়। তু. ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ বিভাব। পিতা বিশ্বোত্তীর্ণ, জনিতা বিশ্বানুস্যূত। **পূর্বীঃ**—[< √ পৃ (পূর্ণ করা)] পরিপূর্ণ প্রাক্তনী, চিরন্তনী। বহুবচন লক্ষণীয় ঃ শিশু একলা (একঃ) কিন্তু মায়েরা বহু। **অধয়ত্** [< √ ধে (স্তনপান করা)] স্তনপান করলো। **পীপ্যানাঃ** [< √ পী (উপচে পড়া) ২ ব উহ্য "মাতৃঃ"র বিশেষণ] উপছে পড়ছে যারা তাদের। মায়েরা স্তন্যভারাতুরা—"সপ্ত যহ্বীঃ" বলা হয়েছে যাদের। চিন্ময় প্রাণের সাতটি ধারায় পুষ্ট হচ্ছে আধারস্থ চিদগ্নি। তিনটি ধারা কাজ করছে দেহ প্রাণ আর মনের মূলে, একটি ধারা পুষ্ট করছে বিজ্ঞানকে, আর তিনটি ধারা জন তপঃ সত্যকে অথবা দিব্য আনন্দ চেতনা আর সত্তাকে। বৃষ্ণে শুচয়ে অস্মৈ—এই নবজাতক যদি শুচি থাকে, ব্যামিশ্রভাবের সাঙ্কর্য যদি না ঘটে তার মধ্যে, তাহলে একদিন সে হবে 'বৃষা'—বীর্যের নির্ঝর, নবীন ধারার প্রবর্তক। সপত্নী—একই পতি যাদের। সায়ণের মতে এই পতি সূর্য। এরা তাহলে উষসানক্তা—উষা আর সন্ধ্যা। আগুনের সঙ্গে এদের দুইজনেরই সম্বন্ধ আছে, তাই এরা সবন্ধু। আলোর মুখে উষা আঁধারের মুখে নক্ত বা সন্ধ্যা। অগ্নিহোত্রীর অগ্নি উপাসনার এই দুটি সময়। এরা জীবন আর মরণের ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুগল ছন্দ। চিদগ্নিকে জিইয়ে রাখতে হবে তারই মাঝে। কি করে সম্ভব ? উষা আর সন্ধ্যা যদি মনুষ্যে [অনন্য প্রয়োগ] হয় অর্থাৎ মননের দীপ্তিতে যদি ঝলমল করে। উষা আর সন্ধ্যাকে রাখতে হবে মন্ত্রচেতনায় উজ্জ্বল করে—এই হল অগ্নিহোত্রীর সাধনা। তবেই এ নবজাতক শুচি হবে 'বৃষা' হবে। নি পাহি—উষা আর সন্ধ্যাকে এর জন্য মন্ত্রদীপ্ত করে নিজের গভীরে ('নি') আগলে রাখ। সাধারণভাবে সাধকের প্রতি নির্দেশ।

সৃষ্টির আকৃতি টলমল করছে লোকোত্তরের বুকে। তার বীজ নিক্ষিপ্ত হল পৃথিবীর গভীরে, জন্মাল চিদগ্নিময় এক কুমার। বিশ্বের অকূলতার মধ্যে সে একা কি ? তাকে ঘিরে আছে চিন্ময়ী জলবালারা। তারা প্রাণোচ্ছলা, মমতায় উথলে পড়ছে ঐ নবজাতকের পানে চেয়ে। কুমারের তৃষ্ণা মিটল এই সাতটি মাতার

স্তন্যসুধায়।....কুমার বেড়ে চলেছে, কিন্তু অনেক অপঘাত হতে তাকে বাঁচাতে হবে। তাকে শুচি রাখতে হবে, তবেই তার সামর্থ্য হবে নতুন সৃষ্টির প্রবর্তক। সন্ধ্যা আর উষা জড়িয়ে আছে এই কুমারকে অব্যক্ত আর ব্যক্তের ছন্দে আবর্তিত কালের দুটি স্পন্দরূপে। তোমার মন্ত্রচেতনায় দীপ্ত কর তাদের, অম্লান রাখ তাদের সত্তার গভীরে। কুমার তবেই হবে বিশ্বজিৎ, অক্ষিত আয়ুষ্যের উদ্‌গাতা:

> পিতা যিনি জন্মদাতা, তাঁরই বীজকে ধারণ করলেন পৃথিবী।
> একলা শিশু স্তন পেল নিটোলতনু উচ্ছলাদের।
> সপত্নী দুটি—শুচি আর বীর্যবর্ষীর আত্মীয়া ;
> ও-দুটিকে এরই তরে মন্ত্রদীপ্ত করে আগলে রাখ।।

১১

উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধা
হপো অগ্নিংযশসঃ সং হি পূর্বীঃ।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্ দমূনা
জামীনাম্ অগ্নির্ অপসি স্বসৄণাম্।।

উরৌ অনিবাধে—[তু. উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬] বাধাহীন বৈপুল্যের মধ্যে। বোঝাচ্ছে পরম ব্যোমকে—চেতনার ব্যাপ্তি এবং বৈপুল্যকে। প্রবর্ত সাধক 'সবাধঃ' (নিঘ. 'ঋত্বিক' ৩।১৮)—ভাবনা ও চলার পথে কেবলই তার বাধা ; কিন্তু তারই চারদিকে, তার সত্তার গভীরে (নি) আছে মুক্তির মহাকাশ—তাই 'উরুঃ অনিবাধঃ'। চিদগ্নি ছড়িয়ে পড়ছে এই আকাশে। এই ভাবটি আর্যসাধনার মূল (৫।৪২।১৭)। **পূর্বীঃ আপঃ**—আদি ধারা, প্রাণের গঙ্গোত্রী। 'পূর্বী' আদিমা এবং পূর্ণা দুইই—অদিতির মত। আকাশ জীবচেতনার পিতা আর বিশ্বপ্রাণের বিভূতিরা তার মাতা। 'আপোময়ঃ প্রাণঃ'—অপ্ প্রাণের প্রতীক (ছান্দোগ্য ৬।৫।৪)। বেদান্তে আকাশ আর প্রাণ যথাক্রমে অস্পন্দ ও স্পন্দমান ব্রহ্মকে বোঝায় (বেদান্তসূত্র ১।১।২২-২৩)। **যশসঃ** [অন্তোদাত্ত, বিশেষণ ; < √ * যশ্, ঈশ্, তু, √ যজ্, ঈজ্, ঈড়্] ঈশনাযুক্তা, ঈশ্বরী। 'আপঃ' র বিশেষণ। **সম্** [= সং

(ববৃধুঃ)] সংবর্ধিত করলেন। **ঋতস্য যোনৌ** [তু. ঋতস্য যোনা বিধৃতে মদন্তী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ৩।৫৪।৬ ; সোমো জিগাতি)] গাতুবিদ্‌....ঋতস্য যোনিমাসদম্‌ ৩।৬২।১৩, ৯।৬৪।২২ (সোম) ; যোনাবৃতস্য সীদতম্‌, পাতং সোমম্‌ (মিত্রাবরুণা) ৩।৬২।১৮ ; ঋতস্য যোনা বৃষভস্য নীলে, ৪।১।১২ ; সমিদ্ধঃ শুক্রো দীদিহি ঋতস্য যোনিম্‌ আসদঃ ৫।২১।৪ ; বিদিদ্যুতানো অক্ষরে, সীদন্‌ ঋতস্য যোনিমা (অগ্নিঃ) ৬।১৬।৩৫, পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ, যোনাবৃতস্য সীদত ৯।১৩।৯, ৩৯।৬ ; সীদন্‌ ঋতস্য যোনিমা (সোমঃ) ৯।৩২।৪, ৬৪।১১, যোনিং হিরন্ময়ম্‌ ঋতস্য সীদতি (সোমঃ) ৯।৬৪।২০, অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা (সোমঃ) ৯।৬৪।১৭, ৬৬।১২ ; মতয়ো যন্তি সংযত ঋতস্য যোনা সদনে পুনর্ভুবঃ ৯।৭২।৬ ; ঋতস্য যোনা সমরন্ত নাভয়ঃ (ইন্দবঃ) ৯।৭৩।১ ; কবিম্‌ (সোমম্‌) ঋতস্য যোনা মহিষ অহেষত ৯।৮৬।২৫ ; যোনিম্‌ ঋতস্য সীদসি (সোমঃ) ৯।১০৭।৪ ; ঋতস্য যোনৌ তন্বো জুষন্ত (উষসঃ) ১০।৮।৩ ; দিবক্ষসঃ....ঋতস্য যোনিং বিমৃশন্ত আসতে ১০।৬৫।৭ ; পিতরা ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ ১০।৬৫।৮ ; আপ্রুষায়ন্‌ মধুন ঋতস্য যোনিম্‌ (বৃহস্পতিঃ) ১০।৬৮।৪ ; ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে ১০।৮৫।২৪। 'ঋত' বিশ্বের মূলে সত্যের ছন্দ, মহাপ্রকৃতির ছন্দোময় বিধান ; অথবা মহাপ্রকৃতি স্বয়ং। তাঁর 'যোনি' 'অপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে'—প্রাণসমুদ্রের গভীরে (১০।১২৫।৭), সেখান হতেই বিশ্বভুবনে তাঁর বিস্তার। পরমব্যোমে যেমন নিবৃত্তির ইঙ্গিত, ঋতযোনিতে তেমনি প্রবৃত্তির। এই 'ঋতস্য যোনিঃ' আবার যাজ্ঞিকের যজ্ঞ বা স্থূলে যজ্ঞবেদি ; সেই যজ্ঞই 'ভুবনস্য নাভিঃ' বা বিশ্বমূল (১।১৬৪।৩৪-৩৫)। অধ্যাত্মযোগে তাই আবার লোকোত্তর চেতনার ভূমি—অগ্নি ও সোমের সদন।] জীবচেতনা শয়ান ছিল মহাপ্রকৃতির চিন্ময় গর্ভাশয়ে, তাকে ঘিরে ছিল প্রাণের স্রোত ('জাময়ঃ স্বসারঃ') তু. (১০)। **দমূনাঃ**—[নি. 'দমমনা বা দানমনা বা দান্তমনা বা অপি বা দম ইতি গৃহনাম, তন্মনাঃ স্যাত্‌' ৪।৫। < দম্‌ (গৃহ) + বনস্‌ (< √ বন্‌ ভালবাসা) তু. আ যাহি বনসা সহ (১০।১৭২।১) ঘরকে ভালবাসেন যিনি, গৃহপতি, তু. 'গির্‌বনস্‌'।] আধারকেই ভালবাসেন যিনি, গৃহপতি অগ্নি, জীবসত্ত্ব। এই আধারে আছেন যিনি, তিনিই ছিলেন মহাপ্রকৃতির গর্ভাশয়ে। **জামীনাম্‌**—[√ জন্‌, জা (জন্ম দেওয়া) + মি। নিঘ. 'উদক' (১।১২) ; অন্যেহস্যাং জনয়ন্তি, জাম্‌ অপত্যম্‌, জমতে বা স্যাদ্‌ গতিকর্মণো নির্গমনপ্রায়া ভবতি (নি. ৩।৭)। তু. ১।২৩।১৬-১৮ 'আপঃ'] মেয়ে, বোন ; আত্মীয়া। 'জামীনাং স্বসৃণাম্‌'—আপন বোনদের। জলবালারা আগুনের বোন, দ্র. (৩)।

চেতনার আগুন বেড়ে চলেছে, বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্বার সংবেগে পরমব্যোমের আনন্ত্যে—কেননা তার প্রৈতির মূলে আছে বিশ্বপ্রাণরূপিণী অদিতিরই ঈশনা। এই মর্ত্যের আধারকে ভালবেসে তার গভীরে নিজেকে নিহিত করেছেন যিনি, প্রাণরূপে তিনি শয়ান ছিলেন মহাপ্রকৃতির গর্ভাশয়ে। তখন তাঁকে ঘিরে কল্লোলিত হয়ে চলেছিল বিশ্বপ্রাণের মুক্তধারারা, যারা অদিতির তনয়া—তাঁরই মত:

বাধাহীন বৈপুল্যের মাঝে মহান হয়ে বেড়ে
চলেছেন তিনি,
কেননা প্রাণ-প্রবাহিনীরাই অগ্নিকে সংবর্ধিত করে চলেছিলেন
—যাঁরা ঈশানী এবং প্রাক্তনী।
ঋতের গর্ভাশয়ে শয়ান ছিলেন এই গৃহপতি,—
তাঁর আপন বোনদেরই প্রাণের চাঞ্চল্যে শয়ান ছিলেন
এই অগ্নি।।

১২

অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাং
দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে ভাঋজীকঃ।
উদ্ উস্রিয়া জনিতা যো জজানা
হপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ।।

অক্রঃ—[তু. ইন্ধানো অক্রো বিদথেষু দীদ্যত্ (অগ্নিঃ) ১।১৪৩।৭ ; মর্মৃজেন্য উশিগ্‌ভি র্নাক্রঃ (ঐ) ১।১৮৯।৭ ; উদু স্বরুর্ণবজা নাক্রঃ (ঐ) ৪।৬।৩ ; আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ (মরুতঃ) ১০।৭৭।২। ন + √ ক্রম্ (চলা) + ড্ ১-এ। নি. 'অক্র আক্রমণাত্—প্রাকারঃ অভিধেয়ঃ (দুর্গ) ৬।১৭] নিশ্চল, স্থাণু নির্বিকার। ন যেন। **বভ্রিঃ**—[তু. বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ (ইন্দ্রঃ)। < √ ভৃ (ধারণ করা)। সবাইকে ধরে আছেন যিনি। উপনিষদের ভাষায় বিধৃতিঃ। কূটস্থ আত্মার এই স্বরূপ

বেদান্তে। **সমিথে**—[তু. স ইন্মহানি সমিথানি মজ্‌মনা কৃণোতি যুধ্মঃ (ইন্দ্রঃ) ১।৫৫।৫, সনেম বাজ সমিথেষ্বর্যঃ ১।৭৩।৫ ; স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ ২।২৪।১৩, সমিথে শূরসাতৌ ৩।৫৪।৪ ; শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রজাবান্ (ইন্দ্রঃ) ৪।২০।৮ ; ঊতৈনম্ (দধিক্রাবাণং) আহুঃ সমিথে বিয়ন্তং ৪।৩৮।৯ ; স হন্তি বৃত্রা সমিথেষু শত্রূন্ ৪।৪১।২ ; * অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তম্ অশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্ ৪।৫৮।১১ ; যদী বেধসো সমিথে হবন্তে ৬।২৫।৬ ; বৃত্রাণাম্ সমিথেষু জিঘ্নতে ৭।৮৩।৯ ; যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ (বিষুও ; কুরুক্ষেত্রের ধ্বনি) ৭।১০০।৬; যথা যেষাম সমিথে ত্বোতয়ঃ ৯।৭৬।৫ ; ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ (সোমে) ৯।৯৪।৪ ; যত্ সীং হবন্তে সমিথে ১০/২৫/৯ ; দিদ্যুং যদস্য (ইন্দ্রস্য) সমিথেষু মংহয়ম্ ১০/৪৮/৯ ; মহোয়ে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ১০।৬৪।৬। সম্ √ ই (যাওয়া) + থ, ৭-ব, সবাই এসে মেলে যেখানে। নিঘ. 'সংগ্রাম' ২।১৭। 'সমরে'রও একই রকম ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সাধন-সমর, দেবাসুরের সংগ্রামরূপে যা বেদে-পুরাণে সর্বত্র বর্ণিত। এই অর্থটিই সব জায়গায়, শুধু আর-একটি জায়গায় ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি পাওয়া যাচ্ছে (৪।৫৮।১১)] সঙ্গম-স্থলে। বিপুল প্রাণপ্রবাহিনীরা ('মহী' ; তু. ৪।৫৮।১১) এসে মিলেছে যেখানে, জীবাধারের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে এই অগ্নিচেতনা তাদের নিশ্চল ভর্তা। জীব স্বরূপত কূটস্থ। **দিদৃক্ষেয়ঃ**—[√ দৃশ্ (দেখা) + ইচ্ছার্থে সন্ + এয়, ১-এ। অনন্য প্রয়োগ ; অনুরূপ 'দিদৃক্ষেণ্যঃ'] যাঁকে দেখতে চায় সাধক। আত্মজ্যোতিরূপে চিদগ্নির দর্শন সব সাধকেরই কাম্য। **সূনবে**—ছেলের 'পরে, সন্তানের 'পরে। আধারের গভীরে অচঞ্চল অগ্নিশিখা এখন পিতার মত ; এই আধার তাঁর সন্তান, তার 'পরে আলো ছড়িয়ে চলেছেন তিনি। অগ্নি পিতা আর সাধক ছেলে এই ভাবটি আছে ঋ. ১।১।৯এ। **ভা-ঋজীকঃ**—[তু. ৩।১।১৪ ধূমকেতুং ভা-ঋজীকং ব্যুষ্টিষু ১।৪৪।৩, ১০।১২।২। সর্বত্র অগ্নির বিশেষণ। অনুরূপ উত্তরপদ 'গো-ঋজীক, আবিঃ ঋজীক'। ভাঃ (আলো) + √ ঋজ্, ঋঞ্জ্ (সোজা চালান, বিকীর্ণ করা ; Cp. base * reg, to guide, straighten, rule) + (ঈ) ক, ১-এ। নি. 'প্রসিদ্ধ ভাঃ' ৪।৩ ; সা. 'স্বদীপ্ত্যা প্রকাশমানঃ'] জ্যোতির বিচ্ছুরক, আলোর তীর ছোঁড়েন যিনি। সুসমিদ্ধ অগ্নিতে আধার উজ্জ্বল এখন। **উস্রিয়াঃ**—[রূপভেদ: — উস্র, উস্রা, উস্রি (৫।৫৩।১৪), উস্রিয়া। তু. অবিন্দ উস্রিয়া অনু (ইন্দ্রঃ) ১।৬।৫ ; আপ্যায়ন্তাম্ উস্রিয়া হব্যসূদঃ ১।৯৩।১২; যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত ১।১১২।১২ ; ৩।৩১।১১ ; বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ...বাবশতী রুদাজত্ ৪।৫০।৫ ; উদ্ উস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ

সচাঁ ৭।৮১।২ ; পরিস্রুতম্ উস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ৯।৬৮।৯ ; উস্রিয়া অপ্যা অন্তরশ্মনঃ ৯।১০৮।৬ ; উদুস্রিয়া অসৃজত স্বযুগ্‌ভিঃ (বৃহস্পতিঃ) ১০।৬৭।৮ ; উদুস্রিয়া পর্বতস্য অনাজত্ ১০।৬৮।৭ ; *অস্য মদে অপীব < তম্-উস্রিয়াণামনীকম্ ১।১২০।১৪ ; সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়য়াঃ ১।১২১।৫ ; ১০।৬১।১১ ; যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রন্ ৪।৫।৮ ; বিদো গবামূর্বমুস্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রঃ) ৫।৩০।৪ ; পুনর্গবামনদাদুস্রিয়াণাম্ (ঐ) ৫।৩০।১১ ; উদুস্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্ (ঐ) ৬।৩২।২; দৃল্‌হানি দদদুস্রিয়াণাম্ ৭।৭৫।৭ (ঐ) ; আবিৰ্নিধীঁর কৃণোদুস্রিয়াণাম্ (বৃহস্পতিঃ) ১০।৬৮।৬ ; বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ ১।৬২।৩ ; সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ (সোমঃ) ৯।৯০।২ ; সম্ উস্রিয়াভিঃ প্রতিরন্ ন আয়ুঃ ৯।৯৬।১৪ ; ঔর্ণৌর্দুর উস্রিয়াভ্যঃ (ইন্দ্রঃ) ৬।১৭।৬ ; বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ (মিত্রাবরুণৌ) ১।১৫৬।৪ ; ব্যধৈবতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ ১০।৬১।২৬ ; সংবতসরীণং পর উস্রিয়ায়াঃ ১০।৮৭।১৭, যুবং পয় উস্রিয়ায়াম্ অধত্তম্ (অশ্বিনৌ) ১।১৮০।৩, ৩।৩০।১৪ ; আভ্যামিন্দ্রঃ পক্বমামাস্বন্তঃ সোমপৃষাভ্যাং জনদুস্রিয়াসু ২।৪০।২ ; বাজম্ অর্বত্সু পয় উস্রিয়াসু ৫।৮৫।২। < √ বস্ (দীপ্তি দেওয়া ; তু. Lat, urere < * usere √ base * us, * eus, * aus-, 'burn, glow' ; Goth. urs, 'a warm weather' < base * ewes—> Vesuvius, Vesta) ; নিঘ, 'উস্রাঃ' রশ্মি (১।৫) 'উস্রা, উস্রিয়া' গো (২।১১)। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'উস্রিয়া' আলোর আধারের প্রতীক। ইন্দ্র বা বৃহস্পতি (ব্রাহ্মী-চেতনার দিশারী) পাষাণ বিদীর্ণ করে আলোকে মুক্তি দিচ্ছেন বা উজান বওয়াচ্ছেন—এই বর্ণনার বেলাতেই শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে। যেখানে গাভী অর্থে ব্যবহার, সেখানেও ব্যঞ্জনা আলোর দিকেই। মোটের উপর 'উস্রিয়া'র তাৎপর্য প্রথমত আলোতে, তারপর তা উপচরিত হয়েছে ধেনুতে। বেদে গো = জ্যোতি, ব্রহ্মবর্চঃ, এইটি মনে রাখতে হবে ; দ্র. ('গো'।) জ্যোতির আধার, উষার আলো, প্রাতিভচেতনার দীপ্তি। উত্ জনিতা, জজান—['উত্' উপসর্গ লক্ষণীয়। 'উস্রিয়া'র সম্পর্কে অন্যত্র আছে 'উত্ √ অজ্' এর প্রয়োগ, যার অর্থ উজান বওয়ানো] ঊর্ধ্বস্রোতা করে জন্ম দেবেন, জন্ম দিয়েছেনও (উষার আলোকে এই আধারে)। তু. কঠ, 'জোতিরিবাধূমকঃ, ঈশানো ভূত-ভব্যস্য' (২।১।১৩ ; অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের বর্ণনা)। **অপাং গর্ভঃ**—[তু. স ঈং বৃষাজনয়ত্ তাসু গর্ভং স ঈং শিশু র্ধয়তি···সো অপাংনপাত্ [২।৩৫।১৩] অগ্নি 'অপ্' বা বিশ্বপ্রাণের ভ্রূণ—এ-প্রসঙ্গ আগে হয়ে

গেছে। এইটি অগ্নির বৈদ্যুত রূপও হতে পারে ; তখন তিনি 'অপাংনপাত্'—বেদান্তের জীবসত্ত্ব। তু. শ্রীঅরবিন্দের 'চৈত্যপুরুষ'। যহ্বঃ[দ্র. 'যহ্বীঃ' (৪)। তু. যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্ অগ্নিং ১।৩৬।১ ; অগ্নির বিশেষণ ৩।২।৯ ; ৩।৩।৮, ৩।৫।৫, ৩।৫।৯, ৩।২৮।৪, ৪।৫।২, ৪।৫।৬, ৪।৭।১১, ৫।১৬।৪, ৭।২।৫, ৭।৮।২ ; ইন্দ্রের বিশেষণ ৮।১৩।২৪ ; সোমের বিশেষণ ৯।৭৫।১ ; যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ (অগ্নিঃ) ১০/১১/১ ; অক্তুং (কিরণ) ন যহ্বং (অগ্নিম্) ১০/৯২/২ ; ত্বং দেবানামসি যহ্বো হোতা (অগ্নিঃ) ১০।১১০।৩। অনুরূপ 'যহুঃ' (নিঘ. 'অপত্য' ২।২, যে ছট্‌ফট্ করে, দামাল) ; এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, অগ্নি অদিতির দামাল ছেলে যাকে কেউ সামলাতে পারে না (১০।১১।১)। বিশেষণটি প্রায় সব মণ্ডলেই আছে, বিশেষ করে অগ্নির। এক জায়গায় ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রয়োগ আছে (৮।১৩।২০)] প্রাণচঞ্চল অগ্নিস্রোত, আলোর ধারাকে উজান বইয়ে দেন যিনি।

আধারের চিৎকেন্দ্রে সঙ্গত হল বিপুল প্রাণের স্রোত, তারই মর্মবিন্দুতে অধিষ্ঠিত এই অধূমক জ্যোতির শিখা—নিবাত নিষ্কম্প অথচ সবার বিধৃতি। এই গূঢ় জ্যোতিকে দেখবার আকুলতা জাগে যখন তনুর অণুতে অণুতে, তখন তিনিই তাকে গড়ে তোলেন নতুন করে, তাঁর আলোর তীরকে বিদ্ধ করেন তার মর্ম্মমূলে। এই যে তাঁরই প্রেরণায় চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ল উষার আলোর উজান ধারা,—তার শেষ নাই, আরও যে কত উষা ফুটবে ঐ শূন্যের কোলে ! শুধু অবাক হয়ে চেয়ে আছি বিশ্বপ্রাণের ঐ নবজাতকের পানে—অফুরান যাঁর বীর্যের উল্লাস, ঊর্ধ্বস্রোতা যাঁর প্রাণের চাঞ্চল্য:

নিশ্চল যেন তিনি অথচ ভর্তা সবার—বিপুল প্রাণস্রোতের
সঙ্গমে নিষণ্ণ ;
দেখতে চায় তাঁকে ব্যাকুল সাধক—সন্তানের 'পরে ছড়িয়ে
চলেছেন আভা।
উপরপানে উষার আলোদের উৎসারিত করবেন যিনি
—করেছেনও,
বিশ্বপ্রাণের ভ্রূণ, বীর্যোল্লাসে অনুত্তম, প্রাণচঞ্চল এই
তপের শিখা।।

১৩

অপাং গর্ভং দর্শতম্ ওষধীনাং
বনা জজান সুভগা বিরূপম্।
দেবাসশ্ চিন্ মনসা সং হি জগ্মুঃ
পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্।।

দর্শতম্—[দ্র. (৩)। উহ্য অগ্নিকে লক্ষ্য করছে ; তু. পূর্ব ঋকের 'দিদৃক্ষেয়ঃ'] যাকে দেখা যায়, সুব্যক্ত। জীবচেতনা অব্যক্ত প্রকৃতিতে নিগূহিত থেকে উপযুক্ত আধারে যখন সুব্যক্ত হয় তখনই তা 'দর্শত' বা প্রত্যক্ষ। **ওষধীনাং** [গর্ভং]—[ওষ (দীপ্তি < √ উষ্, বস্ দ্র. 'উস্রিয়া') + ধি অধিকরণে, ৬-ব] প্রাতিভচেতনার দীপ্তি নিহিত আছে যাদের মধ্যে তাদের (ভ্রূণ এই অগ্নি)। অপ্ প্রাণের প্রতীক। কিন্তু প্রাণ যেখানে নিরূপিত আকার পায়নি, তার প্রথম আকার উদ্ভিদে—যাকে বলা হয় 'ওষধি', চেতনার স্ফুলিঙ্গ তাতে নিগূহিত আছে বলে। প্রাণের আরও সচেতন আকার 'পশুতে'—চেতনা যেখানে বাইরে উঁকি দিচ্ছে যেন (< √ পশ্ 'দেখা') ; অতিসচেতন মানুষে। অপের মধ্যে যে প্রাণচেতনা অব্যাকৃত ছিল তা ব্যাকৃত ('দর্শত') হল ওষধিতে। ওষধির শ্রেষ্ঠ সোমলতা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা সুষুম্ণা নাড়ী। সেখানে চেতনার স্ফুরণ ঘটাতে হলে অরণিমন্থন দ্বারা আগুন জ্বালাতেহবে। তার সঙ্কেত আছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১।১৪)। **বনা**—[স্ত্রীলিঙ্গে একমাত্র প্রয়োগ। 'বনম্'—গাছ, বন, কাঠ। 'বনস্' কামনা < √ বন্ (চাওয়া, খোঁজা, সংগ্রহ করা, ছিনিয়ে নেওয়া ; তু. Lat. venus 'Love' < *wen-'to wish', OS. OHG, winnan 'to strive after') ; বেদে দুটি অর্থে সংশ্লিষ্ট, তাই 'বন' কামনার প্রতীক। পার্থিব-চেতনাকে ফুঁড়ে ওঠে এই কামনা, অগ্নি তাকে দগ্ধ করেন ; আবার এই কামনারই রস মরে গেলে তা 'অরণি' হয়ে অগ্নিকে জন্ম দেয়। দুটি অরণির দরকার অগ্নিমন্থনে—একটি 'অধরারণি' নীচে পাতা থাকে, আর একটি 'উত্তরারণি' উপর থেকে নেমে আসে। উপনিষদে একটি স্বদেহ বা মর্ত্য আধার, আর একটি প্রণব। নীচেরটি প্রকৃতি, তাই এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। অধ্যাত্মযোগে] অভীপ্সা। নিজের দেহকে অরণি করে নিগূঢ় দেবতাকে দেখবার বিধান উপনিষদে আছে। দেহকে শুক্‌নো কাঠ করতে হবে তপের দ্বারা, তবে রসের ধারা উজান বইবে ; এ-বিধান সহজিয়াদের। সে-রস আগুনের ধারা, অগ্নীষোমের প্রবাহ। ওষধির গর্ভে অগ্নিরস আছে, অভীপ্সার মন্থন দ্বারা তাকে সক্রিয় করা—এই হল আর্যের কাজ। **সুভগা**—[দ্র. (৪) ; 'বনা'র বিশেষণ] 'ভগ' চিৎ বা আনন্দশক্তির আবেশ। যার মধ্যে সে-আবেশ সহজ হয়, সে 'সুভগা'। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা—শুক্‌নো দেশলাই। **বিরূপম্**—['নানাবিধরূপম্' (সায়ণ)] বিশিষ্ট রূপ যাঁর। ছিলেন অব্যাকৃত, কিন্তু

অভীপ্সা তাঁকে করল 'দর্শত'। **মনসা**—বেদে 'মন' সামান্যত চিৎশক্তি ; তাকে অন্তরিন্দ্রিয়রূপে কল্পনা করা হয়েছে দর্শনশাস্ত্রে। বিশ্বচেতনা (দেবাঃ) প্রবুদ্ধ মন হয়ে—উপনিষদের ভাষায় 'বিজ্ঞান'রূপে কেন্দ্রীভূত হল (সং জগ্মুঃ) অগ্নীতের মাঝে। **পনিষ্ঠম্**—[√ পন্ (স্তব করা) + ইষ্ঠ, ২-এ] স্তুত্যতম, সর্ববরেণ্য। আধারে এই আগুনের আবির্ভাবই জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা। **দুবস্যন্**—বিশ্বের চিৎশক্তিরা আরও উদ্দীপ্ত করে তুল্‌ল তাকে।

বিশ্বপ্রাণের পারাবারে কবিক্রতুর অব্যক্ত চিদ্বীজরূপে নিহিত ছিল এই অগ্নিশিশু, নিহিত ছিল এই আধারেরই নাড়ীজালে ঊর্ধ্বস্রোতা আলোর গোপন ধারা হয়ে। সে অরূপকে রূপ দিল তপতী-চেতনার আকুল কামনা, চিৎশক্তির নিঃশব্দ আবেশ উন্মনা করেছে যাকে লোকোত্তরের পানে।......আধারে আগুন জ্বল্‌ল, প্রাতিভ-মননের দীপ্তিকে আশ্রয় করে বিশ্বচেতন জ্যোতিঃশক্তিরা সংহত হল তার মধ্যে। কুমারের এই অপরূপ বরেণ্য আবির্ভাবকে অধৃষ্য বীর্যে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলল তারাই:

বিশ্বপ্রাণের ভ্রূণ সে, ওষধিদেরও ; তাকে ব্যাকৃত করে
অভীপ্সাই জন্ম দিল—চিদাবিষ্টা অভীপ্সাই রূপ দিল
অপরূপকে।
বিশ্বদেবেরাও প্রাতিভ-মননের সহায়ে যখন সঙ্গত হলেন
তার মধ্যে,
তখন সর্ববরেণ্য এই জাতককে সবল করতে তাঁরা জ্বালিয়ে
তুললেন শিখার দীপনী।।

১৪

বৃহন্ত ইদ্ ভানবো ভাঋজীকম্
অগ্নিং সচন্তবিদ্যুতো ন শুক্রাঃ।
গুহেব বৃদ্ধং সদসি স্বে অন্তর্
অপার ঊর্বে অমৃতং দুহানাঃ।।

ভানবঃ—[√ ভা (আলো দেওয়া, ঝলমল করা) + নু, ১-ব। নিঘ. 'অহঃ' দিনের আলো, ছড়িয়ে-পড়া আলো ; এইখানে রশ্মি থেকে বৈশিষ্ট্য। তু. 'ভানুভিঃ সংমিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্কভিঃ' (১।৮৭।৬)—সেখানে আলোকবিকিরণের তিনটি ধরণের উল্লেখ আছে।] আলোর ছটা। দ্যুলোকের আলোর ঝলক নবকুমারকে আপ্যায়িত করে চলেছে এখন। এরা মহাশূন্যে প্রাতিভজ্ঞানের ঝলকানি। **সচন্ত**—[√ সচ্, সশচ্ (সঙ্গত হওয়া, জড়িয়ে ধরা, আঁকড়ে থাকা ; তু. Lat. sociare 'to accompany' < base * sok (w) 'to follow', Gk. hipomai 'I follow', Skt. সচা 'সঙ্গে') + লঙ্ অন্ত] জড়িয়ে ধরল। বিদ্যুতঃ ন—বিদ্যুতের মত। দিব্যভাবের আকস্মিক দীপ্তির সঙ্গে বিদ্যুতের উপমা উপনিষদে আছে ঃ 'তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্য মীমিষদা' (কেন ৪।৪)। **গুহা ইব বৃদ্ধম্**—আধারের গভীরে কলায়-কলায় বেড়ে চলেছে এই আলোর শিশু। তু. ১।১৮। **স্বে সদসি অন্তঃ**—তাঁর আপন ঘরের গভীরে, আধারের গভীর গুহায়। উপনিষদ্ স্থান নির্দেশ করেন—'মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি' (কঠ ২।১।১২)। এই দেহমধ্য বোঝাতে যোগাসীন শরীরের তল বা লম্ব দু'দিকই ধরা যেতে পারে ; আগেরটিতে 'মধ্য আত্মনি' হৃদয়ে, পরেরটিতে মেরুপ্রণালীতে ; দুটিকে মিলিয়ে নেওয়াও চলে। জীবসত্ত্ব সেইখানে বেড়ে চলেছে লোকোত্তরের বিদ্যুচ্ছটায় আপ্যায়িত হয়ে। **অপারে ঊর্বে**—['ঊর্ব' < √ বৃ (আবৃত করা, ছাওয়া)] দ্যুলোকের অপার বৈপুল্যে, পরম-ব্যোমে। তু. 'উরৌ অনিবাধে' (১১)। আধারের গভীরে নিহিত জীবচেতনার যোগ আছে লোকোত্তরের সঙ্গে, কেননা এই লোকোত্তরই তার পিতা (৯)। সেইখান থেকে প্রাতিভজ্ঞানের ঝলক অমৃতের ধারাকে নিয়ত নামিয়ে আনছে এইখানে। তন্ত্রে এই হল 'সহস্রারচ্যুতামৃত'। **অমৃতম্** —['অমৃত', ন + মৃত, তু. Gk ambrosia < ambrotos 'immortal' (a-'not' & brotos 'mortal' < * mbrotas, * mrotos Cog. with Lat. mortem 'death'] মৃত্যুতরণ পরমপদপ্রাপ্তিই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য। এই অমৃত মনের ওপারে নিত্য-চিন্ময় আনন্দনিবিড় স্থিতি। ঋগ্বেদে তার এই বর্ণনা—'যত্র সোমেনানন্দং জনয়ন্....যত্র জ্যোতিরজস্রং, যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্....যত্রাববোধনং দিবঃ, যত্রামূর্যহ্বতীরাপঃ, ...যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ, লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ....যত্র কামা নিকামাশ্চ, যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্, স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ....যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদ্রঃ প্রমুদ আসতে, কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ-তত্র মাম্ অমৃতং কৃধী (৯।১১৩।৬-১১)। বিচিত্র অধ্যাত্মসিদ্ধির অপরূপ বর্ণনা। এই অমৃতকে দোহন করছে (দুহানাঃ) প্রাতিভজ্ঞানের ছটারা।

আধারের গভীরে উন্মীলিত এই অগ্নিশিশু আলোর শাণিত ফলাকে যেন বিঁধিয়ে চলেছে তনুর অণুতে অণুতে। আবার ওপার হতে শুভ্র বিদ্যুতের ঝলক হেনে লোকোত্তরের বিপুল ছটা বারবার জড়িয়ে ধরছে তাকে। তাদের ছোঁয়ায় আপন ঘরের গভীরে সে বেড়ে চলেছে—যেন সবার অগোচরে ; আর ঐ প্রাতিভজ্ঞানের ছটারা তার 'পরে অমৃতের প্রস্রবণকে অজস্র ধারায় নামিয়ে আনছে দ্যুলোকের অপার বৈপুল্য হতে:

সুবৃহৎ যত আলোর ছটা জড়িয়ে ধরল তাকে—
বিঁধিয়ে চলে যে আলোর ফলা,—
আগুনশিখাকে জড়িয়ে ধরল তারা—বিদ্যুতের মত
ঝলমলিয়ে ;
গুহার মাঝে যেন বেড়ে চলেছে সে আপন সদনের
গভীরে—
আর অপার বৈপুল্য হতে অমৃতকে দোহন করে আনছে
আলোর ছটারা।।

১৫

ঈলে. চ ত্বা যজমানো হবির্ভির্
ঈলে. সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈর অবো মিমীহি সং জরিত্রে
রক্ষা চ নো দম্যেভির্ অনীকৈঃ।।

ঈলে.—[√ ঈড় (উদ্দীপ্ত করা ; 'ঈলিরধ্যেষণকর্মা পূজাকর্মা বা' নি. ৭।১৫,—বোঝাচ্ছে আকূতি এবং আত্মনিবেদন, তাইতে আগুন জ্বলে ; < √ যzদ্, দকারের মূর্ধন্য পরিণাম, তারপর অন্তরঙ্গ সন্ধি এবং দকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘত্ব) + লট্ এ। দুটি স্তরের মাঝে ড = ল.] জ্বালাই, উদ্দীপ্ত করি (তোমাকে, হে অগ্নিশিখা)। **হবির্ভিঃ যজমানঃ**—দেবতাকে যা আহুতি দেওয়া যায়, তাই 'হবিঃ'। দেবতার উদ্দেশে

দ্রব্যত্যাগ—এই হল যজ্ঞের লক্ষণ। ত্যাগের মন্ত্র—'ইদং তব, ন মম।' বস্তুত নিজেকেই আগুনে আহুতি দিতে হবে। তা সম্ভব নয় বলেই নিজের বদলে কোনও দ্রব্য আহুতি দেওয়া—তাকে বলে 'নিষ্ক্রয়' (ransom ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৩)। চরম আহুতি মৃত্যুর পর চিতার আগুনে ; তাই 'অন্ত্যেষ্টি'। আত্মাহুতির দ্বারা দেবতার যে যজন করে সে 'যজমান', আধুনিক ভাষায় 'সাধক'। সাধনার চরম ফল উৎসর্গ এবং ভাবনার দ্বারা দেবতার সাযুজ্য-লাভ। তাই যজ্ঞের তাৎপর্য। সুমতিং সখিত্বং নিকামঃ—দেবতার কাছে আকুল হয়ে চাই তাঁর শিবানুধ্যান ও সাযুজ্য। দেবতার ইচ্ছায় আর আমার আকাঙ্খায় সৌষম্যবোধেই তাঁর 'সুমতির' অনুভব। তারও পরে 'সখিত্ব'—তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া [দ্র. 'সচন্ত' (১৪)], যখন আর দুই বলে কিছু থাকে না। **অবঃ**—[√ অব + অস্। এই ধাতুটির অর্থের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ধাতুপাঠে 'অব রক্ষণ-গতি-ক্রান্তি-প্রীতি-তৃপ্ত্যবগম প্রবেশ-শ্রবণ স্বাম্যর্থযাচন ক্রিয়েচ্ছা-দীপ্ত্যা বাপ্ত্যালিঙ্গন-হিংসা-দান-ভাগ-বৃদ্ধিষু'। 'ব্যোমে'র (পদ পাঠে ঃ বি-ওম্) মূলে এই ধাতু ; ওঙ্কারেরও মূল তাই। দেবতার সঙ্গে যজমানের সম্বন্ধের অনির্বচনীয়তা প্রকাশ পায় ব্যঞ্জনাবহুল এই ধাতুটির ব্যবহারে। একই ধাতু হতে 'অবঃ' আর 'ঊতিঃ'—একটির মূল ভাব অধিষ্ঠান, আর একটির শক্তি।] (দেবতার) প্রসাদ, পরিবেশ বা আলোর পরিমণ্ডলের মত তাঁর নিত্যসন্নিহিতি। **সং মিমীহি**—[সম্√মা (সৃষ্টি করা, রচনা করা) + লোট হি] পরিপূর্ণরূপে রচনা কর। দেবশক্তিরা আমায় ঘিরে থাকুক আলোর পরিবেশ হয়ে। **জরিত্রে**—[√ জৃ গৃ, (গান গাওয়া) + তৃ ৪-এ] (তোমার গান) যে গায় তার তরে। নঃ—আমাদিগকে। অথচ এর আগেই আছে একলার কথা। একের ভাবনা এমনি করে বিশ্বের ভাবনায় ছড়িয়ে পড়ে—এইটি বহু বেদমন্ত্রের বিশেষত্ব। একের ভাবনায় ঋগ্বেদের শুরু—'অগ্নিমীলে' ; সেই অগ্নিভাবনাতেই ঋগ্বেদের শেষ, কিন্তু সেখানে অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে সংজ্ঞানে, বিশ্বনিখিলের সৌষম্যভাবনায় (১০।১৯১)। **দম্যেভিঃ**— [= দম্যৈঃ। তু. শৃণোতু নো দম্যেভিরনীকৈঃ শৃণোত্বগ্নির্দিব্যৈরজস্রঃ ৩।৫৪।১ ; দুবস্যত দমং জাতবেদসম্ ৩।২।৮ ; সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ং মরুতে জুষধ্বম্ ৭।৫৬।১৪ ; অর্চ…দম্যায়াগ্নয়ে ৮।২৩।২৪। < দম 'গৃহ, আধার' (নিঘ. ৩।৪)] যোগাগ্নিময় আধার হতে বিচ্ছুরিত। অনীকের বিশেষণ। অগ্নি 'ভা-ঋজীক', তাঁর রশ্মিমালা আধারের অণুতে অণুতে অনুবিদ্ধ হচ্ছে। তারাই আমাদের বাঁচাবে অশুভশক্তির অভিঘাত হতে। **অনীকৈঃ**—[তু. মাতা দেবানামদিতেরনীকং (উষাঃ ১।১১৩।১৯; চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং (সূর্যঃ) ১।১১৫।১ ; ১।১২১।৪ ; গবামরুণানামনীকং

১।১২৪।১১ মরুতামনীকম্ ১।১৬৮।৯ ; বসোরনীকং দম আ রুরোচ ৪।৫।১৫ ; ভদ্রং তে অনীকম্ আ রোচতে ৪।১১১ অনীকমস্য ন মিনাজ্জনাসঃ (অগ্নেঃ ৫।২।১ ; ভবা নো অর্বাঙ্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ, অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অগ্নীকৈঃ ৪।১০।৩, ৭।৮।৫···।] পুঞ্জদ্যুতি দিয়ে। প্রতিতুলনীয়—'প্রতীক' আলোর ছটা।

হে গূঢ়তপা, আমি তোমার নিত্যসাধক—সর্বস্ব আহুতি দিয়ে তোমায় আজ জ্বালিয়ে তুলি এই আধারে, জ্বালিয়ে তুলি তোমার সৌমনস্য আর সাযুজ্যের গভীর আকূতি নিয়ে। হে দেবতা, প্রসন্ন হও, আমায় জড়িয়ে ধরে গ্রাস কর তুমি। তোমার গানে গানে আগুন হয়ে উঠেছে এই-যে আধার, তাকে ঘিরে রচনা কর জ্যোতিঃ শক্তির অনির্বাণ পরিবেশ, এর অণু-পরমাণু হতে বিকীর্ণ পুঞ্জদ্যুতিকে রক্ষা কর আমাদের অনৃতশক্তির অভিঘাত হতে:

জ্বালাই যে তোমায় সাধক আমি আহুতির উপচারে,
জ্বালাই তোমায় তোমারই সাযুজ্য আর কল্যাণমননের গভীর আকুতি নিয়ে।
চিৎশক্তিরাজির পরিবেশ রচ আজ নিটোল করে তোমার সুরশিল্পীর তরে ;—
রক্ষা কর আমাদের এই আধারেরই পুঞ্জদ্যুতি দিয়ে।।

১৬

উপক্ষেতারস্ তব সুপ্রণীতে
হগ্নে বিশ্বানি ধন্যা দধানাঃ।
সুরেতসা শ্রবসা তুঞ্জমানা
অভি ষ্যাম পৃতনায়ূঁর্ অদেবান্।।

উপক্ষেতারঃ—[উপ √ ক্ষি (বাস করা) + তৃ. ১-ব] (দেবতার) কাছে-কাছে থাকে যারা। অন্তরে তাদের আগুন জ্বলছে সব সময়। তু. 'উপাসক'। সুপ্রণীতে—[অগ্নির সম্বোধন ; তু. ১।৭৩।১, ৩।১৫।৪, ৪।২।১৩ ···] সুকৌশলে এগিয়ে নিয়ে চল তুমি। অগ্নিই দিব্যজীবনের দিশারী। **ধন্যা**—[= ধন্যানি। তু. ধন্যা ধিষণা ৫।৪১।৮, ৬।১১।৩ ; মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি (সোমঃ) ৯।৮৬।৩৪। < √ ধন্ (ছোটা) + য] যাদের পিছনে মানুষ ছোটে ; কাম্য। তোমার কাছে রয়েছি বলে এই কাম্যবস্তুকে আমাদের মাঝেই পেয়েছি। **সুরেতসা শ্রবসা**—[দ্র, 'বৃহত্ শ্রবঃ'

৩।৩৭।১০। 'শ্রবঃ' < √ শ্রু (শোনা) ; নিঘ, 'ধন' সাধনসম্পদ বা পুরুষার্থ ২।১০] শ্রুতিশক্তি ; দেবতার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকা, অথবা পরমব্যোমে বাকের স্পন্দনরূপে দেবশক্তিকে অনুভব করা। হঠযোগের নাদানুসন্ধানের এই মূল। এই শ্রুতি জীবনে ফল ধরে যদি, তাহলে 'সুরেতঃ'। জ্যোতির চাইতে শ্রুতি আরও সূক্ষ্ম—চরম অন্তরাবৃত্তিতে তার আবির্ভাব বলে, যদিও আর্যসাধনার লক্ষ্য 'স্বর্' দুটিকেই বোঝায়। **তুঞ্জমানাঃ**—[√ তুজ্, তুঞ্জ্ (প্রচোদিত করা, সামনে ঠেলা ; তু. Lat, ducere, O. Lat, doucere < * douk, * denk—'to draw lead' OE, here toga army leader < Gmc, * tuga, weak grade of * teux, Eng. tug 'to pull' < Gmc. type*tgu of base * teug-, teuch teuh—'to drag', draw, pull' ; Eng. duke, Germ. Herzog) + শানচ্, ১-ব] দিব্যশ্রুতির বীর্যে প্রচোদিত হয়ে। **পৃতনায়ূন্**—[পৃতনা (দ্র. ৩।৪৯।২)—ক্যচ্ + উ, ২-ব] যুযুৎসু।

হে তপোদেবতা, আমরা রয়েছি তোমার কাছে কাছে তোমার প্রতিটি অনুশাসনের অনুসরণ করে। হে দিশারী, সারা জীবন ছুটোছুটি যাদের জন্যে, এই যে তোমার প্রসাদে তাদের পেয়েছি আপন গভীরে তোমার অলখের সুর ভেসে আসছে আমাদের কানে, নতুন সম্ভূতির ক্ষিপ্র আশ্বাস অবন্ধ্য বীর্যের সঞ্চার করছে চেতনায়। হে দেবতা, আসুক অদিব্যশক্তির বাহিনী স্পর্ধিতের ঔদ্ধত্য নিয়ে, তোমার আগুন বুকে জ্বালিয়ে আমরা ধুলোয় তাদের লুটিয়ে দেব:

কাছে কাছে রয়েছি আমরা তোমার, হে উত্তরণের স্বচ্ছন্দ দিশারী,
হে তপোদেবতা, যা-কিছু চাওয়ার ছিল এই যে পেয়েছি ;
ক্ষিপ্রবীর্য দিব্যশ্রুতিতে প্রচোদিত আমরা—
লুটিয়ে দেব সেই যুযুৎসুদের—দেবতাকে যারা মানে না।।

১৭

আ দেবানাম্ অভবঃ কেতুর্ অগ্নে
মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।
প্রতি মর্তাঁ অবাসয়ো দমূনা
অনু দেবান্ রথিরো যাসি সাধন্।।

কেতুঃ—[< √ কিত্, চিত্ (সচেতন হওয়া, জানা) ; রূপভেদ 'কেতঃ, চেতঃ' নিঘ. 'প্রজ্ঞা' ৩।৯ ; সা, 'প্রজ্ঞাপক'] (জ্যোতিঃশক্তিদের) চেতনা আনেন যিনি। অন্তরে আগুন জ্বললেই তখন জানি, এইবার ওপারের আলো এসে পড়বে আধারের 'পরে। **মন্দ্রঃ**—[< √ মদ্, মন্দ্ (আনন্দে মাতাল হওয়া)] আনন্দে মাতাল। তপস্যার আলো আর আনন্দ পরস্পরের সাথী। অগ্নি আর সোম জোড়া দেবতা। কাব্যানি—কবিকৃতি, কবির দৃষ্টি এবং সৃষ্টি। রসচেতনার উন্মেষে আকাশে ফোটে দ্যুলোকের স্বপ্নের ফুল, জীবনের যে রহস্য সবার অগোচরে তার ছবি ভেসে ওঠে নির্মুক্ত দৃষ্টির সামনে। **প্রতি অবাসয়ঃ**—[তু. পিতা যত্ সীম অভিরূপৈরবাসয়ত্ ১।১৬০।২ ; তাঃ (শিখাঃ) অবাসয়ত্ পুরুধপ্রতীকঃ (অগ্নিঃ) ৩।৭।৩ ; সূর্যমুষসম্...অবাসয়ঃ (ইন্দ্রঃ) ৬।১৭।৫ ; স মাতরা সূর্যেণা কবীনামবাসয়ত্ (ইন্দ্রঃ) ৬।৩২।২ ; তে (দেবাঃ)...অবাসয়ন্নুষসং সূর্যেণ ৭।৯১।১। প্রতি √ বস্ (আলো দেওয়া) + ণিচ্ + লঙ্ স। ণিজন্ত বস্-ধাতুর এই প্রয়োগ লক্ষণীয়। এতেই 'ঈশাবাস্যম্' এর (ঈশোপঃ ১) ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।] আলো করে তুলেছ প্রতি আধারের গভীর গুহাকে। **রথিরঃ**—[অগ্নির বিশেষণ ৩।২৬।১, ৭।৭।৪ ; ইন্দ্রের ৩।৩১।২০ ; সোমের ৯।৭৬।২, ৯।৯৭।৪৬, ৯।৯৭।৪৮। ঋগ্বেদের তিনটি প্রধান দেবতাই 'রথির'। তা ছাড়া এক জায়গায় অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ ৭।৬৯।৫ ; বহুবচনে হরি (৮।৫০।৮), যজমান (৯।৯৭।৩৭) এবং অদ্রির (১০।৭৬।৭) বিশেষণ] রথে করে চলেন যিনি, দেহরথের রথী ; উপনিষদে 'আত্মা' (কঠ, ১।৩।৩)। অগ্নিকে রথী করে এ-জীবন চলেছে বিশ্বদেবতার অভিমুখে (দেবান্ ; তু. অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ১।১৮৯।১)। **সাধন্**—[তু. বিদথানি সাধন্ (অগ্নি) ৩।১।১৮ ; ঋতেন সাধন্ (অগ্নি) ৩।৫।৩ ; স ক্ষেত্যস্য দুর্যাসু সাধন্ (অগ্নি) ৪।১।৯ ; কবির্নি নিণ্যং বিদথানি সাধন্ (ইন্দ্র) ৪।১৬।৩ ; বি রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্ (মরুতাং যামঃ) ৬।৬৮।৭ ; সাধন্ন্ ঋতেন ধিয়ং দধামি (যজমান) ৭।৩৪।৮] সিদ্ধ ক'রে, জীবনের যা লক্ষ্য তা পূর্ণ ক'রে। দিব্য পুরুষের সাযুজ্যলাভই এই লক্ষ্য।

বিশ্বদেবতার দীপ্তি ঝরবে এই জীবনের 'পরে, তার আশ্বাস এল হে তপোদেবতা, নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবহন্ত তোমার আলোর স্রোতে। এ আধারে জ্বলে উঠলে গলে পড়লে তুমি সুধার নির্ঝর হয়ে, উন্মোচিত হল তোমার দিব্যদৃষ্টির সামনে অলখের গোপন রহস্য যত। ....হে প্রিয়, তুমি আছ—প্রতি হৃদয়ের গভীর

গুহায়, আছ মণি-দীপ্তিতে ঝলমল, এই মর্ত্য আধারের রথী হয়ে তাকে নিয়ে চলেছ বিশ্বচেতনার মধ্যাহ্নদ্যুতির পানে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে রূপায়িত করছ তার সুদূরতম লক্ষ্যের সিদ্ধবীর্যকে :

এই যে বিশ্বদেবতার এনেছ চেতনা আমার মাঝে,
হে তপের শিখা,—
আনন্দে মাতাল তুমি, কবির বিশ্বকাব্যের রহস্য সবই যে জান
প্রতি মর্ত্য আধারকে আলো করেছ, ভালবেসেছ
আপন ঘরটিকে,—
বিশ্বচেতনার পানে রথী হয়ে চলেছ—সিদ্ধ ক'রে
এই জীবনের অভিযান।।

১৮

নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং
রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্
অগ্নির্ বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।।

দুরোণে—[তু. মধ্যে নিষক্তো রণ্বো দুরোণে (অগ্নিঃ) ১।৬৯।২ ; পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে ১।৬৯।৩ ; অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে (অগ্নিঃ) ১।৭০।২ ; যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে ১।১০৮।৭ ; যেন গচ্ছতঃ (অশ্বিনৌ) সুকৃতো দুরোণম্ ১।১১৭।২ ; — ১।১৮৩।১ ; ঘোষায়ৈ চিত্ পিতৃষদে দুরোণে (= গৃহে) ১।১১৭।৭ ; ৩।১৪।৩ ; স্তোতুর্দুরোণে সুভগস্য রেবত্ ৩।১৮।৫ ; দাশুষো দুরোণে ৩।২৫।৪ ; অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ ৩।২৫।৫ ; যুবাকুঃ সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে (৩।৫৮।৯,....। সূর্য 'দুরোণসত্' ৪।৪০।৮। < 'দ্রোণ' কাঠের পাত্র, সোমপাত্র < 'দ্রু' গাছ ; তু. Gk. druos 'an oak, a tree', drumos 'forest', O, Slav, druva 'wood'। নিঘ. 'গৃহ' (৩।৭)] আধারে, যার মধ্যে অগ্নিশিখা বা সোমরস নিহিত রয়েছে। অমৃতঃ মর্ত্যানাং—দেহ নশ্বর কিন্তু জীবাত্মা অবিনশ্বর। **রাজা**—[< √ রাজ্, ঋজ্ (সোজা চলা বা চালানো, আলো দেওয়া—আলোর রশ্মি সোজা চলে ; তু. Lat. rex 'ruler' < * reg-s < regere 'to rule' ; Goth. riks 'powerful' উপনিষদে এই জীবসত্ত্ব 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' (কঠ, ২।১।১৩) ; 'রাজ্য' অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রথম পর্ব (ছান্দোগ্য ২।২৪।৪। বিদথানি

সাধন্—জীবনব্যাপী যে বিদ্যার সাধনা তাকে সিদ্ধ করে তুলছেন জীবভূত এই তপোদেবতা। **ঘৃতপ্রতীকঃ**—[অগ্নির বিশেষণ ১।১৪৩।৭, ৫।১১।১, ১০।২১।৭; বেদি বা শক্তিকূটের ১০।১১৪।৩ ; উষার ৭।৮৫।১। 'অনীক' কেন্দ্রবিন্দু, 'প্রতীক' তার ছটা (নি, 'প্রত্যক্তং ভবতি, প্রতিদর্শনমিতি বা' ৭।৩১)। এই হতে অন্তর্গূঢ় কোন কিছুর অভিব্যক্তিও প্রতীক (তু. উপনিষদের প্রতীকোপাসনা)। 'ঘৃত' প্রদীপ্ত 'প্রতীক' ছটা যাঁর] অন্তরে তিনি চিদ্‌ঘনবিন্দুরূপে 'ভা-ঋজীকঃ', তাঁর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে দিকে-দিকে। **উর্বিয়া**—[< 'উরু' 'উর্বি' (৬।২৪।২) 'উরুত্বেন' (নি, ৮।১১)। ক্রিয়াবিশেষণ] বিপুল হয়ে।

মর্ত্য আধার, কিন্তু নিগূঢ় অমৃতরসে টলমল। তারই গভীরে নিষণ্ণ রয়েছেন এই তপোদেবতা, তার ভূতভব্যের ঈশান হয়ে, উত্তরপথিকের বিদ্যার সাধনাকে সিদ্ধ করে তুলেছেন তিলে তিলে তাঁর কবিক্রতুর অমোঘ প্রেষণায়। চিদ্‌ঘনবিন্দুর বজ্রমণি হতে বিচ্ছুরিত আলোর ছটা বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঝলমল বিদ্যুতের দীপ্তিতে, তাঁর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হল অলখের গোপন রহস্য যত:

এই মর্ত্যের আধারে অমৃতরূপে—
রাজার মত নিষণ্ণ তিনি—বিদ্যার সাধনাকে চলেছেন সিদ্ধ ক'রে ;
প্রদীপ্ত তাঁর প্রচ্ছটা—বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন
বিদ্যুতের ঝলকে,—
এই তপোদেবতা বিশ্বকাব্যের রহস্য যত সবই জানেন।।

১৯

আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্
মহান্ মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্।
অস্মে রয়িং বহুলং সংতরুত্রং
সুবাচং ভাগং যশসং কৃধী নঃ।।

আ গহি—[= আ গচ্ছ ; আ √ গম্ + লোট্ হি] এস। সখ্যেভিঃ শিবেভিঃ, মহীভির্ **ঊতিভিঃ**—[= সখৈঃ শিবৈঃ। 'ঊতি' < √ অব + তি, দ্র. 'অবঃ' (১৫)]

তাঁর সখ্য বা সাযুজ্য শিবময়, বিপুল তাঁর জ্যোতিঃ- শক্তির পরিবেষ। জীবনের প্রতিপর্বে তাদের পরিচয় পাই, এই বোঝাতে বহুবচন। **সরণ্যন্**—[তু, ৩।৩১।১৮ (শেষার্ধে বর্তমান ঋকের প্রথমার্ধের পুনরুক্তি) ; ধিযা যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ ৪।২১।৬। √ সৃ (চলা, বয়ে চলা ; তু. 'সলিল') > √ সরণ্) + শতৃ, ১-এ। তু, উষার নাম 'সরণ্যুঃ', আঁধার হতে যেন পা টিপে বেরিয়ে আসে বলে ; নি. 'সরণ্যুঃ সরণাত্' (১২।৯)] নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে। 'রয়ি' বা সংবেগের সঙ্গে যোগ সুস্পষ্ট। **অস্মে**—[= অস্মাসু] আমাদের মধ্যে। 'নিধেহি' (নিহিত কর) এই ক্রিয়াপদ উহ্য। **রয়িম্**—[দুটি শব্দ একটি 'রয়ি' আর একটি 'রা' মিশে গেছে। কোনটিরই পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। যে রূপগুলির দেখা মেলে নীচে তাদের ছক দেওয়া গেল। যেখানে একটি মাত্র প্রয়োগ পাওয়া যায়, সেখানে মন্ত্রসূচী দেওয়া হল:

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রয়িঃ	রায়ঃ
দ্বিতীয়া	রয়িম্ ; রাম্ (১০।১১১।৭)	ঐ
তৃতীয়া	রয্যা (১০।১৯।৭)	রয়িভিঃ (১।৬৪।১০)
	রয়িণা (১০।১২২।৩)	
	রায়া	
চতুর্থী	রায়ে	—
পঞ্চমী	—	—
ষষ্ঠী	রায়ঃ	রয়ীণাম্, রায়াম্ (৯।১০৮।১৬)
সপ্তমী	—	—

দেখা যাচ্ছে, স্বরাদি বিভক্তির বেলায় পাচ্ছি 'রা'-প্রকৃতি। 'রয়ি' দ্রুত উচ্চারণে 'রৈ' (যার উচ্চারণ হবে হিন্দী 'হৈ' র মত ঈষৎ আকারপৃষ্ঠ) হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে স্বরাদি বিভক্তি লাগালে পাওয়া যায় 'রায়্'-প্রকৃতি। যদি দানার্থক √ রা হতে আকারান্ত 'রা'-শব্দ হয়ে থাকে, তার অসন্দিগ্ধ উদাহরণ একটিমাত্র পাচ্ছি—'রাম্'; এ ছাড়া 'রায়া, রায়ে, রায়ঃ, রায়াম্'—এই চারটি রূপেই 'রয়ি' এবং '*রা'র মিশ্রণ ঘটেছে। আর-একটি শব্দ নানা-আকারে পাওয়া যায় 'রে-বৎ'—'রে' < রৈ < রয়ি। সুতরাং মূল শব্দ 'রয়ি', 'রা' তার ছায়া। নিঘন্টুতে 'রয়ি' জল (১।১২), ধন (২।১০)। শেষের অর্থটি '*রা'-প্রকৃতির অর্থের সঙ্গে মিশ্রণের ফল। তাই যাস্কও বলছেন, 'রয়িরিতি ধননাম, রাতের্দানকর্মণঃ' (৪।১৭)। কিন্তু মূল শব্দ 'রয়ি' ; তার অর্থ স্রোত,

বেগ (< √ রি, রী বেয়ে চলা ; তু. Lat, rivus 'stream', Gk. orinein 'move', O, Slav, rinati 'to flow', OHG. OS. Goth, rinnan 'to run' < Gmc base * rinn) > 'রেতঃ', 'রয়ঃ' নদীবেগ ; তু. একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণাম্ ১০।৫।১। এই সংবেগ সাধনসম্পদ বলে 'রয়ি' ধন।] প্রাণের সংবেগ, যা 'বহুল' এবং 'সংতরুত্র' বন্যার মত।—[সং তরুত্রম্ অনন্য প্রয়োগ। তু. যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ 'সন্তরেয়ুঃ' (সাঁতারে পার হবে) ৩।৩৩।১১। < √ তৃ (পার হওয়া)। উপসর্গহীন 'তরুত্রে'র একাধিক প্রয়োগ আছে] সব ছাপিয়ে সমুদ্রে পৌছয় যে। সুবাচম্—প্রাণ খুলে যার কথা বলা যায়। অধ্যাত্মসিদ্ধির এই একটা ধারা। গভীরে মানুষ যা পায় তাকে বাইরে প্রকাশ না করে যেন পারে না। ব্রহ্ম আর বাক্ তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। **ভাগম্**—[তু. ভাগং যজ্ঞিয়ং ১।২০।৮, ১।১৬১।৬ ; সদাবন্ ভাগম্ ঈমহে ১।২৪।৩ ; ভাগং দেবেষু দধানাঃ ১।৭৩।৫ ; বায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য ১।৯১।২৩ ; যদদ্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্যঃ ১।১২৩।৩ ; অমৃতস্য ভাগং ১।১৬৪।২১ ; আদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ১।১৬৪।৩৭ ; দদ্ধি তন্নো ভাগং যেন মামহঃ ২।১৭।৭ ; জ্যেষ্ঠং মাতা সূনবে ভাগমাধাত্ ২।৩৮।৫ ; অমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্ ৪।৫৪।২ ; * স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ, তং ভাগং চিত্রমীমহে ৫।৮২।৩ ; সহস্রিয়ং দম্যং ভাগম্ ৭।৫৬।১৪ ; যং তে ভাগমধারয়ন্ ৮।৩৬।১—৬,....। < √ ভঞ্জ্ (ভাঙা) ; তু, 'ভগ' (৪)। 'অংশ' অর্থই প্রধান, কিন্তু 'আবেশে'র ধ্বনিও আছে।] অমৃতের ভাগ ; আমাদের যজ্ঞে যেমন দেবতার ভাগ আছে, তেমনি তাঁর অমৃতত্বেও আছে আমাদের ভাগ। গীতার ভাষায় এই হল অন্যোন্যসম্ভাবনা (৩।১১)। **যশসম্**—ঈশনাযুক্ত। অমৃতের অনুভবে ঐশ্বর্য থাকবে, যাতে অপরের মধ্যে তাকে সঞ্চালিত করা চলে। সবার মধ্যে এমনি ছড়িয়ে পড়া 'কীর্তি', উপনিষদের ভাষায় 'সর্বাত্মভাব'। **কৃধি**—[= কুরু। √ কৃ + লোট্ হি] কর।

এস হে তপোদেবতা, আঁধারের ঊর্মিতরণ ঊষার আলোর মত নিঃশব্দ প্লাবনে নেমে এস আমাদের আধারে, আন তোমার নিবিড় সাযুজ্যের সুমঙ্গল দীপ্তি, আন তোমার জ্যোতিঃশক্তির বিপুল প্রসাদ। এ-আধারে নামিয়ে আন অলখের প্রাণের প্লাবন—সাগরসঙ্গমী দুর্বার প্লাবন, দাও আমাদের তোমার অমৃতের স্বাধিকার, যা আমাদের কণ্ঠে ফোটাবে সিদ্ধবাণীর বৈদ্যুতী, চিত্তে জাগাবে অমোঘ শক্তিসঞ্চারের ঈশনা :

আমাদের মধ্যে এস তোমার শিবময় সাযুজ্যের

বৈপুল্য নিয়ে,
তোমার বিপুল জ্যোতিঃশক্তির দাক্ষিণ্য নিয়ে নেমে এস
আলোর প্লাবন হয়ে।
আমাদের মধ্যে নিহিত কর প্রাণের বিপুল সংবেগ—যা
ছাপিয়ে চলবে সব ;
অনায়াসে বলতে পারি এমন অমৃতের ভাগকে ঈশনাযুক্ত
কর আমাদের মধ্যে।।

২০

এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি
প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা
জন্মন্-জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ।।

এতা জনিমা—[= এতানি জনিমানি] এই-যে তোমার 'জন্ম' বা আবির্ভাব, যা সনাতন (৩, ৪) এবং যা নূতন (১৮)। কূটস্থ জীবসত্ত্ব রূপে তাঁর নিত্য আবির্ভাব পরম ব্যোমে ; সূক্তের প্রথম দিকে তার কথা বলা হয়েছে। শেষের দিকে বলা হয়েছে সাধনার ফলে আধারে তাঁর আবির্ভাবের কথা। ভাবের দৃষ্টিতে চিৎশক্তি নিত্য, কিন্তু বস্তুগত্যা তা প্রকৃতিতে লীলায়িত। **প্র বোচম্**—[<√ প্র বচ্ বলা ; তু. Lat. vocare 'to call' < Aryan base * wokw-, * wekw-, তু. 'প্রবক্তা' 'প্রবচন'] অনুপ্রাণিত হয়ে বললাম। **পূর্ব্যায়**—[অগ্নির বিশেষণ] চিরন্তনের কাছে। তোমার কাছেই বলছি তোমার কথা। তুমি চিরকাল আছ, আবার নিত্য নতুন হয়ে ফুটছও। **বৃষ্ণে**—বীর্যের অভিষেকে আধারকে নতুন করে গড়ে তোলেন যিনি তাঁর উদ্দেশে। **ইমা মহান্তি সবনা কৃতা**— = ইমানি মহান্তি সবনানি কৃতানি। 'সবন' (<√ সু 'ছেঁচা, পেষা') সোমলতা ছেঁচে তার রস বের করে আগুনে আহুতি দেওয়া। সোমযাগে সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার করে দিতে হয়।] আগুনের মধ্যে আহুতি দিয়েছি সোমের ধারাকে, রসচেতনাকে করে তুলেছি অগ্নিময়। ভালবাসায় যেমন আগুন জ্বলে, রসের অনুভূতি শিখার মত উজান বইতে থাকে। **জন্মন্-জন্মন্ নিহিতঃ জাতবেদাঃ**—[পরের ঋকে পুনরুক্তি ; 'জন্মন্-জন্মন্' এর

অনন্য প্রয়োগ। 'জন্ম'—√ জন্ (জন্ম নেওয়া ; তু. Lat. genus 'descent' gignere 'to beget', Gk. genos-'race' < Ar. base * g (e) ne-*g (e) no-, * gn.) + মন্, আবির্ভাব, স্ফুরণ, অব্যক্ত হতে অভিব্যক্তি (তু. নি. ষড় ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্য্যায়ণি—জায়তে অস্তি বিপরিণমতে বর্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি, জায়তে ইতি পূর্বভাবস্য আদিম্ আচষ্টে ১/২) ; যা জন্ম নিয়েছে, জাত, ভূত। ঋগ্বেদে ভাববাচী প্রয়োগই প্রায় সর্বত্র ঃ তু. উভয়া জন্ম (মানুষ ও দিব্য, যা থেকে দ্বিজত্বের সংস্কার) ১।১৪১।১১, ২।৬।৭, ৫।৪১।১৪, ৭।৪৬।২, ৮।৫৬।৭, ৯।৮১।২ ; দেবানাং জন্ম ৬।৫১।২, ১২ ; দেবানাং জন্মন্ ৮।৬৯।৩ ; দিব্যানি জন্ম ১০।৬৪।১৬ ; দেবান্ জন্ম ১।৭১।৩, ৬।১১।৩ ; দেবায় জন্মনে ১।২০।১, ৯।১০৮।৮ ; দিব্যায় জন্মনে ১।৫৮।৬ ; স্বাদু পরস্ব (সোমঃ) দিব্যায়জন্মনে ৯।৮৫।৬ ; তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ১।৩১।৭ রভসায় জন্মনে ১।১৬৬।১ ; অতূর্তপন্থাঃ...অর্যমা...বিষুরূপেষু জন্মসু ১০।৬৪।৫ ; পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি ১।৮৭।৫ ; একং জন্ম (নবজন্ম) ৭।৩৩।১০ ; পরমে জন্মন্ ২।৯।৩ ; অমৃতাজ্জন্মনঃ ১০।১৭৬।৪ ; প্রত্নেন জন্মনা ৯।৩।৯। দ্রব্যবাচী প্রয়োগঃ —অস্মাকম্ উভয়ায় জন্মনে...দ্বিপদে চতুস্পদে ১০।৩৭।১৯ ; পশ্যন্ জন্মানি সূর্য ঃ ১।৫০।৭; স্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ ২।৩৮।৮ ; স ইজ্জনেন, স বিশা স জন্মনা...পুত্রৈঃ...নরৈঃ (এখানে রূপকও হতে পারে) ২।২৬।৩। কিন্তু এসব প্রয়োগেও আবির্ভাব অর্থের ধ্বনি আছে। বর্তমান ঋকে যদি ভাববাচী অর্থ নেওয়া যায়, তাহলে এটিকে জন্মান্তরের স্পষ্ট উল্লেখ বলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা চলে। অগ্নির সনাতন জন্ম আর নতুন জন্ম দুটি মিলিয়ে কূটস্থ আর সংসারী এই দুদিক থেকে জীবাত্মার পূর্ণ পরিচয় এই সূক্ত হতে স্পষ্ট হবে। প্রথম ঋকে 'শমায়ে' বলে প্রশমের আকূতি এই প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ। জীবের সংসরণের আভাস মেলে ৭।৩৩।৯এ ; দেবযান পিতৃযান পথে চলার উল্লেখ, ১০।৮৮।১৫। অগ্নি জাতবেদা কেন ? 'অগ্নির্জন্মানি দেব আ বিবিদ্বান্'—অন্তঃস্থ জ্যোতির শিখা হয়ে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের খবর তিনি রাখেন, আমরা তা ভুলে যাই [যাস্কের ব্যাখ্যা ঃ 'জাতবেদাঃ কস্মাত্ জাতানি বেদ, জাতানি বৈনং বিদুঃ, জাতে জাতে বিদ্যতে ইতি বা, জাতবিত্তো বা জাতধনঃ, জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ, যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি ব্রাহ্মণম্, ৭।১৯)।] জীবের প্রতি জন্মের মূলে অর্ন্তগূঢ় থেকে তার সংক্রমণের সব খবর রাখেন যিনি।

হে তপোদেবতা, চিৎস্বরূপে চিরন্তন তুমি—ভাবের লোকে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে

ফোট নিত্য হয়ে, আবার যজমানের একাগ্র তপস্যায় মর্ত্যের আধারে কত যে নতুন ছন্দে তোমার আবির্ভাব। তোমার নিত্যতা আর লীলা দুই-ই যে আমি জেনেছি। এই আধারে যখন নেমে আস, তোমার রুদ্রবীর্যের ছোঁয়ায় তার মালঞ্চে ফোটে কত যে নবসম্ভূতির ফুল। আমার রসের আকূতিকে বারবার অনিঃশেষে আহুতি দিয়েছি তোমার মাঝে, সে তো তুমি জান—কেননা আমার জন্মে জন্মে, আধারের গভীরে, তুমিই যে নিহিত ছিলে আমার প্রতিটি সংক্রমণের সাক্ষী হয়ে :

এই যে তোমার, হে তপোদেবতা, যত আবির্ভাব—সনাতন
অথবা নূতন—সবার কথা খুলে বলেছি তোমার কাছে .... তুমি যে চিরন্তন।
বীর্যবর্ষী তোমার মাঝে বিপুল ধারা নিংড়ে দিয়েছি এই যে ;
আমার জন্মে-জন্মে তুমিই নিহিত ছিলে জাতবেদা হয়ে।।

২১

জন্মন্-জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা
বিশ্বামিত্রেভির্ ইধ্যতে অজস্রঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যা
হপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।।

ইধ্যতে—[√ইধ্, ইন্ধ্ (জ্বালানো ; তু. Gk. aitho 'burn', aithos 'burning fire') + লট্ তে কর্মবাচ্যে] প্রজ্জ্বালিত হচ্ছেন। অজস্রঃ—[ন √জস্ (ক্লান্ত হওয়া) + র] অশ্রান্ত। অতন্দ্র থেকে আগুন জ্বালাতে হবে। তাকে নিবতে দিলে চলবে না। **যজ্ঞিয়স্য**—যজ্ঞ বা উৎসর্গভাবনার সাধনা হতে আবির্ভাব যাঁর, তাঁর। অন্তরের আগুন জ্বলবে আত্মাহুতিতে। **ভদ্রে**—[< √ভন্দ্ (নিঘ, জ্বলতিকর্মা ১।১৬, অর্চতিকর্মা ৩।১৪ ; নি. ভন্দনা ভন্দতেঃ স্তুতিকর্মণঃ ৫।২ ; তু. ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ ৩।৩।৪ ; অতএব দীপ্তির ব্যঞ্জনা আসছে)। নি, 'ভদ্রং ভগেন ব্যাখ্যাতং, ভজনীয়ং, ভূতানামভিদ্রবণীয়ম্, ভবদ্ রময়তীতি বা, ভজনবদ্ বা' ৪।৯] উজ্জ্বল, প্রসাদযুক্ত, সুমঙ্গল। **সৌমনসে**—[তু. যজামহে সৌমনসায় দেবান্ ১।৭৬।২ ; সুপ্রতীকা সৌমনসায় অজীগঃ (উষঃ) ১।৯২।৬ ; ইন্দ্রাগ্নী-সৌম

সৌমনসায় যাতম্ ১।১০৮।৪, ৭।১৩।৬ ; পুনরুক্তি ৩।৫১।৪, ৬।৪৭।১৬, ১০।১৪।৬, ১০।১৩১।৭ ; যক্ষব মহে সৌমনসায় রুদ্রং ৫।৪২।১১ ; *মত্‌সদ্ যথা সৌমনসায় দেবং ব্যস্মদ্ দ্বেষো যুযবদ্ ব্যংহঃ ৬।৪৪।১৬ ; *ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসমদৃপ্তং রায়স্পোষং যজমানেষু ধত্তম্ ৮।৫৯।৭ ; *আ পবস্ব সৌমনসং ন ইন্দো ৯।৯৭।২৮। নি, 'কল্যাণে মনসি' ১১।২।] প্রশান্ত (অদৃপ্ত) চিত্তের প্রসন্ন মাধুরী। পতঞ্জলি বলেন, চিত্তবিক্ষেপ যোগের অন্তরায়, তা থেকে দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় (যো, সূ, ১।৩০, ৩১)। সৌমনস দিব্যোন্মাদের ফল, তাতে দ্বেষ ও অভিনিবেশ দূর হয় (৬।৪৪।১৬)। তু. বৌদ্ধ ধ্যানীর 'হসিতোৎপাদক্রিয়াচিত্ত'। 'সুমতি' শিবানুধ্যান, 'সৌমনস' তার ফল।

জীবের জন্মে-জন্মে আধারের গভীরে নিহিত রয়েছেন এই তপোদেবতা, তার প্রতিটি সংক্রমণের সাক্ষী হয়ে। বিশ্বামিত্রেরা অতন্দ্র থেকে তাঁকে জ্বালিয়ে চলেছে চিরতরে। আমাদের উৎসর্গ আর ভাবনার বীর্য হতে আবির্ভাব তাঁর ; আজ তাঁর মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে লুটিয়ে দিলাম ঃ আমাদের 'পরে ছড়িয়ে পড়ুক তাঁর শিবানুধ্যানের সৌম্য মাধুরী, তাঁর প্রসন্নতার স্নিগ্ধচ্ছটা মণ্ডিত করুক চেতনার সকল পর্ব :

জন্মে-জন্মে আধারে নিহিত এই সকল জন্মের সাক্ষী—
বিশ্বামিত্রেরা সমিদ্ধ করে চলেছে অনির্বাণ তাঁর শিখাকে।
আমরা সেই যজ্ঞিয়ের সুমতিতে
আর তাঁর উজ্জ্বল প্রসন্নতায় ঠাঁই পাই যেন।।

২২

ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো
দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ররাণঃ।
প্র যংসি হোতর্ বৃহতীর্ ইষো নো
হগ্নে মহি দ্রবিণম্ আ যজস্ব।।

সহসাবন্—[অগ্নির বিশেষণ ১।১৮৯।৫, ৫।২০।৪, ৬।১৫।১২, ৭।১।২৪,

৭/৪/৬, ৭।৪।৯, ৭।৪৩।৫, ১০।২১।৪, ১০।১১৫।৮ ; ইন্দ্রের ৭।১৯।৭, ১০।৯৩।১১ ; সোমের ১।৯১।৩০। রূপান্তর 'সহস্বন্' ; ছন্দের জন্য আকার প্রক্ষেপ (সায়ণ)। তিনটি প্রধান দেবতারই বিশেষণ।] সকল বাধাকে লুটিয়ে দেবার বীর্য আছে যাঁর মধ্যে। **দেবত্রা**—[তু. * দেবং দেবত্রা সূর্যম্ অগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ১।৫১।১০ ; অগ্নীষোমা....সং দেবত্রা বভূবথুঃ ১।৯৩।৯ ; দেবত্রা নু প্রবাচ্যম্ ১।১০৫।১০ ; দেবত্রা হব্যমোহিষে (অগ্নি) ১।১২৮।৬ ; * যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ (অশ্বিনৌ) ১।১৮২।৫ ; দেবত্রা ক্ষেত্রসাধসঃ (যুপাঃ) ৩।৮।৭ ; শ্রবস্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্ (অগ্নিঃ) ৫।২০।১ ; দেবত্রা কৃণুতে মনঃ ৫।৬১।৭ ; যশ্চিকেত....স সুক্রতু র্দেবত্রা স ব্রবীতু নঃ ৫।৬৫।১ ; একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তান্ ৭।২৩।৫ ; প্র বো দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বম্ ৫।৩৪।৯ ; * আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম পূর্দেবত্রা বসবো মর্তত্রা, সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তো, ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভরন্তঃ (সর্বাত্মভাবের আকূতি) ৭।৫২।১ ; বয়ং-দেবত্রাদিতে স্যাম ৭।৬০।১ ; দেবাসো....দেবত্রা হব্যমোহিরে ৮।১৯।১ ; দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্ (অগ্নিং) ৮।১৯।৩ ; আ ত্বা হোতা....দেবত্রা বক্ষদ্ ৮।৩৪।৮ ; ত্বে দেবত্রা....বিশ্বা বামানি ধীমহি ৮।১০৩।৫ ; * যে তাতৃষু র্দেবত্রা জেহমানাঃ (পিতরঃ) ১০।১৫।৯ ; * প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু ১০।৩০।১ ; ত্বং চকর্থ....পথো দেবাত্রাঞ্জাসেব যানান্ ১০।৭৩।৭ ; দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ১০।১১০।২ ; যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ ১০।১৮৮।৩। দেব + ত্রা (অধিকরণে), সমস্ত দিব্যশক্তি একত্র হয়েছে যেখানে ; সহজ কথায়, পরম পদে, পরম ব্যোমে—যেখানে উত্তম জ্যোতি, যেখানে সর্বাত্মভাব, যেখানে বৃহতের চেতনা। অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করে তাঁকে বলতে পারি পরম দেবতা ; কিন্তু এ-অদ্বৈত বহুর প্রতিষেধ নয়, কেননা 'মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্'—সমস্ত দেবতার একই লোকোত্তর বিপুল বীর্য (৩।৫৫)। বৈদিক অদ্বৈতবাদের এই বৈশিষ্ট্যটুকু মনে রাখতে হবে ; সংখ্যার একত্ব নয়, সমন্বয়ের একত্বই তার লক্ষণ।] পরম দেবতার কাছে। আমার উৎসর্গকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার ভার নাও তুমি। অগ্নি এখানে অশ্রান্ত তপস্যা, অতন্দ্র সাধনবীর্য। **সুক্রতো**—অনায়াস যাঁর সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির বীর্য। অগ্নির সম্বোধন। **ররাণঃ**—[অগ্নির বিশেষণ ৪।১।৫, 'মর্ত্যস্য সুধিতং ররাণঃ' ৪।২।১০ ; যজমান ৫।৪১।৮ ; আ ধর্ণসি র্বৃহদ্দিবো ররাণঃ....গন্ত ৫।৪১।১৩ ; রা (দেওয়া) + কানচ্] তুমিই আমাদের দিয়েছ যা-কিছু সম্পদ। দেবতাকে যা দিচ্ছি, তা তোমারই দান। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। পরের দুটি চরণে এই ভাবেরই ধ্বনি। **প্রযংসি**—[প্র √ যম্ (দেওয়া) +

সি] দিও। কী ? **না বৃহতীর্ ইষঃ**—[তু. পূর্বীরিষো বৃহতীরারে অঘা অস্মে সন্তু ৬।১।১২ ; উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ (সোম) ৯।১৩।৪ ; ৯।৪২।৬ ঃ পবস্ব....অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ৯।৪৯।১ ; উপ-মাস্ব বৃহতী রেবতীরিষঃ ৯।৭২।৯ ; পূর্বীরিষো বৃহতীঃ....শিক্ষা ৯।৮৭।৯ ; * স নঃ সহস্রা বৃহতীরিষো দা, ভবা সোম দ্রবিণবিত্ পুনানঃ ৯।৯৭।২৫ ; অব ত্যা বৃহতীরিষো বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ.....ধুনুহীন্দ্র ১০।১৩৪।৩। 'ইষ্' < √ইষ্ (চাওয়া) এষণা, আকূতি। 'ইষ্' এবং 'ঊর্জ্' (চেতনার মোড় ফেরানোর বীর্য) এ-দুটি অনেক জায়গায় জোড়ায়-জোড়ায় আছে। যজুর্বেদ বা কর্মবেদের প্রথম মন্ত্রেই তাদের উল্লেখ ব্যঞ্জনাবহ। নিঘন্টুতে 'ইষম্। উর্ক্। রস। স্বধা' সবই 'অন্ন' বা অধ্যাত্মযোগের প্রাথমিক সাধন (২।৭)] বিপুল এষণা, পরম দেবতাকে পাওয়ার অনির্বাণ আকূতি। অগ্নি অভীপ্সার প্রতীক। জীবের জীবনের ইতিহাসও তাই। **মহি দ্রবিণম্**—[তু. পুনরুক্তি ১০।৮০।৭ ; দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষে (অগ্নি) ১।৯৪।১৪ ; * যুবোর্ণরা দ্রবিণং জহ্বাব্যাম্ ৩।৫৮।৬ ; দিবি যদু দ্রবিণং যত্ পৃথিব্যাম্ ৪।৫।১১ ; কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নম্ ৪।৫।১২ ; ত্বদেতি দ্রবিণং বীরপেশা ৪।১১।৩, (১০।৮০।৪) ; * বিচয়িষ্ঠো অংহো হথা দধাতি দ্রবিণম্ ৪।২০।৯ ; বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথাদধত্ ৪।৫৪।১ ; * তদ্ বো যামি দ্রবিণং....যেন স্বর্ণ ততনাম নৃরভি ৫।৫৪।১৫ ; * প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্, সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ৮।৩৫।১০-১২ ; এবা পবস্ব দ্রবিণং দধানঃ (সোম) ৯।৯৬।১২ ; * ব্রহ্মণস্পতি র্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ১০।৬৭।৭ ; * স আশিষা দ্রবিণং ইচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আ বিবেশ (বিশ্বকর্মা) ১০।৮১।১ ; * অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে ১০।১২৫।২ ; সত্যানি কৃণ্বন্ দ্রবিণান্যর্ষসি (সোম) ৯।৭৮।৫। 'দ্রবিণ'—< √দ্রু (ছোটা, দৌড়ান ; তু. Gk. dromados 'running, a runner', dromos 'course', drapetes 'a fugitive', drasmos 'flight' < Ar. base * dera,-* dra,-* dro- 'to run ; to be active') + (ই) ন, চাঞ্চল্য, উদ্যম, শক্তির স্রোত। অগ্নি যেমন 'রত্নধাতম' (১।১।১) তেমনি আবার 'দ্রবিণোদাঃ' (১।৯৬।৮, ১।১৫।৭-৯ ; দ্র. নি. দ্রবিণোদাঃ কস্মাত্ ? ধনং দ্রবিণমুচ্যতে, যদেনদভিদ্রবন্তি, বলং দ্রবিণং যদনেনাভিদ্রবন্তি, তস্য দাতা দ্রবিণোদাঃ....ইন্দ্র ইতি ক্রৌষ্টুকিঃ, অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ' ৮।১-২)। রত্ন আর দ্রবিণে তফাৎ স্থাবরত্বে আর জঙ্গমত্বে। দেখা যাচ্ছে, 'দ্রবিণ' বীর্যে ঝলমল (৪।১১।৩), উর্জ্—দ্রবিণ—প্রজা এই হল সিদ্ধির ক্রম (৮।৩৫।১০-১২), ব্রহ্মণস্পতি অন্তর্মুখ প্রাণের বীর্যে অচিতির অন্ধতাকে বিদীর্ণ করে দ্রবিণকে আবিষ্কার করছেন, বিশ্বকর্মার ইচ্ছা এবং আবেশ

হতেই দ্রবিণের আবির্ভাব। এই হতে 'দ্রবিণ' শক্তির ধারা। নিঘ, 'বল' (২।৯), 'ধন' (২।১০)] বিপুল প্রাণস্রোত। এরই আর-এক নাম 'রয়ি'। যেমন অশ্রান্ত এষণা (ইষ) থাকবে, তেমনি থাকবে বিপুল প্রাণ। আ যজস্ব—এই আধারকে (আ) তোমার দিব্যভাবনায় সিদ্ধ কর (যজস্ব)।

এই যে আমাদের উৎসর্গের অতন্দ্র সাধনাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, হে তপোদেবতা, এর আকূতিকে উত্তীর্ণ কর তুমি পরমদেবতার প্রশান্তির কূলে। ওগো ভাঙো আমাদের পথের যত বাধা, অনায়াস হোক্ তোমার অবন্ধ্য সিসৃক্ষা। লোকোত্তরের অজস্র সম্পদ ঢেলে চলেছ এই আধারে ; আমাদের উৎসর্গকে পৌঁছে দেবে তুমি তাঁর মাঝে, তাঁকে ডেকে আনবে এই গভীরে এই তো তোমার ব্রত। এবার তবে জাগিয়ে তোল আমাদের মধ্যে অনুত্তরের বৃহৎ এষণা, প্রাণবহ্নির বিপুল স্রোত বইয়ে দাও জীবনের খাতে, আন সাগরসঙ্গমের উদাত্ত আহ্বান :

এই আমাদের উৎসর্গকে, হে সর্বাভিভাবী বীর্যের আধার, তুমি
দেবতার মাঝে নিহিত কর, হে সুক্রতু ; তুমি যে অকৃপণ।
দিও হে হোতা, বৃহৎ এষণা আমাদিগে—
হে তপোদেবতা, উৎপ্লাবী শক্তির স্রোতকে সিদ্ধ কর আমাদের মাঝে।।

২৩

ইল়াম্ অগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ
শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্ নঃ সুনুস্ তনয়ো বিজাবা
হগ্নে সা তে সুমতির্ ভূত্বস্মে।।

ইল়াম্—[রূপভেদ 'ইড়্'। তু. *ত্বমিল়া শতহিমাসি দক্ষসে ২।১।১১ ; ইল়া দেবৈ র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ৩।৪।৮, ৭।২।৮ ; ইল়া যেষাং (সিদ্ধানাং) গণ্যা ৩।৭।৫ ; ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেল়া ৩।৫৫।১৩ ; তস্মা ইল়া পিন্বতে বিশ্বদানীম্....যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি ৪।৫০।৮ ; *ইল়া যূথস্য মাতা ৫।৪১।১৯ ; যেষামিল়া ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ অপি প্রাতা নিষীদতি ৭।১৬।৮ ; অস্য প্রজাবতী গৃহে হসশ্চন্তী দিবে-দিবে, ইল়া ধেনুমতী দুহে ৮।৩১।৪ ; ইল়া দেবী ঘৃতপদী ১০।৭০।৮ ; ইল়া

মনুস্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী ১০।১১০।৮ ; হব্যা মানুষাণামিল.া কৃতানি ১।১২৮।৭ ; *অগ্ন ইল.া সমিধ্যসে ৩।২৪।২ ; *নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেল.া সহস্কৃত ৩।২৭।১০ ; যো রায়ামানেতা য ইল.নাম্ (সোমঃ) ৯।১০৮।১৩ ; সং নো মিমিক্ষা 'সমিল.াভিরা' ১।৪৮।১৬ ; আ ন ইল.াভির্বিদথে....সবিতা দেব এতু ১।১৮৬।১ ; *কস্মৈ সস্রুঃ ....ইল.াভির্বৃষ্টয়ঃ সহ ৫।৫৩।২ ; অগ্নয়ে দাশেম পরীল.াভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ ৭।৩।৭ ; ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ (মিত্রাবরুণা) ইল.াভিঃ ৭।৬৫।৪ ; *ইল.াভিঃ সংরভেমহি ৮।৩২।৯ ; ইল.ামকৃন্বন্ মনুষস্য শাসনীম্ ১।৩১।১১; ইল.াং সুবীরাং সুপ্রতুর্তিমনেহসম্ ১।৪০।৪ ; বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েল.াং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ৬।১০।৭ ; *ইল.াং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিম্ অব দিব ইন্বতম্ ৭।৬৪।২ ; *ইল.াং সংযতম্ ৭।১০২।৩, ৯।৬২।৩ ; ইল.ায়ষ্পদে ৩/২৩/৪ *ইল.ায়াস্পুত্রো বয়ুনেহজনিষ্ট (অগ্নিঃ) ৩।২৯।৩ ; *ইল.ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি...নি ধীমহ্যগ্নে ৩।২৯।৪ ; অরুষে জাতঃ পদ ইল.ায়াঃ ১০।১।৬ ; *যোনিমৃত্বিয়মিল.ায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ (অগ্নি) ১০।৯১।৪ ; *অধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেল.াস্বন্তঃ ৫।৬২।৫ (৬) ; *বর্ধেথাং গীর্ভি'রিল.য়া মদন্তা' ৩।৫৩।১; ইল.য়া সজোষাঃ (অগ্নিঃ) ৫।৪।৪ ; ইল.াস্পদে ১।১২৮।১, ২।১০।১, ৬।১।২, ১০।১৯১।১ ; ইল.স্পতিং (রুদ্রম্) ৫।৪২।১৪ ;—(পূষা) ৬।৫৮।৪ ; *ইন্দ্রপানম্ ঊর্মিং....ইল.ঃ (অপাম্) ৭।৪৭।১ ; সহস্রার্ঘম্ ইলে.া অত্র ভাগং....ধেহি ১০।১৭।৯। <*√ যজ্ (দ্), *ইষ্ (দ্) ; মৌলিক অর্থ হবে 'ভাবনা' বা 'আকূতি', মূর্ধন্য পরিণামে 'ড়্', দ্র, 'ঈড়ে' (১৫), বর্ণলোপের পরিপূরণকল্পে দীর্ঘ স্বর প্রত্যাশিত; একজায়গায় শুধু পাওয়া যাচ্ছে—'অগ্নিমস্তোষি....' ঈল.া যজধ্যৈ ৮।৩৯।১ ; নিরুক্তকার 'ঈল.' এবং ইল.া'কে একই ধাতু হতে ব্যুৎপাদন করে বলছেন, 'ঈট্টেঃ' স্তুতিকর্মণঃ, 'ইন্ধতের্বা' (৮।৮) ; 'ঈল.ঃ' নিঘন্টুতে অগ্নি (যদিও আপ্রীসূক্তগুলিতে ঠিক এইরূপটি পাওয়া যায় না) ; সুতরাং 'ইল.া' অথবা 'ঈল.া' অগ্নিশক্তি—এই সাম্যটুকু লক্ষণীয়। নিঘন্টুতে ইল.া 'পৃথিবী' (১।১), 'বাক্' (১।১১), অন্ন (২।৭), গো (২।১১)। আপ্রীসূক্তের 'তিস্রো দেব্যঃ'দের অন্যতমা 'ইল.া'। উদ্ধরণ হতে দেখতে পাচ্ছি, ইল.ার আধ্যাত্মিক এবং অধিদৈবত দুটি রূপ। আধ্যাত্মিক ইল.া 'এষণা, আকূতি, অভীপ্সা' (এই অর্থে বহুবচনে প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে ; নিঘন্টুর বাক্ অর্থও এরই মধ্যে আসছে)—তাতে আগুন জ্বলে, উৎসর্গ সম্ভবপর হয়, আধারে চেতনা স্ফুরিত হয়,—অগ্নি তার পুত্র, রুদ্র বা পূষা তার পতি। দেবী 'ইল.া' এই অভীপ্সারই সিদ্ধিরূপিণী—তিনি জ্যোতির্ময়ী (ঘৃতহস্তা, ঘৃতপদী),

আলোকযূথের জননী, দ্যুলোক হতে নির্ঝরিতা, মানুষের প্রশাস্ত্রী। আধারে ইল.ার বিশিষ্ট স্থান যেখানে (ইল.ায়াস্পদে, ইল.স্পদে), সেইখানে অগ্নির জন্ম হয়, সুতরাং ইল.া আবার অগ্নিমাতা। এই ইল.ার গভীরেই গুহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—তাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্তের দেবতা। এই যে 'ইল.ায়াস্পদ', তাই আবার পৃথিবীর নাভি বা কেন্দ্র (তু. উপনিষদের 'জ্যোতিরিবাধূমক....মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি')। দু'জায়গায় 'ইল.া'র সংযমনের কথাও পাওয়া যাচ্ছে।....ইল.া প্রযাজ আর অনুযাজের মধ্যে প্রধান আহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ইল.া মনুকন্যা (১।৮।১।৮, ১১।৫।৩।৫), আবার মিত্রাবরুণেরও কন্যা (১।৮।১।২৭, ১৪।৯।৪।৭) ; অর্থাৎ ইল.া মানবী এবং দিব্যা দুইই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবীযজ্ঞানুকাশিনী'—মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা, উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত (১।১।৪।৪)। এই হতেই সোমযাগের শেষে 'ইড়া'-ভক্ষণ দ্বারা দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের বিধান ; তাই গীতার 'যজ্ঞশিষ্ট' অমৃত, যার অশনে আমরা পাপমুক্ত হই (৩।১৩)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তন্ত্রে 'ইড়া' চন্দ্রনাড়ী বা অমৃতবাহিনী। আবার ইল.া পুরুরবার মাতা ; পুরুরবা আলোকপিয়াসী মানবাত্মার প্রতীক (১০।৯৫।১৮) তিনটি দেবীর মধ্যে ভারতী দ্যুলোকের, সরস্বতী অন্তরিক্ষের, অতএব ইল.া পৃথিবীর শক্তি (তু. ইল.া শতহিমা দক্ষসে ২।১।১১)।] মোটের উপর ইল.া পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর। তিনি মানবী এবং মৈত্রাবরুণী দুইই। **পুরুদংসম্**—[তু. অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ ১।৩।২, ৬।৬৩।১০, ৭।৭৩।১, ৮।৯।৫, ৮।৮৭।৬। 'দংস্'—(< √দম্, দম 'গৃহ' ; তু. Gk domos, O. Bulg, domu 'a house', Gk. demein 'to build', Goth. timrjan 'to build' < Aryan base * dema 'to build') (নির্মাণশক্তি। নিঘ. 'কর্ম' (২।১) নিটোল অথবা বিচিত্র রূপকৃৎ শক্তি যাঁর। ইল.ার বিশেষণ। **গোঃ সনিম্**—['গো'—(তু. Lat. bos ; Gk. bous, O. Slav. govendo, 'ox' < Ar. * gwous)। বহুবচনে কিরণবাচী। তা ছাড়া যাস্ক এই অর্থগুলি দিচ্ছেন ঃ 'গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ম্....অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব....অথাপি এতস্যাং তাদ্ধিতেন কৃত্স্নবন্নিগমা ভবন্তি পয়সঃ....অধিষবণচর্মণ....অথাপি চর্ম চ শ্লেষ্মা চ....অথাপি স্নাব চ শ্লেষ্মা চ....জ্যাপি গৌরুচ্যতে....আদিত্যোহপি গৌরুচ্যতে অথাত্রাপি অস্য একো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে "সুষুম্ণো সূর্যরশ্মিঃ" ইত্যপি নিগমো ভবতি (বা. স. ১৮।৪০) সোহপি গৌরুচ্যতে....সর্বেহপি রশ্ময়ো গাব উচ্যন্তে' (২।৫-৬)। আবার 'গৌঃ' বাক্ (নিঘ. ১।১১), দ্যুলোক এবং আদিত্য (নি. ১।৪), স্তোতা (নিঘ.

৩।১৬)। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ অর্থে 'গৌঃ' পশু এবং সেই উপলক্ষে তার দুধ, চামড়া, স্নায়ু এবং আঁত। কিন্তু প্রতীকী অর্থে 'গৌঃ' আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি এবং পৃথিবী ; আবার মাধ্যমিকা বাক্ এবং স্তোতা—অর্থাৎ গৌঃ ত্রিভুবনরূপিণী এবং জীবাত্মা। এই হল গৌ-র শক্তিরূপ। শিবরূপে তিনি বৃষভ। বৃষভ আর ধেনু দুটি মিলে আদি মিথুন। গৌ যখন জীবাত্মা, তখন দেবতা 'গোপা'—পুরাণে 'গোপাল'। আবেস্তাতেও গৌঃ Soul of Earth (গাথা আহুনবৈতি)।....গোর সঙ্গে আলোর সম্পর্ক কি করে ঘটল ? এই ছবিটি মনে আসে। ভোর হয়েছে, আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘের 'পরে ভোরের আলো পড়ে বিচিত্র রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলছে। উষা আসছেন, তাঁর বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫)—অরুণবর্ণা গাভীরা। নীচে তাকাও, ভোর হতেই নানা রঙের গরু মাঠে চরতে বেরিয়েছে ; উপরের আকাশও ঠিক এই সময় হয়েছে একটা বিরাট গোচারণের মাঠ। এখানকার গাভীরা মৃন্ময়ী, ওখানকার জ্যোতির্ময়ী। তাই থেকে গো আলোর প্রতীক। গরুর দুধ শাদা, ও যেন আলোর ধারা। আদিত্য যদি গৌঃ, তাহলে তাঁর এক-একটি কিরণ জীবের হৃদয়ে-হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদেরও করছে গৌঃ ; আদিত্য বা বিষ্ণু তখন 'গোঃ-পা' আর জীব গো। তার চিন্ময় শুভ্রসত্তাই গো। গোর শান্ত চলন আর অশ্বের ক্ষিপ্রগতি এই দুটি বৈশিষ্ট্য হতে আবার গো হল প্রজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য—আর অশ্ব হল ওজঃ (১০।৭০।১০), ক্ষাত্রশক্তি। সাম্য অনেক দূর টানা যায় ; যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণের দরকার গরুর, আর যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়ের চাই ঘোড়া। কিন্তু যুদ্ধ ব্রাহ্মণকেও করতে হয়—বাইরে নয় অন্তরে। তখন তাঁরও ক্ষত্রশক্তির প্রয়োজন। দেবতার কাছে তাই তিনি শুধু গো চান না, চান অশ্বও। অঙ্গিরোগণ তপঃশক্তিতে এখানে গোর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, এমন কথাও আছে (দ্র. গোসূক্ত ১০।১৬৯)। **'সনি'**—√সন্ 'ছিনিয়ে নেওয়া, অধিকার করা, পাওয়া' + ই; তু. সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ ৮।১২।১২ ; ১।১৮।৬, ১।২৭।৪, ২।৩৪।৭, ৫।২৭।৪, ৬।৬১।৬, ৬।৭০।৬, ৯।৩২।৬) যিনি ছিনিয়ে আনেন] আলোতে পৌঁছে দেবেন যিনি, আলোকে পাইয়ে দেবেন যিনি। ইল।র বিশেষণ। সমস্ত রূপ 'গোসনঃ, গোসনিঃ, গোসাঃ।' **শশ্বত্তমম্**—[ক্রি. বিণ.] চিরকাল। নিজেকে আহুতি দিয়েছে যে, তার অমৃতের এষণা যেন হয় অফুরন্ত, অজস্র আলোকবিতানে সমুজ্জ্বল। **সূনুঃ তনয়ঃ**—এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে। শুধু বংশ-বিস্তার তার লক্ষ্য নয় ; ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রৈষণার লক্ষ্য। 'আমাদের কুলে অব্রহ্মবিৎ যেন না হয়', এ-কামনা উপনিষদের

ঋষির ছিল (দ্র. কৌষীতকী উপনিষদের 'পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদানম্')। এই ভাবধারা তন্ত্রেও আছে। এক পুরুষের সাধনার ধারা চলে আর-এক পুরুষে, অবশেষে সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে বংশলোপ হয়। **বিজাবা**—[পদপাঠ ঃ বিজা-বা। অনন্য প্রয়োগ] 'প্রজা' আর 'বিজা' দুইই সন্ততিকে বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রজা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, বিজা বোঝায় নিবৃত্তি। 'বিশিষ্ট প্রজা' এই অর্থেও 'বিজা' হতে পারে। মনে হয়, তন্ত্রের সেই সিদ্ধবংশলোপের ধ্বনি। এই ঋক্‌টি পরবর্তী কয়েকটি অগ্নিসূক্তেরই ধুয়া।

হে তপোদেবতা, নিঃশেষে তোমায় আমার সব দিয়েছি, এবার আমার মধ্যে প্রবাহিত কর সেই অমৃতবাহিনী চেতনার মুক্তধারা, যার কূলে-কূলে বিচিত্র চিন্ময় রূপায়ণের মেলা, দ্যুলোকদ্যুতির সাগরসঙ্গমে যার চলার অবসান।....আর তোমার কল্যাণভাবনা এই করুক—আমাদের সন্তান যেন এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে চলে যতক্ষণ না সিদ্ধজীবনের আবির্ভাব হয় আমাদের কুলে :

হে তপের শিখা, বিচিত্র-রূপকৃৎ জ্যোতিরবগাহিনী ইলাকে
শাশ্বতকাল ধরে সিদ্ধ কর তার মাঝে—তোমায় যে ডেকে চলেছে।
হয় যেন আমাদের সন্তান সাধনধারার বাহক, সিদ্ধপুত্রের পিতা—
হে তপোদেবতা, এই তোমার কল্যাণভাবনা থাকুক আমাদের মাঝে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, বৈশ্বানর অগ্নি
দ্বিতীয় সূক্ত

তৃতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে আমরা পেয়েছি অগ্নির জন্মরহস্যের পরিচয়। দ্বিতীয় সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা বৈশ্বানর অগ্নি, ছন্দ জগতী।

'এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধঃ'—একই অগ্নি, কিন্তু জ্বলে উঠেছেন নানাভাবে (৮।৫৮।২)। কখনও তিনি 'বৈশ্বানর', কখনও 'রক্ষোহা'—কখনও 'জাতবেদাঃ' 'দ্রবিণোদাঃ' 'তনূনপাত্' 'অপাং নপাত্' বা 'নরাশংস'। এমনি করে বিভূতি-ভেদে তাঁর নানা নাম। তার মধ্যে ভাবনা ও সাধনার দিক দিয়ে সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে তাঁর বৈশ্বানর রূপেরই একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সংহিতায় বলা হচ্ছে, 'বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে'—হে বৈশ্বানর, আর অগ্নিরা তোমারই শাখা (ঋক ১।৫৯।১) ; 'বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্তেভ্য অগ্নিভ্যঃ'—বৈশ্বানরই সেইসব অগ্নির মধ্যে জ্যেষ্ঠ (অথর্ব ৩।২১।৬) ; শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, 'বৈশ্বানরো বৈ সর্বে অগ্নয়ঃ' (৬।২।১।৩৫, ৩৬) ; ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানর বিশ্বাত্মা এবং প্রত্যগাত্মা দুইই (৫।১১।২৪)।

ঋগ্বেদে বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋষির কৃত তেরটি সূক্ত পাওয়া যায় [নোধস্ ১।৫৯, কুৎস ১।৯৮, বিশ্বামিত্র ৩।২,৩,২৬, বামদেব ৪।৫, ভরদ্বাজ ৬।৭—৯, বসিষ্ঠ ৭।৫, ৬, ১৩, মূর্ধন্বান্ ১০।৮৮]। তা ছাড়া বিক্ষিপ্ত মন্ত্রেও তার উল্লেখ আছে। 'বৈশ্বানর' সর্বত্র অগ্নিরই বিশেষণ ; কেবল এক জায়গায় বিশ্বদেবগণকেও বলা হয়েছে 'বৈশ্বানরাঃ' (৮।৩০।৪ ; তু. বাজসনেয়ী ১১।৫৮)। সবার মাঝে একই অগ্নির অধিষ্ঠান অথবা বিভূতি বৈচিত্র্যে বিশ্বদেবতারই অধিষ্ঠান—বৈদিক অদ্বৈতবাদের দিক থেকে একই কথা। আর এক জায়গায় আছে, 'পবমানো অজীজনত্....জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহত্'—প্রবহন্ত সোমের ধারা জন্ম দিল বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতিকে (৯।৬১।১৬) ; বৈশ্বানর এখানে জ্যোতির বিশেষণ। এই 'বৃহৎ জ্যোতিঃ' উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি ; সংহিতার 'বৃহৎ' আর উপনিষদের 'ব্রহ্ম'

একই ব্যঞ্জনা বহন করে, সুতরাং বৈশ্বানর এখানে ব্রহ্মের সংজ্ঞা। এ কথা পরে স্পষ্ট হবে।

নিঘন্টুতে বৈশ্বানরকে অগ্নি-নামের মধ্যে ধরা হলেও (৫।১), প্রাচীন আচার্যেরা বৈশ্বানর কে তা নিয়ে কিছু বিচার করেছেন। যাস্কের নিরুক্তে তার একটা বিবৃতি আছে (৭।২১-৩১)। কোনও কোনও নৈরুক্ত আচার্যের মতে বৈশ্বানর মধ্যম বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা ; অর্থাৎ তিনি বিদ্যুৎ বায়ু বা ইন্দ্র। প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা বলতেন, বৈশ্বানর আদিত্য। উভয় পক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করে আচার্য শাকপূণি বলেন, এই পার্থিব অগ্নিই বৈশ্বানর। যাস্ক শাকপূণির মতকে সমর্থন করেছেন। বিতর্কের মূলে এই প্রশ্ন, সাধনার আদিবিন্দু কোথায় হবে ; নইলে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে একই চিজ্জ্যোতিঃ। ঋগ্বেদে বৈশ্বানর 'ত্রিষধস্থ' (৬।৮।৭)।

প্রথম সূক্তে অগ্নির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁকে জেনেছি দ্যুলোক হতে মর্ত্য আধারে আবির্ভূত আলোর শিশুরূপে ; আমাদের মাঝে তিনি বিশ্বপ্রাণের নবজাতক, মৃত্যুর গহনে অমৃতত্বের নিত্যসাধক। বৈশ্বানরে দেখব এই অগ্নিরই বিশ্বরূপ,—চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ সেখানে আদিত্যদ্যুতিতে দীপ্যমান, জীবচেতনা বিশ্বচেতনায় বিস্ফারিত।

বৈশ্বানর শব্দের মূলে রয়েছে 'বিশ্বানর'। পাণিনির মতে এটি সংজ্ঞাশব্দ (৬।৩।১২৯)। যেমন 'বিশ্বদেব', তেমনি 'বিশ্বানর'—তন্ত্রের 'দিব্যৌঘ' এবং 'মানবৌঘের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋগ্বেদে 'বিশ্বানর' দু'জায়গায় সবিতার বিশেষণ (১।১৮৬।১, ৭।৭৬।১), এক জায়গায় ইন্দ্রের (১০।৫০।১)। আর-এক জায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বানরস্য পতিম্' (৬।৬৮।৪)—এখানে স্পষ্টতই 'বিশ্বানর' বিশ্বমানব। দেবতাই সব কিছু হয়েছেন (তু. অর্চা বিশ্বানরায় 'বিশ্বাভুবে' ১০।৫০।১)। সুতরাং বিশ্বমানব তাঁরই প্রতিরূপ—এই দৃষ্টিতে তিনিও 'বিশ্বানর'। সবিতা দ্যুস্থান দেবতা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান ; পার্থিব অগ্নি বা জীবচেতনা দুয়েরই অপত্য বা বিভূতি হতে পারেন, তাই তিনি 'বিশ্বানর' অর্থাৎ সাবিত্রদ্যুতি বা ঐন্দ্রশক্তি। যাস্ক বলেন, অনুমান করা যেতে পারে, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট এক দেবতা আছেন, তিনিই "বিশ্বানর"। তাঁর থেকে 'বৈশ্বানর' (৭।২১)। এই হল বৈশ্বানরের নিদানকথা—যা থেকে তিনি হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের মাঝে নেমে এসেছেন। কিন্তু যা তিনি হয়েছেন, তাঁরই সেই মহিমার কথা সংহিতায় বড় হয়ে ফুটেছে।

বৈশ্বানর স্বরূপত পরমব্যোমে নিত্য আবির্ভূত (স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ৬।৮।২; — ৭।৫।৭; দিবিযোনিঃ ১০।৮৮।৭; দিবি দেবাসো অজীজনঞ্ছক্তিভিঃ ১০।৮৮।১০)। অথচ তিনি 'ত্রিষধস্থ'—আছেন তিনটি ভুবনেই (৬।৮।৭)। দ্যুলোকের তিনি মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দুয়ের মাঝে অন্তরিক্ষের নিত্য পথিক (১।৫৯।২; তু. ৩।৩।২, ১৪; ৬।৭।১); তাঁর সর্বব্যাপ্ত দীপ্তি ছুঁয়েছে দ্যুলোককে, ছুঁয়েছে ভূলোককে (১।৯৮।২; তু. ৭।৫।২; 'দিবিস্পৃশি' ১০।৮৮।১), আপূরিত করেছে রোদসীর অন্তরাল (৩।২।২,৭; ৩।৩।১০; ৭।১৩।২; ১০।৮৮।৩)। এক কথায় তিনিই বিশ্বভুবনের নাভি (১।৫৯।১), রয়েছেন তার মূর্ধায়ও (১০।৮৮।৫,৬)। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বরূপ—তাঁরই মূর্ধায় বিশ্বভুবন আর সাতটি প্রাণের ধারা প্ররূঢ় হয়েছে শাখার মত, বিশ্বভুবন দিকে দিকে তাঁরই বিপুল বিস্তার (৬।৭।৬—৭; এই সঙ্গে তু. উপনিষদের 'বৈশ্বানর', ছান্দোগ্য ৫।১১-১৮)।

বিশ্বরূপ হয়েই তিনি 'বিশ্বকৃত' (অথর্ব ৬।৪৭।১; এইখানে পাচ্ছি নির্মাণবাদ); তাঁর 'অভিক্রন্দ' হতেই বিশ্বভুবনের জন্ম দিয়েছেন তিনি (৭।৫।৭; তু. 'ব্যাহৃতি', তন্ত্রের 'নাদ')। স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তাঁর কৃতি (১০।৮৮।৪),—'সহস্ররেতা বৃষভ' তিনি, ঊর্ধ্বে-অধে নিখিল ভুবনে তাঁর বীজ নিষিক্ত করে চলেছেন চঞ্চল হয়ে (৩।২।১০)। এই তাঁর 'বিশ্বকর্মা' বা 'প্রজাপতি' রূপ।

বৈশ্বানর যেমন সর্বদেবময় (বিশ্বদেব) ৩।২।৫; তু. যো বিশ্বেষামমৃতানামুপস্থে ৭।৫।১; ত্বে বিশ্বা অমৃতা মাদয়ন্তে ১।৫৯।১, তেমনি আবার তিনিই বিশ্বমানব (বিশ্বকৃষ্টিঃ ১।৬৯।৭, বিশ্বচর্ষণিম্ ৩।২।১৫)। এই মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃত জ্যোতি হয়ে রয়েছেন ধ্রুবপদে, দৃষ্টির সামনে ফুটবেন বলে নিজেকে নিহিত করেছেন ধ্রুবজ্যোতিরূপে (৬।৯।৪,৫)। এইখানে আবির্ভূত হয়েই তিনি বিশ্বসাক্ষী (১।৯৮।১; তু. ৭।১৩।৩), এইখানে থেকেই তাঁর জ্যোতির্মহিমা উৎসৃপ্ত হয় লোকোত্তরে (৩।২।১২, ৬।৮।২)। মানুষের তিনি রাজা (১।৫৯।৫, ১।৯৮।১, ৬।৮।৪, ৬।৯।১), তিনি বিশ্পতি (৩।২।১০, ৩।৩।৮)।

মানুষের উৎসর্গসাধনার কেন্দ্র এই বৈশ্বানর (৬।৭।২), তাঁর অগ্র্যা-ধীর তিনিই নিয়ন্তা (৩।৩।৮)—ভাববিহ্বল চেতনায় তিনিই আবির্ভূত হন পরমদেবতারূপে (৩।৩।৪)। এই আধারে নিত্য জাগ্রত তিনি (৩।২।১২, ৩।৩।৭)—ভাঙেন বৃত্রের বাধা, ছিন্নভিন্ন করেন শম্বরের মায়া (১।৫৯।৬), শ্রদ্ধাহীন উৎসর্গহীন কার্পণ্যের গ্রন্থিকে করেন বিদীর্ণ (৭।৬।৩), অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাকে মুক্ত করেন, চিদাকাশে ফুটিয়ে তোলেন তিমির-বিদার উষার আলো (১০।৮৮।১২, তু. ৬।৮।৩, ৬।৯।১, ৭।৬।৫)।

তাই তাঁকে বিশেষ করে বলি 'আর্যের জ্যোতি' (জ্যোতির্বিদ্ আর্যায় ১।৫৯।২)—আধার হতে দস্যুদের বিতাড়িত করে বিপুল জ্যোতি তিনিই ফুটিয়ে তোলেন আর্যের জন্য (উরু জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায় ৭।৫।৬), জাগান বিশ্বচেতনার অনিবাধ আনন্ত্য (১।৫৯।৫), বৃহস্পতি হয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ করেন পরমদেবতার সাযুজ্যে (৩।২৬।৩)।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৈশ্বানরকে আমরা আবিষ্কার করি 'চিত্তি' বা অন্তরাবৃত্ত বিবেকচেতনার দ্বারা। বিশ্বচেতনায় এই 'চিত্তি' উপনিষদের সুপরিচিত 'ঈক্ষা' এবং যোগচেতনায় অগ্র্যাবুদ্ধিজাত দৃষ্টি। বিশ্বদেবতার ঈক্ষা হতে পরমব্যোমে বৈশ্বানরের আবির্ভাব হয়েছে (৩।২।৩), এবং বিপ্রের নিদিধ্যাসনে আধারে তাঁর মহিমার উন্মেষ ঘটে (৩।৩।৩ ; তু. 'মনসা নিচায্য' হবামহে ৩।৩৬।১)। বলা যেতে পারে, 'মনের বিমর্শ হতে শীর্ষে তাঁর আবির্ভাব হয়', সাধকের সহস্রারে তিনি জ্বলে ওঠেন (১০।৮৮।১৬ ; তু. মুণ্ডকোপনিষদের 'শিরোব্রত' ৩।২।১০)। পরমব্যোমে ঝলমল করছে যে নিগূঢ় রহস্যের জ্যোতি, তিনি তা জানেন,—সেই গুহাহিতকে মনীষার দিব্যদ্যুতিকে ফুটিয়ে তোলেন কবির চেতনায়। সে-আলোর গুরুভার ('গুরুং ভারম্') সে যেন আর বইতে পারে না। পথের শেষে হাতছানি 'গুহাধ্বনঃ পরমং যত্' উন্মনা করে তোলে তাকে—যা সে দেখেছে, যা জেনেছে, কি করে অপরকে তার কথা বলবে ? আকুল নয়নে সে তাকিয়ে থাকে দূরদিগন্তের পানে, কবে অমৃতের পত্নী জ্যোতির্ময়ী উষারা সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে তুলবেন তার আকাশ (বামদেব ৪।৫।৩, ৬, ৯, ১২—১৪)।

কিন্তু একদিন বৈশ্বানরের আবেশ পূর্ণসিদ্ধ হয় সাধকের চেতনায় ; দেবতা আর মানুষে সেদিন ভেদ থাকে না। ঋষির কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় এই অগ্নি-ঋক্ —

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা
ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানো
হজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম।। (৩।২৬।৭)

—অগ্নি আমি, জন্ম হতেই জীবসাক্ষী,—প্রদীপ্ত আমার চক্ষু, অমৃত আমার

আস্যে। অভীপ্সার শিখা আমি তিনটি ধামে প্রতিষ্ঠিত—ছেয়ে আছি প্রাণলোক ঃ অজস্র দীপ্তি আমি, আমিই হবি।

এই উক্তিতে উপনিষদের ব্রহ্মসাযুজ্য এবং সর্বাত্মভাবের ধ্বনি আছে (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ৩।২৬।৭—৯ টীকা)। ঋগ্‌বেদে ব্রহ্ম আর বাক্ সমব্যাপ্ত (১০।১১৪।৮) ; 'ব্রহ্ম' প্রবুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত কবিচেতনায় আবির্ভূত দিব্যা বাক্, 'ব্রহ্ম' বৃহতের মন্ত্রচেতনা। বৈশ্বানর সাধকের অন্তরে এই ব্রহ্মের পথ ('ব্রহ্মণে গাতুম্') উন্মুক্ত করে দেন (৩।১৭।৩) ; উল্লিখিত মন্ত্রে তারই উল্লাস।

বৈশ্বানরের এই হল ব্যক্তরূপ। আবার অব্যক্তের আঁধারও তিনি—সে আঁধারের সামনে বিশ্বদেবতা নুয়ে পড়েন ভয়ে (বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ত্বামগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্ ৬।৯।৭)। এ সেই মহাবিনাশ, যার মধ্যে বিশ্বভুবনের আহুতিতে সৃষ্টির নির্বাণ (১০।৮৮।৮) । বৈশ্বানর সৃষ্টি আর প্রলয় দুইই—মাতরিশ্বরূপে (৩।২৬।২) যেমন তিনি সৃষ্টির প্রথম প্রাণস্পন্দ, তেমনি তিনি মহানিশায় সংহৃত ভুবনের মূর্ধন্যচেতনা (১০।৮৮।৬)।

বৈশ্বানরের এই বিবৃতির সঙ্গে তুলনীয় ঋক্‌সংহিতার হিরণ্যগর্ভ (১০।১২১), বাক্ (১০।১২৫), বিশ্বকর্মা (১০।৮১,৮২) ও পুরুষের (১০।৯০) বিবৃতি। সবই সেই এক ভুবনেশ্বরের বন্দনা, যাঁকে আমরা জানি ঔপনিষদ 'পুরুষ' বলে, যিনি অন্তরে, যিনি বাইরে, যিনি এই সব-কিছু হয়েছেন।

ব্রাহ্মণে বৈশ্বানরের উল্লেখ বহু জায়গায়। সেখানে বারবার তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি সংবৎসররূপে প্রজাপতি (শতপথ ১।৫।১।১৬, ৫।২।৫।১৪, ৬।৬।১।১৫, ১৭, ২০ ; ঐতরেয় ৩।৪১ ; তৈত্তিরীয় (১।৭।২।৫....)। বসন্তে প্রাণের উন্মেষ, আবার শিশিরে তার নিমেষ ; ঋতুচক্রের এই পূর্ণ পরিক্রমায় আমরা দেখি কালের ছন্দে প্রজাপতির বিশ্বরূপের একটি আবর্তন। সংবৎসর ঘুরে-ঘুরে আসে,—সেই একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বৈদিক সাধনার এই একটি ধারা। এই বিজ্ঞানে সংবৎসরকে প্রাণ দিয়ে জানলেই সৃষ্টির মূলকে জানা হয়। যজ্ঞরহস্যের সঙ্গে এই কালবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি' 'সংবৎসর' 'যজ্ঞ' সবই সমার্থক। বৈশ্বানরকে সংবৎসর প্রজাপতি বলায় ব্রাহ্মণে তাঁকে পাচ্ছি যজ্ঞেশ্বর পুরুষরূপে। অন্যত্র তাঁকে সংবৎসররূপে 'প্রাণ' (তৈত্তিরীয় ৪।২।৪।১) এবং 'আয়ু' (ঐ ৪।২।৪।৪) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে [তু. ঋক্‌সং

হিতায় তিনি 'মাতরিশ্বা' ৩।২৬।২]। আরও গভীর দৃষ্টি নিয়ে দ্যুলোকের অগ্নিকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ব্রাহ্মণ এমনও বলছেন, 'ইয়ং বৈ পৃথিব্যগ্নির্বৈশ্বানরঃ—সেয়ং প্রতিষ্ঠা' (শতপথ ৩।৮।৫।৪ ; তৈত্তিরীয় ৩।৮।৬।২, ৩।৯।১৭।৩)। এই উক্তিতে উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের ব্যঞ্জনা আছে।

ব্রাহ্মণে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৈশ্বানর 'তনূপাঃ' অগ্নি (শতপথ ৩।২।২।২৩ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।৫।৩)। এই বিশেষণটি ঋক্‌সংহিতাতেও আছে (সাধারণভাবে ঃ ৮।৭১।১৩, ১০।৪৬।১, ১০।৬৯।৪ ; বৈশ্বানরের ১০।৮৮।৮)। আমাদের আধারের তিনি রক্ষক। সাধনদৃষ্টিতে বৈশ্বানর 'শিরঃ' (শতপথ ৬।৬।১।৯) অর্থাৎ মূর্ধন্যচেতনার দীপ্তি [তু. পূর্বোল্লিখিত 'শিরোব্রত']। এইখানেই অগ্নীষোমের মিলনে শরীর যোগাগ্নিময় হয়। স্মৃতিতে বৈশ্বানর পাচক অগ্নি (তু. গীতা ১৫।১৪)।

পরিশেষে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকেও বলা হয়েছে 'বৈশ্বানর' (তৈ ২।১।৪।৫, ৩।৭।৩।২)।

ব্রাহ্মণ হতে আসা যাক উপনিষদে। এইখানে সাধনদৃষ্টিতে বৈশ্বানরের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১১—২৪), যেখানে বৈশ্বানর আত্মা এবং বৈশ্বানর বিদ্যার প্রসঙ্গ আছে। একটি কাহিনী দিয়ে তার সুরু।

প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন এবং বুড়িল এই পাঁচজন ঋষি আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসা খুঁজতে গেলেন উদ্দালকের কাছে। তাঁরা শুনেছিলেন, উদ্দালক সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মার সাধনা করছেন। উদ্দালক তাঁদের নিয়ে গেলেন রাজা অশ্বপতির কাছে,—তাঁর মনে হল, অশ্বপতি বৈশ্বানর সম্পর্কে তাঁর চাইতে ভাল উপদেশ দিতে পারবেন।

ঋষিরা রাজার কাছে বৈশ্বানরবিদ্যা জানতে চাইলে রাজা বললেন, 'কাল সকালে আসবেন'। পরদিন তাঁরা সমিৎপাণি হয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা তাঁদের একে একে জিজ্ঞাসা করলেন, কে কোন্ আত্মার উপাসনা করেন। ঋষিরা যথাক্রমে বললেন, তাঁরা আত্মজ্ঞানে দ্যুলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, অপ্ এবং পৃথিবীর উপাসনা করে থাকেন। রাজা বললেন, 'সবাই তোমরা সেই বৈশ্বানর আত্মারই উপাসনা করছ ; কিন্তু তাঁকে জানছ আলাদা আলাদা করে। যদি তাঁকে বিশ্বব্যাপ্ত অথচ আত্মগত বলে উপাসনা করতে, তাহলে তাঁরই মত তোমরা সবার আত্মারূপে সকল আধারে অন্নাদ (বিষয়ের ভোক্তা) হতে'।

তারপর অশ্বপতি বৈশ্বানরের বিশ্বরূপটি তাঁদের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা দ্যুলোক মূর্ধা, বিশ্বরূপ আদিত্য তাঁর চক্ষু, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা

বায়ু তাঁর প্রাণ, বিপুল আকাশ তাঁর দেহমধ্যভাগ, স্রোতস্বিনী জলধারা তাঁর বস্তি, জীবধাত্রী পৃথিবী তাঁর চরণ। এই বৈশ্বানর তোমাদের মাঝেই আছেন, তোমাদের বক্ষঃস্থল তাঁর বেদি, বক্ষের লোমে সেই বেদির কুশাস্তরণ ; তোমাদের হৃদয়ে তিনি গার্হপত্যাগ্নি, মনে দক্ষিণাগ্নি আর মুখে আহবনীয়াগ্নি।

বাইরের আগুনে আহুতি দিয়ে মানুষ অগ্নিহোত্র যাগ করে। কিন্তু অগ্নিকে বৈশ্বানররূপে যিনি জানেন, তিনি প্রাণের আগুনে ভোজনকে আহুতি দেন ; তাই তিনি অগ্নিহোত্র। প্রথম যে অন্ন তাঁর কাছে আসে, তাকে তিনি হোমদ্রব্য মনে করে পাঁচটি আহুতিতে এই প্রাণাগ্নিহোত্র সমাধা করেন। আহুতিমন্ত্র ঃ "প্রাণায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা।" এই আহুতিতে সমস্ত প্রাণবৃত্তির, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের, সমস্ত দেবতার, সমস্ত লোকের, সমস্ত ভূতের এবং তাইতে আত্মারও তৃপ্তি। বৈশ্বানরের তত্ত্ব জেনে এইভাবে প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন যিনি, তাঁর অন্নাহুতিতে সকল লোকে সকল ভূতে এবং সকল আত্মায় আহুতি দেওয়া হয়। তিনি যেন বিশ্বের জননী, তাঁর অন্নরসে যেন বিশ্বের তর্পণ।

এমনি করে পাঁচজন ঋষির মূল যে-জিজ্ঞাসা ছিল, 'কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি', তার মীমাংসা হল। শ্রৌত অগ্নিহোত্র-যাগ লোপ পেয়েছে, কিন্তু এই প্রাণাগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের কঙ্কালটি আজও কোনও রকমে টিঁকে আছে।

সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে আমরা একই বৈশ্বানরকে দেখতে পাচ্ছি—যিনি বিশ্বরূপ, যিনি প্রজাপতি, বৈদিক দর্শনে যাঁর সংজ্ঞা 'পুরুষ'। তিনিই জগৎ হয়েছেন, জীব হয়েছেন,—আবার তাদের ছাপিয়েও আছেন 'অতিষ্ঠা:' হয়ে। বেদের বৈশ্বানরে আর বেদান্তের ব্রহ্মে অবিচ্ছিন্ন ধারায় একই তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা। বর্তমান সূক্ত অধ্যয়নের সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

১

বৈশ্বানরায় ধিষণাম্ ঋতাবৃধে
ঘৃতং ন পূতম্ অগ্নয়ে জনামসি।
দ্বিতা হোতারং মনুষশ্চ বাঘতো
ধিয়া রথং ন কুলিশঃ সম্‌ঋণ্বতি।।

বৈশ্বানরায়—প্রতি আধারে নিহিত চিদগ্নির উদ্দেশে। সবার মাঝে একই আগুন;

এই হতে সর্বাত্মভাবের সূচনা। বোঝাচ্ছে চেতনার ব্যাপ্তি ; ব্যক্তির অহং শিথিল হয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে সবার মধ্যে (তু. ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।২৫।১)। **ধিষণাম্**— [আপশ্চ মিত্রং (অগ্নি) ধিষণা চ সাধন্ ১।৯৬।১ ; স্তোত্রে ধিষণা যত্ত (ইন্দ্রস্য) আনজে ১।১০২।১ ; অমাদ্রং ত্বা (ইন্দ্রং) ধিষণা তিত্বিষে মহী ১।১০৯।৪ ; মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাত্ (ইন্দ্রঃ) ৩।৩১।১৩ ; * বিবেষ যন্মা ধিষণা, জজান (ইন্দ্রম্) ৩।৩২।১৪ ; ইদা হি বো (ঋভুভ্যঃ) ধিষণা দেব্যহ্নাম্ অধাত্ পীতিম্ ৪।৩৪।১ ; ধন্যা ধিষণা ৫।৪১।৮ ;—৬।১১।৩ (অগ্নৌ) ; * ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাত্ ৬।১৯।২ (এইখানে ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে) ; * রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্ (বায়ুম্ ; এইখানেও ব্যুৎপত্তি) ৭।৯০।৩ ; বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ৮।১৫।৭; * সং জানতে মনসা সং চিকিত্রে অধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ১০।৩০।৬ ; মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদ্ ওজসা (ঝলমলিয়ে উঠলেন বজ্রের তেজে) ১০।৯৬।১০ ; আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং বরুত্রীং ধিষণাং বহ ১।২২।১০ ; রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপব্রুবে ১০।৩৫।৭ ; যূয়মস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্পরি....আ নো রয়িম্ ঋভবস্তক্ষতা বয়ঃ ৪।৩৬।৮ ; পবস্বাদ্ভ্যঃ....ওষধীভ্যঃ....ধিষণাভ্য (সোম) ৯।৫৯।২। ক্রিয়াপদের ব্যবহার ঃ ধিয়া যদি ধিষণ্যন্তঃ (< * ধি, ধী, ধিষ্ > ধিষণ্য) ৪।২১।৬। নিঘন্টুতে 'ধিষণা' বাক্ (১।১১) ; যাস্কের ব্যুৎপত্তি, 'ধিষের্দধাত্যর্থে, ধীসাদিনীতি বা, ধীসানিনীতি বা' (৮।৩) ; < * ধি , ধী + √ সন্ (অধিকার করা, তু. মন্ + √ ধা = * মন্ধা > মন্ধাতা ১।১১২।১৩, ৮।৪৯।৮....)। মূল ধাতু 'ধা' (স্থাপন করা base * dho—, * dhe—, * dhi) ; বাইরে স্থাপন থেকে 'মনের মধ্যে স্থাপন করা' (তু. মন্ - ধা > মেধা), 'একটা কিছুতে মন দেওয়া', তাই থেকে 'চিন্তা করা' অর্থে √ ধী। 'ধিষণা'র মাঝে ধাতুর দুটি অর্থই এসেছে। তাইতে, শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে 'স্থাপন' > যার মধ্যে কিছু স্থাপন করা যায়, আধার, পাত্র, আর একটি অর্থ 'চিন্তা, একাগ্রতা, ধ্যান'। শেষের অর্থে 'ধিষণা' নিঘন্টুর বাক্ ; ধ্যানী বলবেন প্রজ্ঞা। তখন তিনি 'দেবী' (৪।৩৪।১, ৭।৯০।৩, ১০।৩০।৬) ; তিনি 'মহী' অর্থাৎ বিপুলা (১।১০৯।৪, ৩।৩১।১৩, ১০।৯৬।১০), সব ছেয়ে আছেন (বরুত্রী), আমাদের মধ্যে ঝলমলিয়ে ওঠেন (তিত্বিষে, অহর্যত্), আবিষ্ট হয়ে কণ্ঠে ফোটান মন্ত্র (এইজন্য মন্ত্রচেতনাও ধিষণা ৩।২।১), ইন্দ্রের বজ্রকে তিনি শান দেন অর্থাৎ তিনি অগ্র্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, দেবতাকে এনে দেন হাতের মুঠোয় (৬।১৯।২), চিত্তে জাগান সংবেগ ; প্রাণ আর ধিষণাকে একত্র করতে পারাই সাধন-কৌশল (১।৯৬।১, ১০।৩০।৬)। এই থেকেই ধিষণার জ্ঞানমূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে

ওঠে।....'ধিষণা' যখন পাত্র, তখন প্রধানত তিনি সোমপাত্র, যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে (তা হ্যদ্রী ধিষণায়া উপস্থে [ইন্দ্রাগ্নী] ১।১০৯।৩ ; ৯।৫৯।২ ; যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি ধিষণায়া উপস্থাত্ ১০।১৭।১২) ; কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমস্থান, আধুনিক যোগে যাকে বলে চক্র বা পদ্ম (তু. ৪।৩৬।৮)। এই চক্রে অধিষ্ঠিত দেবতারা 'ধিষ্ণ্য' (দ্র. ৩।২২।১২) ; শতপথ ব্রাহ্মণের মতে এঁরা প্রাণ, ধী-র প্রেরয়িতা (৭।১।২।৪)। চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটা পরিচিত সাধনা। ....অধিদৈবত-দৃষ্টিতে অথবা সমষ্টিভাবনায় 'ধিষণা' দিব্যধাম। তার মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী প্রধান (নিঘ. ৩।৩০)। এক জায়গায় আছে, বরুণ মিত্র এবং অর্যমা বিদ্যুন্ময় হয়ে তিনটি ধিষণাতে বীর্যাধান করছেন (ত্রয়স্তস্থু র্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ ৫।৬৯।২) ; এই তিনটি ধিষণা বা ধাম যথাক্রমে সত্য তপঃ এবং জনলোক (বরুণের প্রতিষ্ঠা, মিত্রের তপন এবং অর্যমার প্রজনন আনন্দ)। বারবার মননের সহায়ে একটা-কিছুকে ধারণা করবার প্রয়াস ধীবৃত্তি, ধ্যানচেতনা ; মন্ত্রচেতনা। **ঋতাবৃধে**—[বিশেষ করে বিশ্বদেবতার বিশেষণ ; তু. ১।১৪।৭, ৬।১৫।১৮, ৬।৫০।১৪, ৬।৫২।১০, ৬।৭৫।১০, ৭।৬৬।১০, ৭।৮২।১০, ৭।৮৩।১০, ৮।৮৯।১, ৯।৪২।৫, ১০।৬৫।৭, ১০।৬৬।১ ('যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদস ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাস অমৃতা ঋতাবৃধঃ', এইখানে ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে, 'যাঁরা বেড়ে চলেন') ১০।৬৫।৩ ; মিত্রাবরুণের ১।২।৮, ১।২৩।৫ 'ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃততস্য জ্যোতিষস্পতী'—এখানেও ব্যুৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ; দেখা যাচ্ছে 'ঋতবৃধ্' সংজ্ঞাশব্দ এবং ঋতের অর্থ জ্যোতি), ২।১৪।৪, ৩।৬২।১৮, ৫।৬৫।২, ৭।৬৬।১৯ ; দ্যাবাপৃথিবীর ১।১০৬।৩, ১।১৫৯।১, ৯।৯।৩ ; অশ্বিদ্বয়ের ১।৪৭।১, ৩, ৫, ৮।৮৭।৫ ; আদিত্যগণের ৭।৬৬।১০ ; ইন্দ্রাগ্নির ৬।৫৯।৪ ; মরুদ্গণের ১।৪৪।১৪ ; মাতৃগণের ৯।১০২।৬ ; পিতৃগণের ১০।১৬।১১, ১০।১৫৪।৪ ; দেবী র্দ্বারঃ ১।১৩।৬ ; ১।১৪২।৬ ; রশ্মি অথবা আহুতির ৫।৪৪।৪। অনুরূপ উত্তরপদ—গিরাবৃধ্, নমোবৃধ্, সদাবৃধ্, সদ্যোবৃধ্ ইত্যাদি] ঋতের সাধনায় বা ঋতচেতনার সঙ্গে যিনি বেড়ে চলেন তাঁর উদ্দেশে। ঋতকে বা সত্যকে তিনি 'সংবর্ধিত করেন' এই অর্থও করা চলে। ঋতের বিপরীত অনৃত, প্রমাদ। অপ্রমত্ত হতে হবে, নইলে জীবন যোগাগ্নিময় হবে না। **ঘৃতং ন পূতম্**—[তু. ইমং স্তোমং....ঘৃতং ন পূতম্ ৮।১২।৪] ঘৃত যে ধিষণার প্রতীক, এই থেকে তা বোঝা যায়। 'ন' এখানে উপমা এবং সমুচ্চয় দুই-ই বোঝাচ্ছে। আগুনে শুধু ঘি ঢাললেই হবে না, সেই সঙ্গে ঢালতে হবে একাগ্রচিত্তের শুদ্ধ ভাবনা।

জনামসি — [= জনয়ামঃ] উৎপন্ন বা উৎসারিত করছি (হৃদয় হতে)। **দ্বিতা**—[নিঘ. নৈগমকাণ্ডে যাস্ক বলেন 'দ্বৈধম্' (৫।৩)। তু. যত্ সীমনু দ্বিতা শবঃ ১।৩৭।৯ ; দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে ১।৬২।৭ ; ত্বং ভা অনুচরো অধ দ্বিতা....। মৌলিক অর্থ 'দুবার করে, দুরকমে' ; তাই থেকে 'বিশেষ করে'। প্রকরণ বুঝে অর্থ করতে হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে তু. দ্বিতা যদীম্ (অগ্নিম্) উপবোচন্ত ভৃগবঃ ১।১২৭।৭ ; ইমং (অগ্নিং) বিধন্তে অপাং সধস্থে দ্বিতা দধুর্ভৃগবো বিক্ষায়োঃ ২।৪।২ ; দ্বিতা যোভূদমৃতো মর্ত্যেষু (অগ্নিঃ) ৮।৭১।১১ ; যং (অগ্নিং) দেবাসো অধ দ্বিতা নি মর্তেস্বা দধুঃ ৮।৮৪।২....। মর্ত্যমানবের মাঝে দুটি আগুনের কথা পাওয়া যাচ্ছে,—একটি জীবচেতনার শিখা, আর একটি বিশ্বচেতনার দীপ্তি।] দু'রকম করে। সায়ণ বলছেন, গার্হপত্য আর আহবনীয় দুই রূপে। আধারে আগুন আছেই, তাই জীবাত্মা (গার্হপত্য) ; তার মধ্যে আবাহন করতে হবে বিশ্বাত্মার আগুনকে (আহবনীয়)। এই চেতনাই রূপান্তরিত হবে বিশ্বচেতনায়। এখানকার আগুন চাইছে উপরের আগুনকে, উপরের আগুনও ডাকছে এখানকার আগুনকে। তাই বৈশ্বানরকে বলা হচ্ছে দ্বিতা হোতারম্—দুভাবেই ডাকছেন যিনি। তু. আপ্রীসূক্তসমূহের 'দেব্যৌ হোতারৌ'। তাঁরা পার্থিব এবং দিব্য অগ্নি (নিরুক্তমতে অগ্নি এবং বায়ু ৮।১২)। তাঁদের বর্ণনায় বলা হচ্ছে, মানুষের উৎসর্গসাধনাকে তাঁরাই রূপ দেন, তাঁরা প্রচোদয়িতা, তাঁরা প্রাচীন জ্যোতির দিশারী (১০।১১০।৭)। **মনুষঃ চ বাঘতঃ**—[তু. মনুষো ন হোতা ১।১৮০।৯ ; মনুষঃ স হোতা ২।১৮।২ ; হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ ৩।৩।২; হোতর্মনুষঃ ৬।৪।১ ; ১০।২ ; হোতা মন্দ্রো মনুষো যহ্বো অগ্নিঃ ৭।৮।২ ; মনুষঃ হোতা ৭।৭৩।২। এইসব জায়গায় 'মনুষঃ' ষষ্ঠীর একবচন। কিন্তু আবার তু. হোতারমগ্নিং মনুষো নিষেদুঃ ৪।৬।১১ ;—৫।৪।৩ ঃ হোতৃ শব্দ থাকা সত্ত্বেও প্রথমার বহুবচন। বর্তমান মন্ত্রে দুটি রূপ ধরেই অন্বয় হতে পারে (তু. ৬।১৪।২)। 'সমৃণ্বতি'র কর্তা শুধু 'বাঘতঃ' নয়, 'মনুষঃ' ও, নতুবা চকার নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং 'মনুষঃ'—মানুষের (হোতারং), অথবা মানুষেরা (সমৃণ্বতি)। § **'বাঘতঃ'**—(নিঘ. 'ঋত্বিক' ৩।১৮ ; তু. Lat. Votum 'wish, vow' vovere 'wish for, vow', Aryan base [e] wegwh—, [e] wogwh—, 'to offer sacrifice, pray. vow' > Gk. eukhomai 'to pray' eukha vow, 'wish') সাধকেরা] উষার আলো ফুটেছে যাদের মনে আর যারা ঋতের সাধক। **ধিয়া**—একাগ্রভাবনার দ্বারা, ধ্যানচেতনার সহায়ে। এই ধ্যানচেতনা যেন 'কুলিশ' অর্থাৎ কুঠুল বা বাইস্, এলোমেলো ভাবনার অনেক-কিছুকে ছেঁটে ফেলে দেবতাকে রূপ দেয় অন্তরে। **সম্ ঋণ্বতি**—[সম্ (একজায়গায়) + √ ঋ (চলা ; এখানে 'চালানো, আনা') + লট্ অন্তি।

তু. অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ৩।১১।২, সেখানে অগ্নিই, চেতনাকে গুটিয়ে আনছেন।] একজায়গায় গুটিয়ে আনে, আধারের ছড়ানো আগুনকে সংহত করে সুস্পষ্ট রূপ দেয়। এইটিই উপনিষদের ধ্যাননির্মন্থনাভ্যাস (শ্বে ১।১৪), যাজ্ঞিকের অরণিমন্থন দ্বারা নিগূঢ় দেবতার আবিষ্করণ।

আমার মাঝে থেকেই সবার মাঝে আছেন যিনি, আমার অপ্রমত্ত জীবনের ছন্দে এই আধারেই যাঁর প্রকাশ হয় দীপ্ততর, ঘৃতাহুতির পুণ্যধারার সঙ্গে একাগ্রভাবনার আকূতিকেও জাগিয়ে তুলি তাঁর তরে। উষার আলো ফুটেছে যাদের মনের দিগন্তে, ঋতের একনিষ্ঠ সাধক যারা ধ্যানচেতনার শাণিত তীক্ষ্ণতা দিয়ে চিৎকেন্দ্রে তারা ফোটায় তাঁর রূপ—যিনি যুগপৎ গুহাহিত এবং বিশ্বরূপ, উদ্বুদ্ধ চেতনায় যিনি নামিয়ে আনেন বিশ্বচেতনার দীপ্তি :

বৈশ্বানর যিনি, বেড়ে চলেছেন ঋতের সঙ্গে—ব্যাকুল একাগ্রভাবনাকে
ঘৃতের পূত-ধারার মত অগ্নির উদ্দেশে করি আমরা উৎসারিত।
দুটিরূপেই হোতা যিনি, তাঁকে প্রবুদ্ধমনা ঋতের সাধকেরা
ধ্যানচেতনায় দিচ্ছে জমাট রূপ—রথকে যেমন গড়ে তোলে কুলিশ।।

২

স রোচয়জ্ জনুষা রোদসী উভে
স মাত্রোর্ অভব পুত্র ঈড্যঃ।
হব্যবাল্ অগ্নির্ অজরশ্ চনোহিতঃ
দূলভো বিশাম্ অতিথির্ বিভাবসুঃ।

রোচয়ত্—ঝলমলিয়ে তুললেন। **রোদসী**—[আদ্যুদাত্ত আর অন্তোদাত্ত দুটি শব্দ পাওয়া যায়। আগেরটি নিঘন্টুতে 'দ্যাবাপৃথিবী' (৩।৩০) ; যাস্ক বলেন, 'রোদসী রোধসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিরোধনাত্, রোধঃ কূলং নিরুণদ্ধি স্রোতঃ' (৬।১)। দ্বিতীয়টি দৈবতকাণ্ডে 'রুদ্রস্য পত্নী' (নি. ১১।৫০)। মূল শব্দ * রোদস্ পুংলিঙ্গ ; স্ত্রীলিঙ্গে রোদসী। 'রোদাঃ' এবং 'রোদসী' দুয়ের একশেষ দ্বন্দ্বে পাই 'রোদসী'—স্ত্রীলিঙ্গে। নিঘন্টুতে দ্যাবাপৃথিবীর যতগুলি একশেষ নাম আছে, তার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সবগুলিই স্ত্রীলিঙ্গ-একশেষ, এটি লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে পুংলিঙ্গ একশেষের

একটি মাত্র উদাহরণ 'রোদসোঃ' (৯।২২।৫), তাও মনে হয় ছন্দের অনুরোধে। মোটের উপর পাচ্ছি, পৃথিবীও রোদসী এবং রুদ্রপত্নীও রোদসী। তাহলে পৃথিবী কি রুদ্রপত্নী ? রুদ্রপত্নী রোদসীর পরিচয়ে পাচ্ছি, 'মরুদ্‌গণ তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না অর্থাৎ ছেড়ে থাকছেন না (১।১৬৭।৪ ; পদপাঠে কিন্তু শব্দটি দ্বিবচনান্ত ধরা হয়েছে), তিনি এলোকেশী, বীর্যবতী, জ্যোতির্ময়ী, চলেন মেঘ বা কুয়াসার মত (১।১৬৭।৫), মরুদ্‌গণের সঙ্গে একই রথে চলেন তিনি আনন্দ আর কল্যাণ নিয়ে (৫।৫৬।৮), মরুদ্‌গণের বীর্যে দ্যাবাপৃথিবীর মিলন হল যখন, রোদসী তখন তাঁদের মাঝে দাঁড়ালেন আত্মজ্যোতিতে আর আত্মবীর্যে ঝলমল হয়ে (৬।৬৬।৬), এ ছাড়া রোদসীর উল্লেখ ৬।৫০।৫, ১০।৯২।১১। এই রোদসীর মাঝে তন্ত্রের কালী আর সপ্তশতীর দেবীর আভাস পাচ্ছি। ধরে নিতে পারি রুদ্রপত্নী রোদসী শাক্তের মহাশক্তি, বিশ্বপ্রাণের জননী। এই রোদসীতে আর পৃথিবীরূপিণী রোদসীতে কোনও তফাৎ নেই—একজন মৃন্ময়ী, আর একজন চিন্ময়ী ; স্বরে ভেদ এই তফাৎটুকু বোঝাবার জন্য। শিবলিঙ্গে আর গৌরীপট্টে আমরা রুদ্র আর পৃথিবীর মিলন দেখতে পাচ্ছি, রুদ্র সেখানে উর্ধ্বলিঙ্গ। ....কিন্তু রোদসী যখন দ্যাবাপৃথিবীর যুগলকে বোঝাচ্ছে—আর ঋগ্বেদের প্রায় সব জায়গায় এই রোদসীকেই পাচ্ছি—তখন যাস্ক তার যে-ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাতে মনে হয় রোদসী যেন দুটি কূলের মত। কিসের দুটিকূল ? অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের। এই অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি ; তার একপ্রান্তে পৃথিবী, আর এক প্রান্তে দ্যুলোক। এই দৃষ্টিতে রোদসীর বিশেষ ব্যঞ্জনা রুদ্রভূমির দুটি উপান্তের দিকে—উপনিষদে যাদের বর্ণনা জাগরিতান্ত আর স্বপ্নান্ত নামে দুটি সন্ধিভূমিরূপে। দুটির মাঝে চিন্ময় প্রাণভূমি, যাকে বেষ্টন করে অধ্যাত্মচেতনার ভাবলোক। [মৃন্ময়ী রোদসী সেখানে চিন্ময়ী।] দ্যুলোক-ভূলোককে। বৈশ্বানরের প্রথম আবির্ভাব অরোরার মত—চিদাকাশকে ঝলসে দিয়ে মিলিয়ে যায়। অধ্যাত্মজগতের সুপরিচিত ঘটনা। তারপর চলে সেই হারানো আলোকে ফিরিয়ে আনবার সাধনা। ঈড্যঃ—[সর্বত্র অগ্নির বিশেষণ ; — কেবল, সখা, সখিভ্য, ঈড্যঃ (সোমের ; কিন্তু পুনরুক্তি ১।৭৫।৪ অগ্নির) ; সবিতা পায়ুরীড্যঃ ১০।১০০।৯ (কিন্তু তু. ৬।১৫।৮ 'পায়ুমীড্যম্' অগ্নিকে) ; বিশ্বদেবতার ১।১৪।৮ (কিন্তু অনুক্রমণিকামতে 'বিশ্বদেবৈঃ সহিতোহগ্নিঃ') ; ঈলা. মহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ১০।৫৩।২ (এইখানে পোষণ অর্থ সুস্পষ্ট ; আজ্যের প্রসঙ্গ থাকায় দেবতাদের অগ্নিস্বরূপের কথাই মনে আসে। সুতরাং শব্দটি অগ্নির বিশেষণরূপে পারিভাষিক। যাস্ক 'ঈলি. তব্যো বন্দিতব্যঃ (৭।১৬)। আপ্রীসূক্তে অগ্নির এক নাম 'ঈল.', যাস্ক বলেন, 'ঈট্টেঃ

স্তুতিকর্মণঃ, ইন্ধতের্বা' (৮।৮)। একটি জায়গায় পাচ্ছি 'সমিধ্যমানঃ....ঈড্যঃ' ৩।২৭।৪ ; আগুন জ্বালাবার পর তাকে জিইয়ে রাখবার কথা আসছে। < √ যজ্.দ্ (দকারের মূর্ধন্য পরিণাম, মধ্যবর্ণ লোপ, যকারের সম্প্রসারণ ও বর্ণলোপজনিত দীর্ঘত্ব)। ধাতুর মৌলিক অর্থ উৎসর্গ এবং ভাবনা, যার ফলে দেবতার সাযুজ্যলাভ হয়। অগ্নিভাবনার অর্থ, আগুন জ্বালিয়ে তাকে ধরে রাখা যতক্ষণ না সত্তার সবটুকু অগ্নিময় হয়ে যাচ্ছে (তু. দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিঃ' ৩।২৯।২)] যাঁকে জ্বলন্ত রাখতে হবে। বৈশ্বানরই জীব হয়েছেন। তাঁর দ্যুলোক পিতা, পৃথিবী মাতা। জীবচেতনাতে প্রকৃতিপুরুষের মিথুনলীলা। **চনোহিতঃ**—[তু. (৭)। অগ্নির বিশেষণ ৩।১১।২ ; সোমের ৯।৭৫।১ ; * মতিভিশ্চনোহিতঃ (সোম) ৯।৭৫।৪। তৎপুরুষ সমাস। 'চনঃ' < √ চন্, কন্ (খুশী হওয়া, আনন্দ করা ; আদর করা ; তু. 'চা-রু', Lat. carus 'dear, beloved', It, carezza 'endearment, caress') আনন্দ। যাস্ক 'অন্ন' ৬।১৬। তন্ত্রে অগ্নি আর সোমের সামরস্যই আনন্দতত্ত্ব।] আনন্দে নিহিত যিনি। **দূল.ভঃ**—(প. পা দুঃ—দভঃ) তু. বরুণের বিশেষণ ২।২৮।৮, ৭।৮৬।৪ ; অগ্নির ৪।৯।২ ; * পরি তে দূর্ল.ভো রথোহস্মা অশ্নোতু বিশ্বতঃ ৪।৯।৮ (রথ এখানে অগ্নিশক্তির আবেশের প্রতীক) ; যজ্ঞের ১।১৫।৬ ; বিশ্বদেবতার ৩।৫৬।৮ ; মিত্র-বরুণ- (অর্যমার) ৭।৬০।৬। < দুস্ + √ দভ্ (অনিষ্ট করা)] যাঁর অনিষ্ট করা সহজ নয়, অবিনাশী, অনির্বাণ। **বিশাম্ অতিথিঃ**—[তু. অগ্নির বিশেষণ ২।২।৮, ২।৪।১, ৫।১।৯, ৫।৩।৫, ৫।১৮।১। তা ছাড়া অগ্নিকেই অতিথি বলা হয়েছে প্রায় সব জায়গায় ; শুধু একজায়গায় অতিথি সূর্য ৪।৪০।৫ ; (কিন্তু তু. অগ্নি ৫।৪।৫) ; আর এক জায়গায় বিশ্বদেবেরা অতিথি (৫।৫০।৩ ; গাঃ অতিথিনীঃ (সঞ্চরণশীলাঃ) ১০।৬৮।৩। < √ অত্ (অনবরত চলা) ; তু. নি. 'অভ্যতিতো গৃহান্ ভবতি, অভ্যেতি তিথিষু পরকুলানীতি বা, পর গৃহাণীতি বা (৪।৪ ; কিন্তু 'তিথি' শব্দ ঋগ্বেদে নাই)। অতিথির মৌলিক অর্থ 'যে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কারও ঘরে গিয়ে হাজির হয় আবার চলে যায়।' দেবতার আবির্ভাবও এমনিতর ; হঠাৎ তিনি আসেন, তাঁকে আপ্যায়ন করি, আবার তিনি মিলিয়ে যান। তু. ব্রহ্মের আবির্ভাব বিদ্যুতের উন্মেষ আর নিমেষের মত (কেন উ. ৪।৪)। এই চকিত আবির্ভাবকে বলা হয়েছে 'অতিথি-গ্ব' বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। অগ্নিকেই বিশেষ করে বলা হচ্ছে 'অতিথি', (কেননা তাঁর চকিত আবির্ভাব হতেই চেতনার উত্তরণের শুরু) জীবের আধারে-আধারে বিচরণ করছেন

যিনি। **বিভা-বসুঃ**—[তু. অগ্নির বিশেষণ ১।৪৪।১০, ৫।২৫।৭, ৫।২৫।৮, ৮।৪৩।৩২, ৮।৪৪।৬, ৮।৪৪।১০, ৮।৪৪।২৪, ১০।৯২।১, ১০।১১৮।৪, ১০।১৪০।১ ; ইন্দ্রের ৮।৯৩।২৫। 'বি-ভা' চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলো, আলোর ছটা। 'বসু' নিঘন্টুতে রশ্মি (১।৫) ধন (২।১০) ; অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বর্য দুইই বোঝায়। বহুব্রীহি সমাস] আলোর ছটায় ঐশ্বর্যের প্রকাশ যাঁর। চৈতন্যের শক্তির প্রতি ইঙ্গিত।

তাঁর প্রথম আবির্ভাবের চকিত দীপ্তিতে ঝলসে উঠল ভূলোক আর দ্যুলোকের উপান্ত। তারপর সে আলোর পসরা গুটিয়ে এল একটি বিন্দুতে। মায়ের কোলে সে যেন শিশুর মত—সন্তর্পন মমতায় তাঁকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে এবার হতে। এই আধারেই সেই আলোর শিশু দিনের পর দিন প্রাণের আহুতিকে বয়ে নেবেন পরম দেবতার কাছে। চিরকিশোর তিনি, অন্তর্গূঢ় আনন্দে টলমল, সহস্র অভিঘাতেও অনির্বাণ তাঁর শিখা। আধারে আধারে অতর্কিত সঞ্চরণ তাঁর, আলোর ছটায় ঝলমলিয়ে তোলেন চেতনার দিগন্ত :

> তিনি ঝলমলিয়ে তুললেন তাঁর আবির্ভাবে রুদ্রভূমির উভয় উপান্তকে,—
> তিনি পিতা আর মাতা হলেন, নব-জাতক—যাঁকে জ্বালিয়ে
> রাখতে হবে সাবধানে।
> হব্যবাহী এই তপের শিখা—অজর, আনন্দঘন,
> অনির্বাণ, আধারে-আধারে সঞ্চরমাণ, আলোর ঐশ্বর্যে প্রকাশ তাঁর।।

৩

ক্রত্বা দক্ষস্য তরুষো বিধর্ম্মণি
দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
রুরুচানং ভানুনা জ্যোতিষা মহাম্-
অত্যং ন বাজং সনিষ্যন্ন্ উপ ব্রুবে।।

দক্ষস্য ক্রত্বা—[তু, ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা ৫।১০।২ ; ক্রত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানং (সোমং)....সশ্চিম ৯।১৬।২। ক্রত্বা—তু. (অগ্নিঃ) ক্রতুর্ন

নিত্যঃ ১।৬৬।৩ ;—ক্রতুর্ন ভদ্রঃ ৬৭।১, —স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুঃ ১।৭৭।৩; ত্বং ভদ্রোহসি ক্রতুঃ (সোম) ১।৯১।৫ ; দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ (অগ্নেঃ) ১।১২৭।৯; যস্য (ইন্দ্রস্য) ক্রতুবিদথ্যোন সম্রাট্ ৪।২১।২, যস্তে সাধিষ্ঠো হবস ইন্দ্র ক্রতুষ্টমাভর ৫।৩৫।১ ; ত্বে অপি ক্রতুর্মম ৭।৩১।৫ ; দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুবিচক্ষণঃ ৯।১০৭।৩,....। নিঘ, কর্ম (২।১), প্রজ্ঞা (৩।৯) ; এই দুটি অর্থে আর দুটি শব্দ আছে নিঘন্টুতে 'ধী' এবং 'শচী' ; আবার কর্ম অর্থে 'শক্তি' এবং প্রজ্ঞা অর্থে আছে 'মায়া'। এই থেকেই ক্রতুর তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। < √ কৃ + অতু, তু. Gk. kratos—'strength, might, power, rule', kratein 'to be strong, overrule, subdue' ; cog. w. Goth. hard। 'ক্রতু' চিৎশক্তি, চিন্ময় সৃষ্টিবীর্য ; উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞানময়ং তপঃ' (মুণ্ডক ১।১।৯)। **দক্ষস্য**—[দ্র. পূত-'দক্ষ' (৩।১।৩)। তু. মনুষ্যো ন দক্ষঃ ১।৫৯।৪ ; দক্ষঃ কবিঃ ১।৯১।১৪ ; (প্রজাপতি) ২।২৭।১, ১০।৭২।৪, ১০।৭২।৫, ১।৮৯।৩, ১০।৫।৭, ১০।৬৪।৫ ; (সঙ্কল্প) স্বো দক্ষঃ ১।৭৬।১, ৭।৮৬।৬ ; অলর্তি দক্ষ উত মন্যুরিন্দো ৮।৪৮।৮ ; — 'রস স্তর দক্ষো' বি রাজতি দ্যুমান্ ৯।৬১।১৮, ৯।৭৬।১ ; অংশুঃ....দক্ষঃ ৯।৬২।৪ ;—দক্ষো দেবানাং প্রিয়ো মদঃ ৯।৮৫।২ ;—ইন্দুঃ....দক্ষঃ ১।১৪৪।১ ; দক্ষম্ অপসম্ ১।২।৯ ; দক্ষং যজ্ঞম্ ১।১৫।৬ ;—রথং ১।৫৬।১ ; দক্ষং (সামর্থ্য) দধাসি জীবসে ১।৯১।৭ ; দক্ষং সচন্ত ঊতয় ১।১৩৪।২, ৩।১৩।২,....। মৌলিক অর্থ সামর্থ্য, তা হতে সঙ্কল্পশক্তি (১।৭৬।১, ৭।৮৬।৬), উদ্দীপনা (৮।৪৮।৮, ৯।৬১।৮....) নৈপুণ্য, সৃষ্টিসামর্থ্য। বিশেষ্য ও বিশেষণ দুরকম প্রয়োগই আছে। আবার 'দক্ষ' দেবতারূপে সৃষ্টির মূলে প্রবর্ত্তিকা শক্তি ২।২৭।১, ১০।৭২।৪. ৫....), পুরাণে প্রজাপতি। নিঘন্টুতে 'দক্ষ' বল।] সঙ্কল্পেরবীর্য দ্বারা। **তরুষঃ**—[ঈশানাসস্তরুষ ঋঞ্জতে নৃন্ ১।১২২।১৩ ; অর্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ ৬।১৫।৩, ১০।১১৫।৫। < √ তৃ (পার হওয়া, ছাপিয়ে চলা ; অভিভূত করা।)] সব কিছুকে ছাপিয়ে চলে যে তার, অধৃষ্যের। 'দক্ষে'র বিশেষণ। অচিত্তির অন্ধকারকে পরাভূত করে বৈশ্বানর জ্যোতির আবির্ভাব ঘটাতে অধৃষ্য বীর্যের প্রয়োজন। উপনিষদে তাই সৃষ্টিমূল 'তপঃ' (তৈত্তিরীয় ২।৬....)। **বিধর্ম্মণি**—[সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্ম্মণি ১।১৬৪।৩৬ ; যুবা সুদক্ষো রজসো বিধর্ম্মণি (সবিতা) ৬।৭৬।১; ত্বা যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্ম্মণি ৯।৪।৯ ; হিন্বানো বাচম্ ইষ্যসি পবমান বিধর্ম্মণি ৯।৬৪।৯ ; তবেমা পঞ্চ প্রদিশো বিধর্মণি (সোমস্য) ৯।৮৬।২৯, ত্বং পবিত্রে রজসো

বিধর্মণি দেবেভ্যঃ সোম পবমান পূয়সে ৯।৮৬।৩০ ; * ত্বাং রিহন্তি মাতরো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ....পবমান বিধর্মণি ৯।১০০।৭ ; নি যদ্ যামায় বো (মরুতাম্) গিরির্নি সিন্ধবো বিধর্মণে, মহে শুষ্মায় যেমিরে ৮।৭।৫ ; অক্রান্ত্ সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মঞ্জনয়ৎ প্রজা ভুবনস্য রাজা (সোমঃ) ৯।৯৭।৪০ ; * দিবো ধর্তাসি শুক্র পীযুষঃ সত্যে বিধর্মন্ বাজী পরস্য ৯।১০৯।৬ ; দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্ ১০।১২৩।৮; * অতঃ সংগৃভ্যা বিশাং দমুনা বিধর্মণায়ন্ত্রৈরীয়তে নৄন্ ১০।৪৬।৬ ; অগ্নির সম্বোধন ৫।১৭।২। আরও তু. ত্বং সমুদ্রং প্রথমং বি ধারয়ঃ ৯।১০৭।২৩ তু. 'ধর্মন্'। 'ধর্ম' শব্দের মৌলিক অর্থ 'যা ধারণ করে, আধার'। 'বিধর্মন্' সব বিভূতির আধার পরমব্যোম। এই পরমব্যোম ব্রহ্মের দ্যোতক। উপনিষদে আত্মাকে (= ব্রহ্মলোক বা ব্রাহ্মী চেতনার ভূমিকে) বলা হয়েছে 'সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়'—যিনি বিশ্বভুবনকে সেতুরূপে ধরে আছেন যাতে তারা বিশ্লিষ্ট হয়ে না পড়ে (ছান্দোগ্য ৮।৪।১)। এই বিধৃতিই ঋগ্বেদের 'বিধর্তা' (বরুণ ২।২৮।৪, অগ্নি ২।১।৩, ৭।৭।৫, ভগ ৭।৪১।২, পরম দেবতা 'জনানাং যো অসুরো বিধর্তা' ৭।৫৬।২৪)। বিধর্তার যে ধাম বা গুণ তাই 'বিধর্মন্' অর্থাৎ পরমব্যোম বা ব্যাপ্তি। পবমান সোমের সঙ্গে শব্দটির বিশেষ যোগ আছে। তাতে দ্যুলোকের বৈপুল্য বা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূর্ধন্যচেতনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট দু'জায়গায় 'প্রথম বিধর্ম' ও 'সত্য বিধর্মের' উল্লেখ আছে (৯।৯৭।৪০, ৯।১০৯।৬ ; তু. সপ্তলোকসংস্থানের সত্যলোক)। এখানে] পরমব্যোমে। তু. ৬।৮।২, ৭।৫।৭। **দেবাসঃ অগ্নিং জনয়ন্ত**—[তু. ১০।৮৮।৮, ৯, ১০, ১৩ দেবতারা বৈশ্বানর অগ্নিকে পরমব্যোমে জন্ম দিলেন। বৈশ্বানর স্বরূপত নিত্য। সাধক-চেতনায় তাঁর আবির্ভাবই তাঁর জন্ম। সে-আবির্ভাব ঘটান বিশ্বদেবেরা। এক পরমদেবতা, কিন্তু বিচিত্র তাঁর বিভূতি। এই বিভূতি-সমূহই বিশ্বদেব। চিৎশক্তির বিভিন্ন বৃত্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না ঘটলে আধারে বিশ্বচেতনার আবির্ভাব ঘটে না। চক্রের সমস্ত শলাকা একটি নাভিতে এসে সংহত হবে, এক আর বহুর মধ্যে একটা সর্বতোভদ্র সংহতির সৃষ্টি হবে এই হল বৈদিক অদ্বৈতবাদের মর্মকথা।] **চিত্তিভিঃ**—[তু. চিত্তিরপাম্ (অগ্নিঃ) ১।৬৭।৫; ৩।৩।৩ ; ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে ২।২১।৬ ; * চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্ বিবিদ্বান্ ৪।২।১১ ; ত্বামগ্নে মনীষিণস্ত্বাং হিন্বন্তি চিত্তিভিঃ ৮।৪৪।১৯ ; ত্বংচিত্তী....যাবীরঘস্য চিদ্ দ্বেষঃ (সোম) ৮।৭৯।৪ ; দাশ্বাং সমবতম্ যো বাম্ (ইন্দ্রাবরুণৌ) অভিপাতি চিত্তিভিঃ ৮।৫৯।৩ চিত্তিরা উপবর্হণম্

১০।৮৫।৭ উত্তরপদ ঃ 'পূর্বচিত্তি'। < √ চিৎ, কিৎ (সচেতন হওয়া) + তি, চেতনার উন্মেষ, সচেতনতা। এখানে] জ্ঞানশক্তির অভিনিবেশ দিয়ে। সমস্তই ছিল অব্যাকৃত, তার মধ্যে বিশ্বদেবতার অতন্দ্র অভিনিবেশ ফুটিয়ে তুলল বৈশ্বানরের সংবিৎ। আঁধারের মধ্যে জাগল আলো, আঁধার থেকে আলো পৃথক হল জ্ঞানে ক্রিয়ায়। এই ক্রিয়াই 'চিত্তি' বা সংজ্ঞান। তু. সাংখ্যের বিবেকখ্যাতি। চিত্তি কোথাও চিৎস্পন্দ (১।৬৭।৫, ২।২১।৬), কোথাও চেতনার একতানতা কোথাও বিবেকদর্শন, কোথাও শুধু চিৎশক্তির ক্রিয়া। পরমব্যোমে বা মূর্ধন্যচেতনায় বিশ্বদেবতার দিব্যসঙ্কল্পের (দক্ষস্য) বীর্য এবং চিন্ময় অভিনিবেশে (ক্রত্বা. চিত্তিভিঃ)। বৈশ্বানরের আবির্ভাব ঘটল। এখানে ইচ্ছাই মূল ; তার দুটি বৃত্তি—'চিত্তি' বা বিবেকজ্ঞান এবং 'ক্রতু' বা বলক্রিয়া। ভানুনা রুরুচানম্—। প্রভায় ঝলমল। জ্যোতিষা মহান্—জ্যোতিতে বিশাল। অগ্নির বিশেষণ। 'উপ ব্রুবে'র সঙ্গে অন্বয়। ঋষি যেন বৈশ্বানরকে প্রত্যক্ষ দেখে বলছেন। **অত্যং ন**—[নিঘ, 'অশ্ব' (১।১৪) 'অত্যা অতনা' (নি. ৪।১৩)। < √ অত্ (ছুটে চলা)] অশ্বের মত (ক্ষিপ্রসঞ্চারী)। দুর্বার তাঁর বেগ ; আধারে একবার আগুন জ্বলে যদি, কেউ তাকে নেবাতে পারে না। তু. (৭)। **বাজং সনিষ্যন্**—[তু. রথো ন বাজং সনিষ্যন্নযাসীৎ (সোমঃ) ৯।৯০।১ ; বাজস্য সনিতা (অগ্নিঃ) ১।৩৬।১৩। এই হতে 'বাজসনিঃ' 'বাজসাঃ' 'বাজসাতৌ' ; শেষেরটি বহুপ্রযুক্ত। বাজ — < √ বজ্ (ণিজন্ত প্রয়োগ) । বক্ষ্ (স্-যুক্ত), শক্তিমন্ত হওয়া, বেড়ে চলা ; তু. Gk. aexein 'to increase', Lat. augere 'to cause to grow', Eng. 'wax' to increase। এই হতে 'ওজঃ' সপ্তধাতুর চরম (দ্র. ৩।৪৭।৩), 'বজ্র' ইন্দ্রের বৃত্রঘাতী শক্তি, 'বাজী' ওজঃশক্তির প্রতীক অশ্ব, তু. আয়ুর্বেদের 'বাজীকরণ'। নিঘন্টুতে 'বাজ' অন্ন (২।৭), সংগ্রাম (২।১৭)। আবার 'বাজঃ' ঋভুদের অন্যতম (দ্র. ঋভুসূক্ত ৩।৬০)] বজ্রের তেজ অর্জন করব বলে। আগুন জ্বললেই বজ্রসত্ত্বের আবির্ভাব হবে আধারে, বৃত্রের অন্ধযবনিকা বিদীর্ণ হবে, মূর্ধন্যচেতনায় বৈশ্বানরের দীপ্তি হবে চিরন্তন। **উপ ব্রুবে**—[তু. ১।১৭৯।৫ ; উপ ব্রুবে নমসা ১।১৮৫।৭, ২।৩০।১১, ৩।১৭।৫, ৪।৫১।১১....] তাঁর কাছে গিয়ে ('উপ') বলতে চাই (আমার কথা) ; কাছে ডেকে আনি।

মূর্ধন্যচেতনায়, পরমব্যোমের নির্দীপ স্তব্ধতায় বিশ্বদেবতার অধৃষ্য সঙ্কল্প হল

রোমাঞ্চিত। তার শাণিত প্রজ্ঞান অব্যাকৃতির বুকে ফুটিয়ে তুলল ব্যাকৃতির নিকষরেখা, আর নবসৃষ্টির অবন্ধ্য প্রেষণা—ঘটাল বিশ্বচেতন বৈশ্বানরের আবির্ভাব। ....দেবতা জ্বলে উঠেছেন। তাঁর আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে, তাঁর বিপুল জ্যোতি ছেয়েছে গগনতল। এ কি উদ্দাম বেগ তাঁর ! আমি যাব, তাঁর কাছে যাব—বলব আমার যা-কিছু বলবার আছে। আমিও উত্তাল, তাই তাঁর কাছে চাই তিমিরবিদার বজ্রের তেজ:

অধৃষ্য সিসৃক্ষার কৃতিশক্তি দিয়ে সর্বাধার পরমব্যোমে বিশ্বদেবতা অগ্নিকে ব্যাকৃত করলেন চিতিশক্তি সহায়ে। ঝলমল আলোর ছটায়, জ্যোতিতে বিপুল তুরঙ্গের মত তিনি। বজ্রতেজ চাই যে আমি ! কাছে যাব, কথা বলব !

৫

অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনা
বাজশ্রবসম্ ইহ বৃক্তবর্হিষঃ।
যতস্রুচঃ সুরুচং বিশ্বদেব্যং
রুদ্রং যজ্ঞানাং সাধদিষ্টিম্ অপসাম্।।

সুম্নায়—[তু. বসূয়ন্ত আয়ব....সুম্নায় ত্বাম্ (ইন্দ্রম্) অতক্ষিষু ১।১৩০।৬ ; অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্ (১।১৮৬।১০) ; (ইন্দ্রং) সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাম্ ৩।৩২।১৩ ; ত্বা (অগ্নিং) সুম্নায় নূনমীমহে ৫।২৪।২ ; (ইন্দ্রাবরুণৌ) মহে সুম্নায় মহ আববর্ত্যৎ ৬।৬৮।১ ; যো বাং (অশ্বিনৌ সুম্নায় তুষ্ঠবৎ ৮।৮।১৬ প্রাণঃ ... বোচত (দেবাঃ) মধু সুম্নায় নব্যসে ৮।২৭।১০ ; আ ত্বা (ইন্দ্রং) ... সুম্নায় বর্তয়ামসি ৮।৬৮।১ ; এই পাদের পুনরুক্তি ১০।১৪০।৬। এই প্রসঙ্গে বারবার 'আ √ বৃৎ' (মোড় ফেরানো)-এর প্রয়োগ লক্ষণীয় ঃ চেতনার মোড় ফিরছে 'সুম্নের'র জন্য ; তু. পাহাড়ের অবরোধ ভেঙ্গে প্রাণের ধারাকে বইয়ে দেবার উপমা। নিঘন্টুতে 'সুম্ন' (৩।১৬) < সু (উপসর্গ) † ম্ন (তু. 'নি-ম্ন'), যা সুষম, সহজ, অনায়াস ; অথবা < √ সু (নিংড়ানো) † ম্ন, 'সোম' < √ সু † ম। এই শেষের ব্যুৎপত্তিই সম্ভাবিত। এই হতেই 'সুষুম্ণ' (রুদ্র ৬।৪৯।১০, ইন্দ্র ১০।১০৪।৫ ; 'সুষুম্না ইষিতত্বতা

যজামসি' এখানে সাধনসম্পদ্ ১০।১৩২।২ ; 'দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্না সিন্ধুবাহসা' এখানে উজানস্রোতের উল্লেখ সুস্পষ্ট ৫।৭৫।২ ; দ্যাবাপৃথিবী ৬।৫০।৩ ; সূর্যরশ্মি বাঃ সঃ ১৮।৪০)। আবার 'সুষোমা' একটি নদীর নাম ; নদী নাড়ীর প্রতীক (দ্র. অয়ং তে শর্যণাবতি [= মূলাধারে] 'সুষোমায়াম্' অধি প্রিয়ঃ, আর্জীকিয়ে [= ব্রহ্মরন্ধ্রে] মদিন্তমঃ ৮।৬৪।১১ ; ১০।৭৫।৫, নদীর নাম ; সুষোমে শর্যণাবতি আর্জীকে পস্ত্যাবতি যযু নির্চক্রয়া নরঃ [মরুতেরা]—নাড়ীর ভিতর দিয়ে প্রাণের গতি ৮।৭।২৯)। দেখা যাচ্ছে সুষুম্ন দেবতার আনন্দময় আবেশ হতে ক্রমে নাড়ীবাহিতা আনন্দধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই 'সুম্নকে' সোমের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত] আনন্দধারার তরে। দেবতাকে যখন দিই তখন তা 'সোম', প্রসাদরূপে আমি যখন সম্ভোগ করি, তখন 'সুম্ন'। আগুন জ্বালাতে চাই পরমানন্দকে পাব বলে। অগ্নি আর সোম যুগলদেবতা। **পুরঃ দধিরে** — [তু. ইন্দ্রং বিশ্বে....দেবাসো দধিরে পুরঃ ১।১৩১।১; পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ (বৃহস্পতিম্) ৪।৫০।১ ; যং (অগ্নিং) মিত্রং ন প্রশস্তিভির্মর্তাসো দধিরে পুরঃ ৫।১৬।১ ; অধ ত্বা বিশ্বে পুর ইন্দ্র দেবা....দধিরে ভরায়, অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবান ৬।১৭।৮ ; ইন্দ্র সূরয়ো দধিরে (ত্বাং) পুরো নঃ ৬।২৫।৭ ; ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে দেবাসো দধিরে পুরঃ ৮।১২।২২ ; যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে দেবাস্ত্বা দধিরে পুরঃ ৮।১২।২৫ ; এই থেকে 'পুরোহিত' [তু. অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ (১।১।১ ; দ্র. ৩।২।১৮), 'পুরোহিতি'। 'পুরঃ √ ধা'র মূল অর্থ সামনে রাখা—দিশারীরূপে। লক্ষণীয়, এই অর্থে ইন্দ্রও পুরোহিত বৃহস্পতিও (পুরাণে তিনি দেবগুরু)] (তাঁকে) পুরোভাগে স্থাপন করেছে। জীবনে যা-কিছু করতে হবে, তা অগ্নিকে সাক্ষী করে'। আগুন গুহাহিত হয়ে আছে সবার মধ্যে, তাকে সামনে আনতে হবে, তার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অগ্নি তখন হবেন 'সুসমিদ্ধ', এবং উত্তরণের দিশারী। **বাজ-শ্রবসম্**—[তু. স (ইন্দ্রঃ) গোমঘা জরিত্রে অশ্বশ্চন্দ্রা বাজশ্রবসো অধিধেহি পৃক্ষঃ (= সাধকের সঙ্গে দেবতার 'সম্পর্ক' বা মাখামাখি, তাতে স্ফুরিত হয় পরাবাকের বজ্রতেজ) ৬।৩৫।৪। বহুব্রীহি সমাস। আরও তু. ঋভুরা বাজশ্রুতাসঃ (= শ্রবসঃ) ৪।৩৬।৫। 'শ্রবঃ' উত্তরপদ ঃ উপম-, চিত্র-, দীর্ঘ-, প্রথম-, বৃহৎ-, বৃদ্ধ-, সত্য.... ; সর্বত্রই পূর্বপদ বিশেষণ, বাদে দেব-, দ্যুম্ন-, বসু—যাদের এখানকার মত বিশেষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। শ্রবঃ— পরাবাণী দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের ফলে দিব্যসংবিতের চরম বিকাশ ; দ্রঃ 'শ্রবঃ'

৩।৩৭।১০।] বজ্রতেজা (বাজঃ) যার পরমবাণী (শ্রবঃ)। অগ্নির এই পরাবাণীকে আমরা শুনতে পাই লোকোত্তরে মহাকাশে তিমির বিদার বজ্রধ্বনিতে। **বৃক্তবর্হিষঃ**—[তু. যজমানের বিশেষণ ১।১২।৩, ১।১৪।৫, ৩।২।৬, ৫।২৩।৩, ৬।৫৯।৯, ৬।৬৮।১, ৮।৫।১৭, ৮।৬।৩৭, ৮।২৭।৭, ৮।৩৩।১, ৮।৩৬।১, ৮।৬০।১৭, ৮।৬৯।১৮, ৮।৮৭।৩, ৮।৯৭।১, ৯।১১০।৭, ১০।৬১।১৫, ১০।৯১।৯; আধারের (ক্ষয়স্য) ৫।৯।২; সোমের ১।৩।৩; মরুদ্‌গণের ১।৩৮।১, ৮।৭।২০, ২১; ব্রহ্মণস্পতির ১।৪০।৭। নিঘ. 'ঋত্বিক্' ৩।১৮। ব্যুৎপত্তি তু. বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতে ১।৮৩।৬; প্রাচীনং বর্হিঃ বৃজ্যতে, ব্যু প্রথতে বিতরং ববীয়ঃ ১০।১১০।৪, বৃক্ত < √ বৃজ্ (মোড় ফেরানো)। এই প্রসঙ্গে তু. 'স্তৃণীমহি' দেবব্যচা বি বর্হিঃ ৩।৪।৪, যেখানে 'বিস্তার করা, বিছানো বা ছড়ানো' অর্থ আসছে। 'বর্হিঃ' যখন কুশরূপে যজ্ঞাঙ্গ, তখন যাজ্ঞিকের কাছে এই অর্থ; রহস্যার্থ 'মোড় ফেরানো'। তু. স্তৃণানাসো যতস্রুচো বর্হির্যজ্ঞে স্বধ্বরে, বৃঞ্জে দেবব্যচস্তমমিন্দ্রায় শর্ম সপ্রথঃ (১।১৪২।৫), যেখানে দুটি অর্থই মেলে।] 'বর্হিঃ' উদ্ভিদ—মাটি ফুঁড়ে উঠেছে,—অতএব প্রাণশক্তির প্রতীক। দ্র. ৩।৪।৪ টীকা। ভিতর পানে বা অন্তর্জ্যোতির পানে তার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা 'বৃক্তবর্হিষঃ'। যজ্ঞের কুশের ডগা পুবমুখে বা উত্তরমুখে রাখা বিধি। পুব সূর্যোদয়েরদিক, উত্তর স্বর্জ্যোতির দিক। **যতস্রুচঃ**—[তু. যজমানের বিশেষণ ১।১৪২।১, ৫; — ২।৩৪।১১, ৩।২৭।৬, ৪।২।৯, ৪।১২।১, ৮।২৩।২০, ৮।৪৬।১২, ৮।৭৪।৬; পত্নীযজমানের ১।৮৩।৩, ১।১০৮।৪; যূপের ৩।৮।৭। নিঘ 'ঋত্বিক্' ৩।১৮। ব্যুৎপত্তি তু. 'বৃঞ্জো হয়ন্নমসা বর্হিরগ্নৌ অযামি স্রুগ্ ঘৃতবতী সুবৃক্তিঃ' (৬।১১।৫; এইখানে 'বৃক্ত-বর্হিষঃ'এর অর্থও সুস্পষ্ট, বিশেষতঃ লক্ষ্যার্থে সপ্তম্যন্ত 'অগ্নৌ' শব্দের প্রয়োগে)। স্রুক যজ্ঞপাত্র, চামচের মত; তাই দিয়ে অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেওয়া হয় (৫।১৪।৩, ৮।২৩।২২, ১০।৯১।১৫) স্রুক্‌টি ডানদিকে হেলিয়ে (১।১৪৪।১)। তাতে অগ্নির অব্যক্তরূপ সুব্যক্ত হয় (১০।১১৮।৩, ৪)] 'যত' (উদ্যত) হয়েছে 'স্রুক্' যাদের দ্বারা, সম্ভৃত তপঃশক্তিকে অভীপ্সার আগুনে ঢেলে দিতে প্রস্তুত যারা। **সুরুচম্**—[তু, দেবের বিশেষণ ১।১৯০।১; যজমানের ৩।৭।৫, ৪।২।১৭; দিব্যজ্যোতির ৩।১৫।৬, ৬।৩৫।৪; অগ্নির ১।১১২।১, ২।২।৪।] কল্যাণদীপ্তি। **বিশ্বদেব্যম্**—[তু. অয়ং সমুদ্র (সোম) ইহ বিশ্বদেব্যঃ ১।১১০।১; এষ ছাগঃ...বিশ্বদেব্যঃ ১।১৬২।৩; বৃহস্পতি ৩।৬২।৪; পূষা ১০।৯২।১৩; অগ্নি ১।১৪৮।১; যেনেমা

বিশ্বাভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা (সূর্যেণ) ১০।১৭০।৪। < বিশ্বদেব † য, বিশ্বদেবের জন্য; বিশ্বদেবময় ; বিশ্বদেবময়তা ১০।১৭০।৪। এখানে] বিশ্বদেবময়; বিশ্বদেবতার পানে নিয়ে চলেছেন যিনি (প্রথম অর্থ ধরলে)। অন্তরের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা জগতে, সব চিন্ময় হয়ে ওঠে সিদ্ধের অনুভবে। **যজ্ঞানাং রুদ্রম্**—[অগ্নিকে বলা হয়েছে 'যজ্ঞানাং' কেতুঃ ৩।৩।৩, ৮।৪৪।১০,…পিতা ৩।৩।৪, … যন্তা ৩।১৩।৩, … নাভিঃ ৬।৭।২, … রথী ৮।৪৪।২৭…। মোটের উপর তিনি 'যজ্ঞস্য সাধনং', (১।৪৪।১, ৩।২৭।২) নানা ভাবে। এখানে তিনি] উৎসর্গভাবনার মূলে রুদ্রশক্তি। রুদ্র আর অগ্নি এক। কখনও বা (যেমন পুরাণে) তাঁরা পিতা ও পুত্র। রুদ্র প্রাণশক্তির প্রতীক, ধ্বংসের দ্বারা সৃষ্টি করেন নতুন করে। আমাদের সাধনজীবনে অগ্নিও তাই করেন, অতীতকে জ্বালিয়ে দিয়ে জন্ম দেন নতুনকে। **অপসাং সাধদ্-ইষ্টিম্**—[তু. অগ্নির্দেবেভির্মনুষশ্চ জন্তুভিস্তন্বানো যজ্ঞং ….রথীরন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভিঃ (৩।৩।৬), প্রবুদ্ধ মনশ্চেতনা হতে জাত বিশ্বদেবতাকেই ইষ্টির সাধন বলা হয়েছে সেখানে। এখানে অগ্নি সাক্ষাৎভাবে ইষ্টির সাধক, ওখানে বিশ্বদেবতার সহায়ে। কথা একই। অপসাম্—দ্র. ৩।১।৩। তু. অয়ং দেবানামপসামপস্তমঃ ১।১৬০।৪ ; অপসামপস্তমা…সরস্বতী ৬।১১।১৩ ; ত্বষ্টা….অপসামপস্তমঃ ১০।৫৩।৯ ; অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমা (সরস্বতী) ১০।৭৫।৭ ; অপসামুপস্থাগ্মহান্ কবির্নিশ্চরতি ১।৯৫।৪। বহুবচনান্ত 'অপস্' সর্বত্রই ক্রিয়াপদ দিব্যশক্তিকে বোঝাচ্ছে ; সুতরাং এখানেও তার ব্যঞ্জনা আছে বুঝতে হবে।] যারা দিব্যভাবাবিষ্ট কর্মী (অপসঃ), তাদের এষণাকে (ইষ্টিং) সিদ্ধ করেন তিনি। 'ইষ্টি' যজ্ঞও বোঝাতে পারে (< √ যজ্) ; তাতেও একই অর্থ।

যারা সত্যের সাধক, তারা বহির্মুখ প্রাণের প্রবৃত্তিকে অন্তরের দিকে ঘুরিয়ে দেয় যেমন, তেমনি অন্তর্গূঢ় চিদগ্নির শিখাকে স্থাপন করে চেতনার পুরোভাগে। তারা জানে, এই তপোদেবতার মহাকাশে স্তব্ধ হয়ে আছে পরাবাণীর যে বজ্রবীর্য, তাই তাদের উত্তীর্ণ করবে একদিন অলকানন্দার উৎসমূলে। আত্মাহুতির বিরাম নাই তাদের। তাদের অতন্দ্র সাধনার পর্বে-পর্বে জ্বলে উঠেছে তপোদেবতার রুদ্রতেজ, যুগ-যুগান্তের ব্যাকুল এষণাকে সার্থক করছে সিদ্ধির ক্ষিপ্রতায় ; তাঁর কল্যাণদীপ্তি দেবযানের সরণি বেয়ে নিয়ে চলেছে তাদের আকূতিকে বিশ্বদেবতার পানে:

অগ্নিকে রসচেতনার তরে সামনে রেখেছে সাধক জনেরা—
বজ্রতেজ যাঁর পরাবাণীতে, এই আধারে তাঁকে সামনে রেখেছে
প্রাণের মোড় ফিরিয়ে দিল যারা।

উদ্যতই রয়েছে তাদের স্রুক্, কল্যাণদীপ্তি তিনি,
বিশ্বচেতনার পথের দিশারী,—
রুদ্র তিনি উৎসর্গভাবনার পর্বে-পর্বে, সিদ্ধ করেন এষণা
অতন্দ্র কর্মীদের।।

৬

পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি
হোতর্ যজ্ঞেষু বৃক্তবর্হিষো নরঃ।
অগ্নে দুব ইচ্ছমানাস আপ্যম্
উপাসতে দ্রবিণং ধেহি তেভ্যঃ।।

পাবকশোচে—[তু. অগ্নির বিশেষণ ৩।৯।৮, অশ্নোতি মর্তঃ ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ৩।১১।৭, ৪।৭।৫, ৫।২২।১, ৬।১৫।১৪, ৮।৪৩।৩১, ৮।৪৪।১৩, ৮।১০২।১১, ১০।২২।১। চারবার তাঁকে বলা হয়েছে, 'শীরং পাবকশোচিষম্' অর্থাৎ আধারে শয়ান থেকেই তিনি 'পাবকশোচিঃ' কি না] (আধারকে) পবিত্র করেন তাঁর শুভ্র শিখায়। **ক্ষয়ম্**—[< √ ক্ষি (বাস করা)] নিবাসস্থান। আধারে অগ্নি একজায়গায় থাকেন না, চেতনার উত্তরণের সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও উপরপানে উঠে যান। তন্ত্রমতে নাভি অগ্নির স্থান। যেখানে-যেখানে ধারণা সম্ভব, সেখানেই আগুন জ্বলতে পারে। নাভি, হৃদয়, ভ্রূমধ্য, মূর্ধা ধারণার এই চারটি স্থান প্রসিদ্ধ। তু. দিবিক্ষয়ম্ (১৩)। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে অগ্নিস্থান অবশ্য বেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা বক্ষঃস্থল (তু. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১৮।২)। **নরঃ**—[নিঘ. 'মনুষ্য' (২।৩) ; যাস্ক ঃ 'মনুষ্যা-নৃত্যন্তি ('গাত্রাণি পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপন্তি'-দুর্গ) কর্ম্মসু' (৫।২) < * √ নৃ, নৃ (ৎ), চলা, সক্রিয় হওয়া ; ছন্দে চলা (তাই থেকে 'নৃত্য')। সাধনাকে পথ চলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অনেক জায়গায় ; তা থেকে নৃ-শব্দের মৌলিক অর্থ 'পথিক'। যিনি সবার আগে চলেন, তিনিও নৃ-শব্দবাচ্য ; দেবতাকে 'নৃ' সম্বোধন করবার বেলায় এই অর্থ খাটে,—দেবতা নেতা, নায়ক, অগ্রণী। তাই থেকে 'নৃ' বীর। তু. 'নর্যাপসম্' ৮।৯৩।১ ; সেখানে 'নর্য' < নৃ, বেগবান্, বীর্যশালী।] বীর সাধকেরা। **দুবঃ**—[দ্র. 'দুবস্যন্' ৩।১।২। তু. দধানা ইন্দ্র ইদ্ দুবঃ ১।৪।৫ ; আ...অগ্নে দুবো গিরঃ...সোমপীতয়ে যাহি ১।১৪।১ ; আ যদ্ দুবঃ শতক্রত বা কামং জরিতৃণাম্ ১।৩০।১৫ ; বিদা দেবেষু নো দুবঃ ১।৩৬।১৪, সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ

১।৩৭।১৪ ; চক্রির্দেবেস্বা দুবঃ ৩।১৬।৪ ; দুবস্তে কৃণবতে যতস্রুক্ ৪।২।৯ ; যে অগ্না দধিরে দুবঃ ৪।৮।৬ ; অগ্না যো মর্ত্যো দুবো ধিয়ং জুজোষ ধীতিভিঃ ৬।১৪।১; দেবো (অগ্নিঃ) দেবেষু বনতে নো দুবঃ ৬।১৫।৬ ; অথা দুবো বনবসে (অগ্নে) ৬।১৬।১৮ ; শ্রিয়ে তে (ইন্দ্র) পাদা দুব আ মিমিক্ষুঃ (জনাঃ) ৬।২৯।৩ ; দেবেষু কৃণুতো দুবঃ (দম্পতী) ৮।৩১।৯ ; দেবেভ্যো দুবঃ ৯।৬৫।৩ ; দুব ইযে (অহং), অগ্নিঃ পূর্বস্য শেবস্য ১০।২০।৭। লক্ষণীয়, এখানে 'দুবঃ' চাওয়া হচ্ছে দেবতার কাছে (তু. ৩।৫১।৩) ; সুতরাং 'দুব' দেবতার] জ্বলন্ত দীপ্তি, আধারে সমিদ্ধ তাঁর তাপ। 'পরিচর্যা' বললেও এই অর্থই আসে ; তপের তাপে দেবতা জ্বলে উঠুন আধারে, এই তারা চায়। **ইচ্ছমানাসঃ**—[= ইচ্ছন্তঃ] (তোমার কাছে) চেয়ে। **আপ্যম্**—[তু. অস্তি হি তে হগ্নে দেবোস্বাপ্যম্ ১।৩৬।১২ ; অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং দেবেস্বস্ত্যাপ্যম্ ১।১০৫।১৩ ; সনেন বসব আপ্যেন ২।২৯।৩ ; যো (অগ্নিঃ) নো নেদিষ্ঠমাপ্যম্ ৭।১৫।১ ; নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ ন আপ্যম্ ৭।৩২।১৯ ; যুবোর্হি বা যদাপ্যম্ (ইন্দ্রাবরুণয়োঃ) ৭।৮২।৮ ; পশ্যমানাস আপ্যং যযুঃ ৭।৮৩।১ ; যয়োরস্তি প্র প্রাণঃ সখ্যং দেবেস্বধ্যাপ্যম্ (অশ্বিনোঃ) ৮।১০।৩ ; * অস্তি হিঃ বঃ সজাত্যং .....দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্ ৮।২৭।১০ ; অশ্বিনা....নেদিষ্ঠং যমাপ্যম্ ৮।৭৩।৬ ; ত্বমিন্ন আপ্যম্ (ইন্দ্র) ৮।৯৭।৭ ; অয়ং....পবমান....হিন্বান আপ্যং বৃহৎ (তু. সর্বাত্মভাব) ৯।৬২।১০ ; * আদীং কে চিৎ পশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত ৯।১১০।৬ ; পরাবতো যে (দেবাঃ) দিধিষন্ত আপ্যম্ ১০।৬৩।১ ; সহসঃ সূনো হ্যন্যদস্ত্যাপ্যম্ ১০।১৪২।১। < 'আপি' আপ্ত আপন জন (দ্র. ৩।৫১।৬)। উপাস্য-উপাসকে ভেদ নাই (৮।২৭।১০), তাই তারা চায়] তোমার সাযুজ্য। 'ইচ্ছমানাসঃ' এর দুটি কর্ম, 'দুবঃ' এবং 'আপ্যম্'। দেবতার আগুন সাধকের মধ্যে জ্বলে উঠলেই দুয়ে মিলে এক হয়ে যাবে।

তোমার শুভ্র শুচিতায় সমস্ত আবর্জনা পুড়ে আধার পবিত্র হয়, যখন তুমি সমিদ্ধ হও তার মধ্যে পরম দেবতাকে নামিয়ে আনতে চক্রে-চক্রে তোমার সঞ্চরণ। যেখানে তোমার আবির্ভাব, সেখানেই তোমাকে ঘিরে বীরাচারীদের চেতনা হয় একাগ্র এবং অতন্দ্র। সাধনার শুরুতেই তারা এষণার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে অন্তরের অভিমুখে। তারা আর কিছু চায় না, চায় শুধু তোমায় জ্বালিয়ে তুলতে, তোমার রুদ্রদাহে তুমি হয়ে যেতে। এই যে তারা এসেছে তোমার কাছে, তাদের শিরায়-শিরায় ঢেলে দাও তোমার বহ্নিস্রোত:

হে পুণ্যদীপ্তি, তোমারই আসনখানি ঘিরে,
হে হোতা, এই-যে বীর সাধকেরা,—উৎসর্গের সাধনায়
যারা ফিরিয়ে দিয়েছে প্রাণের মোড়।

হে তপের শিখা, তোমায় জ্বালিয়ে রাখতে চায় তারা—চায়
তোমার আপন হতে ;
কাছে এসে বসেছে তারা। আগুনের স্রোত ঢেলে দাও
তাদের মধ্যে।।

৭

আ রোদসী অপৃণদ্ আ স্বর্ মহজ্-
জাতং যদ্ এনম্ অপসো অধারয়ন্।
সো অধ্বরায় পরিণীয়তে কবির্
অত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ।।

আ রোদসী…স্বর্মহৎ—[তু. ৩।৩।১০, ৩।৬।২, ৭।১৩।২, ১০।৪৫।৬….] আগুনের উজান বওয়া—পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষের উপান্তে, সেখান হতে স্বর্লোকে। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে নাভি হতে হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে—সেখান হতে মূর্ধায়। মনে রাখতে হবে এ-আগুন বৈশ্বানরের বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের। **মহৎ স্বঃ**—[স্বঃ—তু. বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবৎ ১।৫২।৯ ; অহং স্বর্বিবিদুঃ 'কেতুমুস্রা'ঃ ১।৭১।২ ; অদঃ স্বঃ …দিবস্পরি ১।১০৫।৩ ; স্বর্ণ চিত্রম্ ১।১৪৮।১ ; স্বর্ণ শুক্রম্ ২।২।৭ ; স্বর্ণ দীদেদরুষেণ ভানুনা ২।২।৮ ; স্বর্ণ শুশুচীত দুষ্টরম্ ২।২।১০ ; স্বর্ণ ভানুনা বিভাতি ২।৮।৪ ; ইন্দ্র উষসঃ স্বর্জনৎ ২।২১।৪ ; (উষা) স্বর্জনন্ত আবী স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ ৪।৩।১১, ১০।৮৮।২ ; স্বর্ণ জ্যোতিঃ ৪।১০।৩ ; দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ৪।৪০।২ ; দেবীমুষসং স্বরাবহন্তীম্ ৫।৮০।১ ; যুবং (ইন্দ্রাযোমৌ) সূর্যং বিবিদথুর্যুবং স্বঃ ৬।৭২।১ ; তপন্তি শত্রুং স্বর্ণ ভূম ৭।৩৪।১৯ ; আদদিঃ স্বর্নৃভিঃ ৮।৪৬।৮ (তু. ৮।১৫।১২) ; বিভ্রাঞ্জএঃ জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ ৮।৯৮।৩, ১০।১৭০।৪ ; সনা জ্যোতিঃ সনা স্বঃ ৯।৪।২ ; (সোম) পবমান স্বর্বিদঃ ৯।৫৯।৪ ; জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ৯।৬১।১৮ ; স্বর্ণ হর্যতঃ ৯।৯৮।৮ ; যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্ ৯।১১৩।৭ ; বিদৎ স্বর্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ১০।৪৩।৪ ; স্বর্বৃহৎ ১০।৬৫।১, ৬৬।৪ ; দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং স্বঃ ১০।৬৬।৯ ; ইদং স্বরিদমিদাস বামময়ং প্রকাশ উরু অন্তরিক্ষম্ ১০।১২৪।৬ ; তপসা যে স্বর্যযুঃ ১০।১৫৪।২ ; সূর্যাচন্দ্রামসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ, দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথ স্বঃ ১০।১৯০।৩। উদ্ধরণ হতে দেখা যাচ্ছে, স্বর্-এর আদিম অর্থ 'জ্যোতি'

(৪।১০।৩ ; তু. পাশাপাশি ব্যবহার ৯।৪।২, ৯।৬১।৮, ৯।১১৩।৭, ১০।৪৩।৪)। জ্যোতির দ্বারা বিশেষিত হওয়াও মনে হয়, 'স্বর্' একটি সামান্য সংজ্ঞা, প্রকরণ অনুসারে তার অর্থের কিছু ইতর-বিশেষ হতে পারে। এই অনুমানের সমর্থন নিঘণ্টুতেও পাওয়া যায়, সেখানে 'স্বর্' আদিত্য এবং দ্যুলোকের সাধারণ সংজ্ঞা (১।৪)। ঋগ্বেদেও সূর্য্য আর স্বর্‌কে পাশাপাশি পাচ্ছি (৬।৭২।১) ; এক জায়গায় স্বর্ স্পষ্টতই সূর্য্য—পৃথিবীকে প্রতপ্ত করছেন (৭।৩৪।৯)। দ্যুলোকের সঙ্গে স্বর্-এর ঐক্যও আছে, আবার একটু পার্থক্যও আছে ঃ বস্তুত স্বর্ 'রোচনং দিবঃ'—দ্যুলোকের ঝলমলানি। উষা হতে স্বরের জন্ম (২।২১।৪, ৩।৬।১৪, ৫।৮০।১),—এখানে স্বঃ 'আদিত্য' বা 'জ্যোতি' দুইই হতে পারে।....মোটের উপর স্বর্-এর তিনটি অর্থ — সাধারণভাবে 'জ্যোতি', আবার সেই জ্যোতির ঘন বিগ্রহ 'আদিত্য' এবং আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত 'দ্যুলোক'। এই তিনটি অর্থের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশের একটি ছবি পাওয়া যায়। একটি ঋকে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে ঃ এই-যে আলো, এই-যে রয়েছেন প্রিয়, এই-যে 'প্রকাশ', এই-যে বিপুল অন্তরিক্ষ (১০।১২৪।৬) ; অর্থাৎ আলো ফুটল, জমাট বাঁধল, তারপর প্রকাশিত করল বিশ্বমূল প্রাণস্পন্দকে।....স্বর্-এর এই তিনটি বৃত্তি আছে বলে, লোক-দৃষ্টিতে দ্যুলোক আর স্বর্‌কে কোথাও কোথাও পৃথক করা হয়েছে (১০।৬৬।৯, ১০।১৯০।৩)। অথর্ববেদের একটি সূক্তে এই ভাবটি আরও স্পষ্ট, তার একটি মন্ত্রে আছে—'পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষমারুহম্, অন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্, দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্'—পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে আমি অন্তরিক্ষে উঠলাম, অন্তরিক্ষ থেকে উঠলাম দ্যুলোকে, দ্যুলোকের উত্তুঙ্গ পৃষ্ঠ হতে স্বর্জ্যোতিতে গেলাম আমি—(৪।১৪।৩ ; এখানে স্বর্ = জ্যোতি ; ব্রহ্মসূত্রে জ্যোতি = ব্রহ্ম ১।১।২৪)। আর-একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, 'অপ্'-এর সঙ্গে স্বর্-এর যোগ (৬।৬০।২, ৬।৭৩।৩, ৮।১৫।২, ৯।৯০।৪, ৯।৯১।৬.... ; নিঘণ্টুতেও স্বর্ = অপ্ ১।১২) স্বর্ আলো বা চেতনা, অপ্ প্রাণ,—তন্ত্রের ভাষায় শিব-শক্তিরূপে দুটি অবিনাভূত। ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে আকাশ এবং প্রাণরূপে ব্রহ্মের পরিচিতিতে (১।১।২২, ২৩)। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বেদে সূর্য্যোদয় আর বারিবর্ষণকে অধ্যাত্ম সিদ্ধির দুটি প্রধান রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্বর্জ্যোতিই ঋষির পরম পুরুষার্থ। 'গো, অশ্ব, বসু, হিরণ্য (অবশ্য এদের প্রত্যেকটিই প্রতীক) সবই আমাদের নিয়ে চলেছে স্বর্-এর দিকে' (৭।৯০।৬) অর্থাৎ ওখানেই সকল কামনার পরিতর্পণ। এই স্বরকে আমরা পেতে পারি পৌরুষ দিয়ে ('নৃভিঃ' ৮।১৫।১২, ৮।৪৬।৮), তপঃশক্তি দিয়ে ('তপসা' ১০।১৫৪।২)। ....উপনিষদে 'স্বর্' ব্যাহৃতি। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতির পরে আর-একটি ব্যাহৃতির খবর দিলেন ঋষি মাহাচমস্য। বললেন, 'চতুর্থী ব্যাহৃতি হ'ল মহঃ, তা ঐ আদিত্য' (তৈত্তিরীয় ১।৫)। অবশ্য এটি

লোক-দৃষ্টিতে। কিন্তু এই সঙ্গে বর্ত্তমান মন্ত্রের 'স্বর্মহৎ' এই উক্তিটি তুলনীয় (আরও তু. 'বৃহৎ স্বঃ' ১।৫২।৯, ১০।৬৫।১, ১০।৬৬।৪)। স্বঃ, সুবঃ > √ সু (প্রচোদিত করা, তু. 'সবিতা', 'সূর্য্য' < স্বর্ + য, যা চিৎশক্তির উৎস এবং প্রেরয়িতা)। যাস্ক বলেন, 'সু অরণ, সু ঈরণঃ, স্বৃতো রসান্, স্বৃতো ভাসং জ্যোতিষাং, স্বৃতো ভাসেতি বা' (২।১৪)।] বিপুল জ্যোতির্লোক। অপসঃ—কর্মীরা, সাধকেরা। আগুন জ্বলে ; কিন্তু তাকে ধরে রাখবার কৌশল জানা চাই। দ্যুলোকের চিৎশক্তিরা (দ্র. 'অপসাম্' ঋক ৫) তাঁকে ধারণ করলেন এই অর্থও হতে পারে। **অধ্বরায়**—[< ন + ধ্বর্ (এঁকেবেঁকে চলা ; তু. 'ধূর্ত্তিঃ' 'ধূর্ত' ; হ্বৃ > 'হ্বর' ঃ সাপ ; তু. Eng. whirl, whore (কুলটা) whorl) + অ, ঋজুগতি, সহজ পথে চলা। এই ঋজু গতির উদাহরণ শরবৎ তন্ময়তা অথবা দীপশিখার নিষ্কম্পতা। কুণ্ডলিনী মূলাধারে সাপের মত গুটিয়ে আছে ; জেগে চক্রে-চক্রে সোজা উঠে গেল। অধ্বরের মূল ভাবনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। ('অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম, ধ্বরতির্হিংসাকর্ম্মা, তৎপ্রতিষেধঃ' নি ১।৮); যাস্কের এই ব্যাখ্যা স্পষ্টতই অযজ্ঞদের আক্রমণের জবাব।] অকুটিল গতির তরে। অগ্নিকে, সোজা উপরপানে তুলতে হবে। তবে তার জন্যে এক-এক চক্রে তাঁর কিছুক্ষণ থাকা দরকার। সে-সময়টা গতির নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু একটা কেন্দ্রকে ঘিরে তা আবর্ত্তিত হতে থাকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ হল অভ্যাসযোগ। যাজ্ঞিকের ভাষায় 'পরিণয়'। উপমা, ঘোড়াকে পাক খাওয়ানো তার চাল তৈরী করবার জন্য। দ্র. ৩।৫৩।২৪। **বাজসাতয়ে**—[দ্র. (৩) < বাজ (বজ্রতেজ) + √ সন্ (অর্জন করা, অধিকার করা, পাওয়া) + তি] বজ্রতেজ পাবার তরে।

অতন্দ্র সাধকেরা প্রতীক্ষায় ছিল কখন তিনি আধারে জ্বলে উঠবেন। প্রথম আবির্ভাবেই তাঁর চারিদিকে প্রত্যাহার আর ধৃতির বেড়া দিল তারা। বৈশ্বানর গর্জে উঠলেন উপর পানে। তাঁর রুদ্র-দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল পার্থিব চেতনার পর্বে-পর্বে, চিৎ-সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে উজিয়ে চল্ল স্ব-র্জ্যোতির বৈপুল্যের পানে। ভবিষ্যের স্বপ্ন-পাগল তিনি, আনন্দে টলমল, ছুটে চলেছেন তুরঙ্গের দুর্বার ক্ষিপ্রতা নিয়ে। উজান পানে সোজা চলতে হবে তাঁকে পথের মাঝে-মাঝে জ্যোতিরাবর্ত্তের কুণ্ডলী র'চে। তাঁকে দিয়েই আঁধারের বুক হতে ছিনিয়ে আনতে হবে বজ্রের দীপ্ততেজ:

দ্যুলোক-ভূলোক আপূরিত করলেন তিনি, পুরলেন
স্বর্লোকের বৈপুল্য,
আবির্ভাব মাত্রেই যখন তাঁকে কর্মীরা রাখল ধ'রে।
সে-কবিকে সোজা চলবার জন্য পাক নেওয়া হয়
তুরঙ্গের মত। বজ্র-শক্তি পেতে হবে তাঁকে দিয়েই,
তিনি আনন্দঘন।

গায়ত্রী মন্ডল, আপ্রীদেবতা
চতুর্থ সূক্ত

বেদার্থের মনন সম্পর্কে অন্যত্র যা বলেছি, ভূমিকা হিসাবে এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি। মীমাংসক বলেন, 'মন্ত্র' আর 'ব্রাহ্মণ' এই নিয়ে বেদ। সংহিতা মন্ত্রময় ; ব্রাহ্মণে আছে মন্ত্রের বিনিয়োগের কথা,—তার সঙ্গে অর্থের বিবৃতিও কিছু-কিছু আছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি এই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত ; শুধু ঈশোপনিষৎখানা পড়েছে শুক্লযজুর্বেদের শেষাংশে—কর্ম আর জ্ঞানের মাঝে সেতুর মত। উপনিষদের ধর্ম সংহিতার ধর্মের প্রতিবাদ—এই দিগ্‌ভ্রষ্ট উপস্থাপনা অপ্রমাণ্য এবং অশ্রদ্ধেয়। সংহিতায় যা রূপময়, অধ্যাত্মমননের অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাহিত হয়ে উপনিষদে তা ভাবসিদ্ধ ; সমগ্র বেদার্থে একটি অখণ্ড মহাসত্যের ব্যঞ্জনা—এই দৃষ্টিই সমীচীন।

সমগ্র সংহিতায় বলতে গেলে কেবল দেবতার কথা। যিনি বলছেন, তিনি 'ঋষি' ; অর্থাৎ সত্যের পথে অভিযাত্রী তিনি, আঁধারকে বিদীর্ণ করে চলছেন অগ্র্যা-বুদ্ধির শাণিত ফলকে [< √ ঋ (চলা) ; √ ঋষ্ (বিদ্ধ করা)]। চলিত কথায় তিনি 'মন্ত্রদ্রষ্টা'। যাস্ক বলেন, তিনি 'সাক্ষাৎকৃতধর্মা'—সত্যের যে শাশ্বত বিধান বিশ্বের ধারক, প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদের ভাষায় 'ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন'—তিনিই ঋষি, অলখের আকূতিতে হৃদয় যাঁর টলমল। এই আকূতি আছে বলেই তিনি 'কবি' (< √ কব্, কূ)। আবার বেদ বলেন—যিনি পরম দেবতা, তিনিও 'কবি'। দেবতার আকূতি প্রকাশের, ঋষির আকূতি উপলব্ধির। অলখের হৃদয় হতে আলোর ধারা ঝরে পড়ছে, তার ছোঁয়ায় ঋষির হৃদয় দল মেলছে। দুটি কবির হৃদয়ে এই-যে ছন্দের দোলা, বেদমন্ত্র তার বাণীরূপ।

আমরা শুনেছি, বেদমন্ত্রে কেবল কামনার উদগার। একদিক দিয়ে কথাটা যেমন অংশত সত্য, আর একদিক দিয়ে তেমনি ভয়ঙ্কর মিথ্যা। অলখের কবি যিনি, তাঁর আকূতিতে ফোটে কামনার দিব্যরূপ। সে-কামনায় বিশ্বপ্রাণের সেই আদিম আকূতি—'আমি জড়ত্বের বাধাকে ভাঙ্‌ব, আমি বৃহৎ হব।' এই আকূতিতে

আত্মচেতনার যে-বিস্ফারণ, বেদের ঋষি তাকে বলছেন 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের ভাবনা [< √ বৃহ্ (বেড়ে চলা)]। তার লক্ষ্য 'স্বর্'—যার অর্থ পরম জ্যোতি বা পরা বাণী দুইই হতে পারে। দুয়ের অধিষ্ঠান হল—দার্শনিকের ভাষায় আকাশের আনন্ত্য, ঋষির ভাষায় পরম ব্যোম। ঐ অন্তহীন বৈপুল্যের মাঝে অবগাহনেই তৃষ্ণার্ত্ত জীবনের পরম তৃপ্তি। প্রাণস্ফুরণের যে দুটি বাধা—জরা আর মৃত্যু, ঐখানে তারা পরাভূত। দেবতারা ঐখানে আছেন ; তাঁরা অজর, তাঁরা অমৃত। তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের যে 'সাযুজ্য' বা নিত্যযোগ, তাই আমাদের কাম্য। বেদমন্ত্রে এই কামনাই ছন্দিত হয়েছে।

তারপর দেবতার কথা। দেবতারা 'দ্যুলোকে' বা আকাশে—ঐ তাঁদের নিত্যধাম। সে-আকাশ 'উরুরনিবাধঃ'—সবছাওয়া এক চিন্ময় মহাবৈপুল্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের কোনও বাধা নাই। সেইখানে দেবতারা 'স্বধয়া মদন্তি'— আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরঙ্কুশ আনন্দে টলমল।....আবার তাঁরা আছেন অন্তরিক্ষেও। আকাশ দ্যুলোক বা আলোর রাজ্য, আকাশ চিন্ময় ; অন্তরিক্ষ বায়ুর রাজ্য, অন্তরিক্ষ প্রাণময়। ....তার নীচে এই পৃথিবী ; সে অন্নময় বা জড়, কিন্তু অগ্নিবাসা ও অগ্নিগর্ভা। দেবতারা সেখানেও আছেন। আকাশ বাতাস পৃথিবীর সব দেবময়, আধুনিক ভাষায় 'সব চিন্ময়'।

শুধু তাই নয়। দ্যুলোক অন্তরিক্ষ আর পৃথিবী—সবই যে দেবতা। আধার আর আধেয়ের মধ্যে দ্বৈতের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু, সবই এক বৃহৎ চেতনামাত্র। যা বাইরে, তা-ই অন্তরে ঃ- বাইরের যে আকাশ, তা-ই আবার 'এষ অন্তর্হৃদয়ে'—এই যে আমার মাঝে, আমার হৃদয়ে (ছান্দোগ্যোউপনিষৎ) যা দৃষ্টিতে, তা-ই আবার চেতনায় ঃ প্রত্যক্ষ অনুভব করছি, — এই যে বায়ু, সে তো বৃহতেরই নিঃশ্বসিত (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)। এই যে পৃথিবী, এ তো শুধু মাটি নয়—এ যে 'হিরণ্যবক্ষা অদিতিঃ পরমে ব্যোমন্'—এ যে পরমব্যোমের অখণ্ডিতা অবন্ধনা চেতনা, মেলে রয়েছে তার সোনার বুকখানি (অথর্ব সংহিতা)।....

এমনি করে সংহিতার দেববাদ আর উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এক অখণ্ড অদ্বয় চিন্ময়প্রত্যক্ষেরই দুটি ভঙ্গিমাত্র। এই চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদই বেদমন্ত্রের মর্মরহস্য। অধিদৈবত দৃষ্টিতে বাইরে যাঁকে দেখছি বিশ্বরূপে, তাঁকেই আবার অনুভব করছি অন্তশ্চেতনায়। পৃথিবীর বুকে অগ্নিরূপে জ্বলছেন যিনি, তিনিই আমার অন্তরে

অভীপ্সার শিখা। পৃথিবীর দ্যুলোকাভিসারিণী আকৃতিই আমার মধ্যে ফুটেছে আলোর আকৃতি হয়ে। যাস্কের স্পষ্ট ভাষায়, আত্মাই দেবতা।

এই দেবতার সাযুজ্যলাভের উপায় 'যজ্ঞ' অথবা উৎসর্গ-ভাবনার সাধনা। যজ্ঞের আর এক নাম 'অধ্বর', তার অর্থ আঁকাবাকা পথ ছেড়ে সহজ পথে চলা। সর্পিল পাপ ('জুহুরাণম্ এনঃ') নিজেরই চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। সে 'রক্ষঃ'—সে দিতে জানে না, সব-কিছু আগলে রাখে নিজের জন্য ; সে 'অসুর'—প্রাণের উত্তালতায় প্রমত্ত, সে 'দাস'—অন্ধতমিস্রার সর্ব্বনাশা যান্ত্রিক বৃত্তি ; সে 'দস্যু'—অতর্কিত হানায় আমাদের হৃদয়কে উজাড় করে' আলোর সম্পদকে ছিনিয়ে নেয় নিজেরই ভোগের জন্য। এই 'বৃত্র' বা আবরণশক্তির কবল হতে নিজেকে বাঁচাতে হবে—তামসিক জড়ত্ব আর রাজসিক চাঞ্চল্যকে পরিহার ক'রে। চলতে হবে সহজ পথে ('ঋজুনীত্যা'), সব কার্পণ্য সব লোভ ছাড়তে হবে, নিজেকে নিংড়ে সেই রসে পূর্ণ করতে হবে তাঁর সুধাপাত্র। এই মৃত্যুজিৎ হয়ে দেবতার সাযুজ্য লাভ করবার সঙ্কেত, যজ্ঞের রহস্য।

তারপর ব্যাখ্যাপদ্ধতির কথা। তিনটি 'দৃষ্টি' বা সত্যকে দেখবার ভঙ্গি ঃ অধিভূত, অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম। গীতার ভাষায় বলি ঃ সব-কিছুকে ক্ষরভাবে দর্শন করা অধিভূত দৃষ্টি ; 'এই যা-কিছু, সমস্তই সেই পরম-পুরুষ' (ঋক্-সংহিতা)—এই ভাবে দেখা অধিদৈবত দৃষ্টি ; আর, বাইরের যা-কিছু সমস্তই স্ব-ভাবে বা আত্মাতে—এই দৃষ্টি অধ্যাত্ম। অধিভূত দৃষ্টি প্রাকৃত ; অধিদৈবত আর অধ্যাত্ম দৃষ্টি অতিপ্রাকৃত। শেষের দুটি দৃষ্টিতে ফোটে অধ্যাত্মচেতনার দুটি মেরু—একটির ইশারা বিশ্বের অতীতে আর-একটির ইশারা অন্তরের অতলে। দৃষ্টিভঙ্গির এই তফাৎ হতে অধ্যাত্মদর্শনে দেখা দিল দেববাদ আর আত্মবাদ—'ঋষি' আর 'মুনি' [Gk. monos 'একা', 'নিঃসঙ্গ' (Guenon) ; দ্রষ্টব্য ঋক্সংহিতা ১০।১৩৬] যথাক্রমে তাদের প্রবক্তা। বেদে তাঁদের সংজ্ঞা 'বিপ্র' এবং 'নর'—'ব্রহ্ম' আর 'ক্ষত্র' তাঁদের চিৎশক্তির বিশিষ্ট বৃত্তি। দেববাদে আর আত্মবাদে যে আপাতবিরোধের সূচনা হয়েছিল সুদূর অতীতে, মাণ্ডূক্যোপনিষদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যে পাই তার সমন্বয়। এই বাণীই বেদার্থের সার, অধ্যাত্মজগতে ভারতবর্ষের মৌলিক দান।

বেদবাণীর প্রবক্তা 'ঋষি' ; তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টি অধিদৈবত (spiritual) অথচ তাঁর বাগ্‌ভঙ্গী আশ্রয় করেছে অধিভূত (phenomenal) দৃষ্টিকে। চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদই যদি বেদবাদের মূল কথা হয়, তাহলে এতে অসঙ্গতি বা ন্যূনতা কিছুই নাই।

দেবতাকে 'প্রত্যক্ষ' করা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শেষ কথা। এই-যে তিনি অথবা 'তিনিই এই'—এ-দুটি উপলব্ধির মধ্যে উত্তরবাহিনী চেতনার পরিক্রমা পূর্ণ হয়। সে-উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের ভাষায় কথা কওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

গোল বেধেছে এইখানেই। ঋষির অধিদৈবত দৃষ্টির অধিভূত বিবৃতিকে প্রাকৃতবুদ্ধি চিন্ময়প্রত্যক্ষের বর্ণনা মনে না করে জড় প্রত্যক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলতে পারে। এদেশে যাঁরা দেববাদের প্রতি অপ্রসন্ন, তাঁদেরও কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ-মতিভ্রম হয়নি। অথচ আধুনিক পণ্ডিতেরা সম্প্রদায়ভ্রষ্ট ও সাধনাহীন পল্লবগ্রাহিতার দৌলতে বেদব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ভুলটি করে বসেছেন। বেদার্থ প্রকৃতিবাদে পর্যবসিত—এটা এ-যুগের নতুন আবিষ্কার।

আধুনিকের অধিমানস দৃষ্টি বেদমীমাংসায় একটা নতুন পূর্বপক্ষ খাড়া করেছে। প্রাচীন অধিদৈবত দৃষ্টিকে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আপূরিত করে সে-পূর্ব্বপক্ষের জবাব দেবার সময় এসেছে। অথচ সে জবাব যাতে ভাবধারার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। গঙ্গোত্রী হতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত আর্যচিন্তার সমগ্র প্রবাহকে এক অখণ্ড বৈয়াসিকী-চেতনায় ধারণা না করতে পারলে এ দুশ্চর ব্রত উদ্‌যাপিত হবে না। বর্তমান প্রচেষ্টা তার ভূমিকামাত্র।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। ঋষি দেখছেন কবির দৃষ্টিতে বেদের ভাষা ছন্দোময় ছবির ভাষা। অথচ অর্থের ব্যঞ্জনায় তা ব্যাপক এবং গভীর। ঋষিকে ঘিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপের মেলা,—কিন্তু এক অলখের আ-ভাসকে বহন ক'রে প্রতিমুহূর্তে তাঁর অনুভবে তারা প্রতীকী হয়ে উঠছে। অর্ধচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিতে প্রতীক হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে, সত্তার গভীরে সঞ্চারিত করে না-পাওয়াকে পাওয়ার জ্বালাময় অভীপ্সা। বেদমন্ত্র এই অভীপ্সার বাহন। মীমাংসক যদি বলে থাকেন, 'চোদনা' অর্থাৎ ক্রিয়া বা সাধনার প্রতি প্রেরণা দেওয়া ছাড়া বেদমন্ত্রের আর-কোনও তাৎপর্য নাই, তাহলে নিতান্ত ভুল বলেননি তিনি। বেদমন্ত্রের বীর্য এই প্রচোদনাতে—তার এই সাবিত্রী শক্তিতে।

এককথায় বলতে গেলে গভীর দর্শনকে ছবির ভাষায় রূপ দিয়ে অন্তরের আকূতিকে লেলিহান ক'রে তোলা—এই হল বেদমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তার উপযোগিতা এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং অধ্যাত্মসাধনাকে সহজ ও বিশ্বজনীন করবার জন্য বেদের সাধনাকেই ভারতবর্ষের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই ভাবের বৈচিত্র্যে এবং গাম্ভীর্য্যে সবার প্রধান, বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার মূল রূপটি তারই মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। বিভিন্ন ঋষির

প্রচারিত প্রায় সাড়ে দশ হাজার মন্ত্র দশটি মণ্ডলে ভাগ করে সাজিয়ে একটি সংহিতা রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় হতে সপ্তম পর্যন্ত মণ্ডলগুলিতে মেলে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ছ'জন ঋষির বংশে প্রচলিত মন্ত্রের সংগ্রহ। অষ্টম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা নানা বংশের, কিন্তু কণ্ববংশীয়েরাই তাঁদের মধ্যে প্রধান। নবম মণ্ডলটি আর্য-সংহিতা নয় দৈবতসংহিতা—অর্থাৎ একটি দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋষির দ্বারা প্রচারিত মন্ত্রসমূহের সংগ্রহ ঃ দেবতা 'পবমান সোম।' প্রথম ও দশম মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা একই (১৯১) ; দুয়েরই আয়তন প্রায় সমান এবং অষ্টম মণ্ডলেরই মত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা নানা বংশের। এই সমস্ত কারণে এবং ভাষার তুলনামূলক বিচারে আধুনিক পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ছ'টি বংশ-মণ্ডলই ঋগ্বেদের সব চাইতে প্রাচীন মন্ত্র-সংগ্রহ এবং প্রথম ও দশম মণ্ডল সব চাইতে পরের সংযোজন। মনে রাখা উচিত, মন্ত্রের এই পৌর্বাপর্য নিরূপণ ঐতিহাসিকের চিত্তবিনোদের কারণ হলেও মন্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয়ে এ সিদ্ধান্তের উপযোগিতা অতি সামান্য। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করব।

এক অষ্টম মণ্ডল ছাড়া প্রত্যেকটি আর্য-মণ্ডলেরই আরম্ভ অগ্নিসূক্ত দিয়ে এবং প্রত্যেকটিতেই ইন্দ্র বহুস্তুত। মোটের উপর আর্যমণ্ডলগুলির বিষয়বস্তু একই ধরনের বলে যে-কোনও একটি মণ্ডলকে অন্যান্য মণ্ডলের আদর্শরূপে ধরা যেতে পারে। সুতরাং একটি মণ্ডলের ব্যাখ্যা হতেই বৈদিক ধর্মের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

তবুও এরই মধ্যে আমাদের কাছে তৃতীয় মণ্ডলের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্র এবং তাঁর বংশধরেরা। বিশ্বামিত্রের সাবিত্রী ঋক্ বা গায়ত্রী-মন্ত্র এই মণ্ডলের শেষসূক্তের অন্তর্গত। বেদের স্বাধ্যায় এদেশ হতে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু এখনও এই মন্ত্রটি ভারতবর্ষের দ্বিজাতিমাত্রেরই নিত্যজপের মন্ত্র,—গায়ত্রী তার ইষ্টদেবতা, সাবিত্রী-দীক্ষাই তার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম পাঠ। শুধু তাই নয়, এই বৈদিক গায়ত্রীর আদর্শেই সর্বসাধারণের জন্য এদেশে বহু দেবতার তান্ত্রিক গায়ত্রী রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এককথায় ব্রহ্মবাদিনী ছন্দোমাতা গায়ত্রী আজও নিত্যা-বাক্‌রূপে আর্যভারতের অধ্যাত্মসাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্রী, সঙ্গমনী বসূনাম্—চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্' (ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৩)। বৈদিক সাধনার গঙ্গোত্রী হতে আজ আমরা বহুদূরে সরে এসেছি, কিন্তু তবুও আমরা গায়ত্রীকে ভুলতে পারিনি। চিরন্তন অতীতের সঙ্গে তিনিই আজ পর্যন্ত আমাদের যোগ রক্ষা করে এসেছেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই তৃতীয় মণ্ডলেই দেখি, রাজা সুদাসের যজ্ঞভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্যুলোক-ভূলোকে পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রের অপরাজিতা জয়শ্রীর বন্দনা-গানে মুখর হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্'—আমি বিশ্বামিত্র, আমারই বৃহৎভাবনার চিদ্বীর্য রক্ষা করছে ভারত-জনকে। (৩।৫৩।১২ ; তু, বিশ্বামিত্রবংশীয় জেতার ঐন্দ্রী ঋক্ ১।১১।২)। সেদিন ঋষির এই ব্রহ্মঘোষের উদ্দিষ্ট ছিল হয়তো মুষ্টিমেয় ভরতবংশীয়েরা,—'ভারতজন' বলে তিনি যাদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সে-সংজ্ঞাই আজ দ্যোতিত করেছে এক মহাজাতিকে—আকুমারিকা-হিমাচলব্যাপ্ত এক বিপুল জনসমুদ্রকে। পৌরাণিক স্মরণে রেখেছেন, এই বিশ্বামিত্রেরই দৌহিত্রের চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করে এক বিরাট ভূভাগের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ—আমরা যাকে মাতৃভূমি বলে জানি। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় তা নিয়ে পরের যুগে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু বৈদিক ভাবনায় ব্রহ্মে এবং ক্ষত্রে কোনও বিরোধ নাই, ও-দুটি একই চিৎসত্তার দুটি বিভাগ।[১] এসব ঐতিহ্যের বাস্তবতা যতটুকুই থাকুক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এক্ষেত্রে একটি ভাবের অভিব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট—বিশ্বামিত্র আজ পর্যন্ত ভারতভাগ্যবিধাতা ; তাঁর আবিষ্কৃত সাবিত্রীমন্ত্র আজ পর্যন্ত আমাদের ইষ্টমন্ত্র, তাঁর গায়ত্রী আজ পর্যন্ত আমাদের প্রজ্ঞাপরিমিতা তারিণী[২], তাঁর সর্বসমঞ্জস অপূর্ব অদ্বৈত-ভাবনা আজ পর্যন্ত পূর্ণাদ্বৈত-সাধকের অনুত্তম দিশারী।[৩] সপ্তর্ষিযুগের মান দিয়ে বিচার করলে বলা চলে,

---

[১। দ্রঃ, ঋগ্বেদের খিলসংহিতার নিবিদধ্যায়,—যেখানে প্রত্যেক দেবতার নিবিৎ-মন্ত্রে ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের নিত্যসহভাব ঘোষণা করা হয়েছে ; আরও তু. কঠ উপ, ১।২।২৫, যেখানে এই সহভাবের অধ্যাত্ম তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত আছে।

২। দ্র. সূর্য্যাদুহিতা সসপরী-বাকের প্রসঙ্গ ৩।৫৩।১৫-১৬ ব্যাখ্যা।

৩। দ্র, ৩।৫৫। অদ্বৈতভাবের নিদর্শন হিসাবে সমগ্র ঋগ্বেদে এই সূক্তটি অতুলন। অনুক্রমণিকার মতে এর ঋষি বৈশ্বামিত্র প্রজাপতি অথবা বাচ্য প্রজাপতি,—অর্থাৎ সূক্তদ্রষ্টা প্রজাপতির পিতা বিশ্বামিত্র, মাতা বাক্। এই পরিচয়ে একটা অধ্যাত্মরহস্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়—নানা কারণে। এখানে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বামিত্রের পত্নী বাক্ ; আবার পুরাণে বিশ্বামিত্র অপ্সরা মেনকার দয়িত। ঋগ্বেদে অপ্সরা চিন্ময় প্রাণের ঝলক, হৃদ্যসমুদ্রের দ্যুতি (দ্রঃ ৯।৭৮।৩ ; তু, ৭।৩৩।৯,১২ ;—১০।১২৩।৫)। যাস্ক বলেন, শাকপূণির মতে অপ্সরাকে 'স্পষ্ট দেখা যায়' বলে তার এই নাম, সে ব্যাপিনী রূপবতী (৫।১৩-১৪)। আধুনিক ভাষায় বলতে পারি, অপ্সরা দিব্যদর্শনের ঝলকানি—বিদ্যুতের উন্মেষ ও নিমেষের মত (তু. কেন উপ. ৪।৪)। এই

আমরা বর্তমানে বাস করছি বিশ্বামিত্র-বলয়ে, যাঁর অদৃশ্য প্রভাব ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চেতনাকে যুগসন্ধিতে এনে দাঁড় করিয়েছে এক নূতন উষার তোরণদ্বারে। বিশ্বামিত্রের সেই সুপ্রাচীন ব্রহ্মঘোষ এক কান্তোজ্জ্বল ভবিষ্য দিব্যদর্শনেরই ব্যাহৃতি, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি যাকে সার্থক করবার দায়।

এই সমস্ত কারণে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল বা গায়ত্রীমণ্ডলের ব্যাখ্যাকেই অন্যান্য মণ্ডলের ব্যাখ্যার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। যথারীতি অগ্নিসূক্ত দিয়ে তৃতীয় মণ্ডলের আরম্ভ। প্রথম সূক্তটি সামান্যত অগ্নির উদ্দেশ্যে অভ্যুক্ত হয়েছে, তাতে পরমব্যোম হতে এই আধারে জীবসত্ত্বরূপে অগ্নির জন্মরহস্য বা নিত্যকুমারসম্ভবের বিবরণ আছে। পরের দুটি সূক্তে আছে বৈশ্বানর অগ্নির বর্ণনা অর্থাৎ এই আধারেরই চিদগ্নির শিখা কি করে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার কথা। তিনটি সূক্তে এমনি করে জীব ও ব্রহ্মের সাযুজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে অধ্যাত্মসাধনার পুরোপুরি একটি ছক দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তটি বিশ্বামিত্রবংশীয়দের 'আপ্রীসূক্ত'। তার সামান্য পরিচিতি এই।

সমস্তের মধ্যেই আমরা ঘুরে-ফিরে একটি তত্ত্বেরই ইঙ্গিত পাচ্ছি। আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত চেতনায় একটা নতুন শক্তির আবেশ। পৌরাণিক বলছেন, বিশ্বামিত্রের মাঝে নতুন সৃষ্টির একটা আকৃতি জেগেছিল, বেদের ভাষায় তিনি 'প্রজাপতি' হতে চেয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের ও বাকের তনয় প্রজাপতি অনুক্রমণিকাকারের এই উক্তির এমন অর্থও হতে পারে, দিব্যা-বাকের আবেশে বিশ্বামিত্র নিজেই প্রজাপতির সাযুজ্য লাভ করেছিলেন। এই মন্ডলেরই ৩৮ সূক্তটির ঋষি অনুক্রমণিকাকারের মতে 'প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র ঃ প্রজাপতিরাজো বা তাবুভাবপি বা গাথিনো বিশ্বামিত্র বা' ; এই বিকল্পনা লক্ষণীয়। মনে হয় এটি কোনও প্রাচীন অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের পর্যাকুল স্মৃতি। নিঘন্টুতে 'মেনা' (= পৌরাণিক 'মেনকা') বোঝায় বাক্ (১।১১) অথবা জননী বা নারী ('গ্না' ৩।২৯)। এই হতে বিশ্বামিত্রের অপ্সরা-সঙ্গমের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে 'মেনা' বা বাক্‌কে বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন, তাকে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন 'সসপরী' বা বিদ্যুদ্‌বিসর্পিণী বলে (ঋ ৩।৫৩।১৫-১৬)। আবার বলছেন, এই বাক্ তাঁর মধ্যে নতুন প্রাণ আধান করেছেন (৩।৫৩।১৬)। গায়ত্রী সুপর্ণী হয়ে দ্যুলোক হতে অমৃত আহরণ করছেন মর্ত্যের জন্য এ-ছবি পাই ব্রাহ্মণে ; বিশ্বামিত্রের বাক্‌ও 'ততান শ্রবো দেবেধমৃতমজুর্যম্' (৩।৫৩।১৫)। সসপরীকে বিশ্বামিত্র বলছেন সূর্যের দুহিতা ; বৃহদারণ্যকোপনিষদে বংশ-ব্রাহ্মণে পাই আদিত্যের কন্যা অম্ভিনী, অম্ভিনীর কন্যা বাক্। আবার এই অম্ভিনী-কন্যা বাক্‌ই (অনুক্রমণিকায় 'বাগাম্ভৃণী') প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের ঋষিকা (১০।১২৫)। বিশ্বামিত্রদয়িতা মেনকা, সূর্যদুহিতা সসপরী, আদিত্য-দৌহিত্রী বাক্, অম্ভিনী-কন্যা বাক্, বিশ্বামিত্র-পত্নী বাক্,

আপ্রীসূক্তগুলির ঋগ্বেদে একটা বিশেষ মর্যাদা এবং স্থান আছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে মোটের উপর দশটি আপ্রীসূক্ত পাওয়া যায়। এক একটি সূক্ত এক-এক ঋষির বংশে প্রচলিত। প্রথম মণ্ডলের তিনটি যথাক্রমে মেধাতিথির (১।১৩), দীর্ঘতমার (১।১৪২) এবং অগস্ত্যের (১।১৮৮) ; দশম মণ্ডলের দুটি—বাধ্র্যশ্ব সুমিত্রের (১০।৭০) আর জমদগ্নির (১০।১১০)। 'আর বাকী পাঁচটি গৃৎসমদের (২।৩)' বিশ্বামিত্রের (৩।৪), আত্রেয়ের ৫।৫, বসিষ্ঠের (৭।২), আর কাশ্যপ অসিত বা দেবলের (৯।৫)। প্রত্যেক যজমানের পক্ষে নিজ-নিজ গোত্র প্রর্বতক ঋষির আপ্রীসূক্ত প্রয়োগ করাই প্রাচীন বিধি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৪) কিন্তু আশ্বলায়ন বলেন, গৃৎসমদ এবং বসিষ্ঠ গোত্রের ছাড়া আর সবাই জমদগ্নির আপ্রীসূক্তটিও ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষতঃ প্রাজাপাত্য পশুযাগে এই সূক্তটিই সর্বজনীন (শ্রৌতসূত্র ৩।২ ; দ্র. ঐ. ব্রা, ১৯।৪, শতপথ ব্রা. ১৩।২।২।১৪)। যাস্কও আপ্রীসূক্তের প্রসঙ্গে এই সূক্তটিকেই আদর্শ ধরে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

দুটি বাদে প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারোটি করে ঋক আছে। প্রত্যেক ঋকের দেবতা আলাদা। দেবতাদের একটা ক্রম বাঁধা আছে। সে-অনুসারে তাঁদের নাম—(১) সমিদ্ধঃ, (২) নরাশংসঃ বা তনূনপাৎ, (৩) ইলঃ, (৪) বর্হিঃ, (৫) দেবীর্দ্বারঃ, (৬) উষসানক্তা, (৭) দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ, (৮) সরস্বতীলাভারত্যঃ, (৯) ত্বষ্টা, (১০) বনস্পতিঃ, (১১) স্বাহাকৃতয়ঃ। দ্বিতীয় দেবতার বেলায় বিকল্প দেখা যাচ্ছে। মেধাতিথি আর দীর্ঘতমার আপ্রীসূক্তে নরাশংস এবং তনূনপাৎ দুটি দেবতার উদ্দেশ্যেই একটি করে মন্ত্র আছে।[১] অগস্ত্য বিশ্বামিত্র কাশ্যপ এবং জমদগ্নির আপ্রীসূক্তে দ্বিতীয় দেবতা শুধু তনূনপাৎ, আর বাকি চারটিতে শুধু নরাশংস। বিকল্পের এই কারণ।

সূক্তগুলির নাম 'আপ্রী' কেন ? শব্দটির তিনটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, 'আপ্রী "যাজ্যা" বা যাগের মন্ত্র—এই মন্ত্র পাঠ করে দেবতার প্রীতিসম্পাদন করতে হয় বলে এদের নাম "আপ্রী" (৬।৪)।' শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, 'যজ্ঞে যে দীক্ষিত হয়, সে যেন সমস্ত মন দিয়ে সমস্ত আত্মা দিয়ে যজ্ঞকে সম্পূরিত করে। সে গুটিয়ে যেতে চায় বলে তার আত্মা যেন রিক্ত হয়ে যায় ; সেই আত্মাকে

---

(১) সুতরাং মন্ত্রসংখ্যা প্রথমটিতে বারো এবং দ্বিতীয়টিতে শেষের একটি ঐন্দ্রী ঋক্ নিয়ে তেরো। মন্ত্রসংখ্যা বারো হলে তার তাৎপর্য বিশ্বাত্মভাবনাতে (দ্র. শ. ব্রা. ৬।২।১।২৮-৩১, ৬।২।২।৩১)।

এই আপ্রী দিয়ে "আপ্যায়িত" করা হয়, তাই এদের নাম আপ্রী' (৩।৮।১।২)। আপ্রী এখানে প্রযাজ-দেবতার সংজ্ঞা, পুরুষের প্রাণ এবং আত্মার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আছে (৩।৮।১।৩)। আবার যাস্ক বলেন, 'আপ্রিয়ঃ কস্মাৎ ? আপ্নোতেঃ প্রীণাতের্বা, আপ্রীভিরা প্রাণাতীতি চ ব্রাহ্মণম্'—আপ্রী কি করে হল ? আপ্ ধাতু বা প্রী ধাতু থেকে ; অর্থাৎ দেবতাদের পাওয়া যায় কিংবা তাঁদের প্রীত করা হয়, তাই তাঁরা 'আপ্রী' (৮।৪)।[২] দেখা যাচ্ছে, কোনও মতে আপ্রী মন্ত্র, কোনও মতে দেবতা।

আপ্রীসূক্তের দেবতারা যজ্ঞাঙ্গ না অগ্নি, তা নিয়ে যাস্ক সাম্প্রদায়িক মতভেদের উল্লেখ করেছেন। কাত্থক্য বলেন, 'ইধ্মঃ' বা 'সমিদ্ধঃ' বস্তুত যজ্ঞের সমিধ্, 'তনূনপাৎ' আজ্য বা ঘৃত, 'নরাশংসঃ' যজ্ঞ, 'দ্বারঃ' যজ্ঞগৃহের দ্বার, 'বনস্পতিঃ' যূপ; কিন্তু শাকপূণি বলেন—এসবই বোঝাচ্ছে অগ্নিকে। এই মতান্তরের মাঝে পরবর্তী যুগের কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীদের বিরোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বেদার্থমীমাংসায় রহস্যপ্রস্থান ও উপনিষৎপ্রস্থানের সূক্ষ্মভেদেরও মূল এইখানে। যাস্ক স্বয়ং শাকপূণির মতের সমর্থক (৮।২২)।

আপ্রীসূক্তের দেবতাদের আবার প্রযাজ-দেবতাও বলা হয়। প্রধান যাগের আগে ভূমিকাস্বরূপ যে-যাগ করা হয়, তার নাম 'প্রযাজ' (তু. ত্রিবেণীসঙ্গম বা 'প্রয়াগ')। সব যাগে প্রযাজের সংখ্যা সমান নয়। কোনও-কোনও ইষ্টিযাগে (যেমন দর্শ বা পৌর্ণমাস যাগে, হব্য—পুরোডাশ অর্থাৎ যব বা চালের রুটি।) পাঁচটি প্রযাজ। কিন্তু

---

(২) যাস্ক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বচন তুলেছেন। সেখানে আপ্রী কিন্তু মন্ত্র, শতপথ ব্রাহ্মণেই দেবতা। দুর্গ বলেন, 'আপ্রিয় ঋচঃ, তৎসম্বন্ধাৎ দেবতা অপি।' আপ্ধাতু হতে ব্যুৎপত্তির কোনও প্রমাণ যাস্ক দেননি ; কিন্তু ঐতরেয় ভাষ্যে সায়ণ শাখান্তরের বচন তুলে দিচ্ছেন, 'আপ্রীভিরাপ্নুবন্, তদাপ্রীণামাপ্রীত্বম্' (তৈত্তিরীয় ব্রা, ২।২।৮।৬)। শতপথ ব্রাহ্মণের ব্যুৎপত্তি আক্ষরিক নয়, নিগূঢ় তাৎপর্যের বোধক। এই ধরণের ব্যুৎপত্তি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের একটি সুপরিচিত পদ্ধতি, শব্দবিজ্ঞান দিয়ে তার বিচার করা চলে না। ঋগ্বেদে 'আপ্রী' শব্দ নাই, কিন্তু একজায়গায় আছে 'আপ্র' ('আপ্রস্য বব্রিনি' —১।১৩২।২)। সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'আপনশীলস্য, ইতস্ততো ব্যাপ্তস্য শূরস্য' ; Geldner বলেন, যেমন গায়ত্রী ।। গায়ত্র, তেমনি আপ্রী ।। আপ্র, অর্থ প্রীতিসাধক, বোঝায় যজমানকে। অনুক্রমণিকাকার 'আপ্রী' এবং 'আপ্র' দুটি সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন (১।১৩)। দেবতার প্রশস্তিকে যেমন বলা হয় 'শংস', তেমনি তাঁর প্রীতিসাধক মন্ত্রমালাকেও বলা যেতে পারে 'আপ্রী'। সুতরাং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ব্যুৎপত্তিই সঙ্গত (দ্র, শাঙ্খায়ন ব্রা. ১০।৩ ; তু, শ. ব্রা. ৩।৮।১।২, ৬।২।১।২৮, ৩১ ; — ১১।৮।৩।৫, ১৩।২।২।১৪ ; তাণ্ড্য ব্রা. ১৫।৮।২, ১৬।৫।২৩)।

পশুযাগে এগারটি। সুতরাং আপ্রীসূক্তগুলির বিনিয়োগ পশুযাগে।

পশুযাগ দু'রকম। একটি স্ব-তন্ত্র, তার নাম 'নিরূঢ়পশুবন্ধ' আর কতগুলি সোমযাগের অঙ্গীভূত বলে নাম 'সৌমিক'। নিরূঢ়পশুবন্ধ বছরে একবার কি দু'বার করবার নিয়ম। একবার করলে বর্ষাকালে শ্রাবণ কি ভাদ্রের অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় করতে হয় ; আর দু'বার করলে করতে হয় দক্ষিণায়নের এবং উত্তরায়ণের আদিতে। ঋতুচক্রের সঙ্গে এমনি করে যজ্ঞকে বেঁধে দেওয়ার তাৎপর্য ঋতচ্ছন্দা বিশ্বশক্তির আনুকূল্যকে আত্মোন্নয়নের কাজে লাগানো।

এগারটি প্রযাজের প্রথম দশটিতে হব্য হল আজ্য, আর শেষ প্রযাজের হব্য পশুর 'বপা', বা নাভির পাশের মেদ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, 'শেষ প্রযাজের দেবতা স্বাহাকৃতিরা বস্তুত বিশ্বদেবগণ অর্থাৎ বিশ্বের সমষ্টি চিৎশক্তি। এই বপাহুতি অমৃতাহুতি এবং অধ্যাত্মবীর্যরূপে অশরীরা ; তাই এতে যজমান অমৃতত্ব লাভ করে' (৭।৩, ৪)। পশু বস্তুত যজমানের 'নিষ্ক্রয়'। দেবতার কাছে যেখানে নিজেকে আহুতি দিতে হবে, সেখানে নিজের প্রতিনিধিরূপে অন্যকিছু আহুতি দেওয়ার নাম নিষ্ক্রয়। সমস্ত যজ্ঞবিধির প্রতিষ্ঠা এই নিষ্ক্রয়বাদের উপর। দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের একটা প্রতীকমাত্র। পশুবলি আত্মবলির নামান্তর।

বৈদিক যজ্ঞে রক্তের স্রোত বইত, এ-ধারণা ভুল। ইষ্টিযাগই করা হত বেশী, তাতে পশুর দরকারই হত না। নিরূঢ়পশুবন্ধ বছরে দু'বারের বেশী করা চলত না, তাতে মাত্র একটি পশুর দরকার হত। সোমযাগে একাধিক পশুর দরকার হলেও তার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকত, ইচ্ছামত সংখ্যা বাড়িয়ে রুধিরকর্দম করবার উপায় ছিল না। তাছাড়া সোমযাগ জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সবার পক্ষে করা সম্ভবও হত না। মোটের উপর বৈদিকযাগে পশুবধের ব্যাপারে এমন একটা সংযম ছিল, যা এ-যুগের বলিদানেই বরং আমরা দেখতে পাই না।

প্রধান যাগের আগে যেমন প্রযাজ, তেমনি তার শেষে 'অনুযাজ'। প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতার স্বরূপ কি তা নিয়ে যাস্ক বিচার করেছেন (৮।২১-২২)। ব্রাহ্মণের উক্তি তুলে দেখিয়েছেন, দুটি যাগের দেবতা কোথাও ছন্দ ঋতু বা পশু, কোথাও প্রাণ বা আত্মা। নিজে সিদ্ধান্ত করেছেন, দেবতা অগ্নি। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যেমন ব্রাহ্মণ-বচন তুলে দিয়েছেন, তেমনি ঋগ্বেদ হতেও দেখিয়েছেন, সৌচীক অগ্নি বিশ্বদেবগণের কাছে প্রযাজ ও অনুযাজ এই দুটি যাগের অধিকার দাবি করছেন, দেবতারাও সে-দাবি মেনে নিয়ে বলছেন, 'তব প্রযাজা অনুযাজাশ্চ'

(১০।৫১।৮-৯)। এই সৌচীক অগ্নি অজর অমর তুরীয় অগ্নি, প্রাণসমুদ্রের অতলে নিহিত দিব্য অভীপ্সার সিদ্ধধর্ম (দ্র. তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৬।৬)। আপ্রীসূক্তের দেবতারা যে অগ্নিরই বিভূতি, সংহিতার প্রমাণ থেকে এবিষয়ে আর সন্দেহ রইল না।

কিন্তু যাস্কের উল্লিখিত বিচারে যজ্ঞীয় তাৎপর্যের একটা দিকের আভাস মেলে। প্রযাজ আর অনুযাজ প্রধান যাগের উপক্রম এবং উপসংহার,—এ-দুটি ভাবনার বেষ্টনীতে উৎসর্গের মূল ভাবনাটি যেন সম্পুটিত রয়েছে। এই সম্পুট রচব কি দিয়ে — ছন্দ দিয়ে, কালচক্রের আবর্তন দিয়ে অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির উর্ধ্বায়ন দিয়ে[৩] ; কিংবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মুখ্যপ্রাণ বা আত্মা দিয়ে? ভাবনার আশ্রয় যাই হ'ক না কেন, সব-কিছুকে অভীপ্সার আগুনে প্রজ্বল করে তুলতে হবে, শেষ সিদ্ধান্তের এই হল তাৎপর্য।

আর একটি কথা। আপ্রীসূক্তের অগ্নি দেবতা এবং পশুযাগে তার বিনিয়োগ— এটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ। পশু অমার্জিত প্রাণ অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। আত্মচেতনা সবে তার মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে (< √ পশ্ 'দেখা')। সে প্রমত্ত, তবুও বশ্য এবং দেবতার বাহন হবার যোগ্য। কিন্তু এই যোগ্যতাকে সার্থক করতে হলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে তাকে চিন্ময় হতে হবে। আমার প্রাণই পশু, আমার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার নিত্যদহনই অগ্নি, আমার আত্মাই দেবতা। সমিদ্ধ চেতনার সংবেগে অবর প্রাণের চিন্ময় রূপান্তরই পশুযাগের তাৎপর্য।

আপ্রীসূক্তগুলি যে প্রাণের ঊর্ধ্বায়নের দ্যোতনা বহন করছে (তু. শাঙ্খায়ন ব্রা 'প্রাণা বা আপ্রিয়ঃ' ১৮।১২), তার একটি প্রমাণ মেলে এদের সম্পর্কে নানাভাবে বিশেষ করে এগার সংখ্যার ব্যবহারে। প্রথমত সূক্তের দেবতারা সংখ্যায় এগারজন; দুটি ছাড়া সবগুলি সূক্তেই ঋক্‌সংখ্যা এগার ; ঋগ্বেদে আপ্রীসূক্তের সংখ্যা দশ, কিন্তু যাস্ক তার সঙ্গে একটি প্রৈষিক আপ্রীসূক্ত (ঋ. পরিশিষ্ট প্রৈষাধ্যায়, মৈত্রায়ণী সং. ৪।১৩।২, কাঠক সং ১৫) যোগ করে সূক্তসংখ্যাকে করেছে এগার। এগার সংখ্যাটি অন্তরিক্ষের ভাবনার সাথে যুক্ত—যেমন আট সংখ্যাটি পৃথিবীর, বারো দ্যুলোকের, অন্তরিক্ষ প্রাণলোকের। শতপথব্রাহ্মণে প্রাণবৃত্তির সংখ্যা এগার '৩।৮।১।৩।) ; বৃহদারণ্যক উপনিষদে একাদশ রুদ্রকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে, একাদশ প্রাণ

---

(৩) এই তিনটি ভাবনার সঙ্কেত আছে তিনটি বেদাঙ্গে—ছন্দে, জ্যোতিষে এবং কল্পে।

(৩।৯।৪) ; রুদ্রগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা।

অভীপ্সার আগুন সমিদ্ধ করা থেকে শুরু করে স্বাহাকৃতিতে বিশ্বদেবতার কাছে চরম আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত উৎসর্গভাবনার একটি পুরো ছবি পাওয়া যায় আপ্রীসূক্তগুলিতে।

আপ্রীসূক্ত অন্যান্য বেদেও আছে ঃ দ্র. বাজসনেয়ী সংহিতা ২০।৩৬-৪৬, ২০।৫৫-৬৬, ২১।১২-২২, ২১।২৯-৪০, ২৭।১১-২২, ২৮।১-১১, ১২-২২, ২৮।২৪-৩৪, ২৯।১-১১, ২৯।২৫-৩৬ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।১।৮।১-১২ ; অথর্বসংহিতা ৫।১২ (= ঋ. ১০।১১০), ৫।২৭। সব সূক্তেরই ধরন এক। আপ্রীসূক্তের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।৪ ; দ্র. তৈত্তিরীয় ব্রা. ২।৬।১২, ১৮)।

Haug বলেন—বেদের আপ্রী এবং আবেস্তার *Afringan* এর মূল একই। বর্তমান সূক্তটির ছন্দ ত্রিষ্টুপ্।

উদ্যমো ভৈরব:
গৌরবিত হেতু ক্রিয়া পূজা

১

সমিৎসমিৎ সুমনা বোধ্যস্মে
শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ।
আ দেব দেবান্ যজথায় বক্ষি
সখা সখীন ত সুমনা যক্ষি অগ্নে।।

যাস্কের মতে প্রথম আপ্রীদেবতার নাম 'ইধ্মঃ' (যদিও ব্যুৎপত্তি দিতে গিয়ে বলেছেন 'ইধ্মঃ' "সমিন্ধনাৎ" ৮/৫ ; ঋগ্বেদে 'ইধ্মঃ' সর্বত্র ইন্ধন বোঝায়) ; কিন্তু সংহিতায় দেবতার নাম 'সমিদ্ধঃ'। নামটির কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে (যেমন এই মন্ত্রেই), 'সমিধ্' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তাকে দ্যোতিত করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে 'সমিধ্' দেবতা ও যাগ দুয়েরই নাম। কাত্থক্যের মতে দেবতা যে 'যজ্ঞকাষ্ঠ' তা আগেই বলেছি। ঐ. ব্রা. বলছেন, 'প্রাণা বৈ সমিধঃ, প্রাণা হিদং সর্বং সমিন্ধতে যদিদং কিঞ্চ, প্রাণানেব তৎ প্রীণাতি, প্রাণান্ যজমানে দধতি'—প্রাণেরাই সমিধ, প্রাণেরাই এই যা-কিছু প্রজ্বল করছে, তাই (এই মন্ত্রপাঠের দ্বারা) হোতা প্রাণদেরই প্রীত করেন, যজমানে প্রাণাধান করেন (৬।৪)। **সমিৎ সমিৎ**—[ক্রিয়াবিশেষণ ; অথবা সমিধা-সমিধা ('সমিদ্ধঃ' ইতি শেষঃ ; তু. সমিদ্ধো অগ্নি সমিধা বা. সং. ২১।১২ ; হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং সমিধা সুষমিধা সমিদ্ধম্ ঋ. প্রৈ. ১)। অনন্য প্রয়োগ।] প্রত্যেকটি সমিধে বা জ্বলন্ত ইন্ধনে। ইন্ধন কি? অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সব-কিছু। তু. গীতা (৪।২৩-৩০) বিষয়, শ্বাস প্রশ্বাস, ভাবনা সবই ইন্ধন। সব কিছুকে আগুন করে তুলতে হবে। যিনি এমনি করে আধারে জ্বলে ওঠেন, তিনি 'সমিদ্ধঃ'। সাধনার প্রথম পর্বই হল ভিতরে এই আগুন জ্বালানো। তাই 'দীক্ষা' অর্থাৎ কিনা সব কিছু পুড়িয়ে দেবার, আগুন করে তোলবার জ্বলন্ত অভীপ্সা (< √ দহ্ + সন্)। **সুমনাঃ বোধি অস্মে**— [= অস্মাসু। সুমনাঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগ্নির বিশেষণ। তাঁকে ধরে সাধনার শুরু, সুতরাং তাঁর প্রসাদ চাই সবার আগে। বোধি < √ বুধ্ (জেগে ওঠা) + লোট্ হি।] আমাদের মধ্যে প্রসন্ন হয়ে জেগে ওঠ। উপনিষদে এই সৌমনস্য বা প্রসন্নতার অন্য নাম 'ধাতুপ্রসাদ', 'সত্ত্বশুদ্ধি'। ভিতরের সব ময়লা কেটে গেলে প্রসাদের আবির্ভাব হয়। তা চিত্তের শুচিতা, দীপ্তি এবং আনন্দ তিনই। পতঞ্জলি দৌর্মনস্যকে যোগবিঘ্ন বলেছেন (যোগসূত্র ১।৩১)। **শুচা-শুচা**—[অনন্য প্রয়োগ] তোমার শুভ্র শুচি প্রত্যেকটি শিখা দিয়ে। **বস্বঃ সুমতিম্**—[বস্বঃ < 'বসু'

(জ্যোতিঃ, দ্র. ৩।২।১১), ৬-এ] জ্যোতির প্রসাদ। আগের পাদে প্রার্থনা, 'তুমি প্রসন্ন হও' ; এখানে 'সেই প্রসাদ নিত্য আমাদের দিচ্ছ' (রাসি < √ রা (দান করা) + লট্ সি) এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। তু. ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ ৭।৩৯।১। দেবান্ বিশ্বদেবতাকে। একই দেবতা, কিন্তু তাঁর অগণন বিভূতি। সব বিভূতিই তিনি। এই বিভূতিবাদই বৈদিক একেশ্বরবাদের ভিত্তি। তিনি যুগপৎ এক এবং বহু দুই-ই। সৃষ্টি যদি তাঁ হতে আলাদা হত, তাহলে তাঁর বহুধা নির্মিতি এবং স্বভাবের একত্ব দুটিকে আলাদা করা যেত। কিন্তু তিনিই বহু হয়েছেন। তাই সবই চিন্ময়, সবই দেবতা। বহু দেবতা তাঁরই বহুরূপ। অন্তিম স্বাহাকৃতিতে এক অগ্নিই বিশ্বদেবতা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন বলে অনুভব করি, আপ্রী-সূক্তের এই পরম তাৎপর্যটি স্মরণে রাখতে হবে। **যজথায়**— [তু. যজথায় দেবঃ সুকীর্ত্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ২/২৮/১ ; আ দূতো বক্ষদ্ যজথায় দেবান্ ৩।৫।৯ ; সুযজ্ঞো অগ্নির্যজথায় দেবান্ ৩।১৭।১ ; হোতারম্ (অগ্নিং) মিয়েধে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ ৩।১৯।৫ ; যজথায় দেব (অগ্নে) ১০।৭।১ দেবো (অগ্নিঃ) যন্মর্ত্তান্ যজথায় কৃণ্বন্ ১০।১২।১। দেখা যাচ্ছে, 'দেবান্ যজথায়' একটি রূঢ় বাক্যাংশ এবং 'যজথ'-শব্দের চতুর্থী বিভক্তি তুমর্থক (যজথায় = যষ্টুম্)। < √ যজ্ (যজন করা ; উৎসর্গ এবং ভাবনার দ্বারা সিদ্ধ করা) + অথ] উৎসর্গের সাধনায় সিদ্ধির তরে। এমনিতর আরও সাধনা 'উক্থ' বা 'উচথ' (বাকের), 'বিদথ' (বিদ্যার), 'শমথ' (প্রশমের)। সাধনা এবং সিদ্ধি দুইই যজ্ঞ। উৎসর্গ হল সাধনা—সব-কিছু দেবতাকে দেওয়া ; আর ভাবনা সিদ্ধি—নিজেকে রিক্ত করে তাঁকে পাওয়া বা তিনি হওয়া। এখানে সিদ্ধিই লক্ষিত। **বক্ষি**—[√ বহ্ (বহন করা) + লেট্ সি] বয়ে এনো। **সখা সখীন্**—সখা হয়ে সখাদিগকে (বিশ্বদেবতাকে)। অগ্নি ও বিশ্বদেবতার সাযুজ্য। আধারে আগুন জ্বলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিৎশক্তিরাজির উন্মেষ ঘটে। **যক্ষি**—[√ যজ্ + লেট্ সি] (আধারে) সিদ্ধ করে তুলে।

এই ঋক্‌টিকে পাই দিব্যভাবনার প্রথম পর্বে। বৃহৎ হবার (উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মভাবনার) যে আকূতি প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রয়েছে আমাদের মধ্যে, জ্বালাময় অভীপ্সায় তা প্রজ্বল হয়ে উঠলেই আধারে অগ্নি 'সমিদ্ধ' হলেন। আগেই দেখেছি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে এটি হল সাধকের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ক্রিয়া। উপনিষদেও আছে, নিজের দেহকেই অধরারণি আর প্রণবকে উত্তরারণি করে ধ্যাননির্মন্থনের অভ্যাস দ্বারা নিগূঢ় দেবতাকে আবিষ্কার করতে হবে এই আধারে (শ্বেতাশ্বতর

১।১৪)। দেহ দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, হৃদয় দিয়ে তাঁকে পেতে হবে সত্তার পরিপূর্ণ আপ্যায়নে—এই হল বৈদিক সাধনার মর্মকথা।....অন্যান্য আপ্রীসূক্তে এই সমিদ্ধ অগ্নির সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি এই পার্থিব আধারে থেকেই ব্যাপ্ত হচ্ছেন বিশ্বভুবনে (২।৩।১)। তাঁর তেজঃপুঞ্জ স্পর্শ করছে দ্যুলোকের উত্তুঙ্গতাকে, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে এক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে (৭।২।১) অধ্যাত্মভাবনায় এর তাৎপর্য কি তা সুস্পষ্ট। বাজসনেয়ী সংহিতা বলেন, এই সমিদ্ধ অগ্নি গায়ত্রী ছন্দ এবং দেড়বছরের একটি গো-র সঙ্গে [গো আলোর প্রতীক, পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলিতে তার বিচিত্র অভ্যুদয় ও রূপান্তরের কথা আছে] মিলিত হয়ে (আধারে) নিহিত করেন ইন্দ্রবীর্য এবং তারুণ্য (২১।১২ ; তু. ২৮।২৪)। একটি মন্ত্রে এই সমিদ্ধ দেবতাকে বলা হয়েছে বজ্রবাহু বৃত্রঘাতী ইন্দ্র (বা. সং, ২০।৩৬ ; তু. ২১।২৯, ২৮।১, ২৮।২৪)। অগ্নি এবং ইন্দ্রের সাহচর্য বেদে সুপ্রসিদ্ধ। সাধনায় অভীপ্সা এবং বজ্রবীর্য দুইই চাই।

আমাদের সব-কিছু ইন্ধনরূপে তোমায় সঁপে দিয়েছি, হে দেবতা। তাদের তোমার ছোঁয়ায় আগুন করে প্রসন্নদীপ্তিতে জেগে ওঠ এই আধারে, তোমার শুভ্র-শিখার হানায়-হানায় আলোর প্রসাদ যে ঝরে পড়ে আমাদের অঙ্গে-অঙ্গে। হে চিন্ময়, আনো আমাদের উৎসর্গের সাধনায় বিশ্বদেবতার চিন্ময় প্রভাস। প্রসন্ন হও, হে তপোদেবতা ; তাঁর ছন্দে ছন্দিত হয়ে তাঁকে মূর্ত কর আমাদের মাঝে :

সমিধে-সমিধে প্রসন্ন হয়ে জেগে ওঠ আমাদের মাঝে,
শুভ্র-শুচি শিখায় শিখায় ঝরে যে তোমার আলোর প্রসাদ।
হে চিন্ময়, বিশ্বদেবতাকে এই উৎসর্গের সিদ্ধিতে আন বহন করে —
সখা হয়ে সখাদের তোমার সৌমনস্যে মূর্ত কর, হে তপোদেবতা।।

২

যং দেবাসস্ ত্রির্ অহন্ন্ আয়জন্তে
দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্
তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধন্তম্।।

যং—যাঁকে। দেবাসস্—দেবতারা। অহন্ ত্রিঃ—অহন্ = অহনি। দিনের

মধ্যে তিনবার। সোমযাগের সুত্যাদিবসে তিন বেলায় তিনটি সবন হয়। সোমযাগের সবন সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত, পুরুষই যজ্ঞ—এ-শিক্ষা দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের কাছে পেয়েছিলেন (ছা. ৩।১৬-১৭)। **আয়জন্তে**—দেবযজ্ঞের দ্বারা রূপায়িত করেন। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসৃষ্টি, আর দেবযজ্ঞ বিসৃষ্টি (দ্র. ঋ. ১০।৯০।৬-১৬, ১২৯।৬; মানুষের মধ্যে দেবতাদের অগ্নিজনন। তু. ৩।২।৩)। দিবে দিবে—দিনে-দিনে ; জ্যোতির্ভূমির পরম্পরায়। দিব বা দিনের আলো চিজ্জ্যোতির প্রতীক। **বরুণঃ মিত্রঃ অগ্নিঃ**—সাধনদৃষ্টিতে এঁদের নিতে হবে বিলোমক্রমে। অগ্নি 'উষর্ভুৎ'—জাগেন ভোরের আলোয়, মিত্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি, আর বরুণ লোকোত্তর নৈশাকাশে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বা তারকাখচিত অমার আলো। আধারে তনূনপাৎকে তিনটি দেবতা ফুটিয়ে চলেন এইভাবে ; আদিতে অগ্নি তাঁকে রূপ দেন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিচেতনার আকারে, তারপর মিত্র বিশ্বচেতনার মাধ্যন্দিন দীপ্তিতে এবং অবশেষে বরুণ লোকোত্তর অমৃতচেতনার শূন্যতায়। জীবনপ্রভাতে সূর্য্যের উদয় এই তিনটি দেবতার চক্ষুরূপে (দ্র. ১।১১৫।১)। লক্ষণীয়, তনূনপাৎ স্বয়ং অগ্নি হলেও এখানে অগ্নিকে আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্নি লোকব্যাপ্ত বৈশ্বানর, তনূনপাৎ তাঁর ব্যক্তি-বীজ। স ইমং যজ্ঞং মধুমন্তং নঃ কৃধী—সেই তিনি আমাদের এই যজ্ঞকে মধুমান করুন। **ঘৃতয়োনি**—ঘৃত বা তপোদীপ্তি যার যোনি অর্থাৎ উৎস। বিশেষণ, ঋ. তে কেবল অগ্নি (৫।৮।৬) এবং মিত্রাবরুণের বেলায় (৫।৬৮।২)। **বিধন্তম্**—এখানে 'পরিচরণ' অর্থ খাটে না, বরং বোঝায় তার ফলকে—লক্ষ্যে পৌঁছানকে।

তনূনপাৎ-এর উপাসনায় আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার দ্বিতীয় পর্বে। অগ্নি-সমিন্ধনে জীবনের মোড় ফিরে গেছে, আধারে সঞ্চারিত হয়েছে একটা তাপ। সেই তপোজ্যোতির আবেষ্টনে নক্ষত্রবিন্দুর মত তনূনপাৎকে অনুভব করছি প্রাণস্পন্দিত চিৎসত্ত্বের ভ্রূণরূপে।

এই আধারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে পরমপুরুষের যে-অগ্নিবীজ, চেতনার উত্তরণের পর্বে-পর্বে তাকে স্ফুরিত করে চলেছেন দেবতারা। জীবনের উষায় জাগে অভীপ্সার আগুন, ব্যক্তিচেতনাকে করে দেবজন্মের তরে উৎসৃষ্ট। জীবনের মধ্যদিনে চিদাকাশে ঝলসে ওঠে বিশ্বচেতনার সৌরদীপ্তিতে মিত্রের প্রসাদ। আর তার সায়ন্তন পর্বে নেমে আসে বরুণের অমার আলো—বিশ্বোত্তীর্ণের অনির্বচনীয়তায় হয় সকল এষণার সমাপন।...হে স্বয়ম্ভু তপোদেবতা, তোমাকেই ঘিরে আমাদের সাধনা চলেছে জীবন জুড়ে। উদ্দীপ্ত তপস্যার বহ্নিজ্বালায় তার শুরু, উত্তরণের শরবৎ

তীক্ষ্ণ অভিযান তার মধ্যপর্ব। আনন্দের অমৃতপ্লাবনে তার অবসান ঘটাও, হে তপের শিখা :

যাঁকে দেবতারা তিনবার দিনের মধ্যে আযজন করেন
আলোয়-আলোয় আযজন করেন বরুণ মিত্র আর অগ্নি,
সেই তুমি এই যজ্ঞকে মধুমান কর আমাদের
হে তনূনপাৎ, তপোদীপ্তি যার উৎস, লক্ষ্যবেধে যা তৎপর।।

৩

প্র দীধিতির্বিশ্ববারা জিগাতি
হোতারম্ ইলঃ প্রথমং যজধ্যৈ।
অচ্ছা নমোভির্বৃষভং বন্দধ্যৈ
স দেবান্ যক্ষদিষিতো যজীয়ান্।।

দীধিতি ঃ— [< √ ধী—'ভাবনা করা, ধ্যান করা'। নিঘ. 'কিরণ' ১।৫, 'অঙ্গুলি' ২।৫ ; মূল ধ্যান অর্থ থেকে একটিতে প্রজ্ঞার এবং আরেকটিতে কর্মের ব্যঞ্জনা (তু. ঋ. ৭।১।১, সেখানে দুটি অর্থই পাওয়া যায়)] ধ্যানচেতনা। **বিশ্ববারা**— [ঋ. তে অগ্নি বৃহস্পতি বায়ু, ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় উষা সবিতা ও দ্যাবাপৃথিবীর বিশেষণ ; রয়ি রথ নিযূৎ দ্রবিণেরও বিশেষণ ; একজন ঋষি 'বিশ্ববার' (৫।৪৪।১১), ঋষিকা 'বিশ্ববারা' (৫।২৮ সু.)। অনুরূপ ঃ অগ্নিঃ বিশ্ববার্যঃ ৮।১৯।১১ ; আবার 'হবং বিশ্বপ্সুং বিশ্ববার্যম্'—সেই দেবহূতি যা বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিচিত্র এবং বিশ্বদেবগণের বরেণ্য বা কাম্য (৮।২২।১২)। 'বিশ্ববার'-দুই অর্থে হতে পারে—'বিশ্বের বরেণ্য' অথবা 'বিশ্বকে যা আবৃত করে'। দেবতার বেলায় দুটি অর্থই হয়। কিন্তু 'দীধিতি'র বেলায় দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত।] বিশ্ব-আবরণকারিণী। 'বিশ্ববারা দীধিতি'—সেই ধ্যানচেতনা যা বিশ্বকে আবৃত করে। (তু. স ভূমিং 'বিশ্বতো বৃত্বা' অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১)। ধ্যানচেতনার এই ব্যাপ্তিতেই ঔপনিষদ্ ব্রহ্মের অনুভব। জিগাতি—এগিয়ে চলে। হোতারম্—হোতাকে, অগ্নিকে। **ইলঃ**— [যাস্ক ঈলঃ সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন ঈড় বা ইন্ধ্ ধাতু থেকে (নি. ঈল. ঈট্টেঃ স্তুতিকর্মণ ইন্ধতের্ বা ৮।৭)। কিন্তু সংহিতাতেই 'ইসিত' যখন সংজ্ঞাটির এক পর্যায়, তখন

মূল ব্যুৎপত্তি ইষ্ ধাতু ধরাই সঙ্গত। ইষ্ ধাতু যজ্ ধাতু হতে আসতে পারে, স্বতন্ত্রও হতে পারে। অর্থের দিক দিয়ে দুটি ধাতু পরস্পর জড়িয়ে গেছে, তাইতে 'ইষ্টি' যজ্ঞ বা এষণা দুই-ই বোঝায়। ঈড্ ধাতুও এসেছে এই থেকে (তু. নি. ঈলির্ অধ্যেষণকর্ম্মা, পূজাকর্মা বা ৭।১৫)। তার মূল অর্থ 'খোঁজা' ; পূজা ও বন্দনা (তু. ঈড্য এবং বন্দ্য পাশাপাশি ১০।১১০।৩, মা. ২৯।৩, ২৮) অর্থ এসেছে অনুষঙ্গ ক্রমে খোঁজার সাধন হিসাবে। সত্যকে খুঁজতে হবে নচিকেতার মত অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে, এই ভাবটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। নিরুক্তের দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি তারই ইঙ্গিত করছে। অনেক ব্যুৎপত্তির মতই এটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। ধাতুটির অর্থপরিণাম তাহলে এই দাঁড়াবে ঃ 'খোঁজা' (√ ইষ্), ভাবনা করা (√ যজ্) < 'জ্বালানো' (√ ইন্ধ্—'জ্ঞানযজ্ঞ থেকে এইখানে দ্রব্যযজ্ঞের ব্যঞ্জনা আসছে) < 'পূজা করা, স্তুতি করা'।] এষণা, জীবের ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্তশিখা। প্রথমং—প্রথম। হোতার বিশেষণ। **যজধ্যৈ**— [√ যজ্ < 'জ্বালানো' 'জাগানো'] জ্বালিয়ে তুলবে বলে, অন্তরের অভীপ্সাকে জাগিয়ে তুলবে বলে। 'ইড়্' বা এষণার 'প্রথম হোতা' অগ্নি, কেন না তিনিই আমাদের মধ্যে অমৃতের এষণা জাগিয়ে তোলেন। 'দীধিতি' বা ধ্যানদীপ্তি চলেছে তাঁর যজন করতে অর্থাৎ তাঁকে প্রবুদ্ধ করতে। ধ্যানে দেবতা মূর্ত্ত হবেন—শুরু হবে এষণা তাঁরই প্রসাদে।

আপ্রীসূক্তের তৃতীয় দেবতা ঈল। এই নামটি কেবল নিঘণ্টুতে আর প্রৈষসূক্তে পাওয়া যায়, নতুবা সংহিতায় তাঁকে ঈড় বা ঈষ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন নানা বিশেষণের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। সেকানে কোথাও তিনি 'ঈলিত', কোথাও 'ঈলেন্য', কোথাও 'ঈডান', কোথাও 'ইড়্', কোথাও বা 'ইষিত'। এক জায়গায় শুধু ঈড্ ধাতু দিয়ে তাঁর সূচনা, আরেক জায়গায় শুধু 'ইডাভিঃ' দিয়ে।

আপ্রীদেবতা ঈল. তাহলে জীবের ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্তশিখা—এই আপ্রীসূক্তেই যার দেবতা 'ইলা'। তাঁকে জীবনের বেদিতে জ্বালাতে হবে (ঈলেন্যঃ), জ্বালানো হচ্ছে (ঈলান), জ্বালানো হয়েছে (ঈলিতঃ) অথবা তিনি প্রজ্বল শিখা (ঈলঃ, ইড়্)—এই তাঁর পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি 'ইলিত' অর্থাৎ সাধনার লক্ষ্য বা তাঁর আদিপ্রবেগ দ্বারা প্রবর্ত্তিত। এক কথায়, সাধনার অন্ত্যপরিণাম বা আদি প্রবর্ত্তনা দুইই তিনি। সংহিতায় বলা হচ্ছে, তিনি মানুষের আধারে মন্ত্রচেতনার দ্বারা বীজরূপে নিহিত এবং উদ্‌বোধিত। আদিম প্রাণের সুমঙ্গল সিসৃক্ষা তিনি, ভূলোক আর দ্যুলোকের মাঝে চলছে তাঁর দৌত্য। আধারে তিনি আবাহন করেন বৃত্রঘাতী ইন্দ্র আর মরুদ্‌গণকে, যাঁরা প্রাণের আলোর ঝড় তুলে ওজস্বী মনের দুর্ধর্ষ সংবেগে
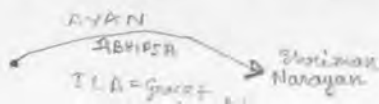
অন্ধতমিস্রার পাষাণ-আড়াল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন ; অথবা তিনিই গোত্রভিৎ বৃত্রঘাতী বজ্রবাহু পুরন্দর, ছুটে চলেন ক্ষিপ্রগামী তুরঙ্গের মত। তিনি অমৃতচেতনার সুনির্মল সংবেগ, অজস্র মধুর ধারায় বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন আধারের চিৎকূট হতে এবং আনন্ত্যের ঋদ্ধিকে ছিনিয়ে আনছেন অলখের কূল হতে।

এলাম উৎসর্গ ভাবনার তৃতীয় পর্বে। চিদ্‌বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, অভীপ্সার সংবেগে এইবার শুরু হল তার উত্তরণ। ইন্দ্রের তারুণ্য উপচে পড়ল।

আমার একাগ্রভাবনার চিন্ময় প্রভাস ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। তার শরবৎ তন্ময়তা সত্তার মর্ম্মে বিদ্ধ করল সেই উত্তরবাহিনী অগ্নিশিখার কন্দমূলকে, যেখান হতে আমার অলখের এষণার শুরু। এই চেতনায় মূর্ত করতে হবে সেই শিখার অনির্বাণ দহনকে, অজস্র প্রণতিতে নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে তাঁর মধ্যে, যাঁর অগ্নিবীর্য বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবে এই উষর আধারের। আমার প্রণতি আমার সমর্পণই জাগাক তাঁর মধ্যে উত্তরণের প্রবেগ, বিশ্বদেবতাকে আমার মধ্যে নামিয়ে আনুন তিনি চিন্ময় রূপায়ণের অনুত্তম শিল্পিরূপে :

যে ধ্যানদীপ্তি বিশ্ব-ছাওয়া, এগিয়ে চলেছে সে
এষণার প্রথম হোতাকে জাগিয়ে তুলবে বলে,
চলেছে তাঁর দিকে প্রণতি দিয়ে বীর্যবর্ষীকে বন্দনা করবে বলে।
তিনি দেবগনের যজন করুন আমারই প্রেরণায়—যিনি যাজকবর।।

৪

উর্ধ্বো বাং গাতুরধ্বরে অকার্য্-
উর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি।
দিবো বা নাভা ন্যসাদি হোতা
স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ।।

'উর্ধ্বঃ গাতুঃ'—উজান পথ। নিঘ. 'গাতু' পৃথিবী ৯।১। 'অধ্বরে' বা সহজের সাধনায় উজানপথের কথা পরের যুগে সাধনশাস্ত্রে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। এখানকার বর্ণনা কুণ্ডলিনীর উজানধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বাম্'—তোমাদের দুজনার, বর্হিঃ আর অগ্নির (সা.)। বর্হিঃর উজানপথ মর্ত্যপ্রাণের উর্ধ্বস্রোত। 'রজাং

সি'—প্রাণলোকসমূহের দিকে। লক্ষণীয়, এর পরেই আছে 'দেবীর দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ারদের কথা। আলোর উজানধারা একটির পর একটি প্রাণলোক ছাড়িয়ে চলে যে পর্যন্ত না জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে যায়। 'দিবঃ নাভা' [= নাভৌ] < √ নভ্, নহ্ 'বাঁধা', নি. নাভিঃ সন্নহনাৎ, নাভ্যা সন্নদ্ধা গর্ভা জায়ন্তে ৪।২১ ; তুলনীয়, Gk. Omphalos, Lat. Unbilicus, Germ, nabel, Eng. navel, nave ; also Lat, Umb 'Knob, boss on a shield'। যেখানে সব মিলে গাঁঠ পড়ে, তা থেকে 'গ্রন্থি, মর্মস্থান' (তুলনীয়, মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ ৬।৪৭।২৮)। চক্রের নাভি প্রসিদ্ধ, যেখানে অর বা শলাকাগুলি এসে মেলে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, এই কল্পনা হতে নাড়ীগ্রন্থিও 'নাভি'। নাভিতে অরসমূহ 'সমর্পিত' হয়, তা থেকে নাভি চিত্তের একাগ্রতারও প্রতীক। তুলনীয়, অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্ তত্রা মে নাভির্ আততা ১।১০৫।৮ ; 'অয়ম্ (ইন্দ্রঃ) ঈয়ত ঋত. যুগ্‌ভির্ অশ্বৈঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণীপ্রাঃ'—এই তিনি চলছেন ঋতুযুক্ত অশ্ব আর স্বর্জ্যোতির প্রাপক নাভির দ্বারা উপলক্ষিত হয়ে, চরিষ্ণুদের আপূরিত ক'রে (তুলনীয়, কঠোপনিষদের 'সদশ্ব' এবং 'মনঃপ্রগ্রহ' ১।৩।৬, ৯ ; 'চর্ষণী' উদ্যমী সাধক, তুলনীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, চরৈব ৭।১৫) ৬।৩৯।৪। নাভি জ্যোতির্ময় গ্রন্থি (তু. 'বিবস্বতি নাভা' ১।১৩৯।১, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়)। পৃথিবীর নাভি অগ্নি ১।৫৯।২ (তু. ১।১৪৩।৪, ৩।৫।৯, ৩।২৯।৪, ১০।১।৬ ; সোমও পৃথিবীর নাভিতে ৯।৭২।৭, ৯।৮২।৩, পর্জন্যরূপে, ৯।৮৬।৮)। দৈব্য হোতাদের বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর নাভিতে যেমন অগ্নিগ্রন্থি, তেমনি তার উপরে আছে আরও তিনটি গ্রন্থি (নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ২।৩।৭ ; তু. চতস্রো নাভো [< 'নাভ্'] নিহিতা অবো দিবো হবির্ ভরন্ত্য ঘৃতশ্চুতঃ ৯।৭৪।৬, সোমস্রাবী গ্রন্থি)। যেমন সবার নীচে পৃথিবীর নাভি একটি চিদ্‌গ্রন্থি (তু. মণিপুর), তেমনি দ্যুলোকের নাভি আরেকটি (তু. সহস্রার)। দুয়ের মধ্যে তিনটি বা চারটি নাভির পরম্পরা স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি গ্রন্থি—নাভিতে আনন্দ, হৃদয়ে পরমানন্দ, ভ্রূমধ্যে বিরমানন্দ, আর শিরসি সহজানন্দ। সোম ঋতের নাভি এবং অমৃত (৯।৭৪।৪), তাকে নাভির নীচে নামতে দিতে নাই (৯।১০।৮ ; তু. 'দিবি তে নাভা পরমো য আদদে'—দ্যুলোকের নাভিতে বাঁধা আছে সোমের পরম নাভি ৯।৭৯।৪)। 'বর্হিঃ বি স্তৃণীমহি'—বর্হিঃ অগ্নির সহচর, অগ্নিরই আরেক বিভাব। অগ্নি প্রত্যেক লোকে বা চক্রে গেলে পর তাঁকে ঘিরে বর্হিঃর প্রবর্জন ও বিস্তরণ করতে হবে অর্থাৎ প্রাণকে গুটিয়ে এনে ছড়িয়ে দিতে হবে (তু. সূর্যের তেজের সমূহন এবং রশ্মির ব্যূহন ঈশ.

১৬)। 'দেবব্যচা'— √ ব্যচ্ 'ছড়ানো ; ছাওয়া', যা দেবতাকে ছেয়ে আছে ; উহ্য 'মনসা'। পদপাঠ 'দেবব্যচাঃ', কিন্তু তাতে অর্থসঙ্গতি হয় না।

আপ্রীসূক্তের চতুর্থ দেবতা বর্হিঃ। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে বর্হিঃ কুশময় যজ্ঞাঙ্গ। অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা অগ্নিরই প্রতীক। যাস্কের ব্যুৎপত্তি 'বর্হিঃ পরিবর্হণাৎ' (নি. ৮।৮)। দুর্গ তার অর্থ করছেন 'ছেঁড়া' অথবা 'বৃদ্ধি পাওয়া'। 'ছেঁড়া' অর্থে বেদে বৃহ্ ধাতুর অনেক ব্যবহার আছে। কিন্তু বর্হিঃ-র মূলে স্পষ্টতই রয়েছে বৃহ্ ধাতু, যার অর্থ 'বেড়ে চলা'। ধ্বনিসাম্যের দরুন বর্হিঃ-র মধ্যে দুটি ধাত্বর্থেরই ব্যঞ্জনা এসে গেছে বলে মনে হয়। কুশ ছিঁড়লে পর তা বেড়ে যায় (দুর্গ) ; এই ভাবনা তার পিছনে আছে। কুশ ছেঁড়া হয় যজ্ঞের প্রয়োজনে—দেবতাদের জন্য আসন বিছাতে। ছিন্ন কুশ যজ্ঞের অঙ্গীভূত 'বৃহৎ' হয়। তখন সে 'বর্হিঃ' হয়। তখন সে 'বর্হিঃ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বৃহতের ভাবনার প্রতীক। শতপথব্রাহ্মণে বর্হিঃকে বলা হয়েছে ভূমা (১।৫।৪) এই অর্থ সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তির অনুকূলে। লক্ষণীয়, সংহিতাতেও বর্হিঃ সম্পর্কে 'প্রথন' বা বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা বার বার বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বৃহতী' ছন্দের বিধানও ব্যঞ্জনাবহ।

আবার দেখি, নিঘন্টুতে বর্হিঃ 'উদক' বা 'অন্তরিক্ষ' (১।১২, ১।৩), একটি প্রাণের প্রতীক, আরেকটি প্রাণভূমি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বর্হিঃকে বলছেন 'পশু' ঃ তাও প্রাণেরই প্রতীক। লক্ষণীয়, বর্হিঃ 'উদ্ ভিদ্'—মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না। ছিঁড়লে পর তার তীক্ষ্ণ সূচী দ্যুলোকের দিকে উদ্যত হয়ে থাকে। এই থেকে বর্হিঃকে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে দ্যুলোকাভিসারী অজর প্রাণের এষণা। আবার, অন্তরিক্ষ মধ্যস্থান ; বৃহতী সপ্তচ্ছন্দের মধ্যম ; হৃদয় 'মধ্য আত্মা' (কঠ ২।১।১২, ২।৩।১৭) বা যোগাসীন শরীরের মধ্যদেশ ; ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানরবিদ্যায় পাই, 'বক্ষঃস্থলই বেদি, তার লোমগুলি বর্হিঃ ; আর হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি' (৫।১৮।২)। এই থেকে ভাবতে পারি বর্হিঃ হৃদয়ে পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন, মূলাধার হতে সমিদ্ধ হয়ে উঠে এসেছে এইখানে।

ঋক্‌সংহিতা বলছেন, সহস্রবীর্যের আধার এই প্রাণের আসন বিছিয়ে দিতে হয় ওজঃশক্তি দিয়ে, দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে দ্যুলোকের নাভিতে। বসুগণ, রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ সেইখানে এসে বসেন। মনীষীরা সেইখানে দেখতে পান অমৃতকে। মাধ্যন্দিন সংহিতায় বললেন, এবার ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল বৃহতী, আর বাছুরটিরও বয়স হল তিন বছর।

এলাম উৎসর্গভাবনার চতুর্থ পর্বে। প্রাণের এষণা জ্যোতির্মুখ একাগ্রতায় উদ্যত হল দ্যুলোকের দিকে, তা-ই দিয়ে পরমদেবতার আসন রচলাম হৃদয়ে।

সহজের ছন্দে আমাদের চলা, কোথাও কৌটিল্য নাই তার মধ্যে। জীবনে তাই মর্ত্যের এষণা আর গুহাহিত অমর্ত্যের অভীপ্সা দুয়েরই তরে উজানের পথ আজ আমরা রচনা করেছি। তা-ই ধরে সমিদ্ধ অগ্নির উত্তরবাহিনী শিখারা কন্দমূল হতে ছুটে চলেছে প্রাণসমুদ্রের কূলে কূলে পাড়ি দিয়ে। একেকটি আলোর গ্রন্থি পথের মাঝে মাঝে। সেইখানে দেবতার আসন পাতি, আর জ্যোতিরগ্রা এষণার কুশমুষ্টি বিছিয়ে দিই তার 'পরে। আমাদের অন্তর তখন দেবতাকে জড়িয়ে ধরে হয় দেবময়:

তোমাদের তরে উজান পথ রচা হল ধূর্তিহীন সাধনায়।
উন্মুখ শুক্র জ্বালারা পার হয়ে চলল কত-যে ভুবন।
দ্যুলোকের নাভিতে কখনও-বা বসানো হল হোতাকে।
আমরা বিছিয়ে দিই দেবতা-ছাওয়া মন দিয়ে বর্হিঃকে।।

৫

সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা
ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন।
নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা
অভীহং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ।।

সপ্তহোত্রাণি—'হোত্রা' < √ হু 'আহুতি দেওয়া', অথবা √ হ্বে 'আহ্বান করা'। 'হোত্রম্' এবং 'হোত্রা' দুটি রূপ আছে। প্রকরণভেদে কোথাও বোঝায় আহুতির মন্ত্র, কোথাও-বা হোমকর্ম। হোতার যা কাজ, তাও 'হোত্র' (২।১।২, ১০।৯১।১০, ৫১।৪, ৫৩।৪…) ; 'হোতার পাত্র' ২।৩৬।১। নিঘ. 'বাক্' ১।১১, 'যজ্ঞ' ৩।১৭। 'সপ্ত হোত্র' সাতবার ডাকা এবং সাতবার আহুতি দেওয়া দুইই বোঝাতে পারে (তু. দ্রপ্সং জুহোম্য নু সপ্ত হোত্রাঃ ১০।১৭।১১ ; য়েভ্যো হোত্রাং প্রথমম্ আয়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নিঃ…সপ্ত হোতৃভিঃ ১০।৬৩।৭)। পদটি বর্তমান ঋকে শ্লিষ্ট, আহুতির সঙ্গে আহ্বানের ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে। সাতটি আহুতিতে সাতটি আলোর দুয়ার খুলে

যাবে, সাতটি সিন্ধুর প্লাবন নেমে আসবে আধারে। রহস্যার্থে বেদে সপ্ত সংখ্যার অনেক প্রয়োগ আছে। অবরার্ধের তিনটি তত্ত্ব এবং তারই মূল ও আয়তনরূপে পরার্ধের তিনটি তত্ত্ব, আর দুয়ের মাঝে সেতুরূপে একটি তত্ত্ব—এই থেকে সপ্তের কল্পনা। **'বৃণানাঃ'**—'বিশ্বে দেবাঃ' উহ্য। **ঋতে প্রতিয়ন্**—[তু. এমেনং 'প্রত্যেতন' সোমেভিঃ সোমপাতমম্ (ইন্দ্রম্) ৬।৪২।২] দেবতা এসে সামনে দাঁড়ালেন আমার আহ্বানে। তাঁদের আসার একটা ছন্দ আছে, যা তখন আমার জীবনেও ফোটে। **'নৃপেশসঃ'**—পৌরুষের রং লেগেছে যাঁদের মধ্যে। এঁরা 'দেবীর্ দ্বারঃ'। অগ্নির শিখাই এক ভূমি হতে আরেক ভূমির পথ খুলে দেয়। ব্যাপারটি বীর্যসাধ্য। অথচ দেববীর্যের মধ্যে আছে স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য।

আপ্রীসূক্তের পঞ্চম দেবতা 'দেবীর্ দ্বারঃ' বা জ্যোতির্ময় দুয়ারেরা। কাত্থক্য বলেন, দ্বার বলতে বোঝায় যজ্ঞগৃহের দ্বার ; শাকপূণি বলেন, দ্বার অগ্নি [৮।১০]। দুয়ারেরা অগ্নিশিখার প্রতীক, তাই সংজ্ঞাটি বহুবচনান্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অগ্নি দেবযোনি, যজমান তাই 'দেবময়, ব্রহ্মময়, অমৃতময়...হিরণ্যশরীর' হয়ে জন্মান।

প্রতীকরূপে সংহিতায় দ্বারের কথা অনেক জায়গায় আছে। দ্বার যেমন কোন-কিছুকে আড়াল করে রাখে, তেমনি আবার ভিতরে ঢোকবার পথও খুলে দেয় [তু. নি দ্বারো জবতের্ বা বারয়তের্ বা ৮।৯ ; আধুনিক ব্যুৎপত্তি < IE. dhuor, GK. thura, 'door']। অন্ধকারের আবরণ সরে গেলেই রুদ্ধ দুয়ার খুলে হয়ে যায় 'দেবীর্ দ্বারঃ' বা জ্যোতিরদুয়ার। তার আড়ালে আছে অশ্ব (ওজঃ), গো (প্রাতিভসংবিৎ), যব (তারুণ্য), বসু (জ্যোতি), রয়ি (প্রাণসংবেগ), ইষ্ (ইষ্টার্থ) বা সিন্ধু (অমৃতজ্যোতির ধারা)। দেবতা আগল ভেঙ্গে তা অনাবৃত করেন আমাদের কাছে। এই আগল ভাঙ্গা দুয়ার খোলার কাজ করেন অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম। আবার করেন অশ্বিদ্বয়, উষা এবং দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু বা সবিতা। প্রথম তিনজন ঋগ্বেদের তিন মুখ্য দেবতা, আর পরের তিনজন চিৎসূর্যের উদয়নের প্রথম তিন পর্বের দেবতা। ভাবতে পারি, পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত বিতত দেবযানের যে নিগূঢ় আলোকসরণি, তারই পর্বে-পর্বে আছে এইসব আলোর তোরণ। এর অধ্যাত্মব্যঞ্জনার উল্লেখ সংহিতাতেই আছে ঃ বলা হয়েছে, এই দুয়ার 'ঋতের দুয়ার', আরও স্পষ্ট করে 'মতির দুয়ার', আরেক জায়গায় 'ইন্দ্রের দুয়ার'। শতপথ ব্রাহ্মণে ছ'টি ব্রহ্মদ্বারের কথা পাই—'অগ্নির্ বায়ুর্ আপশ্ চন্দ্রমা বিদ্যুদ্ আদিত্য ইতি, (১১।৪।৪।১)—যারা স্পষ্টতই চেতনার উৎক্রমণের বিশিষ্ট একটি ক্রম বোঝাচ্ছে। উপনিষদেও ব্রহ্মদ্বারের কথা নানাভাবে আছে।

উপনিষদে যা লোকদ্বার, সংহিতায় তা-ই 'দেবীর্ দ্বারঃ'—দুটি সংজ্ঞারই

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্যোতির দুয়ার'। .....সংহিতার বর্ণনায় আপ্রীসূক্তের এই 'দেবীর্ দ্বারঃ' হিরণ্ময়ী, উশতী বা উতলা। অবরোধ উন্মোচন করে তাঁরা যে-বৈপুল্য আনেন, তা সূচিত হয়েছে এইসব বিশেষণে ; 'বিরাট্ সম্রাট্' ; 'বিভ্বীঃ 'প্রভ্বীর' 'বহ্বীশ্ চ ভূয়সীঃ' ; 'ব্যচস্বতী', 'উরুব্যচসঃ' 'বৃহতীঃ'। মাধ্যন্দিন সংহিতা বলেন, এইখানে এসে ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল পঙ্ক্তি, বাছুরটিও হল চার বছরের।

এলাম উৎসর্গ ভাবনার পঞ্চম পর্বে। বিশ্বচেতনার প্রভাস নেমে এল ওপার হতে, তারই আলোতে দেবযানের উত্তরাপথে দেখতে পেলাম সাতটি আলোর তোরণ—আমাদের অভীপ্সার উৎসর্পিণী শিখার বিতানে।

উত্তরণের পথে চেতনার অভিযান প্রতিপর্বে আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে—এমনি করে সাতটি বার। বিশ্বদেবতা সাড়া দেন আমার ডাকে, আমার আহুতিদের বরণ করে নেন দিব্যমনের প্রভাস দিয়ে। তাঁর নিশানা ফোটে—জীবনে ছন্দঃ-সুষমার আবির্ভাবে, তাঁর 'পরে তাঁর কূলছাপানো আলোর প্লাবনে।.....পরমকে পাওয়ার অবিশ্রান্ত সাধনা চলছে কতকাল ধ'রে। একটি একটি করে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে জ্যোতির দুয়ার। মনের ওপারে প্রজ্ঞানের ভূমিতে চিরন্তনী হয়ে আছেন যে জ্যোতিরঙ্গনারা, তাঁরা নেমে আসুন সেই দুয়ার পথে আমার এই উৎসর্গের সাধনায়, নিয়ে আসুন তাঁদের বীর্যোদ্দীপ্ত সুষমা:

> সাতটি আহুতিকে মন দিয়ে বরণ করলেন বিশ্বদেবতা
> ছাপিয়ে বিশ্বভুবন আমার পানে এগিয়ে এলেন ঋতের ছন্দে।
> পৌরুষরঞ্জিতা জ্যোতির প্রতিহারিণীরা বিদ্যার সাধনায় প্রজাত হয়ে
> এই যজ্ঞের উদ্দেশে বিচরণ করুন—যাঁরা প্রাক্তনী।।

৬

আ ভন্দমানে উষসা উপাকে
উত স্ময়েতে তন্বাবিরূপে।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদ্-
ইন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ।।

'আ'—['সীদতাম্' উহ্য] তু. ১।১৪২।৭, ১৩।৭, ৭।২।৬, আ নক্তা বর্হিঃ

সদতাম্ উষাসঃ ৭।৪২।৫, উষাসানক্তা সদতাং নি য়োনৌ ১০।৭০।৬ (১১০।৬); ঋতস্য য়োনাব্ ইহ সাদয়ামি ২৯।৬। উষার আর সন্ধ্যার জন্য আসন পেতে দেওয়া হচ্ছে প্রাণের মূলে (বর্হিঃহৃদয়), ঋতের গভীরে, সত্তার গহনে ('নি য়োনৌ')। আধারের সবখানি জুড়ে বসবেন তাঁরা। **ভন্দমানে**—[<√ ভন্দ্ > ভদ্। ভন্ 'কথা বলা', নি, ভন্দনা ভন্দতেঃ স্তুতিকর্মণঃ ৫।২ ; নিঘ. 'জ্বলে ওঠা' ১।১৬ ; 'অর্চনা করা, গান করা' ৩।১৪ ; আরও তু. 'ভদ্র' উজ্জ্বল, শোভন, সুমঙ্গল] উজ্জ্বলা প্রদীপ্তা। **উপাকে**—[বিণ. আদ্যুদাত্ত দ্বিবচন < 'উপাকা' — তু. ঋ. আ ভন্দমানে উপাকে নক্তোষাসা সুপেশসা ১।১৪২।৭, য়জতে উপাকে উষাসানক্তা ১০।১১০।৬। অন্তোদাত্ত—সিন্ধোয়ূমা উপাকে আ ১।২৭।৬, প্রভর্তা রথং দাশুষ উপাকে (ইন্দ্রঃ) ১৭৮।৩, তব স্বাদিষ্ঠাগ্নে সংদৃষ্টির্ ইদা চিদ্ অহ্ন ইদা চিদ্ অক্তোঃ শ্রিয়ে রুক্মো ন রোচতে উপাকে ৪।১০।৫, ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ অনীকম্ উপাকে রোচতে সূর্যস্য ১১।১, সূর উপাকে তন্বং দধানঃ (ইন্দ্রঃ) ১৬।১৪, ২০।৪, ৭।৩।৬ টী ১০৩৪। নিঘ. 'অন্তিক' ২।১৬ ; 'উপক্রান্তে' নি. ৮।১১ ('উপগম্য ইতরেতরং ক্রান্তে' দুর্গ)। < উপ √ অচ্ 'চলা'] কাছাকাছি, পাশাপাশি। **'স্ময়েতে'**—[<√ স্মি 'মুচকি হাসা', Eng. smile, Swed, smila, Lat, mirari 'to wonder']। তু. ঋ. উষার (১।৯২।৬, ১২৩।১০), বিদ্যুতের (১।১৬৮।৮) এবং মেঘ বাষ্পোজ্জ্বল আকাশের (২।৪।৬) [স্মিতহাস্যের সুন্দর বর্ণনা] উষা আর সন্ধ্যা দুইই সুস্মিতা। ভোরের ফোটো-ফোটো আলো আর সন্ধ্যার ম্লানদীপ্তি দুয়ের সঙ্গেই স্মিতহাস্যের উপমা চলে। একটি শুরু, আরেকটি সারা। দুয়েরই প্রশস্তি অগ্নিদীপ্ত চেতনার 'পরে বিছিয়ে দেয় এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। 'মিত্রঃ বরুণঃ মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ—মিত্র আর বরুণ বৃহৎ-জ্যোতির ব্যক্ত আর অব্যক্ত প্রভাস। উষায় আর সন্ধ্যায় তাঁদের পুরোভাস। এই দুটি আলোর মেয়ের স্মিতহাস্যে উত্তরপথিকের চেতনায় ফোটে সেই মহাবৈপুল্যেরই প্রাতিভদ্যুতি। এটি দ্যুলোকের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ আলোর রাজ্যের ব্যাপার। কিন্তু তার আগে অন্তরিক্ষের অনেক বাধা পার হয়ে আসতে হয়। সে-বাধা দূর করেন ইন্দ্র। তাঁর বজ্রবীর্যে এবং মরুদ্‌গণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সহায়ে বৃত্রের বাধা ভেঙ্গে পড়লে ধ্যানীর চেতনায় ফোটে উষা আর সন্ধ্যার স্মিতহাস্যে মিত্রের উদার জ্যোতি আর বরুণের অব্যক্ত রহস্য। **মহোভিঃ**—তু. ঋ. অখ্যদ্ দেবো (অগ্নিঃ) রোচমানা (উষসঃ) 'মহোভিঃ' ৪।১৪।১, উষো দেবি রোচমানা মহোভিঃ ৬।৬৪।২ ; উভয়ত্র 'মহঃ' জ্যোতি। আবার 'মহৎ' (<√ মহ্) বৃহৎ (নিঘ. ৩।৩)। দুটি অর্থ জুড়ে পাই 'আলোর ছড়িয়ে পড়া', এটি হয় আঁধারকে পরাভূত ক'রে। সুতরাং তা থেকে শক্তির ব্যঞ্জনাও আসে তু. অধারয়তং পৃথিবীম্ উত দ্যাং

মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ (৫।৬২।৩)। তা থেকে 'মঘ' শক্তি। ইন্দ্র যখন 'মঘবান্' তখন ইশারা শক্তির দিকে ; আবার উষা যখন 'মঘোনী' তখন আলোর দিকে। অতএব মানুষের মধ্যে 'মঘবান্' কখনও বোঝায় যজমানের ঐশ্বর্য, কখনও বা ঋত্বিকের প্রজ্ঞাবীর্য। এই 'মঘবান্' সর্বত্রই Patron, এ- প্রকল্প সত্য নয়। জ্যোতি শক্তি ও ব্যাপ্তি তিনের সমাবেশে 'মহঃ'। উপনিষদে 'মহঃ' ব্রহ্মবাচক 'চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ' (তৈ. ১।৫।১) ; নিঘ. 'উদক' ১।১২ ; অন্তরিক্ষে প্রাণের সমুদ্রবৎ প্রসার (তু. ঋ। মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২, অন্তরিক্ষচারিণী সরস্বতী তাঁর প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঝলকে জ্যোতিঃসমুদ্রকে প্রচেতন করছেন)। অতএব 'মহঃ' <√ মহ্ 'বড় হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, সমর্থ হওয়া। মংহ্ 'দান করা' নিঘ. ৩।২০, 'বড় করা'। এই অর্থে। তু. নি. ৩।১৩ IE. megh, Gk, me' gas 'great'

আপ্রীসূক্তের ষষ্ঠ দেবতা উষসা-নক্তা অথবা 'নক্তোষসা'—উষা আর সন্ধ্যা। দুয়ের অগ্নিসম্পর্ক সংহিতায় নানাভাবে উল্লিখিত হলেও যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় সেকথা তুলছেন না ; দুর্গ বলছেন, কারও-কারও মতে উষা অগ্নির দীপ্তি, আর নক্ত আহুতির দীপ্তি। ভাবনার দিক থেকে এ-ব্যাখ্যা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার চাইতে শৌনকসংহিতার এ-উক্তিই খুব গভীর ; এঁরা 'অগ্নের্ ধাম্না পত্যমানে'—অগ্নির নিগূঢ় জ্যোতিঃ শক্তিতে প্রশাসন করছেন সবকিছু। কি ক'রে, তা ক্রমে স্পষ্ট হবে।

উষা বৈদিক দেবীদের মধ্যে সুষমায় বলতে গেলে অনুপমা। ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা তাঁর বর্ণনায় উৎকর্ষের চরমে উঠেছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্মসাহিত্যেই অপরূপের অমন মনোলোভা ছবি আর ফোটেনি। নারীত্বের সমস্ত মাধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেননি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও এক মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আর দেবী—মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য সঙ্গম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে।

উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা—'জননী তনয়া জায়া সহোদরা' রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবুও উদ্‌ভিন্নযৌবনা ভাবোল্লাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ। স্বভাবতই তখন তন্ত্রের ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে। উষার অনেক নাম, তবুও নিঘন্টুতে তাঁর ষোলটি নাম ধরা হয়েছে ; সে কি এই ইঙ্গিত বহন করছে? অমৃতচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্যিক যোগ বৈদিক ভাবনায়। একদিকে ষোড়শকল সোম্যপুরুষ, আরেকদিকে অমৃতকলারূপিণী

ষোড়শী কন্যাকুমারী—এ-দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। ...জ্যোতিরেষণার প্রথম পর্বে তিনি 'উর্বশী বৃহদ্দিবা', যাঁর জন্য মর্ত্যের পুরুরবার কান্নার বিরাম নাই, যাঁকে বারবার সে পায় আর হারায়। কিন্তু এষণার অন্তে তিনিই বুঝি আবার 'মাতা বৃহদ্দিবা'— বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টার স্বপ্নসঙ্গিনী। উভয়ত্র তিনি 'বৃহদ্দিবা' কিনা বৃহতের আলো— বৈদান্তিক যাকে বলেন 'ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী'।

উষার সহচারিণী নক্তা বা সন্ধ্যা। উষা যেমন দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা তেমনি রাত্রির। ঋক্‌সংহিতায় উষার বন্দনা প্রায় কুড়িটি সূক্তে, কিন্তু রাত্রির উদ্দেশে দশম মণ্ডলে একটিমাত্র সূক্ত আছে (১০।১২৭)। তবে তাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, তিনি 'দেবী', তিনিও 'দিবো দুহিতা' ; 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ'—আলো দিয়ে হটিয়ে দেন আঁধারকে। এই আলো চন্দ্রের অথবা তারকার, অথবা বারুণী শূন্যতার। পৃথিবীতে জ্যোতি অগ্নির, অন্তরিক্ষে বিদ্যুতের, দ্যুলোকে সূর্যের। তারও উজানে স্বর্লোকে পূর্ণিমা আর অমার আলো। তারও উজানে এমন ঠাঁই আছে যেখানে দিন বা রাত কারও আলোই থাকে না, অথচ থাকেন স্বধায় নিষণ্ণ 'কেবল' সেই 'এক' যাঁর ভাতিতে এই সবের অনুভা। ভোরের আলো হতে অমানিশার কুহর পর্যন্ত এবং তাকেও পেরিয়ে চেতনার উত্তরণের স্পষ্ট ছবি এইগুলিতে। আলো আর আঁধার দুটি নিয়ে সত্তার পূর্ণতা। তাই সংহিতায় বলা হচ্ছে উষা আর নক্তা দুটি বোন। তাঁদের মধ্যে যে রূপের বৈষম্য, তা স্বীকার করে নিয়েও বেদে বারবার তাঁদের নিগূঢ় সাম্যের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাঁরা দুজনেই সুরঞ্জনা, সুরুচিরা, অনুত্তম শ্রীতে ঝলমল করছেন ; তাঁরা সুদর্শনা, মহীয়সী দুটি আলোর মেয়ে ; তাঁরা তারুণ্যচঞ্চলা, সুশিল্পিনী — উপচে পড়ছেন যৌবনের আনন্দে। আবার তাঁরা মহীয়সী জননী, স্তন্যভারাতুরা, ঋতের মাতা অগ্নিরূপী একমাত্র শিশুকে দিচ্ছেন স্তন্য ; ইন্দ্র তাঁদের বৎস, তেজদ্বারা সংবর্ধিত করছেন তাঁকে। তাঁরা অমৃতা ; যজ্ঞের প্রারম্ভে তাঁরা এসে হন সঙ্গত, বিশ্বের সকল রহস্য জানেন বলে মর্ত্যের চেতনায় উৎসর্গের ভাবনাকে তাঁরাই বয়ে আনেন আর বুনে চলেন তার তন্তুবিতান।

এমনি করে আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার ষষ্ঠ পর্বে। আঁধারের আগল খুলে গেছে, সামনে দেখতে পাচ্ছি পর-পর সাতটি জ্যোতির দুয়ার। তারা হিরণ্যবর্ণা সূর্যযোষার অধিকারে। কিন্তু তারও উজানে বর্ণোত্তর তিমির-সমুদ্রের কূলে ওই যে চিরকুমারী সন্ধ্যার হাতছানি। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন বরুণের অব্যক্ত রহস্যের অতলে। আলো আর কালো দুয়েরই মায়াকে জানলে পরে জানব সত্তার সত্যকে।

মাধ্যন্দিন সংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল ত্রিষ্টুপ্, আর গো-টিও হল ছ'বছরের। বিশ্বামিত্র দেখছেন ঃ

উষা আর সন্ধ্যা—একটি আলো, আর একটি কালো। কিন্তু প্রপঞ্চোল্লাস আর প্রপঞ্চোপশমের প্রসন্নতা স্মিতমাধুরীতে ফুটে উঠেছে তাঁদের অধরে। আমার চেতনায় তাঁরা নিত্যসহচরী ; তাঁদের একটির আবির্ভাব নেপথ্যে আরেকটির ছবিকে তরুণীর অরুণ কমতায় ফুটিয়ে তোলে। আমার নিত্যজাগৃতির দুটি পর্বসন্ধিতে চাই এ-দুই তরুণীর আবির্ভাব। তাঁদের সুস্মিতি ব্যক্তের দীপ্তি আর অব্যক্তের রহস্যকে, বজ্রসত্ত্বের ঝড়ের মাতনকে আলোকের বিপুল বন্যায় নামিয়ে আনুক আমাদের মধ্যে: দেবতার কামনার তর্পণ হ'ক আত্মসত্তার অকুণ্ঠ সমর্পণে:

এই যে ঝলমল করছেন উষা আর সন্ধ্যা —দুটিতে কাছাকাছি।
আবার মুচকি হাসছেন দুজনে—তনুতে অননুরূপা।
তাঁরা হাসছেন, যাতে মিত্র আর বরুণ সম্ভোগ করেন আমাদের ;
আর সম্ভোগ করেন মরুৎসম ইন্দ্র জ্যোতিঃশক্তির মহিমায়।।

৭

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে
সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত্ত আহুঃ
অনুব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ।।

নিঋঞ্জে— [√ ঋজ্ চালানো 'সোজা চলা ; সোজা চালানো ;' তুলনীয় Lat, regere 'to stretch, lead in a straight line, direct conduct, rule < base—reg-to straighten, direct' ; > 'রজঃ' আলো ('নি. রজো রজতের্, জ্যোতী রজ উচ্যতে, উদকং রজ উচ্যতে, লোকো রজাংস্য উচ্যন্তে, অসৃগহনী রজসী উচ্যেতে ৪।১৯), 'রাজা' সঞ্চালক, শাসক, 'ঋজু' সোজা। আলোর রশ্মি সোজা চলে, তাইতে √ 'ঋজ্ গভীরে আকর্ষণ করা, নীচের দিকে টানা ; বশ করা ; সিদ্ধ করা' (নি. ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা ৬।২১)। দেবতা যেখানে কর্ম, সেখানে আকর্ষণ করা এবং ঝলসে তোলা দুটি অর্থের সম্মিশ্রণ, যেমন এখানে] আধারের

গভীরে (নি) সিদ্ধ করি, বিশ্ব হতে আকর্ষণ করে আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করি। **সপ্ত পৃক্ষাসঃ**— ['পৃক্ষঃ' <√ পৃচ্ 'সম্পর্কিত হওয়া ; যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া' ; তু. √ স্পৃশ্, পৃশ্। ঋ. তে পৃক্ষের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ (৪।৪৫।১, ২, ১।৩৪।৪, ৪৭।৬, ১৩৯।৩, ৪।৪৩।৫, ৪৪।২, ৫।৭৩।৮, ৭৫।৪, ৭৭।৩, ১০।১০৬।১.....)। আবার এঁদের সঙ্গে মধুর যোগ অনেক জায়গায়। তাইতে "পৃক্ষ"কে বলা যেতে পারে মধু-র নামান্তর (নিঘ. 'পৃক্ষ' অন্ন ২।৭ ; লক্ষণীয় বিন্যাস 'প্রয়ঃ'। পৃক্ষঃ। 'পিতুঃ' আগে পিছনে দুটি শব্দেই আনন্দের ব্যঞ্জনা)। ঋ. তে দু'জায়গায় আছে 'পৃক্ষাসো মধুমন্তঃ' (৪।৪৫।২, ৭।৬০।৪)। পূজায় 'মধুপর্কের' প্রয়োগ আমরা জানি (তুলনীয়, অগ্নি 'মধুপৃচ্' ২।১০।৬)। মধু আঠার মত চট্‌চটে তাই তার সংজ্ঞা 'পৃক্ষ্' হতে পারে স্বচ্ছন্দে। লক্ষণীয়, পঞ্চামৃতের উপাদানগুলির মধ্যে একটা নিবিড় সংসক্তির ভাব ক্রমেই ফুটছে, যাতে অবশেষে মধু দানা বেঁধে 'শর্করা' হয়ে যায়। তাইতে 'পৃক্ষ্'] আনন্দময় বিজ্ঞানঘন অমৃতচেতনা। পৃক্ষ্-এর সঙ্গে তুলনীয় গীতার 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' ৬।২৮ (প্রতিতুলনীয় 'মাত্রাস্পর্শ' ২।১৪, 'বাহ্যস্পর্শ' ৫।২১) = ঋ. তে মিত্রাবরুণের 'পৃক্ষাসো মধুমন্তঃ' ; যখন 'আ সূর্যো অরুহচ্ ছুক্রম্ অর্ণঃ ; যস্মা, আদিত্যা অধ্বনো রদন্তি মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ —সূর্য উঠলেন জ্বল্‌জ্বলে ঢেউ হয়ে, যাঁর পথ কেটে দেন আদিত্যেরা কিনা মিত্র বরুণ অর্যমা (৭।৬০।৪) ; চিৎসূর্যের উদয়ে ব্যক্তাব্যক্ত আনন্ত্যের আনন্দচেতনা নিবিড় হল ; অথচ অচিত্তির অন্ধকার বিদীর্ণ করে এই উদয়নের পথ রচে দেন আনন্ত্যের দেবতারাই যাঁরা অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দ)। আলোচ্যমান ঋকের 'সপ্তপৃক্ষে'র কথা অন্যত্রও আছে (৪।৪৫।১-২, ১।৭১।১)। বস্তুতঃ 'সপ্তপৃক্ষ' সাতটি মধুনির্ঝর। পৃথিবী আর দ্যুলোকে আছেন দুটি দৈব্য হোতা; তাঁদের মাঝে সাতটি ভুবনে এই সাতটি আনন্দনির্ঝর। অনেক জায়গায় এদের বলা হয়েছে 'সপ্তসিন্ধু'—আধারে পাষাণের অবরোধ ভেঙ্গে যাদের মুক্তি দেওয়া বজ্রধর ইন্দ্রের কাজ। 'স্বধয়া মদন্তি'—আপনাতে আপনি থেকে আনন্দে মাতাল, যেমন 'বিষ্ণুপদ' ১।১৫৪।৪, 'অপ্' বা প্রাণের ধারা ৭।৪৭।৩, ১০।১২৪।৮ ; পিতৃগণ ১০।১৪।৩...। 'ঋতং শংসন্তঃ ঋতম্ ইৎ তে আহুঃ' — এই মধুনির্ঝরেরা ঋতাশ্রয়ী এবং ঋতচ্ছন্দা। আধারে অমৃতচেতনার প্রতিষ্ঠা হলে ভিতরের আনন্দ ঋতচ্ছন্দা হয়ে ফুটে ওঠে আচরণেও।

আপ্রীসূক্তের সপ্তম দেবতা অনুক্রমণিকায় 'দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ', নিঘণ্টুতে শুধু 'দৈব্যৌ হোতারৌ'। 'প্রচেতসৌ' বিশেষণ সূচিত করছে চেতনার আদিম স্ফুরণ এবং বিন্দু হতে সিন্ধুতে তার ক্রমিক বিস্ফারণ।

কারা এই দৈব্য হোতা, তা নিয়ে বিতর্ক বা বিকল্প আছে, যাস্কের মতে তাঁরা অগ্নি এবং বায়ু। একটি হোতা নিঃসংশয়ে অগ্নি, কেননা বেদে এই সংজ্ঞাটি বলতে গেলে তাঁরই একচেটিয়া—ক্বচিৎ ইন্দ্র সোম বা অশ্বিদ্বয় হোতা। সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'হোতা বেদিষৎ' (ঋ. ৪।৪০।৫), কিন্তু সেখানে অগ্নি-সূর্যের একাত্মতার ধ্বনি সুস্পষ্ট।

অগ্নি হোতা হয়ে বিশ্বদেবতাকে আধারে আবাহন করেন, এ-ভাবনা সুপ্রসিদ্ধ। সামান্যত দেবমাত্রেই হোতা অর্থাৎ যে কোনও ইষ্টদেবতার উপাসনা ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনায় বিস্ফারিত করে—এইটি বেদসম্মত বৃহতের সাধনার মূল ভাব। দেবতা তখন সাধকরূপে আমার মধ্যে হোতা অগ্নি। আমার 'দেবহূতি' তখন তাঁরই দেবহূতি অর্থাৎ আমি হয়ে তাঁর নিজেই নিজেকে ডাকা। আমার মধ্যে এমনি করে আগে তিনিই নেমে আসেন 'উশন্' বা উতলা হয়ে। আর তা-ই আমাকেও করে উতলা, আমি চাই তাঁর কাছে উঠে যেতে ; তাঁর আগে নেমে আসা দেবযজ্ঞ—নিজেকে আমার মধ্যে ঢেলে দেওয়া। অন্যোন্যসম্ভাবনরূপ এই যজ্ঞে তাই দুটি দেবহূতি—একটি অগ্নির আহ্বান বিশ্বদেবতাকে, আরেকটি বিশ্বদেবতার আহ্বান অগ্নিকে। অতএব মানুষের দিক থেকে অগ্নি যেমন 'দৈব্যহোতা', তেমনি বিশ্বদেবতার দিক থেকেও তিনি 'দৈব্যহোতা'। ঋক্সংহিতার একটি মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। বিহব্য আঙ্গিরস বলছেন, 'আমাতে দেবতারা অগ্নিস্রোত ঢেলে দিন ; আমাতে থাকুক আকাঙ্ক্ষা আমাতে থাকুক দেবহূতি। আর দৈব্যহোতারা সম্ভোগ করুন (আমাকে)—যাঁরা পূর্বতন। আমরা নিখুঁত হই যেন তনুতে—সুবীর্য হয়ে' (ঋ. ১০।১২৮।৩)।

দুটি দৈব্য হোতার একটি তাহলে সাধক, আর একটি সাধ্য। একটি যে পৃথিবীস্থান অগ্নি ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁকে বলি তপের বা অভীপ্সার শিখা ; তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আরেকটিকে তাহলে বলতে হয় দ্যুস্থান কোনও দেবতা। আপ্রীসূক্ত ছাড়া 'দৈব্য হোতারা'র উল্লেখ ঋক্সংহিতায় আর দু'জায়গায় আছে [ঋ. ১০।৬৫।১০ ; ১০।৬৬।১৩] । প্রথম মন্ত্রটিতে অগ্নি ভিন্ন হোতা বায়ু হতে পারেন না, কেন না মন্ত্রে বায়ুর আলাদা উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সায়ণ বলেছেন, দুটি দৈব্য হোতা অগ্নি এবং আদিত্য। অগ্নির সঙ্গেসূর্যের সাযুজ্য হতে সায়ণের এ-প্রকল্পের সমর্থন মেলে। তাছাড়া আপ্রীসূক্তগুলিতে একাধিকবার দৈব্যহোতাদের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের সাযুজ্যের উল্লেখ পাই। অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতাদের আদি। এই থেকে দৈব্য হোতাদের একটিকে পৃথিবীস্থান অগ্নি এবং আরেকটিকে দ্যুস্থান আদিত্য বলে ধরাই সঙ্গত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, 'দৈব্য হোতারৌ' হলেন প্রাণ আর অপান। ঋক্‌সংহিতায় প্রাণ সঙ্কর্ষণের আর অপান বিকর্ষণের শক্তি। দুটি ক্রিয়াতে একটি ছন্দের দোলা আছে, যা পূর্বোক্ত অন্যান্য আহ্বানেরই মত। দুটি দৈব্য হোতা তাহলে এই আধারেই আছেন।

সংহিতায় দৈব্য হোতাদের পরিচয় এই। দেবহূতি যখন তাঁদের বিশিষ্ট ব্রত—তা দেবতার ডাকা বা দেবতাকে ডাকা যে-অর্থে-ই হ'ক না কেন—তখন তাঁদের বাণী হবে মধুক্ষরা। তাই তাঁরা 'সুজিহ্বা', 'মন্দ্রজিহ্বা' 'সুবাচসা'। তাঁরা 'প্রচেতসৌ'—অগ্রাভিসারী চেতনার ক্রমব্যাপ্তির নিমিত্ত। তাঁরা 'ব্বিদুষ্টরৌ' বা 'সর্ববিৎ' 'কবী' বা ক্রান্তদর্শী এবং 'নৃচক্ষসা'—চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দেখছেন বিশ্বভুবনকে। মানুষের বিদ্যার সাধনায় তাঁরাই প্রচোদয়িতা, 'প্রাচীন জ্যোতি'র তাঁরাই দিশারী। আমাদের 'অধ্বর'-সাধনাকে ঊর্দ্ধগামী করেন তাঁরা, ভৌম বায়ুর পথ ধরে জ্বলে ওঠেন, ঠিক সময়টিতে চিৎশক্তিদের সম্যক্ অভিব্যক্ত করেন পার্থিব আধারের নাভিতে এবং তারপর আরও তিনটি কূটে। মানুষের যজ্ঞে তাঁরাই প্রথম হোতা, কেন না মানুষ হোতারা এঁদের প্রতিনিধি মাত্র, মনুষ্যযজ্ঞ দেব-যজ্ঞেরই অনুকৃতি। আমাদের যজ্ঞে তাঁরাই ঋত্বিক্, তাঁরাই পুরোহিত—তাকে দ্যুলোকে বিশ্বচেতনার কূলে উত্তীর্ণ করে তার অন্তে মধুময়ী অমৃতচেতনার আবির্ভাব ঘটান। অশ্বিদ্বয়ের মত তাঁরাও ভিষক্, আধারের আধি-ব্যাধি সব দূর করেন।

এমনি করে এলাম উৎসর্গ-ভাবনার সপ্তম পর্বে। জ্যোতির দুয়ার সামনে খুলে গেছে, দৃষ্টির মুক্তপথে আলোর উজানে দেখছি কালোর নির্বাক রহস্য। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, অব্যক্তে প্রলয় খুঁজছি না। লোকোত্তরের সানুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেরালাম পৃথিবীর দিকে। দেখছি আগুনের শিখা যেমন উজিয়ে চলেছে, তেমনি আবার নেমে আসছে আলোর প্লাবন। শুনছি ভূলোকে আর দ্যুলোকে দুই নিরন্ত দেবহূতির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। তারা দুইই 'স্বিষ্টকৃৎ'—পরমের কামনাকে সিদ্ধ করছে এই ভুবনে। একজন করছে—'ইষা' বা এষণা দিয়ে, আরেকজন 'ঊর্জা' বা কুণ্ডলীমোচনের শক্তি দিয়ে ; উপচীয়মান বীর্যের আনন্দে দুজনাই তারা জগৎপাবন।

মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল জগতী, আর বাছুরটিও বড় হয়ে হল শকটবহনের যোগ্য। দুটি প্রতীকে বিশ্বভুবনের ছন্দে গাঁথা প্রাণের সমর্থপ্রচয়ের ছবি।

অভীপ্সার আগুন আর লোকোত্তর জ্যোতির প্রসাদরূপে যে-দেবতা রয়েছেন ভূলোক দ্যুলোক ছেয়ে, তাঁরাই সবার আগে পরম ঋদ্ধিকে নামিয়ে আনেন আধারে। বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছেন যাঁরা আজ অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের জাগিয়ে তুলি আমার গভীরে, অনুভব করি তাঁদের অন্যোন্যসঙ্গামিনী ধারার দীপনী। তাঁদের ছোঁয়ায় ঊর্দ্ধশিখ প্রাণের পর্বে-পর্বে উছলে উঠল আনন্দের সাতটি নির্ঝর—স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্যের বৈভবে টলমল। ঋতচ্ছন্দা বলে তারা চলার পথে ঋতম্ভরা বাণীকেই গুঞ্জরিত করে আমার কানে-কানে। পরমদেবতার যে-সত্যসঙ্কল্প আমার জীবন বীজ, তারা তারই রক্ষক, তাঁরই অনুধ্যানের আনন্দ-মন্দাকিনী:

প্রথম দুটি দিব্য হোতাকে আমার গভীরে সিদ্ধ করি।

দেখছি সাতটি মধুধারা আপনাতে আপনি থেকে আনন্দ-মাতাল।

ঋতকে স্বীকার করে ঋতকেই বলে তারা।

ব্রতেরই অনুকূলে তাদের ধ্যান।।

৮

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা

ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।

সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্

তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু।।

ভারতীভিঃ— ভারতী আদিত্যদীপ্তি বা অদ্বৈতচেতনা। এক আদিত্য, কিন্তু তাঁর বহু রশ্মি। তারাও ভারতী—একই অদ্বয়-তত্ত্বের বহুধা বিচ্ছুরণ। **সজোষাঃ** — এক ভারতী অন্যান্য ভারতীদের সঙ্গে সৌষম্যে গ্রথিত হয়ে। যে-এক বহুকে পদ্মের শতদলের মত ধারণা করতে পারে, তা-ই যথার্থ অদ্বৈত। **ইলা**— আনন্ত্যের এষণা, পৃথিবীস্থান কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকুন বিশ্বদেবতা (দেবৈঃ), কেননা সে-এষণা বিশ্বচেতনারই এষণা। অগ্নিঃ **মনুষ্যেভিঃ**— মনুষ্যদের সঙ্গে নিয়ে অগ্নি। এই মনুষ্য হলেন পিতৃপুরুষেরা। তাঁদের অভীপ্সারই অনুবৃত্তি চলছে আমাদের মধ্যে। **সারস্বতেভিঃ**— সারস্বতদের নিয়ে, চিন্তায় প্রাণের বিচিত্র ধারার প্রকাশকে নিয়ে।

আপ্রীসূক্তের অষ্টম দেবতা **তিস্রো দেব্যঃ** বা তিনটি দেবীর সমাহার। দেবীরা হলেন ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী। মাধ্যন্দিন সংহিতায় তাঁদের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ 'আদিত্যদের সঙ্গে ভারতী কামনা করুন আমাদের যজ্ঞকে, সরস্বতী রুদ্রগণকে নিয়ে আমাদের আগলে থাকুন ; ইড়া [=ইলা] -কে কাছে ডেকে আনা হয়েছে—বসুদের সঙ্গে যাঁর সমান তৃপ্তি ; যজ্ঞকে, আমাদের দেবীরা অমৃতদের মধ্যে করুন নিহিত [মাঃ সং ২৯।৮] ' এখানে দ্যুস্থান দেবগণ আদিত্যদের সঙ্গে ভারতীর, অন্তরিক্ষস্থান দেবগণ রুদ্রদের সঙ্গে সরস্বতীর এবং পৃথিবীস্থান দেবগণ বসুদের সঙ্গে ইলার যোগের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি দেবী রয়েছেন তিনটি ভুবনে। তন্ত্রের ভাষায় একই ভুবনেশ্বরীর তাঁরা ত্রিধা মূর্ত্তি। বৈদিক ভাবনায় এই ভুবনেশ্বরী 'অদিতি বাক্'—যিনি শতবর্ষা ইলা রূপে নির্মাণপ্রজ্ঞার হেতুভূতা, সরস্বতীরূপে বৃত্রঘাতিনী জ্যোতিরীশ্বরী, ভারতীরূপে আত্মাহুতির মন্ত্র হয়ে ক্রমে বেড়ে চলেছেন [ত্বম্ অগ্নে অদিতির্ দেব দাশুষে, ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা, ত্বম্ ইলা শতহিমাসি দক্ষসে, ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী। ঋ. ২।১।১১]। ইনিই অম্ভৃণকন্যার কণ্ঠে বাণীর দীপনীতে নিজেকে ঘোষণা করেছেন আদিত্য-রুদ্র-বসুগণের সহচারিণীরূপে। ব্রহ্মের সঙ্গে ইনি সমব্যাপ্তা, পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা হয়েও প্রাণচঞ্চলা গৌরী রূপে অব্যাকৃত কারণসলিলকে নাদশক্তিতে ব্যাকৃত করেছেন বিশ্বের আকারে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বাক্ মন্ত্রচৈতন্য—আধারে অভীপ্সার অগ্নিশিখারূপে, তিমিরবিদার শৌর্যের বজ্রশক্তিরূপে এবং সর্বাভাসক দিব্যচেতনার দীপ্তিরূপে যাঁর ত্রিপর্বা স্ফুরণ। বাঙ্ময়ী ত্রয়ীর এই বিভাবগুলি আলোচনায় ক্রমে সুস্পষ্ট হবে।

তিনটি দেবীর প্রথমে আছেন ইলা। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এষণা' বা 'এষণার সাধন' [<√ য়জ্ | ইষ্ ('ইল্') > ইড়্ > ইষ্]। এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নিশক্তি। তাই মানুষের এষণার দিব্যরূপই হল ইলা। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, মর্ত্যমানবের মধ্যে অমৃতের আকৃতি। তাই অগ্নিশক্তি ইলাও 'পৃথিবী'। এষণার সাধন হল যজ্ঞ, যাতে আমাদের নিজেকে হব্যরূপে বা দেবতার অন্নরূপে আহুতি দিতে হয়। তাই ইলা আবার 'অন্ন'ও। এই অন্ন পুরোডাশরূপে শস্যজাত, সোমরূপে ওষধিজাত, পয়ঃ বা ঘৃতরূপে গোজাত। সুতরাং ইলা যেমন পৃথিবী, তেমনি 'গো'ও। আবার আমরা দেখেছি, এষণার সাধন 'হোত্রা', যা আহুতি এবং দেবহূতি দুই-ই হতে পারে। এই দিক থেকে ইলা 'বাক্'। সব মিলিয়ে ইলা হল পার্থিব অগ্নির

সেই শক্তি যা দেবহূতি এবং আত্মাহুতির মাধ্যমে মূর্ত হয় মানুষের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণার রূপে।

ইলার অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি রূপ। অধ্যাত্ম ইলা আমাদের জ্যোতিরগ্রা এষণা, উপনিষদের ভাষায় 'নচিকেতার বিদ্যাভীপ্সা'। এই ইলাতেই আধারে আগুন জ্বলে ওঠে, যাতে আত্মোৎসর্গ সম্ভবপর হয়, যাতে আধারে জেগে ওঠে মনুর মন্ত্রচেতনা। এই ইলা সুবীর্যা, অপ্রমত্তা স্বচ্ছন্দ অগ্রাভিযানের প্রবর্তিকা, দৈবী সম্পদের প্রচয়ে আমাদের মধ্যে উৎসারিত করে সংরম্ভ বা উদ্যম। উষা আধারকে অভিষিক্ত করেন ইলার দ্বারা, সোম তাকে বয়ে আনেন ওপার হতে। একজন প্রাতিভসংবিৎ, আরেকজন অমৃত আনন্দের দেবতা ; একজন দেবযানের আদিতে, আরেকজন অন্তে।

দেবী ইলা এই এষণার সিদ্ধিরূপিণী। তিনি জ্যোতির্ময়ী—জ্যোতির্ময় তাঁর কর এবং চরণ। আলোকযূথের মাতা তিনি, মিত্রাবরুণের প্রেষণায় ধারাসারে নির্ঝরিত হন দ্যুলোক হতে, অগ্নি তাঁর পুত্র, রুদ্র বা পূষা তাঁর পতি। মানুষের তিনি প্রশাস্ত্রী। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে 'ইলায়াস্ পদে' বা উত্তরবেদিতে অগ্নির জন্ম হয়—যা নাকি পৃথিবীর নাভি। এই ইলার গভীরেই গুহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—যাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্ত জ্যোতিরানন্ত্যের দেবতা।

শতপথব্রাহ্মণে দেবী ইড়া হবীরূপিণী। প্রলয়ের পর প্রজাপতি মনু প্রজাকাম হয়ে যে-পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে দেওয়া আহুতি হতে কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। মিত্রাবরুণ তাঁকে কামনা করেন। মনু তাঁর জনক বলে তিনি 'মানবী', আবার মিত্রাবরুণে সঙ্গতা বলে 'মৈত্রাবরুণী'। তিনি সৃষ্টিযজ্ঞের অন্তঃস্থা, প্রজাপতি 'আশীঃ' বা কামনা এবং তার সিদ্ধিরূপিণী। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকাশিনী' অর্থাৎ মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা, তাঁর উৎসর্গ ভাবনার আদ্যন্তবিলসিতা বিদ্যুতের দীপনী যেন। তাইতে সংহিতায় তিনি উর্বশীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরুরবার মাতা—যে পুরুরবা মানবাত্মার প্রতীক, দিবোদুহিতার ক্ষণদীপ্তি যাকে করে রেখেছে চির-উতলা।

মোটের উপর ইলা পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃত আনন্ত্যচেতনায় তার রূপান্তর। ঈল. বা ইল. সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি ; ইলা তাঁরই শক্তি — এষণা আহুতি এবং সিদ্ধিরূপে।

তারপর ত্রয়ীর দ্বিতীয়া দেবী সরস্বতী। সংজ্ঞাটির মূলে আছে 'সরঃ'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'উদক' এবং 'বাক্', দুইই। তার মধ্যে উদক অর্থই আদিম। তা থেকে

সরস্বতীর মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী', জলের ধারা। নিঘণ্টুতে সরস্বতী বোঝায় 'নদী' এবং 'বাক্'। যাস্ক বলেন, 'নদীবদ্ দেবতাবচ্ চ নিগমা ভবন্তি' অর্থাৎ নদী এবং দেবতা দুইরূপেই বেদে তাঁর উল্লেখ আছে। এটি চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের স্বাভাবিক পরিণাম। অধিভূতদৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই প্রাণের ধারা এবং অধিদৈবতদৃষ্টিতে বিশ্বজননী চিৎশক্তির প্রবাহ। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে। আমাদের কাছে গঙ্গা যেমন একাধারে নদী, নাড়ী এবং মা। গঙ্গার নাড়ীরূপ যোগীর কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে আছে।

সরস্বতীর নদীরূপের কথাই আগে বলি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর একটি রূপেরও ব্যঞ্জনা রয়েছে—কখনও-বা তা স্পষ্ট অভিব্যক্ত। ঋষি একজায়গায় বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি' (ঋঃ ২।৪১।১৬)— 'তোমার মত মা নাই, তোমার মত নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই, ওগো সরস্বতী'। আরেক জায়গায় সরস্বতীর মাতৃমূর্ত্তির অপূর্ব বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে ঃ তোমার যে-স্তন উচ্ছল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্ট কর বরেণ্য যা-কিছু, যা নিহিত করে রত্ন আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে ঢেলে দেয়, ওগো সরস্বতী, তাকে এইখানে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য।' (ঋ. ১।১৬৪।৪৯)। এখানে মায়ের ছবিতে নদীর ছবি ঢাকা পড়ে গেছে।

সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা, একা তিনিই চেতনাময়ী তাদের মধ্যে শুচি হয়ে নেমে আসেন (পৃথিবীর) গিরিশিখর আর (অন্তরিক্ষের) সমুদ্র হতে, ভুবনের বিচিত্র সংবেগের চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপ্যায়নের ধারা তিনি দোহন করেছেন নহুষতনয়ের জন্য। প্রবল উচ্ছ্বাসে আর উর্মির উচ্ছলতায় গিরিদের সানু ভেঙ্গে চলেন তিনি কন্দ-খননকারীর মতন সুদূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে। এমন করে আর কেউ আসেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যেমন আসেন সরস্বতী—সিন্ধুদের দ্বারা স্ফীত হয়ে। ওজঃসাধনায় ওজস্বিনী তিনি, ঘাত কেটে চলেন পূষার মত আমাদের পরমপ্রাপ্তির অভিমুখে। যেমন তিনি আমাদের প্রিয়ার প্রিয়া, তেমনি আবার ঘোরা, বৃত্রঘাতিনী, হিরণ্ময় আবর্ত রচনা করে চলেন ; দেবনিন্দকদের নির্মূল করেন, আর মায়াবী বৃসয়ের (বৃত্রের অনুচর) যত সন্ততি ; ক্ষিতির জন্য খুঁজে পান প্রণালিকা, আবার এদের (অর্থাৎ দেবনিদ্‌দের) মধ্যে ঢালেন বিষ ওজঃসংবেগশালিনী। সর্বত্র সরস্বতীর অধিভূত রূপ ছাপিয়ে ফুটেছে তাঁর অধ্যাত্মরূপ।

বেদে অনেক জায়গায় সপ্তসিন্ধুর কথা আছে, যাদের অবরুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করা বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের কাজ। সরস্বতী এই সিন্ধুদের মধ্যে 'সপ্তথী' বা সপ্তমী অর্থাৎ পরমা, সিন্ধু তাঁর মাতা ; আবার তাঁরা সাতটিতে পরস্পরের বোন। ঋক্‌সংহিতার নদীসূক্তে একুশটি সিন্ধুর কথা পাচ্ছি, তার মধ্যে এক জায়গায় পরপর আছে 'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি' অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী। আরেক জায়গায় সরস্বতীর সঙ্গে উল্লেখ আছে 'সিন্ধু' ও সরযূর—যারা রয়েছে আর্যাবর্তের দুই প্রান্তে। এক সময় সরস্বতীর তীরে-তীরেই যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল, তার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। মনে হয়, একে উপলক্ষ্য করেই আর্যমানসে সরস্বতীর অধ্যাত্মভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এক জায়গায় একটি প্রাচীন ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়—দৃষদ্বতী আপয়া ও সরস্বতী। দৃষদ্বতী অন্যত্র অশ্মন্বতী। দুটির মধ্যেই 'বজ্রে'র ধ্বনি আছে, যা সহজেই তন্ত্রের বজ্রাণী নাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি নদীতে বা নাড়ীতে আগুন জ্বলবার ব্যঞ্জনা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

সরস্বতীর নদীরূপ ছাড়া বেদে আর দুটি ভাবরূপ আছে—একরূপে তিনি চিন্ময় প্রাণ, আরেক রূপে বাক্। তাঁর নদীরূপ থেকেই এসেছে প্রাণরূপের কল্পনা, কেননা নদীরা ইন্দ্রবীর্যের প্রবাহ, ইন্দ্রের পত্নী, আমাদের আধারস্থ ঋভুদের শিল্পনৈপুণ্যের সৃষ্টি, আর সরস্বতী সেই নদীদের মধ্যে 'নদিতমা'। তাঁর উচ্ছল প্রাণের পরিচয় পাই তাঁর 'অম' বা স্বধার বীর্যে, যা অনন্ত অকুটিল প্রজ্বল চরিষ্ণু—তরঙ্গ তুলে ছুটে চলেছে মুখর হয়ে। তাই তিনি কর্মকুশলাদের মধ্যে কুশলতমা, রথের মত (প্রধাবিতা) বৃহতী হয়ে, বিভূতিবৈচিত্র্যে ব্যাকৃতা। বিশ্বপ্রাণ তাঁর নিত্যসহচর বলে ইন্দ্র যেমন মরুত্বান্, সরস্বতীও তেমনি 'মরুত্বতী', ধর্ষণ দ্বারা জয় করছেন শত্রুদের বৃত্রঘাতিনী হয়ে।

মরুদ্‌গণের সঙ্গে সরস্বতীর বিশিষ্ট সম্পর্ক লক্ষণীয়। আর-আর নদীর মত সরস্বতীও 'মরুদ্‌বৃধা' (নদীদের বিশেষণ অথবা স্বতন্ত্র নদীও হতে পারে। হাওয়াতে আগুন জোর ধরে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদীরা নাড়ীতে প্রাণাগ্নির স্রোত।)—তাঁর বুক ফুলে ওঠে ঝড়ের দাপটে, 'মরুৎসখা' হয়ে তাঁর মহিমার প্রসাদ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের গভীরে, আর দুটি অন্ধধারার মধ্যে প্রবাহিতা তাঁর শুভ্রধারা প্রচোদিত করে চলে মহান্‌দের ঋদ্ধিকে।...একজায়গায় দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী'। এই 'বীর' কে? মরুদ্‌গণকে অনেকজায়গায় বলা হয়েছে 'বীরাঃ'। এবং এঁরাই একজায়গায় 'বীরাস...মর্য়াসো ভদ্রজানয়ঃ'। আর সরস্বতীও 'ভদ্রম্ ইদ্ ভদ্রা কৃণবৎ'। এই থেকে সরস্বতী আর মরুদ্‌গণের মধ্যে জায়া-পতি সম্পর্ক কল্পনা করা

যেতে পারে। তখন তাঁরা এক চিন্ময় প্রাণের দুটি রূপ। তাঁরা যুগনদ্ধ বলেই সরস্বতী 'মরুৎসু দেবেষু অর্পিতা'।

আবার দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী' হয়েও 'বজ্রজাতা কুমারী, চিন্ময় প্রাণশক্তির আধার'। তিনিই আবার 'বৃহৎ দ্যুলোক হতে আবির্ভূতা' বলে বৃহদ্দিবারূপে বিশ্বের মাতা, যেমন ত্বষ্টা বিশ্বের পিতা। সরস্বতী তখন ভরা পূর্ণিমার দেবী রাকার সঙ্গে যুক্তা—সরস্বতী রাকা এবং ইন্দ্রপত্নী নদীগণ সবাই শুভ্রা এবং মহাবৈপুল্যের বিধাত্রী। এখানে পাই শুধু আলোর ছবি। অন্যত্রও দেখি, সরস্বতী শুভ্রা এবং শুচি।

বৃহজ্জ্যোতিঃস্বরূপিণী এই কন্যাকুমারিকা সবার ঈশ্বরী—আপন মহিমায় প্রাণপ্রবাহিনীদের মধ্যে মহীয়সী হয়ে চেতনায় ঝলসে ওঠেন সবাইকে ছাপিয়ে। তিনি ত্রিকূটস্থা, সপ্তধামে সপ্তধা বিরাজিতা—পার্থিব ভূমি বিপুল দ্যুলোক আর অন্তরিক্ষ আপূরিত করে রয়েছেন ; পঞ্চজনের সংবর্ধয়িত্রী বলে ওজঃসাধনার প্রতিপর্বে তাঁর ডাক পড়ে। পৃথিবীতে অগ্নি আর অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে ইন্দ্র ; কিন্তু এঁরা দুজনেই 'সরস্বতীবান্' অর্থাৎ সরস্বতীর ওজঃশক্তি এঁদের মধ্যে নিহিত। এমনি করে দেবযানের আলোকসরণি ছেয়ে আছেন বলে তিনি নিত্য আমাদের নিয়ে চলেন উত্তরজ্যোতির দিকে, সমস্ত বিদ্বেষ্টাদের বাধা কাটিয়ে আমাদের ছড়িয়ে দেন তাঁর অন্য বোনদের ছাপিয়ে—সূর্য যেমন ছড়িয়ে দেন দিনের আলো।

সরস্বতী বৃহদ্দিবারূপে যেমন পরমা, তেমনি প্রাণরূপিণী এই চিন্ময়ীই আবার জীবজন্মের মূলে। তাই সিনীবালী আর অশ্বীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর আবাহন। ভ্রূণকে আহিত কর সিনীবালী, ভ্রূণকে আহিত কর সরস্বতী! অশ্বী দুজন দেবতা তোমার মধ্যে 'ভ্রূণকে আহিত করুন কমলের মালা প'রে।' সিনীবালীতে পূর্বামাবস্যার নিবিড় অন্ধকার, আর সরস্বতীতে রাকার ভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন—যেন বারুণী শূন্যতায় অস্তিত্বের কুমেরু আর সুমেরুর সঙ্কেত। তারই মধ্যে আলোক স্পন্দনের দেবতা অশ্বীদ্বয়ের তিমিরবিদার অভিযান উদয়তীর্থের পদ্মরাগ সূচনা নিয়ে—সব মিলে জীবের জন্মরহস্যের এক অপরূপ ব্যঞ্জনা। সরস্বতী এখানে রাকার প্রতিনিধি—গর্ভাশয়ে আহিত চিদাভাসের ক্রমিক উপচয়ের নেপথ্যচারিণী বিধাত্রী।

কিন্তু প্রাণরূপিণী সরস্বতী বাগ্‌দেবী হলেন কি করে? যাস্ক বলছেন, নৈরুক্তেরা মনে করেন, সরস্বতী মাধ্যমিকা বাক্। পৃথিবীতে সরস্বতী নদীরূপিণী ; কিন্তু তত্ত্বত তিনি প্রাণের শুভ্র স্রোত। প্রাণের স্বধাম হল অন্তরিক্ষ। এইখানে বজ্র আর বিদ্যুতের প্রহরণ নিয়ে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রাম চলে ইন্দ্রশক্তির—প্রাণের অবরোধকে মুক্ত করবার জন্য। সেই সংগ্রামের যে-কোলাহল, তা-ই 'মাধ্যমিকা বাক্' বা অন্তরিক্ষ-লোকের

শব্দ। এই বাকের দুটি রূপ—ঝড়ের গর্জন আর বজ্রনাদ। একটির অধিষ্ঠাতা মরুদ্‌গণ, তাঁরা ঝড়ের দেবতা ; আরেকটির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, তিনি 'পারাবরী' বা বজ্রের কন্যা। বজ্রবাহু ইন্দ্র 'সরস্বতীবান্'। নীচে বোবা পৃথিবী, উপরে নিস্তব্ধ আকাশ। জড় আর চৈতন্যের মাঝখানে এই প্রাণের কুরুক্ষেত্র, সংগ্রামের কোলাহল। সংগ্রামে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তখন মরুদ্‌গণ আর সরস্বতী দুইই ঘোর। কিন্তু সংগ্রাম শেষে মরুদ্‌গণ কান্ত, সরস্বতী কল্যাণী। ঝড় আর বজ্রের গর্জনের অবসানে পর্জন্যের ধারাসারের রিমঝিম্, সুমঙ্গল মাতৃত্বের আসন্ন সম্ভাবনায় পৃথিবী রোমাঞ্চিতা। সংগ্রামের কোলাহল তখন মরুদ্‌গণের কণ্ঠে ফোটে গান হয়ে—তাঁরা 'অর্কিণঃ' ; আর আমাদের কল্পনায় সরস্বতী বীণাবাদিনী (তাঁর এ-রূপ ঋগ্‌বেদে নাই। কিন্তু তার বীজ ওইখানেই।) অধিদৈবত দৃষ্টিতে সরস্বতী এমনি করে মাধ্যমিকা বাক্।

আবার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণের আকৃতি ফোটে মনুষ্যোচ্চারিত বাকে। দেবকামের সে-বাক্ মন্ত্র। মন্ত্র চিত্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আরেক সংজ্ঞা হল ধী। এই বাক্ বা মন্ত্র বা ধী যাঁর প্রচোদনায় স্ফুরিত হয়, তিনিই বাক্‌দেবী সরস্বতী। তাঁর পূর্ণরূপ ফুটেছে অম্ভৃণকন্যা বাকের সূক্তে [ঋ. ১০।১২৫ সূক্ত]। সেখানে আমরা তাকে পাই সর্ব্বদেবময়ী, বিশ্বের জননী ও ঈশ্বরী, প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহাররূপে। তিনি যখন যাকে চান, তাকে করেন বজ্রতেজা, ব্রহ্মবিদ্, ঋষি এবং সুমেধা। সরস্বতী তখন সাবিত্রী শক্তি, 'ধী'র প্রচোদন তাঁর বিশেষ কাজ। তিনি ধ্যানলভ্য। জ্যোতি, বীরপত্নী হয়ে আমাদের মধ্যে ধীকে করেন নিহিত, ধ্যানকে করেন সিদ্ধ, নিখিল ধ্যানবৃত্তিতে বিরাজমানা, ঘিরে থাকেন ধীকে, ধী সমূহে সঙ্গতা, আমাদের মধ্যে চেতনা আনেন কল্যাণমননের বা সৌমনস্যের, বিপুল জ্যোতিস্তরঙ্গের প্রচেতনা আনেন চিত্তির ঝলকে। দেখছি, ধী চিত্তি ও প্রচেতনার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ। এমনি করে বাগ্‌দেবী সরস্বতী প্রজ্ঞারও দেবতা।

তারপর দেবী ভারতী। সংহিতায় তাঁর পরিচয় বিশেষ-কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায়, আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ 'হোত্রা'। আগেই দেখেছি, 'হোত্রা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আহুতি বা আহ্বান দুইই হতে পারে। নিঘন্টুতেও হোত্রা যজ্ঞ এবং বাক্ দুইই বোঝায়। এই থেকে ভারতীর যজ্ঞসম্পর্ক মাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংজ্ঞাটির মূলে আছে দুটি শব্দ—'ভারত' এবং 'ভরত'। শব্দ

দুটি খুবই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ—'জন' বা 'অগ্নি' বোঝাতে ঋক্‌সংহিতার প্রত্যেক আর্যমণ্ডলেই তাদের উল্লেখ আছে। মনে হয়, আর্যদের মধ্যে যাঁরা বেদপন্থী ও যজ্ঞ-সাধক, 'ভরত' তাঁদেরই আদিপুরুষ। ভরতেরা যজ্ঞাগ্নি বহন করতেন, অথবা যজ্ঞাগ্নির কাছে হব্য বহন করতেন, তাঁদের সংজ্ঞায় দুটি অর্থই হতে পারে। যজ্ঞসাধক বলে তাঁরা অগ্নিহোত্রী, তাঁদের মুখ্য দেবতা অগ্নিও তাই 'ভারত' অথবা 'ভরত'। ব্রাহ্মণেও দেখি, অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই দুটি সংজ্ঞাকে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে 'প্রাণ'। ভারতী তাহলে স্বরূপত অগ্নিশক্তি।

আপ্রীদেবগণের কাঠামোটি অতিপ্রাচীন, তাতে 'তিস্রো দেব্যঃ'র মধ্যে ভারতীকেও তাহলে স্থান দেওয়া হয়েছে অতি প্রাচীনকাল হতেই। 'ইলা' যজ্ঞের হব্য, যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত 'সরস্বতী'র তীরে, আর 'ভারতী' হোত্রা অর্থাৎ মন্ত্র বা আহুতি—তিনটিতেই অগ্নিসম্পর্ক সুস্পষ্ট। দ্রব্যযজ্ঞে হব্যমাত্রেই পার্থিব, অতএব ইলা পৃথিবীস্থানা, প্রাণের ধারা বলে সরস্বতী অন্তরিক্ষস্থানা ; সুতরাং পরিশেষন্যায়ে ভারতী দ্যুস্থানা—কেননা যাজ্ঞিকের অগ্নি 'ত্রিষধস্থ' আর অগ্নিসাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে সূর্যে পৌঁছনো। সেখানে পৌঁছই যেমন হব্যের চিন্ময় বিপরিণামে, প্রাণের উজানধারায়, তেমনি দেবকাম মন্ত্র বা মননের বীর্যে। ভারতী তাই দেবহূতি বা দিব্যা বাক্—দুই অর্থেই। অতএব তিনি দ্যুস্থানা, তিনি 'আদিত্যের ভাতি'। ঋক্‌সংহিতায় দেখি, তিনি অদিতিরূপী অগ্নিরই একটি বিভাব, হোত্রা বলে বেড়ে চলেন উদ্‌বোধিনী বাণীতে, তিনি 'বিশ্বতূর্তি' বা তীব্রসংবেগে সব ছাপিয়ে যান, তিনি সবছাওয়া ধ্যানচেতনা, তিনি সুদক্ষিণা। এককথায় তিনি আমাদের মধ্যে বীজরূপী মন্ত্রচৈতন্যকে বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাস্বর বিশ্বচৈতন্যে এবং সিদ্ধির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয়।

আপ্রীসূক্তগুলিতে তিনটি দেবীর সাধারণ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁরা যজ্ঞিয়া, আমাদের প্রচোদিত করছেন পরমকল্যাণের দিকে ; তাঁরা কল্যাণরূপা, কল্যাণকর্মা; তাঁরা ইন্দ্রপত্নী, তীব্র সোমের ধারা নিংড়ে দিচ্ছেন ইন্দ্রের জন্য।

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার অষ্টম পর্বে। এবারও উজান বাওয়া নয়। পরাবরের সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে অগ্নি-সূর্যরূপী দুটি মেরুর মধ্যে অনুভব করছি বিদ্যুৎ-বিসর্পিণী শক্তির মুক্তধারা। মাধ্যন্দিন সংহিতা বলছেন, সপ্তম পর্বেই অক্ষর প্রচয়ের পালা শেষ হয়েছে জগতীচ্ছন্দে, এবার তাই ছন্দ 'বিরাট্' ; শকটবহনসমর্থ বৃষভের পাশে মহাশক্তিকে দেখছি পয়স্বিনী ধেনুরূপে। 'ত্রিভুবন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ' এই শক্তি অনুভবের ঐশ্বর্য নিয়ে এবার পরাবরকে এক করে নেমে আসার পালা।

এই আধারে নেমে আসুক অদিতিচেতনার দীপ্তি, তার ত্রিধামূর্ত্তির সহস্রকিরণ সৌষম্যের ছন্দে ছড়িয়ে পড়ুক। আনন্ত্যের এষণা অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠুক আমার মর্ত্যতনুকে ইন্ধন করে, আনুক বিশ্বচেতনার প্রভাস। জ্বলুক আগুন পূর্বসূরিদের অভীপ্সার অবিচ্ছেদ প্রবাহ হয়ে। চিন্ময় প্রাণের প্রবাহ নেমে আসুক, নিয়ে আসুক সাধনসম্পদের বীর্য। এই যে উন্মুখ হৃদয়ের আসন বিছিয়ে দিলাম তিনটি সেই জ্যোতিষ্মতীর তরে। তাঁরা অধিষ্ঠিত হন আমার আধারে :

আসুন ভারতী ভারতীদের সঙ্গে নিয়ে সমরসা,
আসুন ইলা দেবতাদের নিয়ে, মানুষদের নিয়ে অগ্নি ;
সরস্বতী সারস্বতদের নিয়ে আসুন এইখানে।
তিনটি দেবী এই বর্হিতে আসন নিন।।

৯

তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু
দেব ত্বষ্টর্বিররাণঃ স্যস্ব।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো
যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ।।

তুরীপম্—[তু. ১।১৪২।১০ ; < √ তুব্, ত্বর্ 'তাড়াতাড়ি করা' + √ * অপ্ 'বয়ে চলা' ; তু. অন্তরীপ, প্রতীপ, অনুপ ইত্যাদি] খরস্রোতা। (সায়ণ) 'রেতঃ' (উহ্য)। **'কর্ম্মণ্যঃ'**—তু. ১।৯১।২০। কর্মের পারিভাষিক অর্থ দেবোদ্দিষ্ট কর্ম। **'যুক্তগ্রাবা'**—সোম ছেঁচবার পাথরদের যে জুড়েছে সোমাভিষবকারী, সোমযাজী। **'দেবকামঃ'**—তু. য় উশতা মনসা সোমম্ অস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি ১০।১৬০।৩। উতলা আত্মনিবেদনের সুন্দর ছবি।

আপ্রীসূক্তের নবম দেবতা ত্বষ্টা। নামের নিরুক্তি দিতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, 'নৈরুক্তেরা বলেন, তাড়াতাড়ি ব্যাপ্ত করেন—এই থেকে ত্বষ্টা। আবার দীপ্ত্যর্থক ত্বিষ্ ধাতু বা করণার্থক ত্বক্ষ্ ধাতু হতেও ব্যুৎপত্তি হতে পারে।......তাঁরা বলেন, ত্বষ্টা মাধ্যমিক দেবতা, কেননা তাঁর পাঠ আছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে। শাকপূণি

বলেন, তিনি অগ্নি।' এথেকে ত্বষ্টার তিনটি লক্ষণ পাচ্ছি ঃ তিনি সর্বব্যাপী, তিনি দীপ্তিমান্, তিনি কর্তা। আকাশ সর্বব্যাপী, সেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান এবং বিশ্বের কর্তা—এ-ছবিটি তখন মনে আসে। বলা যেতে পারে, এটি ত্বষ্টার দিব্যরূপ। বায়ু বা বিদ্যুৎরূপে তিনি মাধ্যমিক, আবার অগ্নিরূপে তিনি পৃথিবীস্থান। যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখছি, আদিত্য বায়ু বা বিদ্যুৎ এবং অগ্নিরূপে তিনলোকেই ত্বষ্টার অধিষ্ঠান।

বস্তুতঃ তক্ষ্ বা ত্বক্ষ্ ধাতু হতেই ত্বষ্টার ব্যুৎপত্তি, শব্দ এবং অর্থ দুদিক দিয়েই সঙ্গত। ছুতোর যেমন কাঠ থেকে কুঁদে মূর্তি বার করে, ত্বষ্টাও তেমনি বিশ্বের অরূপ উপাদান হতে রূপ গড়েন, উপনিষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। এই অর্থে তিনি যাস্কের 'কর্তা' অর্থাৎ রূপকৃৎ। সংহিতায় বার বার একথার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ত্বষ্টা স্পষ্টতই স্রষ্টা ঈশ্বর বা 'প্রজাপতি'। কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন 'হয়ে' ; তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'। আবার বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, কিন্তু অন্তরে সবিতা। ঋক্ সংহিতায় এইটিই তাঁর লক্ষণীয় পরিচয়।

বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে আবার মিলিয়ে দেখতে হবে 'বিশ্বকর্মা'র সঙ্গে। সৃষ্টিসম্পর্কে দুটি বাদ সম্ভব—বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। বিভূতিবাদের ঈশ্বর বিশ্বরূপ—তিনি সবকিছু 'হয়েছেন' ; আর নির্মাণবাদের ঈশ্বর বিশ্বকর্মা—তিনি সব-কিছু 'করেছেন'। পরবর্ত্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আরেকটি ন্যায়ে। বেদে কিন্তু এ-দুটিতে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়নি। সেখানে দেখি, বিশ্বরূপ ত্বষ্টার হাতে লোহার বাইস ; আবার বিশ্বকর্মার সবদিকে চোখ, সবদিকে মুখ, সবদিকে বাহু, সবদিকে পদ ; কিন্তু তিনি ফুঁ দিলেন দুটি বাহু দিয়ে আর অনেক পাখা দিয়ে, যখন দ্যুলোকের-ভূলোকের জন্ম দিলেন একদেব হয়ে। ত্বষ্টা যেমন বিশ্বরূপ, তেমনি আবার 'সুকৃৎ-সুপাণি ; স্বৰাঁ ঋতাবা'—তিনি সব করছেন, সব হচ্ছেন, আবার আপনাতে আপনি আছেন। তত্ত্বভাবনার ফলে রূপ হতে পরিচ্ছিন্ন হয়ে তিনিই দেখা দিয়েছেন ব্রহ্মণস্পতি বাচস্পতি এবং প্রজাপতিরূপে।

সংহিতায় ত্বষ্টার এই পরিচয়। যেমন তিনি বিশ্বরূপে সব হয়েছেন, তেমনি আছেন তারও আগে সমস্ত রূপের ওপারে। ওইখান থেকে তিনি জন্মান সবার আগে, সবার পুরোধারূপে চলেন আলোর রাখাল হয়ে: তখন তিনি প্রজাপতি, পবমান ইন্দুর স্বর্ণধারা, ইন্দ্রবীর্যে টলমল। সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন হতে সমস্ত দেবতা ও দেবশক্তির তিনি গণপতি। বৃহদ্দিবা বিশ্বের মাতা, আর তিনি পিতা—দেবপত্নীরা তাঁর নিত্যসঙ্গিনী। তিনি বিশ্বকর্মা, তাই 'সুপাণি', কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে কুশলী, কেননা তিনি 'মায়া' জানেন। তাঁর এই নির্মাণপ্রজ্ঞা আর কৌশলের পরিচয় শুধু

বিশ্বের রূপ গড়ায় নয়, ইন্দ্রের বজ্র আর ব্রহ্মণস্পতির পরশুর তক্ষণেও—যা দিয়ে তাঁরা আঁধারের আবরণকে বিদীর্ণ করেন। মাতা বৃহদ্দিবার সঙ্গে পিতা হয়ে বিশ্বভুবনকে তিনি যে শুধু জড়িয়েই আছেন তা নয়, তিনি সবিতা হয়ে আছেন আমাদের অন্তরেও—অচিত্তির নেপথ্যে থেকে কীর্ণরশ্মি হয়ে উদ্‌ভাসিত করছেন আমাদের মূর্ধন্য মহাকাশ। তখন তিনি আমাদের দেবযান পথের দিশারী, এই দেহরথকে তিনিই ছুটিয়েছেন অমৃতের সন্ধানে। আমাদের অভীপ্সার আগুন তখন তাঁর পুত্র, আমাদের প্রাতিভসংবিৎ বা সরণ্যু তাঁর কন্যা, আমাদের প্রাণ বা বায়ু তাঁর জামাতা, আমাদের মন্ত্রচৈতন্য বা ব্রহ্মণস্পতি তাঁর জাতক, যাঁকে প্রতিটি নাম হতে তিনি জন্ম দেন কবি হয়ে। যে-মধু বা অমৃতচেতনার আমরা পিয়াসী, তা তাঁরই মধু। তাঁরই দিব্যধামে আমাদের বৃত্রঘাতী ইন্দ্রচেতনা পান করে শতধারায় নির্ঝরিত সৌম্য মধু। এই আধারে এই চাঁদের ঘরে তাঁরই একটি গোপন কিরণ সুষুম্‌ণরশ্মি হয়ে নেমে আসে।

ত্বষ্টা পরমপুরুষ, বিশ্বপিতা, বিশ্বরূপ, চেতনার উৎক্রমণে সবিতারূপে আমাদের ধী-র প্রচোদয়িতা। আমাদের পরমার্থ যে সোম্য আনন্দ, তিনিই তার শতধার উৎস। কিন্তু এই সোমপান নিয়েই সংহিতার কোথাও-কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে ত্বষ্টার বিরোধের কথা আছে। ঋক্‌সংহিতায় এক জায়গায় পাই, 'যখনই জন্মালে তুমি হে ইন্দ্র, সেইদিনই খুশিমত গিরিস্থিত সোমাংশুর পীযূষ পান করলে ; তা তোমার জন্মদাত্রী তরুণী মাতা মহান্ পিতার ঘরে অঝোরে ঝরিয়েছিলেন সবার আগে। ... ত্বষ্টাকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ওঁর সোম পান করেছিলেন চমূতে চমূতে'। তৈত্তিরীয়সংহিতায় আছে, ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্রকে হত্যা করেন, তাই তাঁকে বাদ দিয়েই ত্বষ্টা সোম আহরণ করেছিলেন ; কিন্তু ইন্দ্র জোর করে তাঁর সোম পান করলেন। ত্বষ্টা যেমন বিশ্বরূপ, তেমনি তাঁর পুত্রের নামও 'ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ'। সে 'ত্রিশীর্ষা সপ্তরশ্মি'। এই বিশেষণটি অগ্নিরও। এই 'ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ'কে ইন্দ্রের প্রেরণায় ত্রিত ইন্দ্র স্বয়ং বধ করে তার কবল থেকে আলোকযূথকে মুক্ত করেছিলেন। ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের সূত্র এই হতে পারে। অথচ ঋক্‌সংহিতাতেই আবার দেখি, ত্বষ্টার ঘরে ইন্দ্র শতধার সোম পান করছেন। সেখানে কিন্তু বিরোধের কোনও আভাস নাই। একই ব্যাপারের দু'রকম বিবৃতি—এও একটা বিরোধ। তার সমাধান কি ?

ঋক্‌সংহিতাতে পাচ্ছি, ত্বষ্টা জগৎপিতা ঃ তিনি নিজে বিশ্বরূপ এবং তাঁর পুত্রও বিশ্বরূপ। তাঁতে এবং তাঁর পুত্রে কোনও ভেদ নাই। ত্বষ্টা যেমন দেবতা, তার পুত্র বিশ্বরূপও তেমনি দেবতা—অগ্নি বৃহস্পতি বা ইন্দ্রের মত তিনিও 'সপ্তরশ্মি'।

দর্শনের ভাষায় এর তাৎপর্য এই, পরমপুরুষই যদি এ-জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁতে আর জগতে ভেদ থাকতে পারে না। ইওরোপীয়েরা এ-মতকে বলেন Pantheism এবং এটা তাঁদের কাছে একটা বিভীষিকা। এধরণের নিরেট Pantheism যে আমাদের দর্শনে কোথাও নাই একথা আগেও বলেছি। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। বিশ্বরূপে তিনিই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ, তবুও তিনি এই ভূমিকে 'বিশ্বতোবৃত্বা' করে দশ আঙুল ছাপিয়ে গেছেন। এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ মাত্র, তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে। যেটুকু তাঁর অমৃত, তার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এই মর্ত্ত্যের একটা বিরোধ আছে। অথচ তত্ত্বদৃষ্টিতে 'অমত্ত্যো মর্ত্ত্যো সযোনিঃ'—অমর্ত্য আর মর্ত্ত্যের একই উৎস। ত্বষ্টা বিশ্বরূপ অমৃত, কিন্তু ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ অমৃতকল্প মর্ত্য। আধুনিক বেদান্তের ভাষায় এই ভাবনার তর্জমা হল, ব্রহ্ম অমৃত, তিনিই জগৎ হয়েছেন ; কিন্তু জগৎ মায়া, যদিও সে সন্মূল সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ। তাই ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ পরমদেবতার পুত্র হয়েও অসুর, সে বৃত্র। সে ত্রিশীর্ষা, তার তিনটি মুখ। একমুখ দিয়ে সে সোম পান করে, আরেক মুখ দিয়ে সুরা, আরেক মুখ দিয়ে সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ ত্বাষ্ট্র একাধারে দেবতা অসুর এবং মানুষ। অসুরদের সোনার রূপার আর লোহার তিনটি পুরের কথা অন্যত্র পেয়েছি। সর্বত্র সেই এক কথা ঃ বিশ্বমূল অমৃত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ; কিন্তু বিশ্ব মৃত্যুস্পৃষ্ট ব্যামিশ্র এবং পাপবিদ্ধ। অথচ তার অন্তরে রয়েছে অমৃতের পিপাসা। এই মর্ত্য বিশ্বরূপকে বিনাশ করে অমর্ত্য বিশ্বরূপের ধামে আমাদের যেতে হবে, সেইখানে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে। করতে হবে জোর করে। যিনি এই মায়ার মূল মায়ী, তিনিই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। এও তাঁরই ইচ্ছা। সপ্তশতীতে তাই দেবীর মুখে শুনি, 'যে আমাকে জয় করবে সংগ্রামে, যে আমার দর্প দূর করবে, জগতে যে আমার প্রতিস্পর্ধী, সে-ই আমার ভর্তা হবে।'

বিশ্বরূপকে হত্যা করে ত্বষ্টার ঘরে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে—এই ভাবনার প্রকাশ উপনিষদের নেতিবাদে। যাজ্ঞবল্ক্য তার বিশিষ্ট প্রবক্তা, আর বুদ্ধ তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এও সম্যক্ দর্শন নয়। পুরাণকার বলেন, বিশ্বরূপবধের পর ইন্দ্রে ব্রহ্মবধের অভিশাপ লাগে। কথাটা গভীর। অখণ্ডদর্শনের বিচারে, জগৎকে উড়িয়ে দিলে ব্রহ্মকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বরূপবধ তাই ব্রহ্মবধের শামিল। অথচ এই বিশ্বরূপ ব্রহ্মকে আড়াল করে রেখেছে। সে-আড়াল ঘোচাতে ইন্দ্রবীর্যের প্রকাশ করতেই হয়, জোর করেই ত্বষ্টার ঘরে গিয়ে সোমপান করতে হয়। কিন্তু সং

হিতায় দেখি, ইন্দ্রের সোমপানের শুধু এই রীতিই নয়। অন্ততঃ তার তিনটি রীতি আছে। দেখছি, জন্মের দিনেই ইন্দ্র মায়ের প্রসাদে মহান্ পিতার ঘরে খুশিমত সোমপান করছেন সবার আগে। এ-অমৃতপানে তাঁর সহজ অধিকার। এ-পান 'অগ্রে' অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ ভূমিতে। তারপর 'বিশ্বরূপী' পৃথিবীতে বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে অভিভূত ক'রে তাঁর সোমপান। এই অভিভবের বীর্যও তাঁর জন্মগত (জনুষা)। তারপর আবার এই বিশ্বরূপ ত্বষ্টার ঘরেই তাঁর 'শতধন্য' বা শতধারায় সোমপান। এখানে আর অভিভবের কথা নাই। এ আবার সেই আদিম সহজ অধিকারকে সহজে ফিরে পাওয়া। আমাদের অধ্যাত্মজীবনেও অমৃতসাধনার একই রীতি।

আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টার যে-রূপ ফুটেছে, তাতে তাঁর সৃষ্টিশক্তিরই উপর বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি 'বৃষা', 'ভূরিরেতাঃ', 'সুরেতা বৃষভঃ', এবং 'রেতোধাঃ'। গর্ভাধান মন্ত্রে ত্বষ্টার আবাহন আছে, একথা আগেই বলেছি। সুপ্রজননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আপ্রীসূক্তগুলিতেও অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে। এইটি ত্বষ্টার লৌকিক রূপ। সৃষ্টি এবং পুষ্টি দুয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত। আরেকটি লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কোনও ইঙ্গিত তো নাইই, বরং দুটি দেবতার সাযুজ্যের কথাই বলা হয়েছে বারবার। দেবতারা সবাই 'সজোষাঃ', তাঁদের মধ্যে বিরোধাভাস কোনও অধ্যাত্মরহস্যেরই ব্যঞ্জনাবহ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিবৃতিতে দেখি, ত্বষ্টা বাক্। গৌরীরূপে বাক্ 'সলিলানি তক্ষতী', আর তাইতে কারণ সমুদ্র দিকে-দিকে উচ্ছল হয়ে ওঠে, এবং 'ততঃ ক্ষরত্যক্ষরম্'। বাক্ও ত্বষ্টার মত সৃষ্টির আদিপ্রবর্ত্তিকা। কৌশিকসূক্তের ত্বষ্টা সবিতা এবং প্রজাপতি ; মার্কণ্ডেয়পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতি ; অন্যত্র আদিত্য ; মহাভারতে এবং ভাগবতে সূর্য।

এবার দিব্যভাবনার নবম পর্বে। এবার সিদ্ধচেতনায় জাগল সিসৃক্ষার প্রবেগ, আত্মরূপের বিসৃষ্টির উদ্‌বেলতা—উত্তরসত্যকে পৃথিবীর বুকে মূর্ত করবার সাধনায় কোথাও যেন তন্তুচ্ছেদ না হয় এই অবন্ধ্য কামনা। মাধ্যন্দিন সংহিতা বললেন, এবারকার ছন্দ হল 'দ্বিপদা বিরাট্' ; আর বৃষভটিকে দেখছি 'উক্ষাঃ' বা রেতঃরেক সমর্থরূপে।

নিখিলের রূপকৃৎ যিনি, অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মুক্তধারা হয়ে তিনি ছলকে উঠুন আমাদের মধ্যে, তাঁর যে শক্তি আধারকে পুষ্ট করে এসেছে এতকাল তার খরস্রোতকে মুক্তি দিন। সে-ধারা হতে জন্ম নিক সেই বীর সাধক, যে কর্ম-কুশল,

যার সঙ্কল্প অবন্ধ্য, যে সোমযাগের রহস্য জানে, পরমদেবতাকে পাবার অভীপ্সা যার মধ্যে অনির্বাণ:

সেই যে আমাদের ত্বরিতস্রোতা আর পোষক বীর্য
হে জ্যোতির্ম্ময় ত্বষ্টা, অকৃপণ হয়ে তার বাঁধন খুলে দাও—
যাতে বীর কর্ম্মণ্য সুদক্ষ
সোমকামী পুরুষ জন্মায়, যে দেবকাম।।

১০

বনস্পতেহব সৃজোপ দেবান্
অগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি
যথা দেবানাং জনিমানি বেদ।।

শমিতা—[< √ শম্ 'উপশান্ত করা'] পশুঘাতক। পশুর গলায় ফাঁস দিয়ে দম আটকে তাকে বলি দেওয়া হত। ব্যাপারটা প্রাণের প্রশমনের অনুকরণ। একে বলা হত 'সংজ্ঞপন'। বাইরের শমিতা মানুষ, কিন্তু ভিতরের শমিতা অগ্নি বা অভীপ্সা। **সূদয়াতি** [< √ সূদ্। স্বদ্, * স্কন্দ্ 'সুস্বাদু করা, রোচক করা' ; তুলনীয়, GK hedus, Lat, Suavis, Goth, suts, Eng., Sweet.। অগ্নির সঙ্গে ধাতুটির বিশেষ যোগ, তুলনীয় ঋ. ৪।৪।১৪, ১।৭১।৮, ৭।১৬।৯] লৌকিক অগ্নি অপক্বকে পক্ব অতএব সুস্বাদু করে। দিব্য অগ্নি তেমনি তাঁর তেজ দ্বারা আধারকে দগ্ধ ও নির্মল করে রূপান্তরিত করেন। উপনিষদের ভাষায় শরীর তখন যোগাগ্নিময় (শ্বে. ২।১২)। আহুতি আমারই আত্মাহুতি, আমার দেহ-প্রাণ-মনের আহুতি। প্রশমের দ্বারা অগ্নি তাদের মধ্যে দিব্য আনন্দের আবির্ভাব ঘটাবেন।

আপ্রীসূক্তের দশম দেবতা বনস্পতি। যাস্ক ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন, 'বনদের যিনি রক্ষা করেন পালন করেন।' বনের সঙ্গে কামনা বা আকূতির যোগ ধরে নিয়ে বনস্পতির রাহস্যিক অর্থ হয়, 'যা উচ্ছ্রিত অভীপ্সার নায়ক'। শাকপূণির মতে বনস্পতি 'অগ্নি'। অধ্যাত্মদৃষ্টি নিয়ে ঐতরেয় বলছেন, 'প্রাণই বনস্পতি'। দুটি ভাব মিলিয়ে পাই,

বনস্পতি প্রাণের আগুন, মর্ত্যচেতনার জড়ত্বকে উদ্‌ভেদ ক'রে যা সহস্রশিখায় লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের দিকে ঃ এই এক আশ্চর্য্য কবিদৃষ্টি। বনস্পতিকে ঋষি দেখছেন যেন পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে অজর সবুজ প্রাণের সহস্রশাখ একটি মহিমা, সোনার আলোয় ঝলমল করছে। বনস্পতি যে প্রাণের প্রতীক, তা বোঝাতে মাধ্যন্দিন সংহিতার এক জায়গায় তাকে বলা হয়েছে 'অশ্ব'।

কিন্তু দেবতা বনস্পতি শুধু অগ্নিই নন, তিনি সোমও। শতপথব্রাহ্মণে পাই, 'সোমো বৈ বনস্পতিঃ'। এই উক্তির সমর্থন আছে ঋক্‌সংহিতায়—সোমকে একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'প্রিয়স্তোত্রো ৱনস্পতিঃ' আরেক জায়গায় 'নিত্যস্তোত্রো ৱনস্পতিঃ'। সাধকের চেতনায় প্রাণের ধারা যখন উজান বয়, তখন বনস্পতি অগ্নি; সিদ্ধচেতনায় সেই প্রাণই আবার যখন দিব্যভূমি হতে সহস্রধারায় নেমে আসে, বনস্পতি তখন সোম।

ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের বর্ণনায় বনস্পতির আরেক পরিচয় পাই। কঠোপনিষদে (২।৩।১) আছে, 'এই অশ্বত্থই শুক্রজ্যোতি, তা-ই ব্রহ্ম ; তাকেই বলে অমৃত, তারই আশ্রিত সর্বলোক, তাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না।' ঋক্‌সংহিতাতেই এই ব্রহ্ম-বৃক্ষের উদ্দেশ পাই। সেখানকার বর্ণনা ঃ 'বোধহীন (শূন্যতায়) রাজা বরুণ বৃক্ষের ঊর্ধ্বপুঞ্জকে (স্থান) দিয়েছেন পূতসঙ্কল্প হয়ে। তারা নীচের দিকে নেমে এসেছে, যাদের বোধটি রয়েছে উপরে—আমাদেরই মধ্যে যাতে নিহিত থাকতে পারে চিতি (রশ্মিরা)।' (ঋ. ১।২৪।৭) একজায়গায় একে বলা হয়েছে 'সুপলাশ বৃক্ষ', যার তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোমপান করছেন। আরেক জায়গায় বর্ণনা হতে মনে হয়, এটি একটি জোতির্ময় পিপ্পল গাছ। শৌনকসংহিতায় এক 'দেবসদন অশ্বত্থ' বৃক্ষের কথা আছে যার অবস্থান তৃতীয় দ্যুলোকে, তাতে অমৃতের দর্শন হয়। ঋক্‌সংহিতার মূল বর্ণনার অনুসরণে বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর এক নাম 'ৱারুণো বৃক্ষঃ'। গোভিল গৃহ্যসূত্রে বারুণবৃক্ষ বা ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বত্থ নয়, 'ন্যগ্রোধ' বা বটগাছ, যার ঝুরি নীচের দিকে নামে। ঋক্‌সংহিতায় অশ্বত্থও দিব্যবৃক্ষ। বিষ্ণুসহস্রনামে ন্যগ্রোধ উদুম্বর এবং অশ্বত্থ এই তিনটি নাম পাশাপাশি পাওয়া যায়।

★যেমন ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষ, তেমনি আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহবৃক্ষ। ঋক্‌সংহিতায় এ-ভাবনার মূল আছে। সেখানে পাই, একই গাছকে জড়িয়ে আছে দুটি পাখি ; তাদের একটি পিপ্পলাদ, আরেকটি অভোক্তা দ্রষ্টা মাত্র। গাছটি পিপ্পল। বৌদ্ধ চর্যাপদের 'কাআ তরুবর' স্মরণীয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হাত-পা নিয়ে মানুষের দেহ একটি ওল্টানো গাছের মত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেহ-বৃক্ষের স্বরূপ

ফোটে নাড়ীজালে, মূর্ধা বা মস্তিষ্ক তার ঊর্ধ্বমূল, সেইখান থেকে নাড়ীর শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওই ঊর্ধ্বমূল থেকে সোমের ধারা নেমে এসে আধারকে প্লাবিত করে। অথচ সে-সময় মেরুদণ্ড বেয়ে একটা অগ্নিস্রোত উপর দিকেও উঠতে থাকে। অর্থাৎ দুটি বনস্পতির অগ্নীষোমাত্মক অন্যোন্যসঙ্গমের অনুভব চেতনায় একসঙ্গে ফোটে। বনস্পতির ভাবনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

বনস্পতিকে শাকপূণি বলেন 'অগ্নি', আর যাজ্ঞিকের দৃষ্টি নিয়ে কাত্থক্য বলেন 'যূপ' [নি. ৮।১৮]। যূপ অগ্নিরই উচ্ছ্রিত রূপ। এই ভাবনা সূচিত হয়েছে ঋক্‌সংহিতার যূপসূক্তে তাকে প্রকারান্তরে 'দ্রবিণোদা' বলে বর্ণনা করায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যজমান যখন যূপের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন, তখন সে তাঁর মেরুদণ্ড। এই যূপে বেঁধে পশুদের 'সংজ্ঞপন' করা হয়, অর্থাৎ তাদের অল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওয়া হয়। পশু বা প্রাণ চেতনা তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে প'ড়ে উত্তীর্ণ হয় 'পরম সধস্থে' বা সর্বদেবায়তন পরম ব্যোমে। যে-যূপের মাধ্যমে এটি ঘটে, সে তখন 'শতবল্‌শ বা শতশাখ বনস্পতি'—ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণাগ্নির মূর্ত বিগ্রহ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 'সহস্রবল্‌শ'।

ঋক্‌সংহিতায় বনস্পতি সাধারণভাবে গাছকে বুঝিয়েছে অনেক জায়গায়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে অগ্নি বা দিব্যবৃক্ষের ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে। এক জায়গায় রাহস্যিক অর্থে উদূখল-মুষলকে বলা হয়েছে বনস্পতি [ঋ. ১।২৮।৬,৮]। আরেক জায়গায় বনস্পতির বিস্ফারণে 'সপ্তবধ্রি'র মুক্তির কথা আছে [ঋ. ৫।৭৮।৫-৬]। সপ্তবধ্রি অবিদ্যোপহত পুরুষ। এই সঙ্গে ব্যবহৃত উপমা হতে মনে হয়, এটি নাড়ীর মুখ খুলে যাওয়ার বর্ণনা।

আপ্রীসূক্তের বনস্পতিতে অগ্নি এবং সোম দুয়েরই ব্যঞ্জনা আছে। আবার সূক্তগুলির বিনিয়োগ পশুযাগে, তাই যূপের প্রসঙ্গও তাতে এসেছে। অনেক জায়গায় তাঁকে স্পষ্টত অগ্নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বেলায় বিশেষ করে ঝরানো অর্থে 'অবসৃজ্', ধাতুর ব্যবহার অগ্নির সঙ্গে সোমসম্পর্ক সূচিত করছে। হব্যকে তিনি স্বাদু করেন, বারবার এই উক্তিও তাঁর নন্দনস্বভাব ইঙ্গিত করে সোমসম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে। আবার, তিনি যখন 'শমিতা', তখন যূপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। বৃক্ষরূপে তিনি সহস্রশাখ, হিরণ্ময় এবং হিরণ্যপর্ণ।

এলাম দিব্যভাবনার দশম পর্বে। সম্বুদ্ধ সিদ্ধচেতনা এখানে বনস্পতির মত। যেমন তার মধ্যে পৃথিবীর রসের সঞ্চয় অগ্নিস্রোত হয়ে উজান বইছে, তেমনি দ্যুলোকের সোম্য আনন্দধারা নিরন্ত নির্ঝরে ঝরে পড়ছে। উজান-ভাটার এই দুই

ধারার মাঝে 'দৈব্য শমিতা'র প্রজ্ঞান—যা জানে দেবতার জন্মরহস্য, জানে তাঁদের গুহ্য নাম। এই প্রশমকে লক্ষ্য করেই মাধ্যন্দিন সংহিতা বললেন, এইবার ছন্দ হল 'ককুভ্', যা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা দুইই বোঝায় ; আর ধেনুটা হয়ে গেল 'বশা' বা বন্ধ্যা, অথবা 'বেহৎ' যার গর্ভ হলেও গর্ভ থাকে না। সত্তার গভীরে এইটি নিস্তরঙ্গ প্রশমের অবস্থা। অথচ চেতনা তখন পরিব্যাপ্ত এবং উত্তুঙ্গ, বিসৃষ্টির আনন্দে নিত্যনির্ঝরিত।

হে দিব্য কামনার ঊর্ধ্বশিখা, আমার প্রাণের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎসর্গ করেছি তোমার কাছে। তুমি তাদের প্রশান্ত কর, দেবভোগ্য কর। সেই প্রশান্ত চিন্ময় প্রাণের প'রে নামিয়ে আন বিশ্বদেবতার চিৎশক্তির মুক্তধারা। আমি নয়, তুমিই তাঁর সত্য হোতা। তুমিই জান, উৎসর্গের ভাবনা সত্য হবে কেমন করে, কি করে এই আধারে বিশ্বচেতনার অবন্ধ্যা দীপ্তি বিচিত্র হয়ে ঝলসে উঠবে:

হে বনস্পতি, ঝরিয়ে দাও এই আধারে দেবতাদের।
যে-অগ্নি প্রাণের প্রশমিতা, আমার হবিকে স্বাদু করুন তিনি।
তিনিই তো হোতা সত্যতর, আমার যজ্ঞ তিনি তেমনি করুন,
যেমন দেবতাদের জন্ম তাঁর জানা আছে।।

১১

আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙ্-
ইন্দ্রেণ দেবৈ সরথং তুরেভিঃ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা
স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্।।

'তুরেভিঃ' [< √ তৃ 'অভিভূত করা' বা < √ত্বর্ 'ছুটে চলা'—] ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন। স্বাহা—নিঘন্টুতে স্বাহা 'বাক্' (১।১১)। নি. স্বাহেত্যেতৎ সু আহ ইতি বা, স্বা বাগ্ আহ ইতি বা স্বং প্রাহ ইতি বা স্বাহুতং হবির্ জুহোতীতি বা ৮।২১। স্বাহা 'বাক্' বা একটি বিশিষ্ট মন্ত্র। নিরুক্ত ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পে দুর্গ ব্রাহ্মণের ব্যুৎপত্তি উদ্ধার করেছেন ঃ 'তং স্বা বাগ্ অভ্যবদৎ, জুহুধীতি। তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম'। এই ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, স্বাহা উৎসর্গের মন্ত্র। কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে √ হু ঠিকমত

লাগে না। 'স্বাহা' আর 'স্বধা' যদি জোড়া মন্ত্র হয় [তুলনীয়—ঋ. (১০।১৪।৩) যাংশ্চ দেবা বাবৃধু র্যেচ দেবান্ত স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি।], তাহলে স্বধার মত স্বাহারও বিশ্লেষণ হবে 'স্ব + আহা'। গত্যর্থক √ হা আছে, 'আ' যোগে তা বোঝাবে আগমন। স্বাহার আরেকটি অর্থ তাহলে হতে পারে, 'আপনি আসা', যেমন স্বধা 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'। মন্ত্রের আরেকটি তাৎপর্য তখন আবাহন ঃ 'তুমি আপনি এস, কেননা তুমি "সুহর"'। আবার আবাহনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যর্থনা। তা থেকে 'সু + আহা' এই বিশ্লেষণও হতে পারে, অর্থ 'তোমার আগমন সুমঙ্গল'। আবাহন, অভ্যর্থনা, উৎসর্গ—তিনটি ভাবনা ওতপ্রোত। আবার 'স্বাহা' দেবগণের মন্ত্র, 'স্বধা' পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ—একটি আত্মোৎসর্গের, আরেকটি আত্মপ্রতিষ্ঠার। একটিতে দেবতা নেমে আসছেন মানুষের মধ্যে, আরেকটিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে দেবতার দিকে।

আপ্রীসূক্তের একাদশ বা শেষ দেবতা 'স্বাহাকৃতয়ঃ'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করা হচ্ছে 'কোন্ দেবতারা স্বাহাকৃতি ?' উত্তরে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বদেবতারা'। আবার অন্যত্র পাই, 'স্বাহাকৃতিরা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ তাঁদের মধ্যেই যজ্ঞের অবসান এবং অবিকল পূর্ণতা। 'স্বাহা'র অর্থ আবাহন এবং আত্মোৎসর্গ দুইই।

শেষ প্রযাজে বিশ্বদেবতারই আবাহন। তবুও বিশেষ করে ইন্দ্রের আবাহন অনেক মন্ত্রেই পাওয়া যায়। ইন্দ্র ছাড়া বিশেষ উল্লেখ আছে বরুণের, যিনি অব্যক্ত আনন্ত্যের দেবতা। তাছাড়া অদিতি বায়ু মরুদ্গণ বৃহস্পতি সূর্য ও সোমেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু আপ্রীদেবতারা সবাই অগ্নির রূপ, এই গোড়ার কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে। যজমানের অভীপ্সার আগুনই বিশ্বদেবতাকে আধারে বয়ে আনছে, এ-ভাব প্রত্যেক মন্ত্রে আছে। এই অগ্নির সম্পর্কে বিশেষ করে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে—'পুরোগাঃ' বা সবার আগে চলেছেন যিনি, এবং 'সদ্যোজাতঃ'। প্রজাপতির তপঃশক্তিতে তিনি সংবর্ধিত, একথাও এক জায়গায় আছে। হিরণ্যগর্ভের তপঃশক্তি তাঁর সত্যসঙ্কল্প এবং আমাদের অভীপ্সা হয়ে সহসা জ্বলে ওঠে এবং বিশ্বচেতনার আবেশ নামিয়ে আনে আধারে, বিশেষণগুলিতে এই সত্যের ব্যঞ্জনা আছে।

আপ্রীসূক্তের দেবতা বিশ্বচেতন অগ্নি, স্বাহা আহুতির মন্ত্র। তাঁকে কি আহুতি দেব ? হব্য এবং সূক্ত দুইই। হব্য দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, সূক্ত জ্ঞানযজ্ঞের। স্বাহাকৃতিদের হব্য কি ? আগেই বলেছি, পশুযাগের দশটি প্রযাজদেবতার বেলায় হব্য আজ্য, কেবল এই শেষের যাগেই হব্য হল পশুর 'বপা' বা নাভির পাশের মেদ এবং অশরীরত্বের দ্যোতক বলে বপাহুতি একটি অমৃতাহুতি। বপা রেতের মতই

শরীরের মধ্যে শুভ্র অশরীর চিদ্‌বীজ। এই বপাকে পাঁচ ভাগে আহুতি দিতে হবে, কেননা পুরুষ স্বয়ং 'পাংক্ত' বা পঞ্চপর্বা—লোম ত্বক্ মাংস অস্থি এবং মজ্জা এই পাঁচটি তার উপাদান। পশুর বপা তার সত্তার নিগূঢ় ধাতু মজ্জার স্থানভুক্ত। বপাহুতি তাই দেবজন্মের জন্য যজমানের আত্মসত্তার নিগূঢ় ধাতুকে আহুতি দেওয়া।

ব্রাহ্মণের বিবৃতি হতে পশুযাগের তাৎপর্য বোঝা যায়। পশু প্রাণের প্রতীক। তাই পশুযাগ হল অন্নপ্রাণময় আধারকে হিরণ্যজ্যোতির্ময় করবার সাধনা। আধার যদি যজ্ঞের বেদিস্বরূপ হয়, তাহলে তার মধ্যভাগ নাভি হল অগ্নিস্থান দেবযোনি বা চিৎকুণ্ড। এইখানে আবার আছে বপা বা চিদ্‌বীজ। এই বীজকে অগ্নিতে নিষিক্ত করতে হবে। যোগে নিষেকের রীতি হল এক ধরণের মুদ্রাসাধন। তাতে শারীরবোধের গতি হয় অন্তরাবৃত্ত—লোম হতে ক্রমে মজ্জার দিকে। মজ্জাতে যখন বোধ জাগ্রত হয়, তখন শুভ্র অশরীর অগ্নিস্রোত ঊর্ধ্বমুখ হয়। সাধক এই শরীরেই হিরণ্ময় পুরুষের সাযুজ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণে সঙ্কেতিত এই সাধনার প্রচার আছে উপনিষদে এবং তন্ত্রে।

এলাম দিব্যভাবনার একাদশ পর্বে, দেবতার সঙ্গে যজমানের সাযুজ্যে সেখানে অধ্যাত্মসিদ্ধির পূর্ণতা। হিরণ্যগর্ভ বা চিদ্‌বীজ তাঁর মধ্যে অন্তর্গূঢ় ছিল, তা তাঁরই অভীপ্সার অগ্নিতে নিষিক্ত হয়ে পড়ল তাঁর হিরণ্যশরীর এই আধারেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিশ্বচেতনার উল্লাস। তাঁর লোকোত্তরের মহাকাশে ফুটল অদিতি-বরুণের রহস্যনিথর-স্তব্ধতা, তারই বুকে জাগল সূর্য-সোমের যুগনদ্ধ চিন্ময় দীপ্তি আর সবিতার প্রচোদনা, দ্যুলোকের উপান্তে মন্দ্রিত হল গোত্রভিৎ ইন্দ্র-বৃহস্পতির বজ্রনির্ঘোষ, অন্তরিক্ষে বইল মরুদ্‌গণ আর বায়ুর অনিরুদ্ধ প্রাণের প্লাবন, পৃথিবীতে বিকীর্ণ হল সদ্যোজাত অগ্নির প্রচ্ছটা। যজমান তখন বিশ্বরূপ। এই তাঁর দেবতাতি আর সর্বতাতি—দেবতা হয়ে সব হওয়া।

আমার আকূতিতে তোমায় জ্বালিয়ে তুলেছি, হে তপোদেবতা। এইবার এ-আধার দীপ্ত কর তোমার জ্বালার মালায় ; তুমি এলেই আসবে বজ্রের দীপ্তি, নিমেষের মধ্যে চিৎশক্তিরা ফুটে উঠবে সহস্র সুষমায়। এই যে ভূমানন্দময় প্রাণের আসন বিছিয়ে দিয়েছি অদিতির তরে, তাঁর দিব্যবিভূতির কল্যাণ আবির্ভাব হ'ক আমাদের মধ্যে। এসো, এসো হে দেবতা—আমার সব যে তোমায় দিলাম। এই বার মৃত্যুজিৎ চিৎশক্তির পুঞ্জদ্যুতি আনন্দ উছলে উঠুক আমার মধ্যে:

এস হে অগ্নি সমিদ্ধ হতে-হতে এই আধারে—
ইন্দ্রকে নিয়ে আর ত্বরিতগতি বিশ্বদেবগণকে নিয়ে একই রথে।
আমাদের প্রাণের বর্হিতে আসীন হন অদিতি সুপুত্রদের নিয়ে।
স্বাহা বিশ্বদেবতা মৃত্যুহীন হয়ে মেতে উঠুন মাতিয়ে তুলুন আমায়।।

আপ্রীসূক্তগুলির মধ্যে যে ভাবনা ও সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে, এইবার তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাক্। পশুযাগ দ্রব্যযজ্ঞ, কিন্তু তার ভিত্তি জ্ঞানযজ্ঞে। যে-কোনও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভাব। আগে ভাব, তারপর তার অনুযায়ী ক্রিয়া। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে যে-ক্রিয়াতে, তার দুটি রূপ—একটি বাচিক কবিকৃতি, আরেকটি আঙ্গিক অনুষ্ঠান। প্রাচীন পরিভাষায় একটির পরিণাম সূক্তপ্রবচনে, আরেকটির যজ্ঞে—যার মূখ্য অঙ্গ হল হব্যের আহুতি। দেবতারা কেউ সূক্তভাক্, কেউ হবির্ভাক্—আবার কখনও-বা দুই-ই।

যজ্ঞানুষ্ঠান হল বাইরের সাধনা, আর মন্ত্রভাবনা ভিতরের সাধনা। মন্ত্রের বিনিয়োগ দুটিতেই হয়। অর্থজ্ঞান দুয়ের পক্ষেই আবশ্যক। তাহলে উভয়ক্ষেত্রেই ভাবনা বা জ্ঞানযোগ প্রধান। এবং তা সর্বজনীনও বটে, বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের অধিকার নিয়ে বিতর্ক হতে পারে ; কিন্তু ভাবনার অধিকার সবারই আছে। এ-ব্যবস্থা চিরকালের। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ পুরোহিত ডাকতে হয়, কিন্তু দেবীর ভাবনার জন্য কাউকে ডাকতে হয় না। পশুযাগের বেলাতেও তা-ই হবে। বাহ্যযাগ আনুষ্ঠানিক, তার জন্য তোড়জোড় চাই, খুঁটিয়ে তার বিধিনিষেধ পালন করা চাই। অন্তর্যাগের পথ সোজা, তা সবার জন্যই খোলা।

পশুযাগ অতি প্রাচীন এবং সর্বজনীন—বৈদিক সাধনার একটি মূল স্তম্ভ। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট ঋষিকুলেরই আপ্রীসূক্ত আছে, তাদের মধ্যে দেবতাবিন্যাসের ক্রম একই। সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হতেই বৈদিক সমাজে এই উপলক্ষ্যে যে একটি বিশিষ্ট সাধনপন্থা সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত, তা বেশ বোঝা যায়।

এই সাধনার লক্ষ্য প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন। পশু প্রাণের প্রতীক। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রাণ নাড়ীসঞ্চারী। দেহের নাড়ীতন্ত্রকে আশ্রয় করে অগ্নিশক্তির সাহায্যে প্রাণকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা যায়। তা-ই হল পশুযাগের অধ্যাত্মরূপ।

প্রাণের উজান বওয়ার এগারটি পর্বের বর্ণনা আছে আপ্রীসূক্তগুলিতে। সংক্ষেপে তাদের পুনরুল্লেখ করছি। সর্বত্রই বুঝতে হবে, এই প্রাণের স্রোত শরীরে স্পষ্ট অনুভূত তরল অগ্নির স্রোত, দেবতা সর্বত্রই অগ্নি অর্থাৎ সাধকের শ্রদ্ধাপূত আধারে অভীপ্সার শিখা। আর এই সাধনার মুখ্য অবলম্বন হল মন্ত্র বা মননের বীর্য।

প্রথমে অগ্নিসমিন্ধন বা আধারে সর্বতোদীপ্ত একটা তাপের সৃষ্টি করতে হবে। আধারে তাপ আছেই। ধী বা একাগ্র মননের ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়। তারপর সেই উদ্দীপ্ত তপোজ্যোতির পরিমণ্ডলে অনুভব করতে হবে নক্ষত্রবিন্দুর মত চিৎসত্ত্বের

একটি ভ্রূণ। সেই বিন্দুচেতনা হতে একটি ঊর্ধ্বমুখী শিখার আবির্ভাব হবে। সে-শিখা জ্যোতিরগ্র এষণার সূচীমুখ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে হৃদয়ে, দেবতার আসন পাতা হবে সেইখানে। তখন হার্দজ্যোতির আলোকে দেবযানের পথে দেখা দেবে সাতটি আলোর তোরণ। তারপর সেই আলোর উজানে ভেসে উঠবে অব্যক্তে বিশ্রান্তির কালো ছায়াপথ, তখন আলো ধরে কালোর সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যাবে দেবহূতির নিরন্ত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। সে-অনাহতধ্বনির স্পন্দপরিণামে ত্রিভুবনকে অনুভব হবে ত্রিধামূর্তি চিৎশক্তির বিচ্ছুরণরূপে। শক্তি তখন সিদ্ধচিত্তে জাগাবে রূপকৃৎ সিসৃক্ষার বিপুল প্রবেগ। সে-প্রবেগ নিয়ে সিদ্ধচেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীর বুকে—প্রাণের ঊর্ধ্বস্রোতোবাহী বনস্পতির মত। তারই অন্তরালে বইবে স্বাহাকৃতির ফল্গুধারা, পরম আত্মনিবেদনে দেবতার সঙ্গে মানুষের সাযুজ্যে এইখানেই তার দেবজন্ম সিদ্ধ হবে, ফুটবে তার বিশ্বরূপ। অগ্নিসমিন্ধনে যার শুরু, স্বাহাকৃতিতে তার সারা। তাইতে প্রাণের তপস্যার পরম উদ্‌যাপন।

গায়ত্রী মন্ডল, অগ্নিমন্ত্র

পঞ্চম সূক্ত

পঞ্চম সূক্তে এগারটি ঋক্, শেষের ঋকটি কয়েকটি সূক্তের ধুয়া (৩/১, ৫, ৬, ৭, ১৫, ২২, ২৩)। ঋষি গাথিন বিশ্বামিত্র, দেবতা অগ্নি, ছন্দ ত্রিষ্টুপ। প্রাতরনুবাক ও আশ্বিন শস্ত্রে বিনিয়োগ। (আশ্ব. শ্রৌত. সূ. ৪/১৩, ৬/৫)। [সোমযাগের পঞ্চম বা শেষের দিনকে বলে 'সুত্যা-দিবস', কেননা এই দিনটিতে সোমের অভিষব হয় অর্থাৎ লতা ছেঁচে রস বার করে আহুতি দেওয়া হয়। সেদিন খুব ভোরে পাখী ডাকার আগেই হোতা যেসব ঋক পাঠ করেন, তাদের বলে 'প্রাতরনুবাক'। অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এইটি এবং পরের দুটি সূক্ত এই প্রাতরনুবাকের অন্তর্গত। আশ্বিন শস্ত্রও একটি প্রাতরনুবাক, অতিরাত্র নামে সোমযাগে তার বিনিয়োগ। তাতে হাজারের উপর ঋক্ পড়তে হয়। ঋক্‌গুলির মূল ছন্দ যা-ই থাকুক, তাদের বৃহতী ছন্দে রূপান্তরিত করে পাখি ওড়বার ভঙ্গীতে বসে হোতা শস্ত্রটি পাঠ করেন। এই ক্রিয়ার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট, ভোরের পাখী বৃহতীর ছন্দে মহাকাশে সূর্য্যের পানে উড়ে চলছে দ্যুলোক হতে সৌম্যঅমৃত ছিনিয়ে আনবে বলে—এতে প্রবুদ্ধ চিত্তের অভীপ্সার চিরন্তন রূপ প্রকাশ পেয়েছে (আশ্বিন-শস্ত্রের প্রশস্তি সম্পর্কে দ্র. ঐ. ব্রা-১৭)। শস্ত্রপাঠ ছন্দে হলেও তার মধ্যে ভাবনার প্রাধান্য এবং ঋগ্বেদের অধিকাংশ ঋকেরই এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ, এটি লক্ষণীয়।

সূক্তটির মর্মার্থ এই ঃ উষার আলোয় অগ্নি এই আধারে অভীপ্সার শিখায় জ্বলে উঠে খুলে দেয় অন্তরিক্ষের জ্যোতির দুয়ার, কেননা আমাদের মাঝে তিনি সিদ্ধভাবে চান ঋকের সম্যক্‌দর্শন। প্রতি আধারেই চিদ্‌বীজরূপে আহিত রয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযান মূর্ধন্য চেতনার পানে। তিনিই বিশ্বের ব্যক্ত জ্যোতি, আবার সত্তার গভীরে অব্যক্তের রহস্য। ভূলোকে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে তিনিই আমাদের ত্রাতা। আধারের নাভিতে তিনি প্রাণের শিখা, শীর্ষে আনন্দ। জ্যোতি পথের তিনি দিশারী, আবার অব্যক্তের হিরণ্ময় আবরণও তিনি। এই আধারে থেকেই তিনি জ্বলে ওঠেন উপর পানে। তাঁর জ্যোতিরাবেশে বারবার একে গড়ে তোলেন নতুন করে। ভূলোক হতে দ্যুলোকে প্রাণের স্রোতে নাড়ীতে নাড়ীতে চলে তাঁর উজান বওয়া। তিনিই

বিশ্বজ্যোতি, তিনিই বিশ্বপ্রাণ। সমিদ্ধ আধারে মাতরিশ্বা হব্যবাহরূপে তাঁকে জ্বালিয়ে তোলেন, তখন মহাশূন্যের স্তম্ভ হয় তাঁর শিখা।

১

প্রত্যগ্নির্‌উষসশ্‌ চেকিতানো
হবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্‌।
পৃথুপাজা দেবয়দ্‌ভিঃ সমিদ্ধো
হপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ।।

উষসঃ প্রতি অবোধি—[উষসঃ—দ্রঃ ৩/৪/৬, ৩/৬১, উষা প্রাতিভস্পর্শের দীপ্তি, ঝলকে-ঝলকে চিদাকাশে বারবার ফোটে, তাই বহু বচন। অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া। অবোধি— √ বুধ্‌ (জাগা) + লুঙ্‌ ত] উষার ঝলকে-ঝলকে জেগে উঠেছেন অগ্নি। উষার আলো আনে আসন্ন সূর্যোদয়ের আভাস, তাইতে অভীপ্সার আগুন জ্বলে ওঠে। অগ্নি এইজন্য 'উষর্ভুৎ' (৩/২/১৪)। অগ্নির এই 'প্রতিবোধ' অন্তরে বোধির দীপ্তি (দ্র. কেন. উ. ২/১২)। **চেকিতান**—তু. বভ্রো বৃষভ চেকিতান (রুদ্র) ২/৩৩/১৫ ; জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানঃ ৩।২৯।৭ ; সূর্যো রশ্মিভিশ্চেকিতানঃ ৪/১৪/২ ; মহী চিত্রা রশ্মিভিশ্চেকিতানা (উষা) ৪/১৪/৩ ; যুগে যুগে বয়সা চেকিতানঃ (ইন্দ্রঃ) ৬/৩৬/৫ ; অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানম্‌ ১০/১৮৩/১ ; চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা (উষাঃ) ১/১১৩/১৫। [√ কিৎ, চিৎ (নজর করা, সচেতন হওয়া)] সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। 'অচিত্তির' আঁধারে অগ্নি আগে ঢাকা ছিলেন, এইবার প্রকাশ পেলেন।

কবীনাং পদবীঃ— [তু. দিবঃ পদবীঃ ৩/৩১/৮ ; অভীক আসাং পদবীরবোধি ৩/৫৬/৪ ; ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধ ৭/৩৬/২ ; ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাম্‌ (সোমঃ) ৯/৯৬/৬ ; সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং (সোমঃ) ৯/৯৬/১৮ ; যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্‌ ১০/৭১/৩ ; শ্রময়ুবঃপদব্যো ধিয়ংধাস্তস্থুঃপদে পরমে চার্বগ্নে (পুরুষঃ) ১/৭২/২। পদ √ বী (চলা), পায়ে চলা পথ, পথিক (১/৭২/২)। অগ্নি, সোম এবং বরুণ তিনজনেই 'পদবী' অর্থাৎ আমাদের আলোর সরণি। তু. 'দেবযান'।] পায়ে চলা পথ যিনি কবিদের। কবিরা ক্রান্তদর্শী, তাঁদের চোখে ভাসছে সুদূরের ছবি। তার পানে তাঁদের চলতে হয় কখনও আগুনের পথ বেয়ে, কখনও

দ্যুলোক নির্ঝরিত আনন্দের পথ বেয়ে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও বা সুগম। উপনিষদে ক্ষুরধার পথের কথা আছে (কঠ. ১/৩/১৪)। **দেবয়দ্ভিঃ**— [√ দেবয়্ <দেব + য (কামনার্থে) + অৎ. ৩-ব] পরম দেবতাকে চায় যারা তাদের দ্বারা। উষার আলোয় তারাই হৃদয়ের বেদিতে আগুন জ্বালায়। **তমসঃ দ্বারা**—[= দ্বারৌ। তু. অগ্নিদ্বারা ব্যৃথতি ১/১২৮/৬ ; ব্যু···তমসো দ্বারোচ্ছন্তীরব্রত (উষসঃ) ৪/৫১/২ ; অগ্নিদ্বারা ব্যূর্ণতে ৮/৩৯/৬ ; দ্বারা···ধিয়ঃ ৮/৬৩/১ ; দ্বারা মতীনাম্ ৯/১০/৬ ; উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ ১/৪৮/১৫ ; সরস্বতি...দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ ৭/৯৫/৬। শব্দটির দ্বিবচনে এবং বহুবচনেই প্রয়োগ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে (শুধু একজায়গায় একবচনান্ত প্রয়োগ সম্ভাবিতঃ ৮/৫/২১, (যদিও সেখানে দ্বিবচন ধরে ব্যাখ্যা হতে পারে)।] বহুবচনান্ত দ্বার শব্দ অধিকাংশ জায়গায় বুঝিয়েছে সাতটি জ্যোতির দুয়ার। অগ্নি এবং উষা খুলে দিচ্ছেন দুটি আঁধারের দুয়ার। এটি সিদ্ধি সহজ হবার পূর্বের অবস্থা। আঁধারের দুটি দুয়ার দুটি পর্বসন্ধি। একটি ভূলোক আর অন্তরিক্ষের সঙ্গমে, আরেকটি অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোকের। এরাই 'রোদসী' যাস্ক বলেন 'রোধসী') ; উপনিষদে জাগরিতান্ত এবং স্বপ্নান্ত। ভূলোক আর দ্যুলোকের মাঝামাঝি অন্তরিক্ষেই যত বিপদ, সেখানে সব ঝাপসা। অগ্নি অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তভূমির দুটি দুয়ার খুলে দেন। বহ্নিঃ-বিশ্বদেবতাকে এই আধারে বয়ে আনবেন যিনি। বি আবঃ— [< বি-আ +√ বৃ (খুলে দেওয়া)] খুলে দিলেন।

২

প্রেদ্ব্ অগ্নির্ বাবৃধে স্তোমেভির্
গীর্ভিঃ স্তোতৃণাং নমস্য উক্থৈঃ।
পূর্বীর্ ঋতস্য সংদৃশশ্ চকানঃ
সং দূতো অদ্যৌদ্ উষসো বিরোকে।।

প্রেদ্বগ্নিঃ—[= প্র ইৎ (তারপর) উ (পাদপূরণে) অগ্নিঃ] **প্র ববৃধে**—[√ বৃধ (বেড়ে চলা) + লিট্ এ] (অগ্নি) প্রবৃদ্ধ হয়েছেন। ছিলেন স্ফুলিঙ্গ, হয়েছেন শিখা ; শিখা হতে আবার বৃহৎ হয়ে ছড়িয়ে পড়বেন সর্বত্র। অগ্নিচেতনার এই প্রবৃদ্ধি ঘটে সুরশিল্পীদের। (স্তোতৃনাম্) **স্তোমেভিঃ গীর্ভিঃ**— [স্তোম—] সুরের স্তবকে আর

উদ্বোধনের মন্ত্রমালায়। দুটিতেই দেবতার আরাধনা—একটিতে সুরে আরেকটিতে ছন্দে। আগে গান, তারপর প্রশস্তি। গান দিয়ে জাগানোর প্রথা এখনও আছে। সুর চেতনাকে ছন্দোময় করে, সত্যের খ্যাপন তখন দৃঢ়মূল হয়। 'স্তোম' সামবেদের, 'গীঃ' ঋগ্বেদের, সাম দ্যুলোকের, ঋক্ ভূলোকের (তু. প্রশ্ন. উ. ৫/৭)। একটির অধিষ্ঠাতা সোম বা রসচেতনা ; আরেকটির অগ্নি বা তপোবীর্য। দুয়ের সমাহার হল উক্‌থ বা বাণীর সাধনা। তাই দিয়ে দেবতার কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে। **ঋতস্য পূর্বীঃ সংদৃশ ঃ**— [সংদৃশ্—তু. সূরো ন সংদৃক্ (অগ্নিঃ) ১/৬৬/১ ; অস্য (অগ্নেঃ) শ্রেষ্ঠা সংদৃক··· চিত্রতমা মর্ত্যেষু ৪/১/৬ ; ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সংদৃক ৪/৬/৬ ; বিশ্বকর্মা···ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক ১০/৮২/২ ; যলস্তভ্‌না (ইন্দ্র) বিষ্টিরঃ পঞ্চসংদৃশঃ পরি পরো অভবঃ ২/১৩/১০ ; মা নঃ (রুদ্র) সূর্যস্য সংদৃশ যুযোথাঃ ২/৩৩/১ ; ভদ্রা অগ্নে বঁধ্র্যশ্বস্য সংদৃশঃ ১০/৬৯/১ ; তব (অগ্নে) প্র যক্ষি সংদৃশম্ ৬/১৬/৮ ; অধা ন্বস্য (বরুণস্য) সংদৃশং জগস্বান্ ৭/৮৮/২ ; তব (অগ্নে)···আ সংদৃশি শ্রিয়ঃ ২/১/১২ স্মসি বাং (অশ্বিনৌ) সংদৃশি শ্রিয়ে ৫।৭৪।৬ ; স্থাতারো হি প্রসিতৌ সংদৃশি স্থন (মরুতঃ) ৫/৮৭/৬ ; মা শূনে ভূম সূর্যস্য সংদৃশি ১০/৩৭/৬ ; রাবন্ধি নঃ সূর্যস্য সংদৃশি ১০/৫৯/৫ ; অধাকৃণোঃ (ইন্দ্র) পৃথিবীং সংদৃশেদিবে ২/১৩/৫ ; কবীরিশ্রামি সংদৃশে সুমেধাঃ ৩/৩৮/১। অনুরূপ ঃ 'সংদৃষ্টি' ২/৪/৪, ৪/১০/৫···< সম্ √ দৃশ্ (দেখা), সম্যকদর্শন, পুরোপুরি দেখা। এ-দৃষ্টি দেবতার বা সাধকের দুয়েরই হতে পারে।] **পূর্বীঃ**— পরিপূর্ণ, চিরন্তন। (বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের চিরন্তন সম্যকদর্শন। এই প্রসঙ্গে তু. ২/১৩/১০ ; সেখানে পাঁচটি সম্যকদর্শনের কথা আছে, ইন্দ্র তারও ওপারে। প্রত্যেকটি দর্শন স্পষ্টতই একেকটি ভুবনের সঙ্গে যুক্ত, ষষ্ঠ ভুবনে ইন্দ্রের দর্শন। আবার তিনি ভুবনাতীতও। পঞ্চ সংদৃশঃ। (Geldner তুলনা করছেন পঞ্চ প্রদিশঃ'র সঙ্গে ৯/৮৬/২৯ ; কিন্তু প্রদিশ্ আর সংদৃশ এক নয়)। প্রত্যেকটি দর্শনে একেকটি ভুবনে ঝলমলিয়ে ওঠে সূর্যের আলো। (সূর্যস্য সংদৃক ; তু. ঋতস্য-সত্যস্য [যাস্ক] 'আদিত্যস্য' (সায়ণ)। এমনি করে বিশ্বরূপের সম্যকদর্শনই অভীপ্সার লক্ষ্য। **চকানঃ**—[<√ কন্ (ভালবাসা, সম্ভোগ করা, চাওয়া, ; তু. কনতিঃ কান্তিকর্মা, নিঘ. ২/৬)] চেয়ে, আকাঙ্খা করে ; অথবা আস্বাদন করে। **দূতঃ**—এই পার্থিব চেতনা হতে তাঁর দৌত্য বা অভিযান পরম চেতনার পানে। তার পর্বে পর্বে নব চেতনাতে সূর্যোদয়। **বিরোকে**—[তু. বিরোকিণঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ ৫/৫৫/৩ ; অগ্নীনাং ন জিহ্বা বিরোকিণঃ ১০/৭৮/৩ [<] বিণ রুচ্ (ঝলমল করা)] ঝলমলানিতে।

৩

অধায্যগ্নির্ মানুষীষু বিক্ষ্বপাং
গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্।
আ হর্যতো যজতঃ সান্বস্থা
দভূদ্ উ বিপ্রো হব্যো মতীনাম্।।

অধায়ি— [√ ধা + লুঙ্‌ত (ই)] নিহিত হয়েছেন ('দেবতাদের দ্বারা' সায়ণ। **মানুষীষু বিক্ষু**—[তু. অগ্নিং দেবাসো মানুষীষু বিক্ষু প্রিয়ং ধুঃ ক্ষেপ্যন্তোন মিত্রং ২/৪/৩, অধা মিত্রো ন সুধিতঃ পাবকো হগ্নি দীর্দায় মানুষীষু বিক্ষু ৪/৬/৭ ; অসি ত্বং (অগ্নে) বিক্ষু মানুষীষু হোতা ১০/১/৪। এমনি করে সোমও আছেন প্রত্যেক মানুষের মাঝে ৯/৩৮/৪, ৮/৪৮/১০…] মনুষ্য জাতির মধ্যে ; প্রত্যেক মানুষের আধারে। অভীপ্সা আছে একমাত্র মানুষেরই। প্রেতির পথ তার কাছেই খোলা। **অপাং গর্ভঃ**— [তু. ১/৭০/২, ৩/১/১২, ৩/১/১৩ (দ্র. —১/১৬৪/৫২—সরস্বান্), ৭/৯/৩। সোম ও 'অপাংগর্ভঃ' ৯/৯৭/৪১।] প্রাণ সমুদ্রে আহিত চিদ্বীজ তিনি। **মিত্রঃ** —শব্দটি শ্লিষ্ট, 'বন্ধু' এবং 'বৃহজ্জ্যোতি' দুইই বোঝাচ্ছে। দ্র (৪)। **ঋতেন সাধন্**— [তু. অনু দেবান্ রথিরো যাসি সাধন্ (অগ্নে ৩/১/১৭ ; স (অগ্নিঃ) ক্ষেত্যস্য দুর্যাসু সাধন্…মর্ত্যস্য ৪/১/৯ ; অগ্নে, সাধন্নৃতেন ধিয়ং দধামি ৭/৩৪/৮।] ঋতের ছন্দে দেবতার সঙ্কল্পকে আধারে সিদ্ধ করে তুলছেন তিনি। **যজতঃ**—[অনুরূপ 'যজত্র'। < √ যজ্ (আত্মোৎসর্গের দ্বারা ভাবনা করা) + অত্] যজনীয়, আত্মোৎসর্গের সাধনার দ্বারা লভ্য। **সানু**—[তু. দিবো বৃহতঃ সানু ১/৫৪/৪, ৪/৪৫/১, ৫/৬/৩, ৭/২/১, ৯/১৬/৭, ৯/৮৬/৯, ১০/৬২/৯, ১০/৭০/৫, ৫/৫৯/৭, ৬/৭/৬, দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিত্রাদৎ (অগ্নিঃ) ১/৫৮/২, বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু ১/৬২/৫ ; বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রেঃ ১/১১৭/১৬ (অশ্বিনৌ; সংসানু মার্জিম ২/৩৫/১২ ; সান্বগ্নেঃ ৪/৫৫/৭ ; সানু পৃশ্নেঃ ৬/৬/৪; সানুগিরীনাম্ ৬/৬১/২ ; আ সানু শুষ্মৈর্নদয়ন্ পৃথিব্যাঃ (অগ্নিঃ) ৭/৭/২ ; অতিবিদ্ধা বিথুরেনা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্তা সানু সংহিতা গিরীনাম্ (ইন্দ্র) ৮/৯৬/২ ; অধ্যস্থাৎসানুপবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবঃ ৯/৮৬/৮ ; ৯৭/৩, ৯৭/১২, ১৬, ১৯, ৪০, ৯/৫০/২, ৯০/৮ দশ (রীয়াঃ) প্রাক্ সানু বি তিরন্ত্যশ্ন (ইন্দ্রস্য) ১০/২৭/১৫ ; বি সানুনা পৃথিবী শশ্র উর্বী ৭/৩৬/১ ; ভূম্যা অধি প্রবতা

যাসি সানুনা সিন্ধো ১০/৭৫/২ ; যা সানূনি পর্বতানাম্…তস্থতুঃ (ইন্দ্রাবিষ্ণু) ১/১৫৫/১ ; * যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্ (ইন্দ্র) ১/১০/২ ; * ইন্দ্রোবৃতস্য…সানুং বজ্রেণ…অং জিঘ্নতে ১/৮০/৫ ; অধিসানৌ নি বিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্বণাং ১/৮০/৬, ১/৩২/৭ ; রুজদরুগ্ণং বি বলসা সানুং ৬/৩৯/২ ; *সদো দধান উপরেষু সানুষবগ্নিঃ পরেযু সানুযু ১/১২৮/৩ ; *দেবান যজন্তাবৃতথা সমক্র্জতো নাভা পৃথিব্যা অধি সানুযু ত্রিযু ২/৩/৭ ; উর্ব্যাঃ পদো নি দধাতি সানৌ (অগ্নিঃ) ১/১৪৬/২ ; পৃথিব্যাঃ সানৌ জঙ্ঘনন্ত পাণিভিঃ ২/৩১/২ ; বে সানৌ দেয়াসো বর্হিষঃ সদন্ত ৭/৪৩/৩ ; তং সোমং সানাবধি...হিন্বন্তি ৯/২৬/৫ ; ঋতস্য সানাবধি বিষ্ঠানি ভ্রাট্ ১০/১২৩/২ (৩) ; *সহসা (যো) মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি (অগ্নিঃ) ৬/৪৮/৫ ; তস্থৌ নাকস্য সানবি (অগ্নিঃ) ৮/১০৩/২ ; *বর্ষিষ্ঠে অধি সানবি (সোমঃ) ৯/৩১/৫ ; *স (সোমঃ) ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অবোচয়ৎ…সূর্যম্ ৯/৩৭/৪ ; *পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত পৃথিব্যা অধি সানবি ৯/৬৩/২৭ (৯/৭৯/৪)। 'সানু সমুস্ত্রিতং ভবতি, সমুন্নম্মিতি বা' (নি. ২/২৪)। < √ সন্ (পাওয়া, অর্জন করা, পৌঁছন) + নু। মৌলিক অর্থ 'পাহাড়ের চূড়া'। পৃথিবীর পিঠ থেকে তারা উঠে যায় দ্যুলোকের পানে, তাই তারা পৃথিবীরও সানু। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মনে হয় আরও উপরে ওঠা যায়, তাতে দ্যুলোকের সানুর কল্পনা। দ্যুলোকের সানুই হল পরম ধাম। একটি সানু হতে আরেকটি সানুতে আরোহণ করে সেখানে পৌঁছান যায় (তু. ১/১০/২, ২/৩/৭, ৮/৯৬/২, ১/১২৮/৩)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সানু হল মূর্দ্ধা (অসুরের সানুতে বজ্রাঘাতের কথা পাওয়া যাচ্ছে কয়েক জায়গায়)। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে অগ্নির অধিষ্ঠান হল পৃথিবীতে, সানুতে বা উত্তর বেদিতে (স্কন্দ, সায়ণ) ; আর সোমের অধিষ্ঠান হল 'অব্যয় সানুতে' মেঘলোকের ছাঁকনিই হল সানু। অবশ্য এ-দুটিরই অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা রয়েছে। পবমান সোমের ধারা সাধকের সানুতে সূর্য্যকে ঝলমলিয়ে তোলে, দ্যুলোক হতে অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীর সানুর পরে তার ধারা ঝরে পড়ে—এই বর্ণনার অর্থ সুস্পষ্ট (৯/৩৭/৪, ৯/৬৩/২৭) সানুতে, চূড়ায় ; উত্তরবেদিতে; মূর্ধায়। তু. মুণ্ডকোপনিষদের 'শিরোব্রত' (৩/২/১০) ; বলা হচ্ছে, মাথায় আগুন না চড়লে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। বৈশ্বানর অগ্নির বিশ্বরূপ বর্ণনায় আছে। দ্যুলোকে তাঁর মূর্ধা এবং আমাদের আত্মাই বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য ৫/১৮/২)। **মতীনাং হব্যঃ**—মনের সমস্ত বৃত্তি দিয়ে যাঁকে আবাহন করতে হয়। নিরন্তর মনন আধারে আগুন জালানোর একটা মুখ্য সাধন। তাই দাঁড়ায় অজপাতে।

৪

মিত্রো অগ্নির্ ভবতি যৎ সমিদ্ধো
মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্যুর্ ইষিরো দমূনা
মিত্রঃ সিন্ধূনাম্ উত পর্বতানাম্।।

সায়ণ বলেন, এই ঋক্‌টিতে অগ্নিকে সর্বাত্মরূপে স্তুতি করা হচ্ছে। তিনিই হোতা, তিনিই অধ্বর্যু ; সিন্ধুতে, পর্বতে তিনিই। কিন্তু সব রূপেই তিনি। **মিত্রঃ**— [দ্র. ৩/৫৯, তু. ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ ৫/৩/১] বিশ্বজ্যোতিঃ ; বিশ্বচেতনা। মিত্র ব্যক্ত জ্যোতি, তাঁর নিত্যসহচারী বরুণ অব্যক্ত জ্যোতি। সমিদ্ধ অগ্নি হন মিত্র অর্থাৎ জীবচেতনা বিশ্বদীপ্তিতে জ্বলে ওঠে। রূপান্তরিত হয় বিশ্বচেতনায়। **হোতা মিত্রঃ**— আধারে অগ্নিই রয়েছেন হোতারূপে, তপের শিখা হয়ে তিনিই পরমদেবতাকে ডেকে চলেছেন। কিন্তু তখনও তিনি বিশ্বজ্যোতি। বিশ্বচেতনার আবেশে উদ্দীপ্ত হয়েই তাঁর আহ্বান। **জাতবেদা বরুণঃ**— জীবজন্মের সাক্ষীর অঙ্গনে যখন, [তু. অগ্নি জন্মানি দেবং আ বি বিদ্বান্ ৭/১০/২] তখন তিনি বরুণ বা অতিষ্ঠা [দ্র. ৩/৫৪/১৮] । আধারের গভীরে তখন তিনি স্তব্ধ। তারপর তিনি জ্বলে ওঠেন, দেবতাকে ডেকে চলেন, ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলেন উজান পানে। তখন তিনি 'মিত্র'। এই ইহজীবনে আহরণ। **অধ্বর্যুঃ মিত্র,**—(অধ্বর্যুঃ উৎসর্গের সহজপথে চলতে চান যিনি ; ঋজুপথের পথিক। অধ্বর্যু যজুর্বেদের ঋত্বিক, তিনি ক্রিয়াবান্, যজমানের দিব্যরূপের তিনিই রূপকৃৎ। কিন্তু বস্তুত আধারে অগ্নিই অধ্বর্যু, বিশ্বচেতনার আবেশে আমাদের চিন্ময় রূপ গড়ে তুলছেন তিনিই। আধারে শক্তির কুণ্ডলী ঋজু হয়ে উপরপানে চলবে এই জন্যই যজ্ঞের সাধনা। অগ্নি সোজা হয়ে উপরে ওঠে যেতে চান বলেও তিনি অধ্বর্যু। **ইষিরঃ**— [দ্র. ৩/২/১৪] তীরের মত ছুটে চলেন যিনি। 'এষণশীল' (স্কন্দ)। বায়ু (সায়ণ)। অধ্বর্যুর বিশেষণ। কুণ্ডলিনী বা মহাবায়ু দপ্ করে মাথায় উঠে যায়, এ অভিজ্ঞতা বিরল নয়। **দমূনাঃ**—[দ্র. ৩/১/১১. তু. অপের বিশেষণ ৫/৪২/১২, ভগের ১/১৪১/১১ ; অগ্নির ৩/৫/৪, ৪/৪/১১, ৫/১/৮, ৫/৪/৫, ৭/৯/২, ১০/৪৬/৬,. ১/৬৮/৫, ১/১৪০/১০, ৩/১/১১, ৩/১/১৭, ৩/৩/৬, ৩/২/১৫) দমূনম্ গৃহপতিম্ (অগ্নিম্) ৪/১১/৫, ৫/৮/১, ১/৬০/৪ ; অগ্নিধ্রের

১০/৪১/৩ ; কণ্বের ৮/৫০/১০ ; সবিতার ১/১২৩/৩, ৬/৭১/৪, ইন্দ্রের ৩/৩১/১৬, ৬/১৯/৩ ; স্বপতির্দমূনা ১০/৩১/৪ ; দমে দমূনাঃ (অগ্নিঃ) ১০/৯১/১। বিশেষণটি অগ্নিতেই রূঢ়, অন্যত্র প্রয়োগ ঔপচারিক।] 'জাতবেদা' যেমন অগ্নির সংজ্ঞা, 'দমূনাঃ' তেমনি। দুটি বিশেষণই জীবসত্ত্বরূপে তাঁর নিগূঢ় স্থিতিকে সূচিত করছে। **সিন্ধুনাম**— (<√ স্যন্দ্, সিন্ধু, সিধ্ (বয়ে চলা)। দ্রঃ ৩/৩৩/৩ (৩/৫৩/৯) উৎস্যন্দিত প্রাণের ধারাদের। এই ধারা গিয়ে পড়ছে চিৎ-সমুদ্রে। বাইরের নদী অন্তরের প্রাণপ্রবাহের প্রতীক। **পর্বতানাম্**—[দ্র. ৩/৫৪/২০, 'বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইদ্যয়া মদন্তঃ' ইন্দ্রা পর্বতা ৩/৫৩/১। পর্বত অবিচলত্বের প্রতীক ঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ ১০/১৭৩/২। ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ১০/১৭৩/৪] পর্বতদের। প্রাণসংবেগ বা প্রাণসংযম দুয়েরই বৃহজ্জ্যোতি তিনি। সিন্ধুর সাধনা গতিতে। পর্বতের সাধনা স্থিতির। একটি অবিচ্ছেদ ধারায় বয়ে চলা। আরেকটি থেমে থেমে (পর্বে পর্বে) উপরে উঠা। কিন্তু ব্যাপ্তিচেতনার অনুভব দুয়েরই অন্তে। প্রাণের আগুন কখনও একটানা উজিয়ে যায়। কখনও যায় থমকে থমকে।

৫

পাতি প্রিয়ং রিপো অগ্রং পদং বেঃ
পাতি যহ্বশ্চরণং সূর্যস্য।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণাম্ অগ্নিঃ
পাতি দেবানাম্ উপমাদম্ ঋষ্বঃ ।।

পাতি—রক্ষা করছেন, আগলে আছেন। তু. পাতি (অগ্নি), প্রিয়ং 'রূপো' অগ্রংপদং বেঃ ৪/৫/৮ এখানে 'রিপঃ।' **প্রিয়ং** (পদম্)—প্রিয়ধাম, আনন্দধাম। **রিপঃ**—[তু. রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ (অগ্নিম্) ১০/৭৯/৩ 'রিপ্' এখানে অন্তোদাত্ত ; আদ্যুদাত্ত হলে তার অর্থ হয় 'প্রবঞ্চনা বৈর'। নিঘন্টুতে রিপ্ পৃথিবী — (১/১)। রূপান্তর 'রূপ' ; অগ্রে রূপ আরূপিতং জবারু (৪/৫/৭) দ্র. দুর্গ টীকা, নিঘ ৪/৩/৭৯)। <√ রিপ্, লিপ্ (লেপা ; তার তু. য়দ্য়া স্বরৌ স্বধিতৌ রিন্তমস্তি ১/১৬২/৯), যিনি আঁকড়ে আছেন আমাদের (তু. মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ অ. স. ১২/১/১২)। পৃথিবীর 'প্রিয় পদ', যেখানে তাঁর 'পর অন্তঃ' ; যাজ্ঞিকের

দৃষ্টিতে তা বেদি (ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা ঃ ১/১৬৪/৩৫), কেননা অগ্নির আবির্ভাব হয় সেখানেই। পৃথিবী বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করে আছেন (অ. স. ১২/১/৬)। তিনি 'অগ্নিবাসাঃ' (অ. স. ১২/১/২১), আগুন তাঁকে ছেয়ে আছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। তাই পৃথিবীর প্রিয়ধাম অগ্নিময়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই অগ্নি পার্থিব মূলাধারে অথবা নাভিতে। পার্থিব সত্তার আনন্দকন্দ যেখানে সেইখানে তাঁর অধিষ্ঠান। **অগ্রং পাদং বেঃ**—[তু. বেদ য়ো বীনাং পদম্ অন্তরিক্ষেণ পততাম্ ১/২৫/৭ ; ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদংবে ১/১৬৪/৭ ; উৎসস্য মধ্যে নিহিতংপদং বেঃ ১০/৫/১। বিঃ (বিরিতে শকুনি নাম বেগতিকর্মণঃ নি. ২/৬ ; তু. Lat avis bird) পাখি। এই পাখি কখনও জীবাত্মা কখনও সোম আহরণকারী 'শ্যেন' ১০/১১/৪, কখনও বা আদিত্য, যাঁকে বিশেষ করে বলা হয় 'দিব্য সুপর্ণ' (১/১৬৪/৪৬)। কেউ-কেউ অনুমান করেন, এই বি = বিষ্ণু। তাঁর পদকে কোথাও বলা হচ্ছে 'অগ্র' বা 'পরম' (১/২২/১৩), ১/১৫৪/৫,৬ কোথাও বা 'নিহিত' গুহাহিত।] (আলোর) পাখির পরম পদ বিষ্ণুপদ, দ্যুলোক। সাধারণ পাখিরা অন্তরিক্ষে ওড়ে (১/২৫/৭) ; কিন্তু এই দিব্য সুপর্ণ চলেন তাদেরও উপর দিয়ে। **যহ্বঃ**— [দ্র. ৩/১/১২] তরুণ, দামাল। অগ্নির বিশেষণ, তাঁর তারুণ্যের বিকাশ সেইখানে, যেখানে কেননা তিনি অজর এবং নিত্য স্ফুরন্ত। **সূর্যস্য চরণম্**—[দ্র. উদীয়মান সূর্য্যের বর্ণনা ১/৫০, ১/১১৫, ৭/৬২/১-৩, ৭/৬৩, ৭/৬৬/১৪-১৬ অন্তরিক্ষসদ্ হংসঃ ৪/৪০/৫ ; 'উদ্যন্ সূর্যঃ'। ৭/৬০/১ সূর্য অবশ্য দ্যুস্থান দেবতা (১০/১৫৮/১) ; কিন্তু এখানে বিষ্ণুপদ দিয়ে দ্যুলোকের সূচনা আগেই করা হয়েছে, পার্থিব পদের কথাও বলা হয়েছে সুতরাং] 'সূর্যের বিচরণভূমি' বলতে বুঝতে হবে অন্তরিক্ষ। নিরুক্ত অনুসারে বিষ্ণুর সপ্তপদীতে সূর্যের স্থান হল পঞ্চম পদে (১২/৯)। অগ্নি ত্রিভুবনেশ্বর, পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে,দ্যুলোকে সর্বত্রই আছেন অন্তর্যামী হয়ে। **নাভা**—[= নভৌ, দ্র. ৩/৪/৪] পৃথিবীর বা আধারের নাভিতে। সেখানে অগ্নি আগলে আছেন। **সপ্তশীর্ষাণাম্**—[তু. অর্কের বা সঙ্গীতের বিশেষণ ৮/৫১/৪ ; ধী র বিশেষণ ১০/৬৭/১। কিন্তু অগ্নি স্বয়ং সপ্তজিহ্বঃ বচন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বঃ ৩/৬/২। উপনিষদে এই সাতটি জিহ্বার নাম আছে, সেখানে কালী ক্রমে বিশ্বরুচিতে পরিণত হচ্ছেন এই ভাবটি পাওয়া যায়। (মুণ্ডক ১/২/৪)] সপ্তশীর্ষা (অগ্নিকে)। এই অগ্নি অধ্যাত্ম প্রাণাগ্নি। তার সাতটি শিখা মাথায় ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রপথে বেরিয়ে জগৎকে জানছে এবং ব্যবহার করছে (তু. সপ্ত বৈ শীর্ষন্ প্রাণাঃ (ঐ ব্রা ১১/৩) ; চক্ষুঃ- শ্রোত্রে মুখনামীকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে...তস্মাদেতাঃ

সপ্তার্চিষো ভরন্তি প্র. উ. ৩/৫ ; দ্র. সপ্তরশ্মিং অগ্নি ১/১৪৬/১ দেবানাম্ উপসাদম্— [উপসাৎ-অনন্য প্রয়োগ। তু . ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং, ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি, যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ৮/২/১৮ ; 'সধমাদঃ' ৩/৪৩/৬। <√ মদ্ (আনন্দ করা)] দেবতারা আনন্দ করেন যেখানে ; দেবযজন ভূমি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়। উপনিষৎ বলেন, এখানে এসে সূর্যের কিরণেরা সংহত হয়েছে, সমস্ত নাড়ীর গ্রন্থি এইখানে। তাই এটি দেবতাদের আনন্দ ধাম। তান্ত্রিকের ভাষায় মূলাধার ('রিপঃ পদম') ঃ মণিপুর ('নাভা'), অনাহত (দেবানামুপমাদম্), বিশুদ্ধ ('সূর্যস্য চরণম্') এবং সহস্রার ('বেঃ অগ্রং পদম্') এই পাঁচটি ভূমির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নি পৃথিবী হতে উজান বয়ে চলেছেন দ্যুলোকের পানে, প্রিয়পদ ছেড়ে অগ্রপদের দিকে। ঋষ্বঃ— [তু. অগ্নির বিশেষণ ৪/২/২, ১০/১২/৬, ১/১৪৬/২, ৩/৫/৭, ৩/৫/১০ ; ইন্দ্রের ৩/৩৫/৮, ৫/৩৩/৩, ১/৮১/৪, গিরির্ণয স্বতবাঁ ঋষ্ব্য (২/২৯/৪) ★ইন্দ্রঃ ৪/২০/৬, ৪/২০/৯, ৪/২৩/১, উপদ্যামৃষ্বো বৃহদিন্দ্র স্তভায়ঃ ৬/১৭/৭, ৬/২৯/৬, ৮/৪৬/১২, ৮/৫০/৭, (ইন্দ্রের অশ্বেরও বিশেষণ), ৮/৯৩/৯, ১০/১৪৮/২, ৩/৩২/৭, ৪/১৯/১, ৬/১৯/২, ৬/২০/৯, ৬/২৬/৪, ৪/২২/৪, বৃহস্পতির ৭/৯৭/৭, রুদ্রের ৬/৪৯/১০ ; রয়ির ৭/৭৭/৬, নাকের ৭/৮৬/১, ৯৯/২, সোমের ৯/৮৯/৪, মরুদ্গণের ১০/৩৬/৭, ঋষ্বা ঋষ্টিরসৃক্ষত ৫/৫২/৬, ঋষ্ব্য ঋষ্টিবিদ্যুত ৫/৫২/১৩, ১/৬৪/২, ৮/৩/১৭, ১০/৭৩/৬, হেতির ৬/১৮/১০, বাতের ১/২৫/৯ ; ইন্দ্রবাহুর ৬/৪৭/৮, ইন্দ্রপাদের ১০/৭৩/৩, গিরশ্চিদ্ ঋষ্বাঃ ৬/২৪/৮ ; দ্যুলোকের ৭/৬১/৩ ; উষার ৬/৬৪/৪ ; দ্যাবাপৃথিবীর ৭/৬২/৪, উলূখল মুসলের ১/২৮/৫, বনস্পতির ১/২৮/৮ প্রায়ই ইন্দ্রের বিশেষণ। গিরির সঙ্গে তুলনা থাকায় গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা এবং পুষ্পলতা বোঝাচ্ছে। কয়েক জায়গায় সঙ্গে সঙ্গেই আছে 'বৃহৎ' ; কোথাও আছে 'গম্ভীর' বা গভীর। নিঘ. মহৎ (৩/৩)। < √ ঋষ্ (বিদ্ধ করা ; তু. 'ঋষ্টি' বর্শা, মরুদ্গণের প্রহরণ)] উন্নত এবং সূক্ষ্মাগ্র। আগুনের শিখাও তা-ই। এখানে বেধশক্তিকে বোঝাচ্ছে। অভীপ্সার আগুন এক একটি চক্র ভেদ করে চলেছে এবং বৃহৎ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দ্রও 'ঋষ্ব' কেননা চক্র দিয়ে অদ্রির বাধা বিদীর্ণ করে চলেন।

আধারের চক্রে চক্রে কাজ করছে তাঁরই নিত্যজাগ্রত কল্যাণশক্তি। যে পৃথিবী মমতায় তাঁকে আগলে আছে তার কোলে তিনি শিশুর মত। আবার সেখান হতেই তাঁর লেলিহান শিখা ছুটে চলেছে দিব্যসুপর্ণের পরমধামের পানে। দুর্বার তাঁর

অভিযান। নাভিতে জ্বলছে তাঁর প্রাণের তাপ ঊর্দ্ধমুখী সাতটি শিখায়। হৃদয়ের গহনে তাঁরই উল্লাসে বিশ্বদেবতার অনিকেত উন্মাদনা। তারও উজানে যে অন্তরিক্ষে সূর্যকিরণের ঝিলিমিলি, সেখানেও বিকসিত তাঁর অতন্দ্র তারুণ্যের চাঞ্চল্য। সবার ভিতর দিয়ে চেতনাকে বিদ্ধ করে উজিয়ে চলেছেন তিনি।

আগলে আছেন প্রিয় ধাম এই মমতাময়ীর আগলে আছেন অগ্রভূমি ঐ সুপর্ণের,—
আগলে আছেন দামাল হয়ে সূর্যের চাঞ্চল্য ;
আগলে আছেন নাভিতে সপ্তশীর্ষকে এই তপোদেবতা, —
আগলে আছেন বিশ্বদেবের উন্মাদনাকে-সূক্ষ্মাগ্র ও সমুন্নত হয়ে।

৬

ঋভুশ্ চক্র ঈড্যং চারু নাম
বিশ্বানি দেবো বয়ুনানি বিদ্বান্।
সসস্য চর্ম ঘৃতবৎ পদং বেস্
তদ্ ইদ্ অগ্নী রক্ষত্যপ্রযুচ্ছন্।।

ঋভুঃ—[তু. ইন্দ্রের বিশেষণ ১/১২১/২, ১০/২৩/২, ১০/৯৩/৮ ; অগ্নির ৫/৭/৭, ত্বমগ্নে ঋভুরাকে নমস্যঃ ২/১/১০ ; সোমের ৯/৮৭/৩ ; রয়ির ৮/৯৩/৩৪ ; ঋতুর্ন ত্বেষঃ ৬/৩/৮ ; ঋভুর্ন রথ্যং নবং দধাতা কেতমাদিশে ৯/২১/৬ । < √ঋভ্, রভ্ (ধরা, কাজ করা ; তু. Grm. Varb in 'arbeit' 'Work' (Hillebrandt)। ঋভুরা দেবগণও ; দ্র. ৩/৬০।] সুদক্ষ, নিপুণ কর্মী। অগ্নির বিশেষণ। ঋভুরা ত্বষ্টার মতই শিল্পী (তু. ততক্ষ শূরঃ শরসা ঋভুর্ন ক্রতুভির্মাতরিশ্বা ১০/১০৫/৬। আধারের রূপান্তর ঘটান বলে অগ্নিও রূপকৃৎ। **ঈড্যং চক্রে**—জাজ্বল্যমান করবেন ; যা গোপন ছিল, তাকে স্ফুরিত করবেন। সে বস্তুটি কি? না তাঁরই **চারুনাম**—[তু. *মনামহে চারু দেবস্য নাম ১/২৪/১, ২ (এইখানে জপযোগের ইঙ্গিত) ; অশ্বিনোশ্চারু নাম ৩/৫৪/১১ ; মহৎ তদ্বঃ কবয়শ্চারু নাম ৩/৫৪/১৭ ; আদিত্যা নামহ্বে চারুনাম ৩/৫৬/৪ ; অভ্যর্ষ গুহ্যং চারুনাম (সোম) ৯/৯৬/১৬ ; বিভর্তি চাবিন্দ্রস্য নাম য়েন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান (সোমঃ) ৯/১০৯/১৪। সুতরাং নাম শুধু দেবতার সংজ্ঞা নয়, তাঁর শক্তিও। এই শক্তিকে আমরা অনুভব করি আবেশরূপে তখন নামে দেবতার 'নেমে আসার'

আভাস পাওয়া যায়। তাই এই নাম 'গুহ্য' 'অপীচ্য'] প্রিয় নাম (তু. ইষ্টনাম)। অভীপ্সার শিখা ইষ্টনামের আগুন ধরিয়ে দিল চেতনায়। বিশ্বানি দেবঃ বয়ুনানি বিদ্বান। [পুনরুক্ত ১/১৮৯/১। বয়ুন—পথ, সাধন (দ্র. ৩/৩/৪)] সব পথ তাঁর চেনা, কেননা আধারের নাড়ীতে-নাড়ীতে তাঁর সঞ্চরণ। **সসস্য চর্ম**—[সস-তু. সসস্য চর্মন্নধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রূপ আরূপিতং জবারু ৪/৫/৭ সসস্য যদ্বিযুতা সস্মিন্নূধন্নৃতস্য ধামন্ রণয়ন্ত দেবাঃ ৪/৭/৭ ; সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহ্যৃতস্য যোনিমাসদঃ, সসস্য যোনিমাসদঃ ৫/২১/৪ ; সসতো বোধয়ন্তী (উষাঃ) ১/১২৪/৪ ; অতি বায়ো সসতো যাহি শশ্বতো যত্র গ্রাবা বদতি তত্র গচ্ছতম্ (ইন্দ্রবায়ু) ১/১৩৫/৭ ; নূ চিদ্ধিরত্নং সসতামি বাবিদৎ ১/৫৩/৪ ; প্র বোধয় পুরন্ধিং জার আ সসতামিব ১/১৩৪/৩ ; ৪/৩৩/৭ ; যৎসসন্তং বজ্রেণাবোধয়োহহিম্ ১/১০৩/৭ ; প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তম্ ৪/৫১/৫ ; ৬/২০/৬, ১/২৯/৪, ৭/৫৫/৫, ১/১২৪/১০ ; অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্তবুধ্যমানাস্তমসো বিমধ্যে ৪/৫১/৩ ; গৃভ্ণন্তি জিহ্বায়া সসম্ ৮/৭২/৩ ; সসংন পক্কমবিদচ্ছুচন্তম্ (অগ্নিঃ) ১০/৭৯/৩। নিঘন্টুতে 'সস' অন্ন (২/৭), এই অর্থটি দু জায়গায় খাটে। (৮/৭২/৩, ১০/৭৯/৩)। কিন্তু শেষের ঋকটিতে যাস্ক 'অন্ন' অর্থ করেন নি ; বলছেন 'সসং স্বপনম্, এতন্মাধ্যমিকং (জ্যোতির্জনিত) দর্শনম্' ৫/৩। শব্দটি সস্ (ঘুমনো) হতে নিষ্পন্ন ; ধাতুটির অনেকগুলি প্রয়োগ আছে ঋগ্বেদে। সুতরাং √ 'সস' সোজাসুজি বোঝাতে পারে, 'যে ঘুমিয়ে আছে, অব্যক্ত' ; তু. ৪/৫১/৩, সেখানে অচিতির অন্ধকারের গভীরে পণিরা ঘুমিয়ে আছে বলা হচ্ছে। এই অচিতি নাসদীয় সূক্তে বর্ণিত 'তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলম্, (১০/১২৯/৩) যাকে ঐ সূক্তেই বলা হয়েছে অসৎ (৪ ; দ্র. ১০/৭২/২, ৩)। 'সস' পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান ঋক ছাড়া আরও তিনটি ঋকে (৪/৫/৭, ৪/৭/৭, ৫/২১/৪)। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে, (স্বর্ধেনু) পৃশ্নির সুচারু (পালান) আছে। 'সসের' চর্মের উপরে, পৃথিবীর অগ্রভাগে আরোপিত রয়েছে আদিত্যমণ্ডল (জবারু)। পৃশ্নির পালান হল অমৃতের নির্ঝর, তা আছে অব্যক্তের ওপারে ; পার্থিব লোকের প্রত্যন্তে আছে আদিত্যদ্যুতির মন্ডল। এই ভাবটিকেই উপনিষদে সাদা কথায় প্রকাশিত করা হয়েছে এই বলে, 'তমসার ওপারে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জেনেছি।' দ্বিতীয়টিতে বলা হচ্ছে, যখন 'সসকে' সরিয়ে দেওয়া হল, তখন (স্বর্ধেনুর) সেই পালানে ঋতের ধামে দেবতারা আনন্দ করতে লাগলেন। এটিতেও সেই একই ভাবের প্রতিধ্বনি। তৃতীয় ঋকে বলা হচ্ছে, (অগ্নি) তুমি সমিদ্ধ হয়ে প্রোজ্জ্বলরূপে

দীপ্ত হও, তুমি যে আসীন রয়েছ ঋতের যোনিতে, আসীন রয়েছ 'সসের' যোনিতে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি তাদাত্ম্যবাচক, অর্থাৎ ঋতই যোনি, সসই যোনি। 'সস' বিশ্বমূল অব্যক্ত, ঋত বিশ্বমূল ছন্দ। অব্যক্ত হতে ঋতের ছন্দ ফোটে অগ্নির প্রেষণায়—এই হল মর্ম। তিনটি ঋক্ মিলিয়ে বর্তমান ঋকের অর্থ হয়, অব্যক্তের যে চর্ম, পাখির যে জ্যোতির্ময় ধাম, অগ্নি তাকে রক্ষা করেন। চর্ম অর্থে আবরণ। সুতরাং সসস্য চর্ম অব্যক্তের আবরণ। এ সেই নাসদীয় সূক্তের 'তুচ্ছ্য', যা উন্মিষন্ত প্রাণকে আবৃত করে রেখেছে (১০/১২৯/৩)। তারই গভীরে অগ্নি নিহিত আছেন তপঃ শক্তিরূপে। অগ্নি যেমন আছেন অব্যক্তে, তেমনি আছেন সুব্যক্তে ; যেমন আছেন আঁধারে, তেমনি আছেন আলোতে, উল্লিখিত তৃতীয় ঋকটিতেও ঠিক এই ভাব। নাসদীয় সূক্তেও দেখি সতের বৃন্তটি রয়েছে অসতে (১০/১২৯/৪)। তু. অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্ (১০/৫/৭)। এই অসৎ অব্যক্ত পুরুষ বা অব্যক্তা প্রকৃতি দুইই হতে পারে। নিঘণ্টুকার 'সসকে' যখন বলেন 'অন্ন' তখন তাকে ঔপনিষদিক অর্থে নিতে হবে। উপনিষদে 'অন্ন' জড় (matter) এই অর্থে অগ্নির বেলায় 'সস' ইন্ধন (৮/৭২/৩, ১০/৭৯/৩)। অগ্নি জড়কে চিন্ময় করেন। তাই তাঁর সৃষ্টির তপস্যা। Geldner 'সস'কে খাদ্য অন্ন (Nahrung) অর্থে নিয়ে উল্লিখিত চারটি ঋকের ব্যাখ্যায় অনেক কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও নিঃসংশয় হতে পারেন নি।] অব্যক্তের আবরণ ; বিশ্বযোনি যার মধ্যে 'হিরণ্যগর্ভ' নিহিত আছেন। এই হল সৃষ্টিতত্ত্বের অব্যক্তের বিভাস। আর তার সুব্যক্ত বিভাস হল **বেঃ ঘৃতবৎ পদম্** [ঘৃত—দ্র. ৩/২/১] সুপর্ণের জ্যোর্তিময় ধাম, বিষ্ণুর পরম পদ। **অপ্রযুচ্ছন্**—[তু. পরম দেবতার বিশেষণ ১/১০৬/৭, ৪/৫৫/৭ ; অগ্নির ১/১৪৩/৮ (অগ্নিশক্তি রও), ২/৯/২, ৩/২০/২, ১০/৪/৭, ১০/৭/৭, ১০/১২/৬ ; পর্বতের ২/১১/৮, সবিতার ৫/৮২/৮, পূষার ১০/১৭/৫, সূর্যের ১০/৮৮/১৬ ; বিশ্বদেবগণের ১০/৬৬/১৩। < প্র √ য়ুচ্ছ্, (ভুল করা, প্রমত্ত হওয়া)] অপ্রমত্ত হয়ে, কোথাও কোনও ত্রুটি না করে :

জীবনমিলনী এই তপোদেবতা, চিন্ময় আবেশে তাঁর প্রাণ-মাতানো নামের আগুন জ্বালিয়ে তুললেন এই আধারে। এখানকার পথ ঘাট কিছুই তো তাঁর অজানা নয়। তাই তাঁর চলার ছন্দে তাল ভঙ্গ হয় না কখনও।... আমাদের নাড়ীতে রয়েছে রহস্যময় অব্যক্তের নিথরতা আর ঐ ঊর্ধ্বে আছে দিব্যসুপর্ণের দীপ্তি। আমাদের অপ্রমত্ত অভীপ্সার অগ্নিচেতনাই এই উভয়ের রক্ষক, জীবনভোর এ দুয়ের মাঝে তারই আনাগোনা :

নিপুণ তিনি আধারে জ্বালিয়ে তুললেন তাঁর চারু নামকে,
সমস্ত পথের খবর জানেন সে দেবতা।
নিযুতির আবরণ আর জ্যোতির্ময় ধাম ঐ সুপর্ণের
তাকেই অগ্নি রক্ষা করেন অপ্রমত্ত হয়ে।।

৭

আ যোনিম্ অগ্নির্ ঘৃতবন্তম্ অস্থাৎ
পৃথুপ্রগাণম্ উশন্তম্ উশানঃ।
দীদ্যানঃ শুচির্ ঋষ্বঃ পাবকঃ
পুনঃ পুনর্ মাতরা নব্যসী কঃ।।

ঘৃতবন্তং যোনিম্—[দ্র. 'ঘৃতযোনি' ৩/৪/২ ; তু. অগ্নে...উর্ণাবন্তং প্রথম সীদ যোনিম্, কুলয়িনং ঘৃতবন্তম্ (৬/১৫/১৬ ; ঊর্ণাবন্ত অর্থে বর্হি বা কুশ বিছানো আছে যাতে ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বর্হি হৃদয়ের (সোমঃ) দ্র. ১[১]৫/১৮/২ ; শ্যেনো ন যোনিম্ ঘৃতবন্তমাসদম্ সোমঃ ৯/৮২/১ ; প্রজানন্নগ্নে তব যোনিমৃত্বিয়মিলয়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ ১০/৯১/৪ আ য়স্তে (ইন্দ্র) যোনিং ঘৃতবন্তমস্বারুর্মির্ন স্বাঃ ১০/১৪৮/৫। লক্ষণীয় ঋগ্বেদের তিনটি প্রধান দেবতার সম্পর্কেই এই সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে।] জ্যোতির্ময় উৎপত্তিস্থল। যাজ্ঞিকের উত্তরবেদী ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়। অভীপ্সার আগুন এইখানেই জ্বলে ওঠে। যোগীর হার্দজ্যোতিও ফোটে এইখানে। বস্তুত হৃৎস্পন্দের বুৎপত্তিগত অর্থই তাই। এই হৃদয়। **পৃথু-প্রগানম্**—অনন্য প্রয়োগ। তু. (অগ্নিঃ) পৃথু প্রগামা সুশেবঃ ১/২৭/২। পৃথু ছড়িয়ে পড়েছে প্রগান পথ (<প্র √ গা, এগিয়ে চলা) যার। তু. বিষ্ণু 'উরু-গায়' (কেননা তাঁর কিরণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।] সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পথ। উপনিষদে 'হৃদয়স্য নাড্যঃ' বা হৃদয়ের নাড়ী বলে এই পথের বর্ণনা আছে। হৃদয় থেকে নানা দিকে নানা নাড়ী ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে একটি গেছে মাথার দিকে, তাই দিয়ে আদিত্যে পৌঁছান যায়। (দ্র. কঠ ২/৩/১৬ ; বৃ. ৪/২/৩)। **উশন্তম্ উশানঃ** [<√ বশ্ (চাওয়া)। একটি যোনির বিশেষণ, আরেকটি অগ্নির] হৃদয় চায়

তপোদেবতাকে। তপোদেবতা চায় হৃদয়কে। মানুষে আর দেবতায়, সাধকে আর সাধ্যে এমনিতর অন্যোন্য··· বর্ণনা অনেক জায়গায় আছে। ঋগ্বেদে 'দেবতা তাই বিশেষ করে সখা, তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যই মানুষের পরম পুরুষার্থ (তু. ১/১৬৪/২০)। **দীদ্যানঃ**—[তু. অগ্নির বিশেষণ ১/১২৭/৩, ৩/১৫/৫, ৪/৫/৯, ৬/১/৭ ১০/২০/৪···। <√ দী[২] (জ্বলা)] প্রজ্বলন্ত। আধারে অজর তাঁর শিখা, কখনও ম্লান হয় না। **মাতরা** [= মাতরৌ] মাতাকে এবং পিতাকে। পৃথিবী মাতা, দ্যুলোক পিতা । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয় বা মূলাধার এবং সহস্রার, শক্তিস্থান এবং শিরস্থান। দুটির মধ্যে আগুনের আনাগোনা। **নব্যসী কঃ**— [কঃ < √ কৃ] নতুনতর করলেন (অগ্নি পিতা মাতাকে] । অগ্নি পার্থিব এবং দিব্য দুইই। পৃথিবী তাঁর মাতা, দ্যুলোক তাঁর পিতা। দুয়ের মধ্যে তাঁর আনাগোনা। দুটিই তাতে নতুন হয়ে ওঠে। এখানকার শিখা ওখানকার সত্যকে চেনায় নতুন করে, আর তারই আলোতে এখানকার জীবন নতুন হয়। এমন করে নতুন হওয়াই অজরত্ব বা অগ্নিস্বাত্ত তনুতে প্রাণের চিরতারুণ্য। এই হৃদয়ে রয়েছে যে যজ্ঞের বেদি। অভীপ্সার লেলিহান শিখায় তারই গভীরে জ্বলে উঠলেন। তপোদীপ্তিত ঝলমল সে হৃদয়, দিব্যকামনায় আকুল, —ঊর্ধ্বে অধে চারদিকে সহস্র নাড়ী পথে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রবেগ। সেইখানে অধিষ্ঠিত থেকে তীক্ষ্ণশিখায় উপর পানে ঝলসে উঠলেন তপোদেবতা ; আধারের সমস্ত মালিন্য দহন করে বারবার আনলেন সমিদ্ধ চেতনায় ওপারের নতুন আলোর আর এপারের নতুন জীবনের অজর ব্যঞ্জনা :

এইখানেই সে তপোদেবতা জ্যোতির্ময় উৎসে হলেন অধিষ্ঠিত।
ছড়িয়ে পড়েছে তারপথ কামনায় আকুল সে ; তিনিও যে উতলা।
জ্বলে উঠেছেন শুক্ল-শুচি তীক্ষ্ণশিখা হয়ে, এই আধারকে পুণ্য করে:
বারবার ভূলোক আর দ্যুলোককে নতুনতর করলেন যে তিনি।।

৮

সদ্যো জাত ওষধীভির্ ববক্ষে।
যদী বর্ধন্তি প্রস্বো ঘৃতেন।
আপ ইব প্রবতা শুম্ভমানা
উরুষ্যদ্ অগ্নিঃ পিত্রোর্ উপস্থে।।

সদ্যঃ জাতঃ—[তু. সদ্যো জাতস্তৎসার যুজ্যোভিঃ (অগ্নিঃ) ১/১৪৫/৪ ; সদ্যো যজ্জাতো অপিবো হ সোমম্ (ইন্দ্র) ৩/৩২/৯ ; ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্ ৩/৩২/১০ ; সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি (পর্জন্যঃ) ৭/১০১/১ ; সদ্যোজাত ঋভুষ্ঠির ঃ (ইন্দ্রঃ) ৮/৭৭/৮ ; সদ্যো জাত ব্যামমীত যজ্ঞম (অগ্নিঃ) ১০/১০১/১ ; সদ্যো হ জাতো বৃষৎঃ কনীনঃ (ইন্দ্রঃ) ৩/৪৮/১। তিনটি দেবতা সদ্যো জাত—অগ্নি ইন্দ্র এবং পর্জন্য। চেতনায় তাঁদের আবির্ভাব আকস্মিক। অনেক ধস্তাধস্তির পর সূর্যের আলোকে হঠাৎ কুয়াশা কেটে যাওয়ার মত। রামকৃষ্ণের উপমা, হাজার বছরের অন্ধকার প্রদীপের আলোতে এক নিমেষে পালিয়ে যায় যেমন। চেতনায় অভীপ্সার আগুন জ্বলে। বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের বজ্র গর্জে ওঠে। তারপর পর্জন্যের অমৃতধারা আধারে নেমে আসে এমনি করেই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মহাদেবের পাঁচটি মুখের মধ্যে পশ্চিম মুখকে বলা হয়েছে 'সদ্যোজাত' (১০/৪৩/১)] অকস্মাৎ আবির্ভাব যাঁর। দ্যুলোক হতে চিদ্বীজ এসে উড়ে পড়া হৃদয়ে সমস্ত আধারে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। **ওষধীভিঃ**—(ওষ অগ্নিদীপ্তি বা উষার আলো + √জ (নিহিত থাকা) + ই। যাস্কের ব্যাখ্যা 'দাহন থেকে, দোযন থেকে (৯/২৭) । ওষধি উদ্ভিদ্। যজ্ঞের সঙ্গে তার মুখ্য সম্পর্ক অরণি বা সমিধরূপে, যূপরূপে এবং সোমলতা রূপে। অরণি অগ্নিমাতা, যূপ বনস্পতি অগ্নি, সোম অমৃত আনন্দ চেতনা। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাধনার প্রথমে অগ্নিসমিন্ধন, তারপর পশুবন্ধন ও পশুবলি এবং অবশেষে সোম যাগে অমৃতত্ব লাভ। ওষধি সম্পর্কিত এই তিনটি ব্যাপারেই অধ্যাত্ম সাধনার একটা ক্রমিক উৎকর্ষ দেখা যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অরণি মন্থনে জ্বলে অভীপ্সার আগুন, তারপর, পশুবলিতে প্রাণজয় এবং অবশেষে সোম যাগে দিব্য আনন্দ লাভ। জয়ের মধ্যে প্রাণচেতনার প্রথম উন্মেষ হল ওষধিতে, চেতনা যেখানে সম্ভূত এবং আচ্ছন্ন—মনুর ভাষায় 'অন্তঃসংজ্ঞা'। এই তামস চেতনা পশুতে রাজস এবং মানুষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আত্মসচেতন। সাধনদৃষ্টিতে দেহের সঙ্গে ওষধির একটা সমতা আছে। অন্তর্যোগে এই দেহই অরণি অথবা বনস্পতি, অথবা পরিশেষে সোমলতা। ওষধি তখন নাড়ীর প্রতীক। সোমলতারা সেই ওষধির চরম উৎকর্ষ। ঋক্‌সংহিতায় ওষধিসূক্তে (১০/৯৭) সোমকে বলা হয়েছে ওষধিদের রাজা এবং এইজন্যই ওষধির "সোমরাজ্ঞী" (১৭.১৮)। ওষধিরাজী প্রাণ চেতনার মূলে কাজ করছে কিন্তু বৃহতের চেতনা, তাই ওষধির বিশেষ করে 'বৃহস্পতিপ্রলূতাঃ'—'অংহ' বা ক্লিষ্টচেতনা হতে আমাদের তারা মুক্তি দেয়। আমাদের মধ্যে নিহিত করে দেববীর্য (১৫.১৯)। আবার

আরেক দিয়ে ওষধিদের প্রতিভূ হন 'অশ্বত্থ' (৫)। উর্দ্ধমূল অবাক্ শাখ অশ্বত্থ প্রাচীনকাল হতেই মনুষ্যদেহের বিশেষ করে নাড়ীজ্ঞানের প্রতীক। আবার তা ব্রহ্মবৃক্ষ, এবং সংসার বৃক্ষও বটে।] (অগ্নিগর্ভা ওষধিদের দ্বারা। যে নাড়ীতে আগুন জ্বলে তন্ত্রে তা শুসুম্না। ব্রহ্মাণী নাড়ীতে সেই আগুন পরিণত হয় ইন্দ্রের বজ্রতেজে বা ওজঃরস দিব্য ওজঃ শক্তিতে। আবার চিত্রাণীতে হয় চাঁদের আলো। **ববক্ষেঃ**[√ বক্ষ্ (বেড়ে চলা ; তু. G.K. awex->acxein to increase ; Lat angere to cause to grow ; Eng. wax to inereare + লিট্ এ] প্রবর্দ্ধিত হয়েন। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে ইন্ধন পেয়ে আগুনের তেজ বাড়ল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধ নাড়ীরা আগুনকে বাড়িয়ে তুলল। নাড়ীশুদ্ধি হয় প্রাণ সংযমে। তখন দেহের শিরায়-শিরায় আগুনের স্রোত বয়ে চলে। এমন করে দেহ দেগাগ্নিময় হয়। **য়দি**— যখন। **বর্ধন্তি**—বাড়িয়ে তোলে (অগ্নিকে) **প্রস্বঃ**— [তু. পুষ্পিনীশ্চ প্রস্বশ্চ ২/১৩/৭, অপাংগর্ভ (অগ্নি) প্রস্ব আবিবেশ ৭/৯/৩ ; শংনঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ৭/৩৫/৭ ; যা ইন্দ্র ১০/১৩৮/২ ; বি যো বীরৎসু (রোধণ্মহিত্বোত প্রজাউত প্রসূম্বন্তঃ ১/৬৭/৫ অন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু (অগ্নিঃ) ১/৯৫/১০। < √ সূ (প্রসব করা)] ঝুলন্ত এবং চলন্ত উষধিরা। অথবা কাণ্ড থেকে প্রসূত হয়েছে বলে 'প্রসূ'। 'ওষধি' তাহলে নাড়ী বা শিরা আর প্রসূ ওপশিরা তারা ঘৃত বা তপঃশক্তি দিয়ে অগ্নিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। আপঃ ইব-জলের ধারার মত। প্রাণের স্রোতকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। **শুম্ভমানাঃ** — [তু. হিরণ্যেন মনিনা শ্রুম্ভমানাঃ ১/১৬৫/৫, ৭/৫৬/১১. ৫৯/৭) ;] <√ শুভ্ (ঝলমল করা)।] সময়ের দিকে (ছুটে চলেছে, য়তী উহ্য) যারা ঝলমলিয়ে তোলে এরা হল নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহন্ত অগ্নিস্রোত। **উরুষ্যৎ**— [তু. উরুষাগ্নে অহংসো গৃণন্তম্ ১/৫৮/৯, উরুষ্য নো অভিশস্তেঃ ১/৯১/১৫, উরুষ্যা নো অঘায়তঃ ৫/২৪/২ ; ৮/৭১/৭ ; ১০/৭/১ ; দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য ৪/২/১১ ; গোপীথে ন উরুষ্যতম্ ৫/৬৫/৬ ; বাহুভ্যাং ন উরুষ্যতম্ ৮/১০১/৪;…। < √ উরুষ্য ('উরু" বিপুল) বিপুল হওয়া বা করা ; তা থেকে প্রায় সর্বত্রই 'সঙ্কীর্ণতা' হতে মুক্ত করা ; আগলে থাকা।] বিপুল হোন, ছড়িয়ে পড়ুন। **পিত্রোঃ উপস্থে**—[তু. বৈশ্বানরো বরমা রোদস্যোরাগ্নিঃ সসাদ মিত্রোরুপস্থম্ ৭/৬/৬ ; অগ্নে…শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ ১০/১৫৬/৫ ; প্রথতে বিতয়ং বরীয় ওভা পৃণন্তী পিত্রোরসস্থে ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থা দেবো দেবেষু।…জাগৃবিঃ ১/৩১/৯ ; ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং,…অগ্নিং পিত্রোরুপস্থে (বৈশ্বানর ঃ অগ্নি) ৬/৭/৫; সচস্যমান, পিত্রোরুপস্থে (অগ্নিঃ) ১০/৮/৭।] বাপ-মায়ের কোলে, দ্যুলোক ভূলোকের মাঝে। অগ্নির পিতা দ্যুলোক মাতা পৃথিবী। দুয়ের কোলে তিনি ছড়িয়ে

পড়ুন। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই কোল আমাদের হৃদয়। যাকে পূর্বের ঋকে ঘৃতবান্ যোনিঃ বলা হয়েছে। সমস্তটি ঋকে যোগাগ্নিময় শরীরের বর্ণনা।
অব্যক্তের গহন হতে চিদ্বীজরূপে সহসা এই হৃদয়ে ঘটল তাঁর আবির্ভাব। সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর জ্বালা—নাড়ীতে নাড়ীতে আলোর স্রোতে উপচে চলল তাঁর সংবেগ, শিরায় উপশিরায় তপের দীপ্তি বইতে লাগল বিদ্যুৎবাহিনী হয়ে আবার জ্যোতির্ময় প্রাণের ধারায় গলে গিয়ে কত-যে উজান ধারা ছুটে চলল আকাশ পানে। আজ বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ুন এই তপোদেবতা আমার হৃদয়ে, দ্যুলোক ভূলোকের এই সঙ্গমতীর্থে।

সহসা আবির্ভাব তাঁর, ওষধিদের সহায়ে বেড়ে চললেন তিনি ।
যখন তাঁক উপচে পেলে ডালপালারা তপের তেজে
জলের ধারা যেমন সামনে ছোটে ঝলমলিয়ে
তেমন ছড়িয়ে পড়ুন তপোদেবতা দ্যুলোক আর ভূলোকের কোলে।

৯

উদ্ উ ষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদৌদ্
বর্ষ্মন্ দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ।
মিত্রো অগ্নির্ ঈড্যো মাতরিশ্বা
হহ দূতো বক্ষদ্ যজথায় দেবান্।।

স্তুতঃ—দেবতার প্রশস্তি যখন স্তুতিতে বা সুরে লীলায়িত হয়ে উঠল। **সমিধা**—[দ্র. তিস্রঃ সমিধঃ ৩/২/৯। তু. সমিধা বৃধান (অগ্নিঃ) ১/৯৫/১১, ৯৬/৯, অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাম্ ৫/১/১ ; বিধেম নমোভিরগ্নে সমিধোত হব্যৈঃ ৬/১/১০ ; য়স্তে যজ্ঞেন সমিধা য় উক্থৈরর্কেভিঃ সূনো সহসো দদাশৎ ৬/৫/৫ ; য়ঃ সমিধা য় আহুতী য়ো বেদেন দদাশ মর্তো অগ্নয়ে, যো নমসা স্বধবরঃ ৮/১৯/৫ ; ...।] অরণি মন্থনে আগুন জ্বলে, সমিধে তা বৃদ্ধি পায়। এমন সমিৎ চাই, যা ভূলোকের আগুনকে দ্যুলোকে প্রজ্বল করে তুলতে পারে। স্যা পনীয়সী সমিদ্ দীদয়তি দ্যবি ৫/৬/৪। রহস্যযজ্ঞে ঋত্বিক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাই সমিৎ ১০/৫২/২।

সমিৎ আত্মাহুতির এবং তার ফলে যোগাগ্নিময় শরীরের প্রতীক। তত্ত্বাজিজ্ঞাসুকে আচার্যের কাছে যেতে হত সমিৎপাণি হয়ে। উপনিষদে তার উল্লেখ আছে। আপ্রীসূক্তে অগ্নির প্রথম রূপ 'সমিদ্ধ' (দ্র. ৩/৪/১)। **য়হবঃ** [দ্র. ৩/১/১২] প্রাণচঞ্চল, দামাল। অগ্নির তারুণ্যের সূচক। **উদ্ অদৌৎ**—(সমিৎ প্রক্ষেপে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। **দিবঃ বর্ষ্মন্ অধি** [বর্ষ্মনি। তু. উতামূং দ্যাং বর্ষ্মনোপ ১০/১২৫/৭ ; উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি ৩/৮/৩ ; যৎ পৃথিব্যা বরিমন্না। স্বঙ্গুরি বর্ষ্মন্ দিবঃ সুবতি সত্যমস্য তৎ (সবিতা) ৪/৫৪/৪ ; বর্ষ্মন্ তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ (ইন্দ্রঃ) ১০/২৮/২ ; বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধ্বো ভবসুক্রাতো অগ্নে ১০/৭০/১ ; অয়ংস (সোমঃ) য়ো বরিমাণং পৃথিব্যা বর্ষ্মনং দিবো অকৃণোৎ ৬/৪৭/৪ ; ন্যর্বুদস্য বিষ্টপং বর্ষ্মনং বৃহতস্তির (ইন্দ্র) ৮/৩২/৩ ; দিবো বর্ষ্মানং বসতে স্বস্তয়ে (দেবাঃ) ১০/৬৩/৪। বর্ষ্ম <√ বৃষ (ঝরানো), (অমৃত) ঝরে সেখান থেকে ; নির্ঝর, উৎস জল উপর থেকে ঝরে, তাই উচ্চতা।] দ্যুলোকের তুঙ্গভূমিতে। তু. তন্ত্রের 'শিরসি সহস্রারে।' আধারে সমিদ্ধ অগ্নির গতি ঐদিকে, আর তাঁর অধিষ্ঠান। **পৃথিব্যাঃ নাভা** [= নাভৌ, তু. য়মরিরে ভৃগবো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যাঃ (অগ্নিম্) ১/১৪৩/৪ ; দৈব্যা হোতারা···নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ২/৩/৭ ; ইলায়াস্তে পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুনো মহো দিব্ঃ (সোমঃ) ৯/৭২/৭, ৮৬/৮, নাভা পৃথিব্যা নিবিষু ক্ষয়ং দধে (সোমঃ) ৯/৮২/৩ ; অগ্নির্নাভা পৃথিব্যাঃ ১০/১/৬ ; মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নি পৃথিব্যা অথাভ্বদরতী রোদস্যোঃ (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এইখানে আগ্নেয়ী নাড়ীর ভিতর দিয়ে অগ্নির গতায়াতের উল্লেখ ; তু. বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাম্ অর্থাৎ যোগভূমি সমূহের ১/৫৯/১) ১/৫৯/২।] পৃথিবীর নাভিতে বা কেন্দ্রে। এই নাভি 'ইলায়াস্পদ' বা যজ্ঞবেদী ৩/২৯/৪) অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা হৃদয় যা যোগাসীন দেহের কেন্দ্র। সমগ্র দেহের কেন্দ্র নাভি বা মনিপুরস্থ হতে পারে। বিশেষত এই সম্পর্কে যেখানে সোমের উল্লেখ আছে। সোম বা আনন্দ চেতনা নাভির নীচে না যায়। সেদিকে লক্ষ্য রাখবার কথা আছে। **ঈড্যঃ**—[দ্র. ৩/২/২] অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে মিত্র এবং মাতরিশ্বা রূপে। মিত্র বৃহতের জ্যোতি, দিনের আলো—যেমন বরুণ অব্যক্তের রহস্য, রাতের আঁধার (দ্র. ৩/৫৯); আর মাতরিশ্বা বিশ্বপ্রাণ চিদ্বীজরূপে যিনি অদিতির গর্ভাশয়ে আহিত হয়ে বিশ্বের আকারে তার মধ্যে উপচে ওঠেন। তিনিই দ্যুলোক হতে অগ্নিবীজকে আহরণ করে পার্থিব আধারে নিহিত করেন (দ্র. ৩/২/১৩) **আ বক্ষ্য** [<√ বৃহ (বয়ে আনা)] বয়ে আনুন এই দিকে, এই আধারে, বিশ্বদেবতাকে (দেবান্) ভূলোক হতে দ্যুলোকের দূত হয়ে।

আমার কণ্ঠে জাগল আগুনের সুর। তারই উন্মাদনায় আমার সবকিছু ইন্ধনরূপে আহুতি দিলাম তার মাঝে। তাইতে দেবতা চির তারুণ্যের দীপ্তিতে উচ্ছল হয়ে জ্বলে উঠলেন এই হৃদয়ের যজ্ঞবেদীতে। জ্বলে উঠলেন ঐ মূর্ধন্যচেতনায়—দ্যুলোকের অমৃত নির্ঝরের কূলে।...তাঁকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে বৃহতের জ্যোতিরূপে ঐ আকাশে, মহাপ্রাণের উচ্ছ্বাসরূপে এই হৃদয়ে। তবেই তিনি আলোর মন্ত্রে বিশ্বদেবতাকে আবাহন করে আনবেন এই চেতনায় রূপ দিতে:

আমার স্তবে, আমার সমিধে প্রাণচঞ্চল হয়ে ঝলসে উঠলেন তিনি
দ্যুলোকের নির্ঝরে আর পৃথিবীর কেন্দ্রে।
তপোদেবতাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে মিত্র আর মাতরিশ্বা রূপে ;
এইখানে তবে দূত হয়ে বয়ে আনুন তিনি উৎসর্গের সিদ্ধিতে বিশ্বদেবতাকে।।

১০

উদ্ অস্তম্ভীৎ সমিধা নাকম্ ঋষ্বো
হগ্নির্ ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা
গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে।।

উদ্ অস্তম্ভীৎ—উৎ √ স্তম্ভ্, স্তভ্ (উঁচু হয়ে ধরে থাকা — ; শেষের রূপটিই (বলাচলে) + লুঙ্ দ্। তু. সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ ১০/৮৫/১] ঊর্দ্ধ (শিখা) হয়ে ধারণ করলেন। **নাকম্** — দ্র. ৩/২/১২] জ্যোতির্লোকের প্রত্যন্তে মহাশূন্যকে। বৈশ্বানর অগ্নি ও ভূলোক হতে এইখানে আরোহণ করেন (দ্র. ৩/২/১২) এখানে পৌঁছনই জীবনের পরমাগতি। পার্থিব অগ্নি সমিদ্ধ হয়ে (সমিধা সমিদ্ধঃ) তাঁর ঊর্দ্ধশিখার অগ্রভাগ দিয়ে স্তম্ভের মত মহাশূন্যকে ধারণ করলেন। তু. তন্ত্রে অধ্যাত্ম অগ্নির সপ্তদশী অমাকলায় আরোহণ। সুষুম্নবাহী সমস্ত অগ্নিস্তম্ভটি তখন **ঋষ্বঃ**— [দ্র. ৩/৫/৫] উন্নত এবং সূক্ষ্মাগ্র। তু. শিবলিঙ্গ। যোগাসীন দেহও এখন শিবলিঙ্গের মত। তার উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী, মাঝখানে আগুনের স্তম্ভ। **রোচনানাম্ উত্তমঃ**—[রোচন—তু. রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্ (ধীঃ) ১/৪৯/৪, ১/৫০/৪ (সূর্যঃ), ৩/৪৪/৪ ('আভাতি' ইন্দ্রঃ) ; অগচ্ছো রোচনং দিবঃ (ইন্দ্র) ৮/৯৮/৩, ১০/১৭০/৪

(সূর্য) ; ধর্তারা রজসো রোচনস্যো মিত্রাবরুণৌ ৫/৬৯/৪ ; জাত আ হর্ম্যেষু নাভির্যুবা ভবতি রোচনস্য (অগ্নিঃ) ১০/৪৬/৩ ; রোচন্তে রোচনা দিবি ১/৬/১ ; বদ্বধে রোচনা দিবি ১/৮১/৫ ; তিস্রো ভূমীঃ…ত্রীনি রোচনা ১/১০২/৮ ; বিশ্বা দিবো রোচনাপপ্রিবাংসম্ (অগ্নিম্) ১/১৪৬/১ ; ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত (আদিত্যঃ) ২/২৭/৯ ; ৫/২৯/১১ রোচনা দিবঃ ৩/১২/৯, ৯/৮৫/৯, ৬/৭/৭, ৮/৯৪/৯, ৯/৩৭/৩, ৯/৪৬/১, প্র রোচনা রুরুচে (উষাঃ) ৩/৬১/৫ ; ত্রী রজাংসী পরিভূস্তাণি রোচনা (সবিতা) ৪/৫৩/৫ ত্রী রোচনা ৯/১৭/৫, ত্রী রোচনানি ১/১৪৯/৪ ত্রীরোচনা বরুণ ত্রীরুঁত দ্যূন্ত্রীনি মিত্র বীরয়থো রজাংসি ৫/৬৯/১ ; উতয়াসি সবিতাস্ত্রীনি রোচনা ৫/৮১/৪ ; তিস্রো পরাবতো দিবো বিশ্বানি রোচনা ত্রীরঁক্তূন্ ৮/৫/৮ ; ৮/১৪/৭ ; রোচনা দিবো দৃঢ়হানি দৃংহিতাণি চ, স্থিরানি ৮/১৪/৯ ; আ তে দক্ষং…রোচনা ৮/৯৩/২৬ ; দিব্যানি রোচনা ১০/৩২/২ ; দূরে পারে রজসো রোচনাকরম্ (ইন্দ্রঃ) ১০/৪৯/৬ ; অন্তরিক্ষানি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীম্ ১০/৬৫/৪ ; অন্তশ্চরতি রোচনা ১০/১৮৯/২ ; দিবো বা রোচনাদধি ১/৬/৯, ১/৪৯/১, ৫/৫৬/১, ৮/৮/৭, সূর্যস্য রোচনাৎ ১/১৪/৯, দিবো বৃহতো রোচনাদধি ৮/১/১৮ ; যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম…অধত্তম্ ১/৯৩/৫, ত্রিরুত্তমা দূনশ্চ রোচনানি ৩/৫৬/৮ ; য়েনাকস্য অধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে ১/১৯/৬ ; অসী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ১/১০৫/৫ ; ৮/১৯/৩ অধি রোচনে দিবঃ ১/১৫৫/৩ ; ৮/১০/১ ৮/৯৭/৫, ৯/৭৫/২ দিবো বা য়ে রোচনে শান্তি দেবাঃ ৩/৬/৮ য়া রোচনে পরস্তাৎ সূযর্স্য য়াশ্চারস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ ৩/২২/৩ ; উপমে রোচনে দিবঃ ৮/৮২/৪ ; তৃতীয় পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ৮/৮২/৪ ; তৃতীয় পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ৯/৮৬/২৭ ; চরতি রোচনেন ৩/৫৫/৯, ১০/৪/২ ; দিবো বৃহতা রোচনেন ৬/১/৭ ; অতিষ্ঠো অগ্নে রোচনেন ১০/৮৮/৫ ; অয়ং (ইন্দ্রঃ) ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্ ৬/৪৪/২৩। < √ রুচ্ । লুচ্ (দীপ্তি দেওয়া)। মৌলিক অর্থ 'দীপ্তি' (তু. রোচনেন) ; এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ 'রোচনা শব্দও আছে (৮/৯৩/২৬, ১০/১৮৯/২ ; উষার সংজ্ঞা ৩/৬১/৫)। তাইতে 'আলোর ভুবন 'বা' জ্যোর্তিলোক' এই জ্যোর্তিলোক দ্যুলোক বা তারও ওপারে, সংখ্যায় তিনটি। তাদের নাগাল পাওয়া কঠিন (৩/৫৬/৮) তাদের মধ্যে অমৃত নিগূঢ় রয়েছে (৬/৪৪/২৩) সেখানে দেবতারা আছেন ১/১৯/৬, ৩/৬/৮, ১/১০৫/৫, ৮/৬৯/৩, বহুবচন রোচন

শব্দের আরেক অর্থ হল 'নক্ষত্র' (১/৬/১, ১/৮১/৫, ৮/১৪/৯)। অগ্নি এবং সোম তাদের দ্যুলোকে নিহিত করেছেন। (১/৯৩/৫)। এখানে সামান্য দীপ্তিই বোঝাচ্ছে।] দীপ্তির মধ্যে তুঙ্গতম। কঠোপনিষদে পাঁচটি জাতি বা দীপ্তির কথা আছে—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র ; তারপরেই মহাশূন্যের অব্যক্তা দীপ্তি, এরা তারই অনুগতি (২/২/২৫) **ভৃগুভ্যঃ পরি**—[ভৃগু—দ্র. ৩/২/৪। ভৃজ (ভাজা ; তু সবিতার 'ভর্গঃ') তপের তাপে আপনাকে শুকিয়ে ফেলেছেন যিনি, অগ্নি তপস্বী। ভৃগুবংশীয় সিদ্ধপুরুষেরাই মনুষ্য সমাজে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক। তু. রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা ১/৬০/১ ; 'পরি' যোগে সাধারণত অপাদান বোঝাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়ে থাকে। এখানে 'ভৃগুভ্যঃ' তাদর্থ্যে চর্তুথী হতে পারে। Geldner এই ব্যতিক্রমের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন। (৯/৪২/২ ; ৯/৬৫/২, ১০/১৩৫/৪)। কিন্তু অপাদান ধরেও ব্যাখ্যা হতে পারে। ভৃগুদের জন্য বা ভৃগুদের হতে। মাতরিশ্বা দ্যুলোকের ওপার হতে অগ্নিকে এখানে নিয়ে আসেন এবং ভৃগু বা মনুর কাছে তাঁকে আবিষ্কৃত করেন। তাঁর এই অগ্নি আহরণের সঙ্গে তু. গ্রীক পুরাণে প্রমেথেউসের স্বর্গ হতে মানুষের জন্য আগুন চুরি। ব্যাপারটি তন্ত্রে 'শক্তিপাতরূপে' বর্ণিত চ পঞ্চকৃত্যধাযী শিবের অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়াও তাই। অন্যান্য বিবরণের জন্যে দ্র. ৩/২/১৩ টীকা। **গুহা সন্তম্**—[তু. গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ১/১৪১/৩ ; গুহা সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতম্ (অগ্নিম্) ৫/৮/৩। তু. অগ্নির আরও বিশেষণঃ গুহা চতন্তম্ ১/৬৫/২ ; গুহা ভবন্তম্ ১/৬৭/৪ ; গুহা চরন্তম্ ৩/১/৯ ; গুহাহিতম্ ৪/৭/৬, ৫/১১/৬। গুহায় বা আধারের গভীরে নিগূঢ় হয়ে আছেন যিনি তাঁকে। ধ্যান নির্মন্থন দ্বারা এই গুহাহিত অগ্নিকে দেহে প্রত্যক্ষ করবার কথা উপনিষদে আছে (শ্বেতাশ্বতর ১/১৪)। এইটি প্রত্যক্ষ ঘটে যেমন অসম শক্তিতে তেমনি বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বার প্রসাদে। তিনিই প্রথম অগ্নি তপস্বীদের মাঝে এই **হব্যবাহম্**—[রূপান্তর 'হবির্বাট' 'হব্যবাহন'। অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা। তিনিই আমাদের আত্মাহুতিকে পরম দেবতার কাছে বহন করে নিয়ে যান। আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বলে উঠলেই যা কিছু মৃণ্ময় তা চিন্ময় হয়, সাধক দেবতার সাযুজ্য লাভ করে।] হব্যবাহনকে সমীধে [সমন্ ইধ্ (জ্বালানো) + লিট্ এ] প্রদীপ্ত করেছিলেন সায়ণের মতে এখানে "ভৃগু" সূর্যরশ্মি (তু. ভর্গঃ)। অর্থাৎ পুরাণকথাকে তিনি এখানে সাধনার রূপকরূপে গ্রহণ করতে চান। সেখানে ঋকের শেষার্ধের অর্থ হয়। চিদ্বীজ আধারে লুকানো আছে, তাকে ঘিরে আছে তার শিখারা শক্তিরূপে। শিখা সাধারণত নিস্তেজ থাকে। কালে

তারা প্রতপ্ত হয়ে ঘৃতরূপে প্রজ্বল হয়ে ওঠে। মাতরিশ্বা তখন তাদের ঊর্দ্ধশিখা হব্যবাহনরূপে চেতিয়ে তোলেন।

এই আধারের গভীরে গোপন রয়েছে সেই অগ্নিশিশু, তাঁকে ঘিরে আছে আলোর মালা। তারা তীক্ষ্ণ হয়ে আধারময় ছড়িয়ে পড়ে যখন, তখন বিশ্বপ্রাণ একটি ধারায় তাদের সংহত করেন। যোগাগ্নিময় শরীর জুড়ে এক অগ্নিস্তম্ভ রূপে তারা তখন জ্বলে ওঠে দ্যুলোকের পানে সূচীমুখ হয়ে। সেই স্তম্ভের শিরোদেশে অবর্ণ দ্যুতিতে জ্বলে মহাশূন্যের দীপ্তি, তার আশ্রয়ে আগুনের শেষ আভা ছড়িয়ে পড়ে অগণিত নক্ষত্রের স্ফুলিঙ্গে :

> স্তম্ভের মত মাথায় ধরে রইলেন জ্বলন্ত দীপ্তি দিয়ে তিনি মহাশূন্যকে সূক্ষ্মাগ্র হয়ে
> এই তপোদেবতাই হলেন অনুত্তম জ্যোতি জ্যোতিষ্কদের
> যখন জ্বালাময়ী শিখা হতে মাতরিশ্বা
> গুহাহিতকে হব্যবাহন রূপে জ্বালিয়ে তুললেন।।

গায়ত্রী মন্ডল, অগ্নিমন্ত্র

সপ্তম সূক্ত

১

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে প্র সর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে।।

প্র আরু — [প্র + √ঋ (চলা) + লিট্ উস্] এগিয়ে গেছে।

যে — যারা, আগুনের শিখারা (সা)। চিদগ্নির শিখারা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তির ছবি।

শিতিপৃষ্ঠ — (ঙস্) শিতি (শুভ্র) ; পৃষ্ঠ (আচরণ) যাঁর, শুভ্রবর্ণ। তু. 'ঘৃতপৃষ্ঠ'। চিদগ্নি অন্তর্জ্যোতি। মেরুদণ্ডে শুভ্র অগ্নিশক্তির অনুভব স্মরণীয়।

ধাসি — (ঙস্) [√ধা (নিহিত করা) + সি] আধারে দিব্যচেতনাকে নিহিত করেন যিনি। অগ্নি হোতা হয়ে পরমদেবতাকে এখানে ডেকে আনেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। অভীপ্সার আগুনে চেতনার রূপান্তর ঘটে।

মাতরা — দ্যুলোক-ভূলোক। চিদগ্নির শিখারা আবিষ্ট হন মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সর্বত্র। আবেশের বেলায় পৃথিবী প্রধান, তাই 'মাতরা' ; এর পরেই কিন্তু আছে পিতরা।

সপ্তবাণী — সাতটি বাক্ বা ব্যাহৃতি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মন্ত্র এবং সৃষ্টভুবনের মর্মশক্তি। এখানে সাতটি ভুবন অধ্যাত্ম বা অধিদৈবত দুইই হতে পারে। আগুনের শিখা মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সব চক্রে বা যোগভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল।

পরিক্ষিতা — আমাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে যাঁরা স্তব্ধ হয়ে আছেন। যোগাসীন সাধকের চেতনায় অনন্ত দেশব্যাপী বোধের পরিচয়।

সঞ্চরেতে — দুইই কেঁপে ওঠে। আকাশ আর পৃথিবীর কেঁপে ওঠার কথা বৌদ্ধশাস্ত্রেও আছে। রামকৃষ্ণদেবের একটা উপমা স্মরণীয়। 'কুঁড়ে ঘরে যেন হাতী ঢোকে' প্রথম স্পন্দন শুরু হয় মহাশূন্যে, করোটির মধ্যে ; তারপর তা দেহে নামে। তাই পিতরা।

প্র সর্স্রাতে — প্রসারিত করে।

দীর্ঘমায়ুঃ — অমৃতত্ব। যেমন দীর্ঘনিদ্রা মৃত্যু। দ্যুলোক ভূলোক বা বিশ্বশক্তিই তখন আমাদের এনে দেয় অমৃতের অধিকার।

প্রযক্ষে — [প্র - √যজ্ + সে] আমার সাধনা অবিচ্ছেদ হয়ে বহে, জ্যোতি হতে উত্তর জ্যোতিতে এবং আরও উজিয়ে উত্তম জ্যোতিতে উত্তরণ চলতে থাকে।

অধূমক জ্যোতিরূপে এই আধারে চিদগ্নির আবির্ভাব ; পরম জ্যোতিকে এখানে নামিয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই। এই-যে তাঁর শিখারা উজিয়ে চলেছে মূর্ধন্যচেতনায়, এই যে তাঁরা আবিষ্ট হন মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সর্বত্র। সাতটি ভুবনের মর্মবীজে কেঁপে উঠল তাঁদের সুরের লীলা। সীমাহীন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে আমার চেতনা, আমাকে ঘিরে টলছে আকাশ, টলছে পৃথিবী। অন্তহীনকালে বিশ্বশক্তির প্রসরণ অমৃতের আশ্বাস আনছে আমার প্রদীপ্ত অনুভবে। আমার আয়ুর শেষ নাই, সাধনার পরিনির্বাণ নাই।

শুভ্রবর্ণ তিনি পরম জ্যোতিকে নিহিত করেন আধারে তাঁর যে শিখারা এগিয়ে গেছে, ভূলোক হতে দ্যুলোকে তারা আবিষ্ট হয়েছে, আবিষ্ট হয়েছে সাতটি বাণীতে। আমার চারিদিক ঘিরে আছেন দ্যুলোক আর ভূল্যোক,টলমল করছেন তাঁরা , প্রসারিত করছেন ক্ষয়হীন জীবনকে, সাধনায় এগিয়ে যাবে বলে।

২

দিবক্ষসো ধেনবো বৃষ্ণো অশ্বা দেবীরা তস্থৌ মধুমদ্বহন্তীঃ।
ঋতস্য ত্বা সদসি ক্ষেময়ন্তং পর্যেকা চরতি বর্তনিং গৌঃ।।

দিবক্ষস — (ঙস্) [দিব্ + √ অক্ষ্, (অস্ ছেয়ে থাকা, পৌঁছন) + অসুন্] দ্যুলোককে ছেয়ে আছেন যিনি, মূর্ধন্য চেতনায় পৌঁছেছেন যিনি।

বৃষ্ণ — (ওস্) [√ বৃষ্ (বর্ষণ করা, ঝরানো) + কনিন্] বীর্য বা শক্তি বর্ষণ করেন যিনি। তু. সম্প্রজ্ঞাত ভূমিতে ধর্মমেঘ 'সমাধির' আর্বিভাব। উঠে যাওয়া তপের তাপে, তারপর দ্যুলোক হতে অমৃত ধারায় ঝরে পড়া। 'দিবক্ষসঃ' আর 'বৃষ্ণঃ' দুটি পদ অন্যোন্যনির্ভর। যখন দেবতা দ্যুলোকবিহারী বা গোলোকবিহারী তখন তাঁর শক্তিরা 'ধেনু বা পয়স্বিনী, অমৃতস্রবিণী। তিনি অন্তরিক্ষে বর্ষণের দেবতা যখন, তখন তাঁর শক্তিরা অশ্ব বা আগুনের জ্বালা, একটিতে সাধক যোগাগ্নিময় আর একটিতে অমৃতময়।

মধুমৎ বহন্তী — দেবী ঃ— যে দেবীরা মধুর নির্ঝর বয়ে আনেন সাধকের কাছে। মধু অমৃতচেতনা।

এই মধুমতী ভূমির কথা পতঞ্জলি বলেছেন। অপ্সরারা সেখানে নিয়ে আসেন স্বর্গভাগের প্রলোভন। কিন্তু যোগী তাকেও ছাড়িয়ে যান নচিকেতার মত। এখানেও তেমনিতর একটুখানি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু নিরোধসাধকের ঝাঁজটুকু নাই।

ঋতস্য সদসী — ঋতের সদন, অথবা ঋতের প্রতিষ্ঠা সেখানে, অবশ্যই তা দ্যুলোকের মূর্ধন্যচেতনা এখানে।

ক্ষেময়ন্তং — (অম্) [ক্ষেম + য + শতৃ] 'ক্ষেম' বা প্রতিষ্ঠা চাইছেন যিনি। 'যোগ' 'সাধনা', 'ক্ষেম' সিদ্ধি। চিদগ্নি সহস্রারে স্থির হতে চাইছেন।

বর্তনি — (অম্) [√ মোড় নেওয়া, মোড় দেওয়া + ৎ অনি] মোড় ফিরিয়ে দেন যিনি। প্রাকৃত জীবন নীচের দিকে গড়িয়ে চলে ; অভীপ্সা তাকে ঊর্দ্ধমুখী করে, অগ্নি তাই 'বর্তনি'।

গৌঃ — নিঃসঙ্গ অদিতি। পুরুষ বৃষ, প্রকৃতি গো। চিদগ্নি এখানে পুরুষ, অদিতি তাঁর সহচারিণী।

চিদগ্নির শিখারা উজান চলে তুরঙ্গের বেগে, আর তাঁর অবন্ধ্য বীর্য আপ্যায়িত রোমঞ্চিত করে এই আধারকে। অবশেষে তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে যখন মূর্ধন্যচেতনার মহাকাশে, তখন সহস্রধারায় এই পৃথিবীর 'পরে ঝরে পড়ে অমৃতের নির্ঝর। ...আছে দিব্যসম্ভোগের এক মহাভূমি ; জ্যোতির্ময়ী তার নায়িকা। আবার তুমি পার্থিব চেতনাকে উত্তরবাহিনী করেছ, তুমি বিশ্বছন্দের মর্মবিন্দুতে ধ্রুব আসন না নিয়ে আকৃতির তোমার বিরাম নাই।...সেইখানে তোমার নৈঃশব্দ্য ঘিরে চলে অসঙ্গা অদিতির অন্তহীন আবর্ত্তন।

দ্যুলোকে ছড়িয়ে পড়েন যিনি, তাঁরই 'ধেনুরা' ; আর শক্তির নির্ঝরের ক্ষিপ্রশিখা জ্যোতির্ময়ীদের কাছে রইলেন তিনি মধুর ধারা বয়ে আনেন তাঁরা ঋতের সদনে তুমি চাও অচল প্রতিষ্ঠা ; তোমাকে ঘিরে চলেন একলা অদিতি, মোড় ঘুরিয়ে দাও তুমি চেতনার।

৩

আ সীমরোহৎ সুযমা ভবন্তীঃ পতিশ্চিকিত্বান্ রয়িবিদ্ রয়ীণাম্।
প্র নীলপৃষ্ঠো অতসস্য ধাসেস্তা অবাসয়ৎ পুরুধপ্রতীকঃ।।

সীম্ — পূর্ব ঋকে উল্লিখিত অশ্বা। অশ্বা অগ্নি শক্তি বা শিখা। অগ্নি তাহাতে আরোহণ করলেন, —গন্তব্য স্থানে যাবার জন্যে। গন্তব্যস্থান অবশ্য দ্যুলোক।

সুযমাভবন্তী — যখন তাদের সামনে দেওয়া সম্ভব হল। প্রথম আধারে একটা তোলপাড় শুরু হয়, আগুনে যেন সব পুড়তে থাকে। রামকৃষ্ণের ভাষায় 'নবানুরাগের বাড়' 'হরিবাই'। এলোমেলো জ্বলুনিকে একটা ধারায় আনলে তবে আগুন উজান বয়।

পতিশ্চিকিত্বান্ — যিনি নায়ক, অথচ ভালমন্দ সব বোঝেন। অন্যত্র বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান—পথের সব জানেন।

রয়িবিদ্ রয়ীনাং — যাঁর ধারা আছে সবার খবর রাখেন। রয়ি বেগ বা

গতি দুটাই হতে পারে। এখানে গতি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ী। তাঁকে যেতে হবে মধ্য নাড়ী ধরে—তন্ত্রে যা সুষুম্মা ; উপনিষদে 'উদান'।

নীলপৃষ্ঠ — (সু) নীলবর্ণ। অন্যত্র শিতি পৃষ্ঠ-শুভ্রবর্ণ। নীল অব্যক্তের সূচক। অগ্নির এটি রহস্যরূপ। তিনি শিতিপৃষ্ঠ এবং নীলকণ্ঠ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুইই তাই তিনি পুরুষ প্রতীক।

অতস — (ঙস) যা সর্বদা চলছে অত্ (চলা) + অন্ট। আধারে নিরন্তর বইছে যে অগ্নিস্রোত। এই স্রোতে 'ধাসি'-দিব্যচেতনাকে আধারে প্রতিষ্ঠিত করে। লৌকিক সংস্কৃতে 'অতস' বায়ু বা প্রাণস্রোত।

অবাসয়ৎ — উজ্জ্বল করে তুললেন, প্রদীপ্ত করে তুললেন। ণিজন্ত ধাতুর প্রয়োগ—দীপন অর্থে।

অভীপ্সার আগুন উদ্দাম হয়ে উঠছে আধারে। চেতনা তখন দিশেহারা ; কিন্তু দেবতা জানেন, কেননা তিনি ভূত-ভব্যের ঈশান। হৃদয় হতে হাজার নাড়ী ছড়িয়ে পড়েছে আদিত্যের পানে, তার কোনটি উজান ধারায় পৌঁছায় গিয়ে জ্যোতির সমুদ্রে তার খবর তিনি জানেন। তাঁরই নিগূঢ় শাসনে উচ্ছৃঙ্খল অগ্নিস্রোত সংযত ও ছন্দোময় হয়ে এল। উত্তরণ স্রোতের মুখে শুরু হল তাঁর লোকোত্তর অভিযান···চঞ্চল অগ্নিস্রোত অবিরাম উজান বইছে, অলখের জ্যোতিকে নিহিত করছে এই আধারে। কিন্তু নিগূঢ় তার সঞ্চরণ, ভোগবতীর গোপন ধারার মত। অব্যক্তের আবরণে আড়াল হবেন দেবতা, যবনিকার অন্তরালে থেকে অদৃশ্য অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করে তুললেন চেতনায়। এই তাঁর লীলা কখনও আলো তিনি আবার কখনও বা কালো।

তাদের পরে আরূঢ় হলেন তিনি—যারা সংযত হয়ে আসে সহজের ছন্দে ; তিনিই নায়ক, জানেন সব, খবর রাখেন সব ধারার।

কালোর আড়ালে থেকে, যে অফুরন্ত স্রোত জ্যোতিকে নিহিত করে আধারে, তার সেই শিখাদের প্রদীপ্ত করেন তিনি, বিচিত্র তাঁর প্রতিভাস।।

৪

মহি ত্বাষ্ট্রমূর্জয়ন্তীরজুর্যং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি।

ব্যঙ্গেভির্দিদ্যুতানং সধস্থ একামিব রোদসী আ বিবেশ।।

সধস্থ — (ঙি) সবাই একত্র হন যেখানে, চক্র। আধার। আধারের বিশেষ স্থান। এখানে হৃদয়। হৃদয় থেকেই বিশোকাস্রোত ছড়িয়ে পড়ে অঙ্গে-অঙ্গে।

রোদসী — দ্যুলোক ভূলোক, দুটি প্রান্ত। হার্দজ্যোতি নেমে গেল যেন পার্থিব চেতনার চক্রগুলিতে, তেমনি আবার মাথার দিকে উজিয়েও গেল। তখন আর এখানে ওখানে ভেদ রইল না, অনুভব হল দ্যুলোক-ভূলোকে আর ভেদ নাই, সব ঠাঁই আছেন এক অদিতি।

একা — দ্যৌ ১/৩৫/ (অম্) অসঙ্গা অদিতি দ্যুলোকে ভূলোকের মহী ৩/৬৬/২ অধিষ্ঠাত্রী যিনি। দ্র (২)

মহি ত্বাষ্ট্রম্ — ত্বষ্টার মহৎ (কর্ম), তাঁর আশ্চর্য কীর্তি এই আধার। ত্বষ্টা রূপকৃৎ, অব্যাকৃত হয়ে আকৃতির আবির্ভাব ঘটান তিনি। মানুষের আধার অপরূপ সৃষ্টি এমন কথা বাউলদের মুখেও শোনা যায়।

ঊর্জ্জয়ন্তী — রূপান্তর (ঊর্জ্) ঘটায় যারা। এরা নদী, নাড়ী বা অগ্নিস্রোতের খাত। অগ্নিস্রোত বা বায়ুস্রোত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একই। দার্শনিকের ভাষায় বলা চলে প্রাণস্রোত। এই প্রাণস্রোতের আধারের বীর্যময় রূপান্তর ঘটায়—সাধনায় একটুখানি এগিয়ে গেছে।

অজু যম্ — (যম্) জরাহীন্। জরার নাশ রূপান্তরের ফল। ত্বষ্টার অপরূপ সৃষ্টিকে প্রাণস্রোতেরা অজর করে।

স্তভূয়মান — [√ স্তভূয় (স্তম্ভের মত হয়ে যাওয়া) + শানচ্] অগ্নি স্তম্ভের মত হতে চাইছেন। এই অগ্নি স্তম্ভই। ক্লীবলিঙ্গ, সুষুম্নবাহিনী ঊর্দ্ধধারা। বিক্ষিপ্ত শিখাকে একত্র সংহত করবার কথা আগের ঋকে আছে। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে তারা জমাট বেঁধে উজান বইতে থাকে।

বহৎ — (জস) বহে চলে যারা, নদী, নাড়ী, বাইরের জগৎকে হৃদয়ে আকর্ষণ করে আনতে হয়। চেতনা জমাট বেঁধে সেখানে আর উদান নাড়ীকে আশ্রয় করে মাথার দিকে উজিয়ে যায়। যোগীর কাছে এ অনুভব অজানা নয়।

বি দিদ্যুতান — (সু) [বি- √ দ্যুৎ (ঝলমল করা) + শানচ্] বিদ্যুতের মত ঝলমল করছেন যিনি। মধ্যে আত্মনি প্রবুদ্ধ চেতনার রূপ। অধূমক জ্যোতির মত। এই জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে সাধকের অঙ্গে অঙ্গে। অবশেষে অনুভব হয় সাধক নাই, দেবতাই আছেন।

তার নাড়ীতে নাড়ীতে উজান বইল প্রাণের ধারা, অগ্নিশিশুকে বয়ে চলেছে প্রাণের স্রোতের উপর পানে ; সমস্ত শিখাকে সংহত করে তিনি চাইছেন স্তম্ভের আকারে ফুটতে। এই হৃদয়ে, যেখানে সমস্ত চিৎশক্তি গ্রন্থি, সেইখানে নিষণ্ণ হলেন তিনি, অঙ্গে অঙ্গে ঝলমলিয়ে উঠলেন বিদ্যুতের দীপ্তিতে, তলিয়ে গেলেন আধারের গভীরে, উজিয়ে চললেন আকাশগঙ্গার ধারায় ভূলোক আর দ্যুলোকের ভেদ ঘুচল অদিতিচেতনার জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে।

ত্বষ্টার বিপুল কীর্ত্তিতে রূপান্তর এনে তাঁকে অজর করেন তাঁরা স্তম্ভের রূপ ধরতে চাইছেন যিনি, প্রবাহিনীরা বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁকে। অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক হানছেন তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে দুটিকে একাকার করে যেন রোদসীতে হলেন আবিষ্ট।

৫

জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবমুত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।
দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ।।

অরুষ — (ঙস্) [√ ঋ (চলা + স) ; সায়ণ— ন সন্তি রুষ যস্য, অতএব বহুব্রীহিতে অন্তোদাত্ত। নিঘ রুষ ১/১৪] চঞ্চল। রজোগুণ আর রক্তবর্ণের অনোন্যসম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে।

শেব — (অস্) [শী (স্বপ্নে) + বন্ (সা) নিঘ. সুধ ৩/৫ ; নি শেবইত সুখন্সাম-সিত্যতে ; অন্তোদাত্ত বিভাষি গুণঃ, শিবম্ ভবতি ১০/১৮/১ ; blessing (G) প্রশান্তি।

বৃধ — (ঙস্) [?√ বৃধ্ ‖ বৃধ + ন ব্রহ্ম √ বৃহ ; নিঘ 'অশ্ব' ১/১৪ মহৎ ৩/৩। স্ফুরত্তা এবং বৈপুল্য দুইই বোঝাচ্ছে। তু. Eng broad ধরে নিরুক্তি অক্ষত। Grm. brief] বৃহৎ। আগুন জ্বললে তা বেড়ে চলে। সাধারণ উদ্দেশ্য চেতনার ব্যাপ্তি।

শাষন — (ঙি) প্রশাসন। তু. বৃহদারণ্যকেও. অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ…। তাঁর প্রশাসনে অনৃতকে রূপান্তরিত করে ঋতের ছন্দে এবং আনন্দের আবির্ভাব।

দিবোরুচ — দুল্যোকে থেকে ঝলমল করছেন যাঁরা, দিব্যচেতনার প্রশান্তি ও আনন্দে উজ্জ্বল যে পুরুষেরা।

সুরুচো রোচমানা — তাদের চিত্তের দীপ্তি সহজ, শোভন এবং অনির্বাণ।

ইলা — এষণা বা অমৃত দুইই বোঝাতে পারে। সিদ্ধচেতনা।

মাহিনা গীঃ — জ্যোতির্ময়ী বোধনবাণী। তাঁদের উদার মন্ত্রের বাণী প্রবুদ্ধ করে সবাইকে।

তাঁকে যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা জানেন কী করে তাঁর প্রাণোচ্ছল বীর্যের অভিষেকে আধারে নেমে আসে শান্তির নির্ঝর। তাঁর বৈপুল্য কী করে অন্তরে আবিষ্ট হয়ে ঋতছন্দে জীবনকে করে নিয়ন্ত্রিত, আনে সহজ আনন্দের উচ্ছলন। তাঁরা তখন আলোর মানুষ, যেমন দ্যুলোক হতে পৃথিবীর পরে ঝরে পড়ে তাঁদের আলোর ধারা, তেমনি অম্লান সুষমায় আমাদের বর্তমানকেও তা করে উদ্দীপ্ত। তাঁদের এষণা এবং সিদ্ধি, তাঁদের বোধনবাণীর উদার ব্যঞ্জনা আমাদের পথের দিশারী:

জানেন তাঁরা বীর্যবর্ষী প্রাণচঞ্চল সেই দেবতার প্রশান্তিকে আর সেই বৃহতের প্রশাসনেই উত্থান তাঁদের— তাঁরা দ্যুলোকে থেকে ঝলমল করছেন, সহজের আলোয় ঝলমল করছেন এইখানে—এষণা এবং সিদ্ধি যাঁদের অনুপেক্ষণীয়— অনুপেক্ষণীয় যাঁদের উদার বোধনমন্ত্র।

৬

উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং মহো মহদ্ভ্যামনয়ন্ত শূষম্।
উক্ষা হ যত্র পরি ধানমক্তোরনু স্বং ধাম জরিতুর্ববক্ষ।।

প্রবিদ্ — (টা) প্রজ্ঞান, যে জ্ঞান প্রাকৃত ভূমির ওপারে ; অথবা যে জ্ঞান ক্রমে প্রসারিত হয়ে চলেছে। তু. 'প্রচেতনা' প্রজ্ঞা নিবিদ্ সংবিদ ; (ঘোষ) (অম্) শব্দ বাক্ ব্রহ্মঘোষ। হৃদয়ের আকাশে সে বাণী শুনতে পাওয়া যায়। যোগীরা তাকে বলেন অনাহত বাণী। এই হল স্ফোট্ প্রণব বা ওঙ্কার ; তার আর এক নাম 'শ্রব'। আমি যদি মন্ত্রের ছন্দে দেবতাকে ডাকি, দেবতাও নিশ্চয় সাড়া দেবেন তাঁর সাড়া প্রথমে হৃদয়ে স্পন্দনরূপে, তারপর ঘোষ বা অব্যক্তবাণীর আকারে অবশেষে বৈখরী বাকে। এই বাকের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে চেতনার যে প্রসার ঘটে তার প্রজ্ঞা বা প্রবিদ।

শূষ্ — (অম্) [√ শূ (ফুলে ওঠা) + অ ; নিঘ, গুণ : : শুণ ৩/৬] চেতনার ব্যাপ্তি। বিস্ফারণ, যার ফলে আকাশানন্ত্য, চিত্তানানন্দ এবং শূন্যতা। 'ঘোষ'—'প্রবিদ'-'শূষ', তিনের মধ্যে একটা অন্বয় আছে। প্রথম দেবতা কথা কন তারপর চেতনার ব্যাপ্তি। অবশেষে মহাশূন্যতা। বাঁশীর ডাক কানে এল, তারপর কুলত্যাগ, তারপর মরণ সবই আসে মহদ্ভ্যাং পিতৃভ্যাম্'—দ্যুলোক-ভূলোক হতে তু. গীতা অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্।

উক্ষন্ — শক্তি বর্ষণ করেন যিনি। দেবতার শক্তিপাত ছাড়া কিছুই হয় না। 'পরিধানমক্তো'—রাতের আঁধারকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন যিনি। 'ধানং' অজহলিঙ্গ।

অক্তু — [√অঞ্জ (লেপা) + তু ': :' 'অঞ্জন' ব্যক্ত ঃ আলো আর কালো দুইই বোঝায়।

স্বংধাম — নিঘ ['রাত্রি ১/৭] আঁধার। তু. স্ব-ধা
জরিতু — যে গান গায় তার (হৃদয়)। তাঁর সিদ্ধরূপকে (ধাম) যাঁর হৃদয়ে প্রকট করেন তিনি। তাঁরই আঁধার ঘুচে যায়।

হৃদয়ের গভীরে অনাহত ধ্বনির অস্ফুট গুঞ্জন মহাসমুদ্রের নির্ঘোষে হয় পরিণত, স্ফুরন্ত চেতনা উপচে পড়ে যেন ছাড়িয়ে যায় দ্যুলোক আর ভুলোকের বৈপুল্যকে। সেই অসীম পরিব্যাপ্তি হতেই সাধকেরা তখন আহরণ করেন মহাশূন্যের চিন্ময় বীর্য্য। এইটি ঘটে সেই তপোদেবতারই প্রসাদে যখন শক্তির ধারাসারে উষর আধারকে সিক্ত করেন তিনি আঁধারের মায়াকে বিদীর্ণ করেন আলোর অভিঘাতে, সঙ্গীতমুখর চেতনার গভীরে তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠার মহিমাকে রণিত করেন উপচীয়মান আলোর ছন্দে:

আবার কেউ-বা দ্যুলোক-ভূলোকের কাছ থেকে আহরণ করলেন ব্রহ্ম ঘোষাত্তর প্রজ্ঞান দিয়ে বিপুল শূন্যতা— দ্যুলোক ভূলোকের বৈপুল্য হতে আহরণ করলেন শূন্যতা। বীর্যবর্ষী দেবতা— যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন রাতের আঁধার, আপন প্রতিষ্ঠার ছন্দে সুরশিল্পী হৃদয়ে উপছে উঠলেন।

৭

অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রাঃ প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বেঃ।
প্রাঞ্চো মদন্ত্যুক্ষণো অজুর্যা দেবা দেবানামনু হি ব্রতা গুঃ।।

অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ — সপ্তবিপ্রা। সায়ণ বলেন ঃ উদ্গাতৃবর্গকে ছেড়ে দিয়ে বারোটি ঋত্বিক, তার মধ্যে বারজন কর্তা, আর পাঁচজন যজ্ঞের নায়ক। এই হল যাজ্ঞিকের দৃষ্টি। কিন্তু সাধকের পাঁচটি অধ্বর্যু পঞ্চপ্রাণ ; দুয়েরই বৈশিষ্ট্য শক্তির প্রকাশে। 'বিপ্র' অগ্নিশিখা, জ্ঞানের প্রতীক, সাতটি ইন্দ্রিয় সাতটি অগ্নিশিখারূপে মূর্ধণ্যভূমিতে জ্বলছে—বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও প্রাণরূপে। এ কল্পনা উপনিষদে আছে সুতরাং সাতটি বিপ্র, এই সাতটি চিৎশক্তি। সবাই মিলে

চিদগ্নিকে আধারে রক্ষা করছেন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আগুন জ্বালিয়ে রাখা যায়।

নিহিত — (অম্) গভীরে স্থাপিত, নিগূঢ়।

বি — (ঙস্) পাখি। পাখি আকাশে ওড়ে ; চিদগ্নির পাখা মেলে শূন্যের পানে।

প্রাচ্ — (ঙস্) এগিয়ে চলেছে যারা। বোঝাচ্ছে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উত্তরায়ণ।

উক্ষণ্ — (জস্) অমৃতরস সেচন করছি তার আধারে।

অজুর্য — অজর, চিরতরুণ।

দেবা দেবানাম্ অনু হি ব্রতাগুঃ— দেবতারা দেবতাদের ব্রতের অনুবর্তন করলেন। ঋত্বিকই এখানে দেবতা। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় দেবতা। সাধক ও দেরতা এক। ব্রহ্ম সাযুজ্যবাদ এখানে স্পষ্ট।

এই আধারে থেকেই আগুনের পাখি পাখা মেলেছে শূন্যের পানে, গভীর গহনে নিগূঢ় রয়েছে তার আনন্দধাম। তাকে আগলে আছে পাঁচটি প্রাণের সহজ চলনের ছন্দ, সাতটি ইন্দ্রিয়ের আকুল অভীপ্সার শিখা। তারা সবাই চলেছে উজান বেয়ে, শক্তির ধারাসারে আনন্দের প্লাবনে আধারে ফুটিয়ে তুলছে তারা চির তারুণ্যের চিক্কণতা। তারা চিন্ময়, বিশ্বদেবতার সত্য সঙ্কল্পের অনুবর্তনই হল তাদের সাধনা:

অধ্বর্যু পাঁচটিকে নিয়ে সাতটি 'বিপ্র'
আগলে রাখছে নিগূঢ় প্রিয় ধাম সেই পাখিটির।
এগিয়ে চলেছে তারা আনন্দের উন্মাদনায়-বীর্যবর্ষী, অজর তারা
দেবতা হয়ে বিশ্বদেবতার সত্য সঙ্কল্পের তারাই করল অনুবর্তন।

৮

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জেসপ্ত পৃক্ষাস স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিৎ ত আহরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ।।

৯

বৃষায়ন্তে মহে অত্যায় পূর্বীর্বৃষ্ণে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ।
দেব হোতর্মন্দ্রতরশ্চিকিত্বান্মহো দেবান্ রোদসী এহ বক্ষি।।

বৃষায়ন্তে — [বৃষ্ + ক্যঙ্ + অন্তে, বৃষের মত আচরণ করছে (সা)] অপ্ বা প্রাণশক্তিরা বীর্যাধান করছে। তার চিদগ্নি হচ্ছে ক্ষিপ্রসঞ্চারী (অত্য)। প্রাণদ্বারা অগ্নি পোষণ। দ্র. মন্ডলের গোড়ায়।

অত্য — [√ অত্ (অবিশ্রাম চলা) + য] অবিশ্রান্ত গতি অশ্ব। প্রাণশক্তিরা চেতনার শিখাকে অনির্বাণ করে রাখছে। এইটি হয় শ্বাসে-শ্বাসে জপের তালে। (অস্) চিরন্তনী। আপঃ উহ্য। আগে বিশ্বপ্রাণ, তারপর অগ্নিশিশু।

বৃষ্ণে চিত্রায় — এইবার চিদগ্নি স্বয়ং 'বৃষ' বা বীর্যের আধায়ক। এখন তিনি চিত্র অর্থাৎ আধারে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

রশ্মি — (অস্) আগুনের শিখা বা প্রাণ ও চেতনার বৃত্তি।

সুযামা — (অস্) প্রাণবৃত্তির সংযম প্রাণায়ামে ; চিৎবৃত্তির সংযম প্রত্যাহারে। চিদগ্নির সামর্থ্য আধারে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হলে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সহজ হয়। তার আগে চাই বিশ্বপ্রাণের দ্বারা অগ্নির আপ্যায়ন। এটিই বাতাবরন সৃষ্টি।

মন্দ্রতর — চিকিত্বান্ তিনি আনন্দময় এবং চিন্ময়। চিদগ্নির অভিব্যক্তিতে ফোটে প্রজ্ঞাচক্ষু আর আনন্দ। প্রজ্ঞাদৃষ্টির আছে বিবেক তার গভীরে অবগাহন করবার সামর্থ্য। গভীরে না ডুবলে 'বিপর্যয়' বা মোহ দূর হয় না।

দেবান্ রোদসী — প্রাণের দুটি প্রত্যন্তকে আলোকিত করে বিশ্বদেবতার আবির্ভাব।

বিশ্বপ্রাণের সার্থক শক্তির ধারা নিষিক্ত হয় আধারের অগ্নিশিশুর মাঝে, একটি স্ফুলিঙ্গ হতে সে ধরে বিরাট অগ্নিদহনের লেলিহান রূপ। ক্রমে তারও প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রস্ফুট হয়। তবে ত জন্মায় আধারে বীর্যাধান করবার সামর্থ্য। প্রাণ ও চেতনার রশ্মিরা তখন ছড়িয়ে পড়ে জ্যোতিঃসরণির অনিবাধ ঔদার্যের আহ্বানে। আধারে হয় চিন্ময় হোতার অপরূপ আবির্ভাব।...হে চিন্ময় হোতা, আজ আনন্দ তোমার আরও উপচে উঠেছে যেন, তোমার তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টির সম্মুখে খুলে গেছে রহস্যের যত প্রচ্ছায়া। এইবার আনো আমার চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রাণের প্রত্যন্ত দীপ্তির অসীম বিস্তার, আনো বিশ্বদেবতার চিন্ময় জ্যোতির বৈপুল্য:

বীর্যাধান করছে বিরাট অশ্বের চিরন্তনীরা
বীর্যবর্ষী সুব্যক্ত দেবতার কাছে রশ্মিরা হন অনায়াসে সংযত।
হে চিন্ময় হোতা, আরও আনন্দে উছল তুমি
তুমি দেখেছ সূক্ষ্ম এবং গভীরকে
বিশ্বদেবতার বৈপুল্যকে আর দুটি রুদ্রভূমিকে, এই চেতনায় বয়ে আন সাযুজ্য।

১০

পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদূষুঃ।
উত চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সংমহে দশস্য।।

১১

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সুনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্ব।।

গায়ত্রী মণ্ডল, যূপ দেবতা
অষ্টম সূক্ত

এই সূক্তের ঋষি গাথিন বিশ্বামিত্র, সমগ্র সূক্তটির দেবতা যূপ, অষ্টমী ঋকের দেবতা বিকল্পে বিশ্বদেব, শেষ ঋকটির দেবতা যূপের মূলভূত বৃক্ষকাণ্ড, ছন্দ ত্রিষ্টুপ, কেবল তৃতীয়া আর সপ্তমী ঋক্ অনুষ্টুপে। পশুযাগে যূপের অঞ্জন, উচ্ছ্রয়ণ ও পরিব্যয়ণে বিনিয়োগ (আ. শ্রৌ ৩/১)। এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২/১-৩) । যূপ লাগে পশুযাগে। যূপে পশুকে বেঁধে শ্বাসরোধ করে বধ করা হত। কাঠের যূপ জঙ্গল থেকে সদ্য কাটা গাছ দিয়ে তৈরী, যূপ তাই বনস্পতি। পৃথিবী ফুঁড়ে উপরপানে উঠেছে যে প্রাণশক্তি তার প্রতীক। আপ্রীসূক্তে দেখেছি অগ্নিও বনস্পতি (দ্রঃ ৩/৪/১০)। সুতরাং যূপ বস্তুত প্রাণের ঊর্দ্ধশিখা। অগ্নিসূক্তসমূহের মধ্যে এই সূক্তটিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এইজন্যই। আবার যূপকে বলা হয়েছে আদিত্য (ঐ. ব্রা ৫/২৮), তাছাড়া যূপ ইন্দ্রের বজ্রও, তারই মত তাকে অষ্টকোণ করে বানাতে হয় (ঐ. ব্রা. ২/১), অতএব যূপ যুগপৎ অগ্নিশিখা, ইন্দ্রের বজ্র এবং আদিত্যের দ্যুতি। যূপের বর্ণনায় পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত একটি জ্যোতিঃপথের ছবি পাওয়া গেল। আবার যজমানই যূপ (ঐ. ব্রা ৩/৩)। যজমানের আত্মোৎসর্গের প্রতীক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, যে যজ্ঞে দীক্ষিত হয় সে সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে নিজের আলম্ভন করে অর্থাৎ নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন (২/৩) । সুতরাং পশুবলি যজমানের আত্মবলিরই প্রকারান্তর। মোটের উপর যূপ, অভীপ্সা এবং আত্মোৎসর্গের প্রতীক। খয়ের পলাশ বা বেলের কাঠ দিয়ে যূপ তৈরী করা হত। যূপের সম্পর্কে তিনটি প্রধান করণীয় হল যূপের 'উচ্ছ্রয়ণ' বা খাড়া করে তাকে পোঁতা আর 'পরিব্যয়ণ' বা কুশের একটি বেষ্টনী যূপের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া। বেষ্টনীটি দক্ষিণাবর্তে তিন পাক জড়িয়ে দিতে হয়। যজমান যদি স্বর্গকামী হন, তাহলে যূপটিকে অগ্নিতে ফেলে দিতে হবে। ঐ. ব্রা. বলেন, তাহলে যজমান যূপ এবং অন্যান্য দ্রব্যের আহুতি হতে দেবজন্ম লাভ করে হিরণ্যশরীরে ঊর্ধ্বগামী হয়ে স্বর্গলোকে চলে যাবেন, কেননা অগ্নি হলেন দেবযোনি (৬/৩)। যূপের মাথায় চার আঙুল মাপের ছোট্ট একটি কাঠ বসিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে 'চষাল'। এটিকে বিষ্ণুর পরমপদ বলে ভাবনা করতে হয় (শ. ব্রা., ৩/৭/১৮)। যূপ বনস্পতি

বা অগ্নিস্তম্ভ, তার সঙ্গে শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য আছে, চষালের মত শিবলিঙ্গের মাথায়ও বজ্র স্থাপন করা হয়। যূপের আর শিবলিঙ্গের পরিচর্যায়ও সাম্য আছে। বৌদ্ধস্তূপ এবং কোনও কোনও রীতির হিন্দুমন্দিরের সঙ্গেও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যূপ আবার সমশিরঃকায়গ্রীব যোগিদেহের সঙ্গেও মিলে যায়। যূপে পশুর বন্ধন এবং সংজ্ঞপনের অধ্যাত্মরূপ তখন হয় প্রাণসংযমন। লক্ষণীয়, 'সংজ্ঞপন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সম্যক্ জ্ঞান পাইয়ে দেওয়া'। পতঞ্জলিও বলেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হল প্রাণায়াম আর তার ফলে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়। যূপে পশুকে বাঁধা হয়, সুতরাং এক অর্থে যুপ পশুপতি। শিবও তা-ই। যূপবদ্ধ শুনঃশেপকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বরুণ (১/২৪/১২-১৫)। কুমার আত্রেয় বলছেন শুনঃশেপ তার ফলে লাভ করলেন প্রশম. (অশমিষ্ট হি সঃ ৫/২/৭ ; মোচন কর্ত্তা এখানে অগ্নি, বরুণের কৃত্তি অগ্নিতে উপচরিত হয়েছে)। বরুণের সাথে শিবের সাম্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দুজনেই শম্ বা প্রশমের দেবতা। এই ভাবানুষঙ্গগুলি চিন্তনীয়।

১

অঞ্জন্তি ত্বাম্ অধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন।
যদ্ ঊর্ধ্বস্ তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদবা ক্ষয়ো মাতুর্ অস্যা উপস্থে।।

হে 'বনস্পতে' অগ্নিরূপিন্ বৃক্ষ, 'দেবয়ন্তঃ' দেবসাযুজ্যমিচ্ছন্তঃ যজমানাঃ 'অধ্বরে' আর্জবো লক্ষিতায়াং সাধনায়াং 'দৈব্যেন মধুনা' চিদানন্দরূপিণা আজ্যেন 'অঞ্জন্তি' বিলিম্পন্তি 'য়দ্' বা ত্বম্ 'ঊর্ধ্বঃ' 'তিষ্ঠাঃ' তিষ্ঠেঃ 'য়দ্ বা অস্যাঃ মাতুঃ' পৃথিব্যাঃ উপস্থে" ক্রোড়ে তব 'ক্ষয়,' আশ্রয়ঃ স্যাৎ। 'ইহ' আধারে 'দ্রবিণা' অগ্নি স্রোতাংসি 'ধত্তাৎ' নিধেহি। যূপের গায়ে যখন আজ্য মাখান অধ্বর্যু, তখন হোতা এই ঋক্‌টির পূবার্ধ পাঠ করেন।

অঞ্জন্তি— [< √ অঞ্জ্ ; (স্নেহদ্রব্য) মাখানো, প্রকাশ করা] মাখিয়ে দেয় গায়ে। যূপ যখন অগ্নিস্বরূপ তখন আগুনে আজ্যাহুতি আর যূপের গায়ে আজ্য মাখানোর একই তাৎপর্য— তপঃ শক্তি দিয়ে অভীপ্সাকে জিইয়ে রাখা। **অধ্বরে**— প্রাণকে অকুটিল ঋজু এবং অপ্রমত্ত রাখাই 'অধ্বর'-সাধনা (দ্র. ৩/২/৭)।

দৈব্যেন মধুনা— মাখানো হয় মধু নয়, আজ্য, ঐ. ব্রা. বলেন আজ্য। দৈব্য মধু

(২/২), আজ্য তপঃশক্তির আর মধু রসচেতনার প্রতীক। দুটিকে এখানে এক করে নেওয়া হচ্ছে। তাতে কোনও বাধা নাই। কেননা তপস্যাতে একটা গভীর আনন্দ আছে।

তিষ্ঠা— [√ স্থা + লেট্ সি] থাক।

দ্রবিণা— দ্রবিণানি

ইহ ধত্তাদ্— [ধত্তাদ্' < √ ধা + লোট হি] আগুনের ধারা এই আধারে ঢেলে দিও।

ক্ষয় মাতুঃউপস্থে— আশ্রয় (তোমার) মায়ের কোলে, মাতা পৃথিবী। বনস্পতি যখন 'উর্ধ্ব' তখন সে দ্যুলোকাভিসারী ; অন্যসময় সে মায়ের কোলে শয়ান (তু. অগ্নি 'দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ১/৩১/২, ৩/৫৫/৬)। কিন্তু আগুন জেগে উঠুক বা ঘুমিয়ে থাকুক, অভীপ্সার খরস্রোত যেন অনিরুদ্ধ থাকে।

কামনার বনে বনস্পতি তুমি, সবাইকে ছাপিয়ে তোমার মাথা উঠেছে দ্যুলোকের আলোর পানে। তোমারই মত ঋজু আর উৎশিখ হয়ে দেবতার সাযুজ্য লাভ করব—এই আমাদের আকূতি। আকাশ হতে এই আধারে ঝরে পড়ছে যে অলকানন্দার ধারা তাই দিয়ে আজ তোমার আপ্যায়ন, হে বনস্পতি, মাটির কোলে আজ যদি শয়ান থাক অথবা মাথা তুলে থাক আকাশের পানে—যে ভাবেই থাক না কেন, আমাদের প্রবুদ্ধ চেতনায় আজ বইয়ে দাও অবন্ধন প্রাণের অগ্নিস্রোত:

আলিপ্ত করে তোমায় অকিতব সাধনায় দেবকামীরা
হে বনস্পতি, দিব্য মধু দিয়ে
যদি উর্ধ্বমুখ হয়ে থাক, আগুনের ধারা এই আধারে বইয়ে দাও।
বইয়ে দাও যদি বা নিবাস তোমার এই মায়ের কোলে।।

২

সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম বন্বানো অজরং সুবীরম্।
আরে অস্মদমতিং বাধমান উচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায়।।

হে বনস্পতে, 'সমিদ্ধস্য' প্রজ্বালিতস্য অগ্নে 'পুরস্তাৎ' পুরোভাগং 'শ্রয়মাণঃ' আশ্রিতঃ ত্বম্ 'অজরং জরারহিতম্ অক্ষয়্যং 'সুবীরং' কল্যাণবীর্যোপেতং 'ব্রহ্ম' বৃহতঃ চিত্তিং 'বন্বান'ঃ অধিগচ্ছন্ অসি, 'অস্মৎ' 'অমতিং' মতেঃ কার্পণ্যম্ 'আরে বাধমানঃ' প্রসভং দূরীকুর্বন্ ত্বং 'মহতে' সৌভগায় দেবাবেশায় 'উচ্ছ্রয়স্ব' উদ্যত ভব।

যূপটিকে খাড়া করবার সময় অধ্বর্যুর নির্দেশে হোতা এই মন্ত্রটির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করেন ৩/৮/৩, ১/৩৬/১৩, ১৪, ৩/৮/৫ (অর্ধেক)। যূপটি গর্তে এমনভাবে বসানো হয় যাতে তার মাথাটি আহবনীয় অগ্নির দিকে ঝুঁকে থাকে। যূপ তখন দেবতা, আমাদেরই অভীপ্সার প্রতীক।

সমিদ্ধস্য— তৎ তে ভদ্রং যৎ 'সমিদ্ধঃ' স্বে দমে (অগ্নে) ১/৯৪/১৪, ১৪২/১ (আপ্রীদেবতা), ১৮৮/১ (ঐ) ২/৩/১ (ঐ) অগ্নিঃ প্রথম পিতেব মনুষ্য য়ৎ ১০/১, মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধ ৩/৫/৪, কৃধি রত্নং···সধেদগ্নে ভবসি যৎসমিদ্ধঃ ৩/১৮/৫, ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ, ত্বমর্যমা ভবসি যৎকনীনাং (৫/৩/১—২) এখানে অগ্নির উন্মেষের কথা পাচ্ছি যথাক্রমে অব্যক্ত হতে চিৎ এবং আনন্দ রূপে, সমিদ্ধ অগ্নি চিৎ স্বরূপ)' সমিদ্ধ শুক্র দীদিহি সসস্য—যোনিমাসদঃ (৫/২১/৪, দ্র ৩/৫/৬ টীকা)। অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্‌ঙ্ উষসমুর্ধিয়া বিভাতি ৫/২৮/১, সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্-কয়ক্ষি ৫ ; নয়সা ৭/৯৩/৭ ; এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ ৮/৫৮/২, আ রংসতে মঘবা বীরবদ্যয়দঃ দ্যুম্নাহুতঃ ১০৩/৯, ৮/১০৩/৯, ৯/৫/১ (আপ্রীদেবতা, কিন্তু পবমান সোমের সঙ্গে অন্বিত) ইনো রাজন্নরতিঃ রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি ১০/৩/১, ৭০/৭ (আপ্রীসূক্তে) শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ ১০/৮৭/১, আ জিহ্বয়া মূতদেবান্ ১১০/১ (আপ্রীদেবতা) রভস্ব ২ ; মনুষ্যদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং ৭/২/৩ (আপ্রীসূক্তে)। সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম ৪/২৫/১, ৬/৪০/৩ অগ্নৌ উষসে ব্যুষ্টৌ ৩৯/৩ ; সমিদ্ধ অগ্নির বিবরণ দ্র. আপ্রী সূক্তে ৪/৪/১।] দীপ্যমান (অগ্নির)

শ্রয়মাণঃ— প্রতিষ্ঠিত।

পুরস্তাৎ— সামনে, পূবদিকে।

ব্রহ্ম— [তু 'ব্রহ্ম' চনো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয় ১/১০/৪, দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ১/৩৭/৪, ৮/৩২/২৭। কণ্বাসো বাং (অশ্বিনৌ) ব্রহ্ম কৃণন্ত ধ্বরে ১/৪৭/২, সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ ব্রহ্ম ১/৬২/১৩, প্রিয় বোচেম ব্রহ্ম সানসি ১/৭৫/২, ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈ উর্ধ্বং ১/৮৮/৪, ব্রহ্মা কুণোতি বরুণো ১/১০৫/১৫ অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু সহ্যা ১/১৫২/৭, শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র ১/১৬৫/১১, যস্য (ইন্দ্রস্য) বর্ধনম্ ২/১২/১৪, আপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্দিবেদিবে ২/৩৪/৭, বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্ ৩/৫৩/১২, ব্রহ্ম প্রিয়ং দেবহিতং ৫/৪২/২ গভীরং ব্রহ্ম-প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায় ৫/৮৫/১, ব্রহ্ম প্রজাবদা ৬/১৬/৩৬, সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবদ্ধমা ব্রহ্ম নব্যমবসে ববৃত্যাৎ ৬/১৭/১৩, ভুবন

রথ ক্ষয়ানি কদা ভুবন্ রথয়াণি ব্রহ্ম ৬/৩৫/১, যজ্জরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্ম কৃণবঃ (ইন্দ্র) তং, শাবিষ্ঠ ৬/৩৫/৩, দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্ ৬/৭৫/১৯, তত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ৮/৩/৯ ৬/৯ ব্রহ্ম জিন্বতমুত জিন্বতং ধিয়ো ৮/৩৫/১৬-১৮, (ব্রহ্ম এবং ক্ষত্রের উল্লেখ বারবার) জিন্বতং ধিয়ো ৮/৩৫/১৬-১৮, ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ ৯/৬৭/২৩, যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি ১০/১৩/১, স্বাধ্যোহজনয়ম্ ব্রহ্ম দেবা ১০/৬১/৭, যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ১/১১৪/৮, যাং পূষণ ব্রহ্মচোদনী মারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে ৬/৫৩/৮, ইন্দ্র···বিশ ত্রূন্, ব্রহ্মজুতস্তন্বা বাবৃধানো···উভে ৩/৩৪/১, ইন্দ্র শূর স্তব মান ঊতী ব্রহ্মভূতস্তন্বা বাবৃধস্ব ৭/১৯/১১, ইন্দ্রং শ্লোকো ···যো ব্রহ্মণো দেবকৃতস্য রাজা ৭/৯৭/৩, তিস্রোবাচ ···ব্রহ্মণো মনীষাম্ ৯/৯৭/৩৪, এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব ১/৩১/১৮, অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং ১/৯৩/৬ ব্রহ্মণা শুষ্মৈরয়ঃ (ইন্দ্র) ২/১৭/৩, উদগা আজদভিনদব্রহ্মণা বলমগূহত্তমো ব্যচক্ষয়ৎস্বঃ ২/২৪/৩, প্রাতে অশ্নোতু কুক্ষোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহূ শূর রাধসে ৩/৫১/১২, গূড়হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ৫/৪০/৬, মং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি ৫/৪২/৪, ধেনোরাঙ্গিরসান্ ব্রহ্মণা বিপ্র জিন্ব (ইন্দ্র) ৬/৩৫/৫, ব্যর্কেণ বিভিদু ব্রহ্মণা সত্যা নৃণামভবদেশ মহুতি ৬/৬৫/৫, উতাসি মৈত্রাবরুণো···জাতঃ দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্তে ৭/৩৩/১১, বৈশ্বানরঃ ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুং ৭/১৩/৩, বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ (সোমঃ) ৯/৯৬/১০, নিঘ 'অন্ন' (২/৭) 'ধন' (২/১০) 'কর্ম' (নি ১২/৩৪) লক্ষণীয় 'বাক্' অর্থটি কোথাও ধরা হয় নি, যদিও সংহিতা ব্রহ্মা আর বাক্ সমব্যাপ্ত (১০/১১৪/৮) < √ বৃহ (বেড়ে চলা)। আদিম অর্থ 'মন্ত্র' যা কবিকৃতি আবিষ্ট চেতনার বিস্ফারণের ফল। এই বিস্ফারণের ব্যঞ্জনা সর্বত্র জড়িয়ে আছে। ব্রহ্মের একটি ধর্ম, দেবতাকে সে বৃহৎ করে বা বাড়ায়, দেবতা অধিদৈব দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চিন্ময়। সুতরাং আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ দিয়েই দেবতার বৃহৎ হওয়া বুঝতে পারি। এই বিস্ফারণ আসে সোমপান হতে (৯/৯৭/৩৪) সোমরস যখন মাথায় চড়ে বসে (৩/৫/১২)। চেতনার বিস্ফারণে অবিদ্যার আবরণ বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার দূর হয়। গূঢ় জ্যোতির প্রকাশ হয় ২/২৪/৩। চিৎশক্তির এই প্রকাশ এবং বিচ্ছুরণের যিনি অধীশ্বর তিনি 'ব্রহ্মণস্পতি' বৃহস্পতি বা 'বাচস্পতি' এর মধ্যে কেবল বৃহস্পতি শব্দটিই সমস্ত আর দুটি অসমস্ত, সুতরাং বৃহস্পতি সংজ্ঞাশব্দ আর দুটি তার ব্যাখ্যা। 'বৃহ', 'বাচ্' এই সমীকরণটি তাহলে পাওয়া যাচ্ছে, 'বৃহ' 'ব্রহ্মন্' এর আদিরূপ। অনুরূপ আরেকটি

শব্দ আছে 'বৃহৎ'। একটি পদগুচ্ছও আছে 'ঋতং বৃহৎ' (১/৭৫/৫, ১৫১/৪, ৯/৫৬/১ ঋতং বৃহৎ শুক্রং জ্যোতিঃ ৬৬/২৪ ১০৭/১৫, ১০৮/৮ ঋতং মহৎ...স্বর্বৃহৎ ১০/৬৬/৪)। বৃহ্ আর বৃহতে দৃষ্টির তফাৎ আছে। আগেরটির অনুভব প্রত্যক (subjective) পরেরটি পরাক (objective)। ঋষির ভাবনায় অধিভূত অধি দৈবতে রূপান্তরিত হয়। এ আমরা জানি-যেমন অগ্নি, বায়ু, সূর্য, সোম, উষা, রাত্রি দ্যুলোক পৃথিবী ইত্যাদি। আবার অধ্যাত্মও হয় অধিদৈবত যেমন বাক্, শ্রদ্ধা, শচী, মন্যু ইত্যাদি। তেমনি 'বৃহৎ' হল বৃহের অধিদৈবত রূপ। বৃহও ব্রহ্ম, বৃহৎও ব্রহ্ম, আগের ভাবনাটি যাজ্ঞিকদের পরেরটি ঔপনিষদের। পূর্ব ও উত্তর মীমাং সায় ব্রহ্ম সংজ্ঞাটি তাই আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনা বহন করছে। নারদের ভাষায় বলতে গেলে (৭/১/৩) মন্ত্রবিৎএর ব্রহ্ম আর আত্মবিৎ-এর ব্রহ্ম এক নয়। এই তফাতটুকু পরবর্তীযুগে বোঝান হয়েছে 'শব্দব্রহ্ম' আর 'পরব্রহ্ম' এই দুটি সংজ্ঞা দিয়ে। ঋক্ সং হিতার 'ব্রহ্ম' মুখ্যত শব্দব্রহ্ম, পরব্রহ্ম সেখানে 'বৃহৎ' বিশেষ করে 'ঋতং বৃহৎ', যেমন 'ঋতং বৃহৎ', তেমনি 'ঋতং সত্যম' (১০/১৯০/১ দ্র. ৩/৬/৫, ১০ টীকা) বৃহৎ তাহলে সত্য। এই বৃহৎ বা সত্যের অধিভুত রূপ হল 'হংস বা সূর্য। যাঁর কথা আছে বিখ্যাত হংসবতী ঋকে (৪/৪০/৫, ঋকের শেষে শুধু 'ঋতম্' আছে, কিন্তু, ১০/২৪, ১২/১৪, তৈ. স. ১/৮/১৫/২, ৪/২/১/৫, ঐ. ব্রা. ৪/২০/৫ শ. ব্রা ৫/৪/৩/২২, ৬/৭/৩/১১, তৈ. আ ১০/১০/২, ৫০/১, কঠ. ৫/২ আছে 'ঋতং বৃহৎ')। সূর্য বা আদিত্য ব্রহ্ম-সংহিতার এই ভাবনা উপনিষদের বহু জায়গায় আছে। ঋক্ সংহিতায় বৃহৎ এর অন্য পরিচয় হল একং সৎ (১/১৬৪/৪৬, ১০/১১৪/৫) একং তৎ (৫/৬২/১, ১০/১২৯/৬) বা শুধু 'একম্' (৮/৫৮/২, ৩/৫৪/৮, ৩/৫৬/২, ১/১৬৪/৫ ইত্যাদি। পুরুষসূক্তে (১০/৯০) তিনি 'পুরুষ' উপনিষদে 'হিরণ্ময় পুরুষ' বা আদিত্য পুরুষের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে। সুতরাং ঋকসংহিতায় এবং উপনিষদে পরমতত্ত্বের একই বিবৃতি পাচ্ছি। অথচ উপনিষদে তার সংজ্ঞা 'বৃহৎ' না হয়ে হল ব্রহ্ম, সংহিতার শব্দব্রহ্ম উপনিষদে পরব্রহ্মে রূপান্তরিত হল কি করে? সংহিতায় 'ব্রহ্ম' সাধন, আর উপনিষদে সাধ্য, তাৎপর্যের এই পরিবর্তন হল কোন সূত্র ধরে? মনে হয় শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্মের মাঝে সেতু হচ্ছেন 'ব্রহ্মা', ব্রহ্মা 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মা বলেই ঋত্বিক্ শ্রেষ্ঠ, তিনি সব বিদ্যাই জানেন (১০/৭১/১১) তিনি যজ্ঞের নেতা (১০/১০৭/৬)। অগ্নি (২/১/২, ৩, ৪/৯/৮, ৭/৭/৫) ইন্দ্র (৬/৪৫/৭, ৮/৯৬/৫ সোম (৯/৯৬/৬)—সংহিতার এই তিনটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য আছে। বিশেষ করে যিনি ব্রহ্মা তিনিই বৃহস্পতি

(১০/১৪১/৩)। সোম যাগের নিগূঢ় রহস্য ব্রহ্মাই জানেন (১০/৮৫/৩) তার ফলে যে আনন্দ লোকের প্রাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মাই তার অধিকর্তা (৯/১১৩/৬)। অপের যে ধারারা পরমার্থের দিকে চলে উর্ধ্বস্রোতা হয়ে, ব্রহ্মা তার সারথি) ১/১৫৮/৬), শেষকথা ব্রহ্মা সেই পরম ব্যোম যা যোনি বাকের আশ্রয় (১/১৬৪/৩৫)। /যিদি বলা যায় ব্রহ্ম আক্ষরিক অর্থে 'ব্রহ্মচারী' তাহলে তিনি দেবতাদেরই একটি অঙ্গ। সংসারে তিনি বিচরণ করেন শক্তি 'বিচ্ছুরণ করতে করতে (১০/১০৯/৫) এই দেবমানব ব্রহ্মার সিদ্ধচেতনাই 'ব্রহ্ম বা বৃহতের চেতনা, এইটিই উপনিষদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় হল সংহিতায় বাক্, নিমিত্ত হল দেবতার আবেশ, আবেশ জনিত বাকের স্ফুরণ আর বৃহতের চেতনার স্ফুরণ একই কথা। তাই সংহিতায় বাক্ আর ব্রহ্ম অধিকাংশ স্থলেই সমার্থক, যদিও সূক্ষ্মভেদ কোথাও কোথাও আছে (যেমন 'ব্রহ্মবাহঃ' সংজ্ঞায় ৬/৪৫/৭, ১০/১১৪/৮এ), আর বৃহতের চেতনার ভাবটিই জড়িয়ে আছে সর্বত্র। ব্রহ্মের আদিম অর্থ বৃহতের চেতনাই যাকে ইওরোপীয় বলবেন, afflatnns জনিত ecstasy। এটি অধ্যাত্মবোধের উন্মেষের একটি সর্বজনীন লক্ষণ, যা পৃথিবীর সব দেশে সব যুগে দেখা দিয়ে এসেছে। ঋষি কবি আবেশে আত্মহারা হলে বাকের স্ফূর্তি হয়। তাই সংহিতায় বাক্ও ব্রহ্ম। উপনিষদে এই আত্মহারা ভাবটি পাবার সাধন মুখ্যত বাক্ নয়, ধী, সেখানে ব্রহ্মের আদিম অর্থটি বজায় রয়েছে। কিন্তু ধীযোগ সংহিতায় অজ্ঞাত নয়, এ আমরা আগেই দেখেছি (দ্র ৩/৩/৮)। যদিও সংহিতায় সোমযাগের প্রাধান্য বলে স্বভাবতই বাকই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণই ব্রহ্ম, এই ভাবটি উপনিষদের সর্বত্র। চরম বিস্ফারণে ব্রহ্ম সন্মাত্র, আরও উজিয়ে গেলে অসৎ, সৎ আর অসতের কথা সংহিতাতেও আছে। (দ্র. ভূমিকা বৈদিক অদ্বৈতবাদ) এ হল ব্রহ্ম সম্পর্কে অধ্যাত্ম দৃষ্টি। অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই সৎ বা অসৎ বা ব্রহ্মাই জগৎ কারণঃএ ভাবটিও সংহিতায় এবং উপনিষদে আছে। এখন ব্রহ্ম = বাক্—এই সমীকরণ মানলে বাক্‌কেও জগৎ কারণ বলতে হয়। বলাবাহুল্য, এ ভাবটিও আমরা সংহিতায় পাই। বৈদিক ভাবনায় আদি জগৎকারণ হলেন ত্বষ্টা, তিনি অব্যক্ত থেকে তক্ষণ করে বা কুঁদে বিশ্বরূপকে ব্যক্ত করেন। (দ্র ৩/৪/৯)। এই তক্ষণ ব্যাপারটি 'গৌরী' বা বাকের একটি ধর্ম (তু. গৌরী মিঁমায় সলিলানি তক্ষতি সমুদ্রা অধি বি-ক্ষরন্তী ততঃ ক্ষরন্ত্যরং তদ্বিশ্বমুপ জীবতি ১/১৬৪/৪১-৪২। তিনি মিমায় অর্থাৎ হাম্বারব করে উঠলেন তাই তিনি মায়াও।) অবশ্য এ বাক্ দিব্যা, মানুষের বাক্ তার তিন রূপ পরে (ঐ ৪৫) বাক্ শক্তি, অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য তাঁর পতি—তিনি 'বাচস্পতি', বিশ্বকর্মা-সূক্তে সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ বিবৃতি পাই। সেখানে দেখি বাচস্পতিই বিশ্বকর্মা

(বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম্ ১০/৮১/৭) বাক্ বা ব্যাহৃতি হতে ভুবনের সৃষ্টি। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ নিত্য ইত্যাদি দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল এইখানে। বিশ্বকর্মা যেমন দিব্য বাচস্পতি। তেমনি মানুষের মধ্যে বাচস্পতি হলেন ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা—তাঁর কাছেই উষতী সুবাসা জায়ার মত বাক্ তাঁর তনুখানি মেলে ধরেন (১০/৭১/৪, লক্ষণীয় সূক্তের ঋষি 'বৃহস্পতি' আঙ্গিরস্) ব্রহ্মার ব্রহ্ম তাঁর মন্ত্রশক্তি (তু. বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।...বিশ্বামিত্রা অবাসত ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। ৩/৫৩/১২-১৩) 'ব্রহ্ম' শব্দের এই ব্যঞ্জনা অথর্বসংহিতায় খুবই সুলভ। অথর্বসংহিতা ব্রহ্মবেদ, দুই অর্থেই ব্রহ্ম জ্ঞান, শক্তিও, আবার এই অথর্বসংহিতাতেই ঔপনিষদ অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় সর্ব প্রথমে (দ্র. ব্রহ্মসূক্ত, ইনিই স্কম্ভ ১০/৮/১-২, ১০/৭) বৃহতের চেতনা।

বন্বানঃ— [তু. কুৎসেন বন্বানো অত্র সরথং যয়াথ (ইন্দ্র) কুৎসেন দেবৈরবনোহ শুষ্ণম্ ৫/২৯/৯, অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাৎ (বয়ম্) ৭/৮৮/৭, অভিভুবেহভিভঙ্গায় বন্বতে ...ইন্দ্রায় ২/২১/২ ; (ইন্দ্র) বন্ শুষ্ণম্ ১/১২১/৯, (দ্রবন্নো (অগ্নি) বন্ ক্রত্বা ৬/১২/৪, বন্দগ্রতো অস্তৃতঃ ১৬/২০, ১৮/১, ৯৬/৮, ৯/৮৯/৭ অদ্য ত্বা অগ্নে বন্ সুরেকণাঃ মর্তঃ ২৬ ; রিক্তা বন্ আমত্রিয়া ৮/৩১/৩ ; দানায় বন্ চ্যবন্‌ঃ ১০/৬১/২, রিক্তা অর্য উপরতাতি বন্বন্ ৭/৪৮/৩ । ত্বয়া যথা গৃৎসমদাসো অগ্নে গুহা বন্ত উপরাঁ অভি য্যুঃ ২/৪/৯, ঃ] অরাতী র্বন্বন্তো ৬/১৬/২৭, স্যাম বন্বন্ত আমুরঃ ৯/৬১/২৪, ৭/৮৩/৩, ২১/৯। < √ বন্ব (অভিভূত করা, লাভ করা তু. win) লাভ করে, অর্জন করে।

অজরংসুবীরম্— (যে বৃহতের চেতনায়ে) জরা নাই, আছে সু-মঙ্গল বীর্য। এই চেতনা অভীপ্সালভ্য। বনস্পতি বা যূপ তারই প্রতীক।

আরে— দূরে।

অমতিম— [আদ্যুদাত্ত, আরেকটি আছে মধ্যোদাত্ত (দ্র. ৩/৩৮/৮)। তু. এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা ১/৫৩/৪, সসর্পরীরমতিং বাধমানা ৩/৫৩/১৫, আরে অস্মদমতিমারে অংহ আরে ৪/১১/৬, যুযোতা শরুমস্মদাঁ আদিত্যাস ৮/১৮/১১ গোভিষ্টারেমামতিং দুয়েবাং ১০/৪২/১০, ৪৩/১০, ৪৪/১০ (ঋষি কৃষ্ণ আঙ্গিরস, তু. ভাগবতের গোপাল কৃষ্ণ) সেধতামতিম্ ৰজ্ঞ/৭৬/৪, মা নো অগ্নেহমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ ৩/১৬/৫, নি বাধতে অমতির্নগ্নতা জসুর্বের্নে বেবীয়তে মতিঃ ১০/৩৩/২··· ।] মননের অভাব। তাই থেকে আসে আধ্যাত্মিক দৈন্য। ঐ. ব্রা. বলছেন, এই অমতি হল 'অশনায়া' বা

কামনারূপ পাপ (২/২)। দেবতাকে বা ভূমাকে দিতে পারিনা, সব রেখে দিই ক্ষুদ্র অহংকারের জন্য। এই ক্লিষ্টবৃত্তিই অমতি।

উচ্ছ্রয়স্ব— শ্রয়মাণ র সঙ্গে তু. উচ্ছ্রিত হও, সমুন্নত হও। অভীপ্সার শিখা উদ্যত হক।

সৌভগায়— তু. 'অগ্নি' (ব্র) সুবীর্যমগ্নিঃ কন্বায় সৌভগম্ ১/৩৬/১৭, (উষাঃ) আহেন্তী ভূয়স্মভ্যং ১/৪৮/৯ ; যে তে ত্রিরহন্ত সবিতঃ সবাসো দিবে দিবে সৌভগমাসবন্তি ৪/৫৪/৬, ঈমহেরাধা বিশ্বায়ু সৌভগম। ৫/৫৩/১৩, অদ্যানো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগম্ ৫/৮২/৪, অগ্নে··· চ সৌভগমা বেশনামিন্দ্র যজস্ব ৮/১১/১০, তে সৌভগং বীরবস্পোমদপ্নো ১০/৩৬/১৩, অগ্নিরীশে বসব্যস্যাগ্নির্মহঃসৌভগস্য ৪/৫৫/৮, জুহাবেশানমিন্দ্র সৌভগস্য ভূরেঃ ৭/২১/৮ ভগাবিশ্বানি সৌঙ্গা ১/৩৮/৩, দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সঞ্জিগীবান্ ৩/১৫/৪, ব্রতা নো অগ্নে সৌভগা ৭/৩/১০, ৪/১০, এষ বিশ্বান্যেভ্যস্তু সৌভগা ৮/১/৩২ (দানস্তুতি প্রাকৃত সৌভাগ্য), ত্বে সূনি সঙ্গতা কিশ্বা চ সোম সৌভগাঃ ৮/৭৮/৮, ৯/৪২/২, ৫৫/১, ৬২/১) অথ নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ১/৯২/১৫, আ নো রয়িং বহতমোত বীরাণা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ৫/৪২/১৮, ৪৩/১৭, ৭৭/৫, সং সৌভগানি দধিরে পাবকে ৬/৫/২, ত্বদ্বিশ্বা সুভগ সৌভগান্যগ্নে ৬/১৩/১, সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ১/১৬৪/২৭, ৩/৮/১১ অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় ৫/২৮/৩, সংভ্রাতরো বাবৃধূঃ সৌভগায় ৫/৬০/৫, মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় ৫/৬০/৫, মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্র যন্ধি ৭/৭৫/২, ইন্দ্রশ্চ যৎক্ষয়থঃ সৌভগায় সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ৯/৯৫/৫, পূর্বমগন্নিন্দ্রং মহতে সৌভগায় ৯/৯৭/৫, রেবতে সৌভগায় ১০/১১৬/২, পাতমস্মান রিষ্টেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ ১/১১২/২৫, সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ১০/৮৫/৩৩ এখানেও প্রাকৃত সৌভাগ্য)। আধারে যিনি ভেঙে ঢোকেন বা আবিষ্ট হন, তিনি ভগ'—একজন আদিত্য দেবতার এই আবেশও ভগ। যাঁর ভগ অতিশয়িত এবং সুমঙ্গল সে দেবতা 'সুভগ'। তাঁর প্রসঙ্গ 'সৌভগ', অভ্যুদয় অর্থ প্রাকৃত এবং গৌণ। দেখতে পাচ্ছি অগ্নি, সোম এবং উষা বিশেষ করে সৌভগের আধার, আর সৌভাগ্যের সঙ্গে বীর্যেরও যোগ আছে। সৌভগের আদিতে অগ্নি সমিন্ধন বা উষার আলোর প্রকাশ, এতেই দেবাবেশের সূচনা। সৌম্য চেতনার আবির্ভাব তার পরিণাম দেবাবেশের তবে।

জীবনের যজ্ঞবেদিতে জ্বলে উঠেছে যে চিদগ্নি, হে বনস্পতি, অভীপ্সার শিখারূপে তুমিই তার জ্যোতির্মুখ। বৃহতের চেতনাকে তুমিই প্রতিষ্ঠিত করেছ এই আধারে, তোমারই প্রেতিতে সে চেতনা হয়েছে শ্রান্তিহীন অধৃষ্য বীর্যের সংবেগে দুর্বার অথচ কল্যাণময়।

কামনার কুণ্ঠা কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে আমাদের মাঝে, তাকে হটিয়ে দাও নিষ্ঠুর আঘাতে। তোমার শিখা লেলিহান হয়ে উঠুক সেই মহিমার পানে পরম দেবতার আবেশে যা অনিবাধ, জ্যোতির্ময়:

জ্বলে উঠেছে যে অগ্নি আশ্রয় করেছ তুমি তার পুরোভাগ
বৃহতের চেতনাকে অর্জন করেছ যা অজর, সুবীর্য।
দূর কর আমাদের থেকে মননের দৈন্যকে আঘাত হেনে
উচ্ছ্রিত হও সুমহান দেবাবেশের তরে।।

৩

উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি।
সুমিতী মীয়মানো বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে।।

হে 'বনস্পতে' 'পৃথিব্যাঃ' দেবয়জনস্য বর্ষ্মণ্ অধি উত্তুঙ্গং শিরোভাগম্ উদ্দিশ্য 'উচ্ছ্রয়স্ব' উদ্যতঃ ভব, 'সুমিতী' সুদৃঢ় প্রোথনেল শোভনায় পরিমিত্যা বা 'মীয়মানঃ' প্রোথ্যতখনঃ পরিমীয়মানঃ বা ত্বং যজ্ঞবাহনে নিত্যোয়যুক্তে যজমানে 'বর্চঃ' ব্রজদীপ্তিং 'বা' নিধেহি।

পৃথিব্যাঃবর্ষ্মন্— [বর্ষ্মণি]

অধি— [দেশে দেবয়জনে (মা)] পৃথিবীর শিরোভাগে যেখান থেকে বৃষ্টি ঝরে। 'বর্ষ্মণ্' দ্যুলোক বা মূর্ধন্যচেতনা যেখান থেকে সোমের ধারা নির্ঝরিত হয়। পৃথিবী একদিকে যেমন যাজ্ঞিকের যজ্ঞবেদি (তু ইয়ংবেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং ১/১৬৪/৩৫) তেমনি আবার সাধকের আধার 'বর্ষ্মণ্' যেখানে সহস্রার, চিদগ্নির শিখা উজিয়ে যাবে সেইখানে। লক্ষ্যার্থে সপ্তমী।

সুমিতী— [= সুমিত্যা মি]

মীয়মান— [তুঃ স্থূণেব সুমিতা দৃংহত দ্যৌঃ ৫/৪৫/২, মাত্রে নুতে সুমিতে ১০/২৯/৬। সুতরাং <√ মি (প্রতিষ্ঠিত করা) বা √ মা (মাপা) = দুইই হতে পারে।

'সুমিতী' [ধাত্বর্থক ক্রিয়াবিণ] ভাল করে প্রোথিত বা পরিমিত করা হয়েছে যাকে। যূপকে প্রোথিত করা হয় পৃথিবীতে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূলাধারে। অগ্নি সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। তু, কুন্ডলিনী যোগের 'মূলবন্ধ'। যদি পরিমিত অর্থ ধরা হয়, তাহলে তাৎপর্য হবে, অগ্নি ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে গুটিয়ে আনা হচ্ছে যাতে সুষুম্নবাহী স্তম্ভের মত তিনি সহস্রারের দিকে উজিয়ে যেতে পারেন, তার ফলে সাধকের মাঝে আহিত হয় 'বর্চঃ'। 'সুমিতী পদটিকে এখানে ক্লিষ্ট বলে মনে হয়।
বর্চঃ— [তু. অগ্নে যৎতে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাম্ ৩/২২/২, এই পদের পুনরুক্তি ২৪/১, অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য্যম্ ৯/৬৬/২১, মমাগ্নে বর্চো বিহবেস্বস্তু ১০/১২৮/১, আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো (শচী) ১০/১৫৯/৫, পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চসা ১/২৩/২৩, ১০/৯/৯, পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা ১০/৮৫/৩৯ হরিদ্বতা বর্চসা সূর্যস্য শ্রেষ্ঠৈ রূপৈস্তন্বং স্পর্শয়স্ব ১০/১১২/৩, আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর ৯/৬৫/১৮, নি. ঘ. 'অন্ন' ২/৭)। <√* বৃচ, ঋচ্ (জ্বলে ওঠা), রুচ্ ; তু বল্ক, বর্ক যেমন 'যজ্ঞবল্ক' যাজ্ঞবল্ক বা যজ্ঞদীপ্তি হতে আর্বিভূত। উদ্ধরণগুলিতে অগ্নিসম্পর্কে লক্ষণীয়। এখানেও যূপ বনস্পতি অগ্নির প্রতীক।] দীপ্তি।
ধাঃ— [√ ধা + লট্ স্] নিহিত করো।
যজ্ঞবাহসে— [তু. ৩/২৪/১, অশ্বিদ্বয়ের ১/১৫/১১ মরুদ্গণের ৮৬/২, ইন্দ্র-বায়ুর ৪/৪৭/৪, ইন্দ্রের ৮/১২/২০। একই বিশেষণ যজমানও দেবতার প্রতি প্রযুক্তা হচ্ছে, এমন আরও আছে বিপ্র নর বিপশ্চিৎ ইত্যাদি] উৎসর্গ ভাবনাকে নিরন্তর বহন করছে যে তার মাঝে। এই ঋকটির সঙ্গে তু. ১/৩৫/১৩-১৪ ঋক দুটি অগ্নিসূক্তের মাঝখানে। যূপকে সেখানে তুলনা করা হয়েছে সবিতার সঙ্গে।

এই আধারের শিখরে টলমল করছে সৌমচেতনার যে নির্ঝর, হে বনস্পতি, তুমি উজিয়ে চল তারই পানে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া তোমার শিখারা গুটিয়ে আসুক সুষোমার প্রণাড়িকায় রূপান্তরিত হক বজ্রের শক্তিতে। উৎসর্গের ভাবনাকে নিরন্তর বহন করে চলেছে যে জীবনে অলখের আলোকে তুমিই জ্বালিয়ে তোল তার মধ্যেঃ

উচ্ছ্রিত হও, হে বনস্পতি,
সেই তুঙ্গ নির্ঝরের পানে। যা রয়েছে পৃথিবীর চূড়ায়।
ছন্দো মিতিতে পরিমিত হয়ে দীপ্তিকে নিহিত করো যজ্ঞের বাহনের মাঝে।।

৪

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।।

যূপরূপেণ অয়ং প্রাণঃ 'যুবা সুবাসাঃ' রশনয়া চ পরিবীতঃ' পরিবেষ্টিতঃ সন্ 'আগাৎ', 'জায়মান আর্বিভূতঃ এব 'সঃ উ 'শ্রেয়ান্' নিঃশ্রেয়সস্য প্রবর্তক ভবতি। ধীরাসঃ ধ্যানযুক্তাঃ 'স্বাধ্যঃ' সুসমাহিতাঃ 'কবয়ঃ' 'মনসা দেবয়ন্তঃ মননেন পরমপুরুষস্য সাযুজ্যং কাময়দানা 'তস্' 'উন্নয়ন্তি' উত্তরবাহিনঃ কুর্বন্তি।
যূপকে এই ঋকে দেখা যাচ্ছে প্রাণের তারুণ্যরূপে (দ্র. ঐ ব্রা. ২/২) যজ্ঞের আধ্যাত্মিক অর্থের ইঙ্গিত এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট।
যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ— যূপে ঘি মাখিয়ে তার গায়ে রশনা জড়াতে জড়াতে ঋষি যেন তার চিন্ময় মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছেন। যূপ প্রাণ বলেই অজর অতএব যুবা। তাতে যে ঘি মাখানো হয়েছে, তাই তার বসন বা আচ্ছাদন। রশনা দিয়ে তাকে জড়ানো হয়েছে তিন পাকে। এই রশনাটি নাড়ীর প্রতীক। তন্ত্রে পাই, কুন্ডলিনী সার্ধ ত্রিবলয়ে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন। পুরাণে শিবের গায়ে নাগহার জড়ানো।
শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ— যা ছিল অসংস্কৃত কাঠ, তাই রূপান্তরিত হয়েছে যূপে। এই তার নবজন্ম। এতেই নিঃশ্রেয়সের দ্বার উন্মুক্ত হল।
ধীরাসঃ— [ধীরাঃ। তু অগ্নির বিণ ১/৯৪/৬, ৮/৪৪/২৯, ইন্দ্রের ৬২/১২ ৫/২৯/১, ১০/৮৯/০ যজমানের ৬৪/১ ('ধীরো মনসা', তু ১৪৫/২) (অগ্নিঃ) 'ধীরো' 'মায়া' ১৬০/৩, স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ১/১৬৪/২১, রজসী সুমেকে অবংশে-ধীরঃ শষ্যা সমৈরৎ ৪/৫৬/৩, সোমের বিণ ৬/৪৭/৩, এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত ৭/৬৫/৪, মনসা হি ধীরো ১০/৮২/১, কশ্চন্দসাংযোগমা বেদ ধীরঃ ১০/১২৪/৯, বরুণের বিন ৮/৪২/২, পিবামি পাকসুত্বনোহভি ধীরমাশ্চকম্ ১০/৮৬/১৯, দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ১/৯১/১, মরুদ্ গণের বিণ ৩/২৬/৬, মায়িনো ন ধীরা ৩/৫৬/১, তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ৭/৩১/১১, যানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং ৮/৫৯/৬, ধীরাশ্চিত্তৎসমিনক্ষন্ত আশতাত্রা ৯/৭৩/৯, নমোভিরিচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবোহ বিন্দন্ ১০/৪৬/২ ধীরা মনসা বাচমক্রত ১০/৭১/২, ধীরা বাচাপ্রণন্তি সপ্ত ১০/১১৪/৭ (তু ১০/১৩০/৭) ধীরাসঃ পদং কবয়ো নয়ন্তি নানা হৃদা রক্ষমাণা অজুর্যন্ ১/১৪৬/৪, ঋভুদের বিণ ৪/৩৩/২,

'ধীরো ধীমান্' (নি ৩/১২) মেধাবী (নিঘ. ৩/১৫) দেখা যাচ্ছে ধীরত্ব লাভ হয় মন এবং মায়ার অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা। ধীরের কিছু কিছু লক্ষণ উদ্ধরণগুলিতে আছে। বিশেষ বিবরণ দ্র. ৩/৩/৮।] ধীরেরা, ধীযোগীরা, ধ্যানযোগীরা তারাই **কবয়ঃ**।
কবয়ঃ— কবির চরিত্র ফুটছে এই উদ্ধরণগুলিতে। ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন ৮/৭৯/১, বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বর্চনাঃ ৯/৮৪/৫, উশনা কাব্যেন ৯/৮৭/৩, কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ ১০/৯১/৩, অর্থাৎ কবির আছে আকৃতি, ভাববিহ্বলতা, আলোর পিপাসা, দিব্য দৃষ্টি এবং সর্বতত্ত্ব। এই ধীর কবিরাই অভীপ্সার শিখাকে পৃথিবী হতে দিব্যধামের পানে উন্নীত করেন।
উন্নয়ন্তি— উন্নীত করেন।
স্বাধ্যঃ— [সু-আধ্যঃ। তু (অগ্নিঃ) 'স্বাধীঃ ১/৬৭/১, ৭০/২ অগ্নে অস্যা ঋতস্য বোধ্যতচিৎ স্বাধীঃ ৪/৪/৩৪, সবিতার বিণ ৫/৮২/৮, অগ্নির ১০/৪৫/১, যজমানের ৫/১৪/৬, ৬/৩২/২, ১/১৬/৯, 'স্বাধ্যো' দেবযন্তঃ ৭/২/৫, সোমের বিণ ৯/৩১/১, স্বাধ্যোহজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবাঃ ১০/৬১/৭ 'সুষ্ঠু সর্বতো ধ্যানযুক্তাঃ (সা)।] সু সমাহিত, সমস্ত মন দিয়ে (**মনসা**) চাইছেন দেবতাকে (**দেবযন্তঃ**)

এই যে দেখছি বনস্পতির চিন্ময় রূপ। পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে এই যে উঠেছে প্রাণের শিখা—তারুণ্যে ঝলমল তপোদীপ্তিতে পরিবৃত। উর্ধ্বস্রোতা সংযমের রশনায় আবেষ্টিত। এই প্রাণের আর্বিভাবই জীবনে খুলে দেয় নিঃশ্রেয়সের পথ, উত্তরায়ণের চিন্ময় সরণি। যারা তার উজান ধারাকে বইয়ে দেয়, যারা মনস্বী, যারা ধ্যানী, যারা কবি, অন্তরের গভীরে ধ্যানচেতনাকে যারা করেছে ছন্দোময়, চিত্ত যাদের উতলা হয়েছে পরমদেবতার সাযুজ্যের তরে :

যুবা সুবসন আর পরিবেষ্টিত হয়ে এল সে ;
সেই তো শ্রেয়ান্ হয় জন্ম হতেই।
তাকে ধীর কবিরা উজিয়ে নিয়ে চলেন—
সু-সমাহিত যাঁরা মন দিয়ে চান দেবতাকে।।

৫

জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাং সমর্য আ বিদথে বর্ধমানঃ।
পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষার্দেবয়া বিপ্র উদিযর্তি বাচম্।।

অয়ং প্রাণাগ্নিঃ 'জাতঃ' এব 'অহ্নাং দিবসানাং সুদিনত্বে প্রভাস্মবহে 'জায়তে' 'সমর্থে' অবিদ্যয়া সহ বিদ্যায়া সংঘর্ষে তথা 'বিদথে' অবিদ্যাভিভবজনিতে বিদ্যোপলম্ভে সতি এক 'বর্ধমানঃ' ক্রমেণ উপচিতঃ ভবতি। তম্ 'অপসঃ' নিত্যপ্রবৃত্তাঃ, ধীরা ধ্যানযোগিনঃ মনীষা বিজ্ঞানেন পুনন্তি পরিশোধয়ন্তি তথা দেবয়া পরম দেবতান উদ্দিশ্য প্রচলিত 'বিপ্রঃ' ভাবকঃ তেন এব প্রাণাগ্নিনা প্রচোদিতঃ সন্ 'বাচং' মন্ত্রচেতনোতা লক্ষিতাম্ উৎইয়র্তি উচ্চারয়তি।

প্রাণের আবির্ভাবে আঁধারকে হটিয়ে আলো ফোটে, ধ্যানীর জাগে বিজ্ঞান, ভাবকের মন্ত্র চেতনা।

জাতঃ— ['পৃথিব্যাং জাতঃ' (মা) পৃথিব্যাং প্রথমমুৎপন্নঃ (সা) পৃথিবীই তার আধার, কিন্তু অভিযান তার দ্যুলোকের পানে।

অহ্নাংসুদিনত্বে— [তু. নি ত্বা বর আ (অগ্নে) দধেপদে সুদিনত্বে অহ্নাম। দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াথং সরস্বত্যান. যাস্পদে ৩/২৩/৪ সুদিনত্বে অহ্নাং মান্নু দ্যাবস্ততনন্যা দুষাসঃ ৭/৮৮/৪, সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধো ভব সুক্রতো দেবযজ্যা ১০/৭০/১, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি…পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাস্মনং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্। ২/২১/৬] 'সুদিন' হল মেঘমুক্ত উজ্জ্বল দিন। তার উদ্দেশে চলে প্রাণের অভিযান।

সমর্যে-আ— তু. ইন্দ্রের বিণ ৫/৩৩/১, যজ্ঞের ৭/৭০/৬, যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা ৪/২৪/৮, তব স্বধাব ইয়মা সমর্য (ইন্দ্রঃ) ১/৬৩/৬, বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা বয়ং শ্বো বোচেমহি সমর্থে ১/১৬৭/১০, সমর্য ইষঃ স্তবতে বিবাচি ১/১৭৮/৪, উতস্য বাজী সহুরী ঋর্তাবা শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে ৪/৩৮/৭, বয়ং সমর্যে বিদথেষ্ব হ্নাং বয়ং রায়া সহসস্পুত্র মর্তান্ ৫/৩/৬ দিনের আলো পেতে হলে লড়াই করতে হয় মর্ত্য চেতনার সঙ্গে), তমীমন্বীঃ সমর্য আ গৃভণন্তি যোষণো দশ ৯/১/৭, অস্মান্তু সমর্যে পবমান চোদয় ৯/৮৫/২, মহশ্চিদ্ধিষ্মসি হিতাঃসমর্যে ৯/৯৭/২৭, মা স্মৈতা দৃগপ গূহঃ সমর্যে (ইন্দ্র) ১০/২৭/২৪, সমর্থ জিদ্বাজো অস্মাঁ অবিষ্টু ১/১১১/৫, অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে ৯/১১০/২। নিখ 'সংগ্রাম' ২/১৭। পদপাঠে 'স-মর্য', অথচ আবার পাচ্ছি 'সম্-অরে', মা এবং সা পদপাঠ থেকে অর্থ করছেন 'সমুনজ্য', এখানে নিঘণ্টুকেই অনুসরণ করা উচিত। সাধনার সঙ্গে সং গ্রামের উপমা অতিসহজেই আসে।] সমরে, সংগ্রামে, সংগ্রাম অবিদ্যার সঙ্গে ফলে বিদ্যালাভ সেই বিদ্যার সাধনা হল বিদথ।

পুনন্তিধীরাঃ অপসসঃ মনীষা— [অপসঃ মধ্যোদাত্ত অতএব বিশেষণ দ্র. ৩/২/৫] প্রাণের শোধন প্রয়োজন। ধ্যান যোগীরা 'মনীষা' দিয়ে তার শোধন

করেন। মনীষা হল বিজ্ঞান, যা মনের ওপারে (তু. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১/৬১/২)
দেবযাঃ— [তু. ১/১৬৮/১, অয়ং যজ্ঞো দেবয়া ১/১৭৭/৪, উদ্ বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ ৫/৭৬/১, ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টম্ ৫/৭৭/২ < দেব + √ য়া (তু. 'দেবয়াবা' ৭/১০/২, দেবযান)] পরম দেবতার পানে চলেছে যে।
উদযর্তি— [তু. যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা ১০/৩৭/৪। ইয়র্তি < √ ঋ (চলা) + লট্ তি। এখানে অন্তর্ভাতিত ন্যর্থ।] ওঠায়, উচ্চারণ করে। এখানে দু শ্রেণীর সাধকের কথা পাচ্ছি। এক ধীর কর্মী, তার সাধনা বিজ্ঞানের ; আরেক বিপ্র, দেবযাত্রী, তার সাধনা বাক্‌কে উর্ধ্বমুখী করা, যেমন জপে কীর্তনে।
উদ্বুদ্ধ আধারে প্রাণাগ্নির আবির্ভাব জানিয়ে দেয়, এবার আঁধার গিয়ে শুরু হবে আলোর অভিযান দিনের পর দিন। এই আশ্বাসেই তখন অবিদ্যার সঙ্গে শুরু হয়, বিদ্যার দুর্ধর্ষ সংগ্রাম আর তাকে উপলক্ষ্য করেই ঘটে নবজাতক প্রাণের তিলে তিলে উপচয়। তাকে কেন্দ্র করেই চলে ধ্যানীর আর ভাবকের সাধনা, একজন বিজ্ঞানের অতন্দ্র ভাবনায় অবর প্রাণের মালিন্য ঘুচিয়ে তাকে করে পরিশুদ্ধ ও চিন্ময় ; আরেকজন হৃদয়ের ব্যাকুলতায় দেবতাকে করে তার দেবযান পথের দোসর, তার অনাহত মন্ত্র, চেতনার ধারাকে করে উত্তরবাহিনী:

জন্মেই যে সূচনা আনে দিনের আলোর, ঝলমলানির
সমরে আর বিদ্যার সাধনায় বেড়ে চলে।
তাকেশোধন করে ধ্যানীরা নিরত থাকেন মনীষা দিয়ে,
আর দেবযাত্রী বিপ্র উজিয়ে দেয় বাকের ধারা।।

৬

যান্ বো নরো দেবয়ন্তো নিমিস্যুর্
বনস্পতে স্বধিতির্বা ততক্ষ।
তে দেবাসঃ স্বরবস্ তস্থিবাংসঃ
প্রজাবদ্ অস্মে দিধিযন্ত রত্নম্।।

হে বনস্পতে, হে চিদগ্নিস্বরূপ, সর্বে যূপাঃ তব এব বিভূতয়ঃ। 'দেবয়ন্তঃ' দেবসাযুজ্যকামিনঃ 'নরঃ' বীরাঃ য়ান্ বঃ 'নিমিস্যুঃ' প্রোথিতবন্তঃ, স্বধিতিঃ আত্মবীর্যরূপঃ পরস্তুঃ বা 'যান্ ততক্ষ তে দেবায়ঃ দিব্যাঃ স্বরবঃ জ্যোতির্ময়াঃ যূপাঃ তস্থিরাংসা' নিশ্চলরূপেণ স্থিতাঃ, তে 'অস্মে' অস্মাসু প্রজায়ৎ অবিচ্ছেরত্নং ঋতদীপ্তিং 'দিধিয়ন্ত' নিধাতুম্ উদ্‌যুক্তা ভবন্ত। দেবতার সাযুজ্য কামনায় যূপের প্রতিষ্ঠা আমাদের মাঝে আনবে ঋতচেতনার দীপ্তি। এখন থেকে দশের ঋক্ পর্যন্ত বহুবচনে যূপের উল্লেখ। অথচ এই ঋকে বনস্পতিরও উল্লেখ আছে একবচনে। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে একাধিক যূপের প্রয়োজন। কিন্তু সব যূপই একই বনস্পতি বা প্রাণাগ্নির বিভূতি। যেমন একই প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি।

নিমিস্যুঃ— প্রোথিত করেছে।

স্বধিতিঃ— [তুঃ অগ্নিশিখার উপমা ৭/৩/৯, ৮/১০২/১৯, ১০/৮৯/৭ সর্বত্রই কুঠারকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু তু. ন্যস্মৈ দেবী স্বধিতি নমন্তর্জিহীত ইন্দ্রায় গাতুরুশতীব যেমে ৫/৩২/১০, পরেই আছে, 'অনু স্বধাবনে ক্ষিতয়ো সায়ণ সা বলেন 'স্বধিতি' এখানে 'স্বধৃতি' এবং দেবী বা দ্যুলোকের বিশেষণ। Geldner অর্থ করছেন Eigenkraft বলছেন এ হল মূর্তিমতী স্বথা। সায়ণ বলছেন 'ইন্দ্রায় দেবনসী স্বয়মেব হস্তং প্রতি নিগচ্ছতি'। সম্ভবত তাঁর মনে পড়েছে স্বধিতি ' বজ্র' (নিঘ. ২/২০), কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি? অনুমান করা হয়েছে, কুড়ালের বাটের শক্ত কাঠ হল 'স্বধিতি'। এখানেও স্বধাদার সঙ্গে যোগের ইঙ্গিত। মনে হয় শব্দটি সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না। এটি যাজ্ঞিকদের ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। সুতরাং 'স্বধিতি' স্বধার পর্যায় হওয়া অসম্ভব নয়। স্বধা আত্মবীর্য (Eigen Kraft) স্বধিতিও তাই। নিঘন্টুর মতে তা হল ইন্দ্রের বজ্র বা ওজঃশক্তি। কামনার বনকে ছেদন করা। তাকে প্রাণাগ্নিতে রূপান্তরিত করা তার কাজ। যূপ তৈরী করবার কুঠার যজ্ঞাঙ্গ। তাতে এই ভাবনার আরোপ করে নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বধিতি'।] কুঠার।

ততক্ষ— তণ করেছে, চেঁছি তৈরী করেছে।

দেবাসঃ স্বরবঃ— [তু অস্থুরু চিত্রা উযসঃ পুরস্তান্মিতা ইব স্বরবোহধ্বরেষু ৪/৫১/২, ৪/৬/৩, ৭/৩৫/৭। এখানে দেখা যাচ্ছে স্বরু আর যূপ একই। কিন্তু অন্যত্র স্বরু হল 'যূপ যূপশ্চকলল' অর্থাৎ যূপ ছেদন করবার সময় যে কাঠের টুকরা ছিটকে পড়ে তা-ই (দ্র. ঐ. ব্রা. ২/৩)। শবর বলেন একটি যূপ হতে অনেক টুকরা বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে প্রথম টুকরাটিকে স্বরু করতে হবে (মী. সূ.) ১১/৩/৯। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে প্রথম টুকরটিকে বলা হয়েছে 'স্বাবেশ' অর্থাৎ যার মধ্যে

যূপের তত্ত্বের শোভন আবেশ হয়েছে (১/৩/৬১) আবার বলা হয়েছে ঐ প্রথম টুকরাটির সঙ্গেই গাছের তেজ ঠিকরে পড়ে। সুতরাং ঐ প্রথম টুকরাটিও নিয়ে আসবে (৬/৩/৩/২) এটিকে তৈ. স. বলছেন 'অগ্রে গা স্তৃনাম (১/৩/৬/১) সায়ণ ভাষ্যে বলছেন 'যূপস্য ত্রয়ো প্রথম সকলঃ স্বরূ স্বরূশ্চ চযালশ্চা।

সুতরাং 'স্বরুযে কোনও টুকরা হতে পারে। স্বর সমগ্র যূপের প্রতিনিধি একথা ঐ. ব্রা. তে পাই (২/৩) সেখানে এটিকে অর্বাচীন ভাবনা বলা হয়েছে। অথচ ঋক্ সংহিতাতেই দেখছি যূপেরই সংজ্ঞা স্বরূ। আগেই বলেছি যূপের গায়ে রশনাটি তিন পাক জড়িয়ে দিতে হয়। যূপের আটটি ধার থাকে—বজ্রের মত, তার যে ধারটি আহ্বনীয় অগ্নির দিকে মুখ করে থাকে, তার উত্তরে স্বরুটিকে রশনার পাকের মাঝে গুঁজে দেওয়া হয়—মাঝের বা শেষের পাকে 'তুমি দ্যুলোকের পুত্র' এই বলে (আ, শ্বা শ্রৌত. সূ. ৬/৩/১৫)। যূপ যদি যোগাসীন যজমানের প্রতীক হয়, তাহলে এই স্বরুটি কঠোপনিষদের 'অধূমক জ্যোতির মত অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে' অথবা তন্ত্রের গ্রন্থিত্রয়ে তিনটি লিঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, যূপ শাকল (স্বরু) রশনা আর যোল যেন স্বর্গারোহণের সোপান, যজ্ঞের ঊর্ধ্বে সাধ্যলোক (৩/৭/১ (৩/৭/১/২৩-২৫) ২৩/২৫)। ব্রা, ঐখানেই 'স্বরু'র ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন, 'তস্যৈতৎ স্বমেবার ভর্বতি তস্মাৎ স্বরূনাম অর্থাৎ স্বরু যূপের 'স্বগত' কিন্তু মনে হয় স্বধিতির মত স্বরুও একটি পারিভাষিক শব্দ এবং তার ব্যুৎপত্তি জ্যোর্তিবাচী 'স্বর্' শব্দ হতে (তু. ৪/৫১/২, উষার সঙ্গে উপমা)। বস্তুত স্বরু জীবাত্মার প্রতীক। তাই সে 'দিবঃ সূনুঃ' বা দ্যুলোকের পুত্র। পশুরূপী অমার্জিত প্রাণকে যূপরূপী চিদগ্নিস্তম্ভে সংযমিত ও সংজ্ঞপিত করা পশুবধের তাৎপর্য। যূপের সঙ্গে দারুব্রহ্মের সম্পর্ক আছে বিবেচ্য। দারুব্রহ্মের ভিতরকার রহস্যময় 'ব্রহ্মবস্তুর' সঙ্গে স্বরুর সম্পর্ক আছে কি? যাগের শেষে স্বরুটিকে যজমানের নিষ্ক্রয় রূপে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় (তৈ. স. ৬/৩/৪/৯ ; ঐ. ব্রা. (২/৩)। দিব্য স্বরূয়া।

তস্থিবাংসঃ— [√ স্থা + ক্বসু + ১-ব) স্থির হয়ে আছে। গভীরে নিখাত বলে নিশ্চল হয়ে আছে।

প্রজাবৎ রত্নম্— (প্রজাবৎ) অবিচ্ছেদ ঋতদীপ্তি।

দিধিষন্ত— [√ ধা (নিহিত করা) +

পরমদেবতার সাযুজ্য চায় সাধকেরা, তাইতে আধারের গভীরে সুষুম্ণবাহী অগ্নিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা তাদের। জীবনারণ্যের অমার্জিত প্রাণকে আত্মসংযমের শাণিত

পরস্তুতে তক্ষণ করে উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার রূপ দিয়েছে তারা। এই অভীপ্সার অন্তরে জ্বলছে যে দিব্যজ্যোতি, আমাদের মধ্যে তা অবিচ্ছেদ ঋতদীপ্তিকে করুক প্রতিষ্ঠিত:

যে তোমাদেরকে বীরেরা দেবতাকে চেয়ে গভীরে করল প্রোথিত
হে বনস্পতি 'স্বধিতি' যাদের বা তক্ষণ করল
সেই দিব্য 'স্বরূরা' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
আমাদের মধ্যে নিহিত করুন তাঁরা অবিচ্ছেদ ঋতদীপ্তি।।

৭

যে বৃক্ণাসো অধি ক্ষমি নিমিতাসো যতস্রুচঃ।
তে নো ব্যন্তু বার্যং দেবত্রা ক্ষেত্রসাধসঃ।।

যে যূপাঃপরশুনা বৃকণায়ঃ' ছিন্নাঃ ক্ষমিঅধি' ভূমৌ শেরতে, নিমিতাসঃ প্রোথিতাঃ সন্তঃ য়ে চ 'যতশ্রুচঃ' হোমার্থম্ উদ্যতশ্রুচঃ ঋদ্বিজঃ ইব প্রতিভান্তি, 'তেন' বাবম্ বরণীয়ং অমৃতলক্ষণং র্যন্তস্বদন্তু। যতঃ তে এব 'দেবত্রা' দেবানাং মধ্যে 'ক্ষেত্রসাধসঃ' অগ্নিস্বরূপত্বাৎ আধারস্য রূপান্তরা পাদকাঃ। যূপেরয় অগ্নিস্তম্ভ হয়ে আধারের রূপান্তর ঘটায়, তারা অমৃতের আস্বাদন আনুক।
বৃকণাসঃ— [= বৃক্ণাঃ, * < √বৃচ।। বৃশ্চঃ (তু সচ্ ।। সশ্চ্।। ব্রশ্চ্ (ছেদন করা তুঃ বৃক্ষ] ছেদন করা হয়েছে যাদের। এখন যারা পড়ে আছে
ক্ষমি অধি— [তু ১/২৫/১৮, ৪/৩০/১২, ৭/২৭/৩... । রূপান্তর 'ক্ষমা' (তু. 'দিবি ক্ষমা' ১/১০৩/১, ৫/৫২/৩) 'ক্ষমা' (নিঘ. ১/১)। < √ ক্ষম্ (সহ্য করা টিকের থাকা সমর্থ হওয়া)] পৃথিবীর উপরে।
নিমিতাসঃ— [= নিমিতাঃ] প্রোথিত।
যতশ্রুচঃ— [দ্র. ৩/২/৫ সর্বত্রই যজমানের বিশেষণ. ওধু এইখানেই যূপরূপী দেবতার। তাইতে দেবতা ও যজমানের সাযুজ্য বোঝাচ্ছে, যূপ অভীপ্সার অগ্নিস্তম্ভ, যজমানও তাই। Geldner ব্যাখ্যা করছেন 'স্রুক্ উদ্যত হয়েছে যাদের জন্য, মাখানোর সময়।' কিন্তু আজ্য মাখানো হয় স্বরু দিয়ে। আর স্রুক্ দিয়ে অগ্নিতে

আহুতি দেওয়া হয়।] স্রুক্ উদ্যত হয়ে আছে যাঁদের, আজ্য প্রোথিত (নিমিত) যূপ উর্ধ্বমুখ হয়ে আছে, সে যেন যজমানেরই প্রতীক, আহুতি দেবার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

ব্যন্তু— [তু. উতগ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নান্যশ্বিনা রাট্। আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম ৫/৪৬/৮, প্রতি ন ঈং সুরভীণি ব্যন্তু ৭/১/১৮, উত স্তুতাসো মরুতো ব্যন্তু বিশ্বেভিনামভিনরো হবীংষি ৭/৫৭/৬, ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক বাজম্ ৭/১৯/৬, তং মাং ব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং ১/১০৫/৭। < √ বী (সম্ভোগকরা) মা, এবং সা 'গময়ন্তু' অস্মদীয়ং হবিঃ দেবাধীনং কুর্বন্তু অযমন্তভাবিতণ্যর্থ'।] সম্ভোগ করুন। আস্বাদন করুন।

বার্যম্— [√ বৃ (বরণ করা) + ণ্যৎ] বরেণ্য (সিদ্ধি)। আমরা যা চাই, তা তাঁদের মাঝে দিয়েই পাব। কেননা তাঁরা দেবত্র।

দেবত্র— দেবতাদের মাঝে।

ক্ষেত্র-সাধসঃ— [তু. অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীলে বসূনাম্ সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্র সাধসম্ ৮/৩১/১৪ সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিন্ত্যোভিঃ সনৎ সূর্যং সনদয়ঃ ১/১০০/১৮, জয়ন্ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং বৃণু সোম মীঢ়ঃ ৯/৮৫/৪, ৯১/৬, অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম ১০/৩২/৭ (তু. গীতা ক্ষেত্রজ্ঞ) সুতরাং 'ক্ষেত্র' আধার। যাকে কর্ষণ করে বলে সাধকের এক নাম 'কৃষ্টি'।] সিদ্ধ অর্থাৎ যোগাগ্নিময় করেন যাঁরা দেবতাদের মাঝে এই শক্তি বিশেষ করে আছে অগ্নির, তিনিই তপের দেবতা।

বহুশাখ প্রাণকে স্বধিতির দ্বারা ছেদন করে অগ্নিস্তম্ভের রূপ দেওয়া হয়েছে, তাকে নিহিত করা হয়েছে আধারের গভীরে। আমাদের আত্মাহুতির উদ্যত শিখা এই প্রাণ, মৃন্ময় আধারকে চিন্ময় করে সে তার তপের তাপে, সারা জীবন ধরে আমরা যা চেয়ে এসেছি, আজ সেই অমৃতের আস্বাদনে সে হক নন্দিত:

> যাঁরা ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর উপরে শয়ান
> গভীরে নিখাত যাঁরা, শ্রুক যাঁদের উদ্যত আমাদেরই মত।
> তাঁরা আস্বাদন করুন 'আমাদের যা বরেণ্য' ;
> দেবতাদের মাঝে তারাই সিদ্ধ করেন এই ক্ষেত্রকে।।

৮

আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
সজোষসো যজ্ঞমবন্তু দেবা ঊর্ধ্বং কৃণ্বন্ত্বধ্বরস্য কেতুম্।।

দ্বাদশ 'আদিত্যাঃ একাদশ 'রুদ্রাঃ' অষ্টো 'বসবঃ' দ্যাবা ক্ষামো দ্যাবাপৃথিব্যো চ ইতি একস্ত্রিংসৎ দেবাঃ তথা 'পৃথিবী অন্তরিক্ষম দুল্যোকশ্চ ইতি শেষ ; তেষাম অধিষ্ঠান ভূমি রূপেণ সর্বে সজোষসঃ সলিধিতা সন্তঃ ইমং যজ্ঞম্ অবন্তু ব্যাপ্রুর্ন্তু এবং কুর্বাণাঃ তে 'অধবরস্য' ঋজু গত্যুপ লক্ষিতস্য যজ্ঞস্য কেতুং প্রজ্ঞাপকম্। ইমং যূপম্ 'ঊর্ধ্বং কৃণ্বন্তু' উচ্ছ্রয়ন্ত।

আদিত্যাঃবসব রুদ্রা দ্যাবাক্ষামা— [= দ্যাবাক্ষামে। তু. দ্যাবা হ ক্ষামা (১০/১২/১)। ক্ষামা। ক্ষমা, ক্ষমা ক্ষাম্, ক্ষামন্ <√ ক্ষি (নিবাসকর্মা নি. ২/৬), কিন্তু I. E. Gledene 'earth' Bulg zemlja the earth] সবশুদ্ধ তেত্রিশ জন দেবতা (দ্র. ৩/৬/৯)। গোড়ায় সাতজন আদিত্য ঃ মিত্র অর্যমা ভগ (ইন্দ্র) বরুণ দক্ষ এবং অংশ (= জীবাত্মা) ২/২৭/১, (৯/১১৪/৩) মার্তণ্ড (—অসদ্ ব্রহ্ম) কে নিয়ে আটজন ১০/৭২/৮, ৯, বস্তুত এরা সবাই সূর্য। আর সূর্যও অদিতিপুত্র বা আদিতেয় (১০/৮৮/১১), অদিতি মহাকাশের শূন্যতা। সূর্য একটি দ্বাদশারচক্র (১/১৬৪/১১)। অথবা তিনি 'দ্বাদশাকৃতি পিতা' (১৬৪/১২)। 'অব' বা 'আকৃতি' হল মাস। তা-ই থেকে দ্বাদশ আদিত্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনেক জায়গাতেই রুদ্রেরা মরুদ্গণের সঙ্গে অভিন্ন। মরুদ্গণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। সুতরাং রুদ্রেরাও তাই। অপ্সুক্ষিৎ (জল নিবাসী) এগারজন দেবতার কথা আছে এক জায়গায় (১/১৩৯/১১) তাঁরা একাদশ রুদ্র হতে পারেন (তু. ৮/৫৭/২, ৩৫/৩, ৯/৯২/৪, ১/৩৪, ১১)। তু. ঋ৭/৩৯/৩, নি. বলেন বসুগণ ত্রিস্থান দেবতা ১২/৪১ ঋক্সংহিতায়ও বসু দেবতাদের একটি সাধারণ বিশেষণ। অথচ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণ—এই তিনটির একসঙ্গে উল্লেখ অনেক জায়গায় পাওয়া যায় (১/৪৫/১, ২/৩১/১, ৩/২০/৫, ৭/১০/৪, ৩৫/৪, ৬/১৪, ৮/৩৫/১, ১০/৬৬/৩. ৪, ১২, ১২৫/১, ১২৮/৯, ১৫০/১) সুতরাং এই বিশিষ্ট গণবিভাগও প্রাচীন। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ-এ. ভাবনাও প্রাচীন। তেত্রিশকে যেখানে সমানে তিন ভাগ করা হয়েছে, সেখানে অন্তরিক্ষস্থান রুদ্রগণ ছাড়া ভূস্থান আর দ্যুস্থান দেবগণের সংখ্যা কি ছিল ঠিক বোঝা যায় না। এখানে যে বিভাগ, বৃ. উ. র বিভাগও তার অনুরূপ (৩/৯/২। কেবল দ্যাবাক্ষামার জায়গায় পাই ইন্দ্র প্রজাপতি।) এই হিসাবে বসু আটজন এবং এঁরা ভূস্থান দেবতা। সুতরাং অগ্নির বিভূতি। কিন্তু সংহিতায় দেখা যায় ইন্দ্র বসুগণের নেতা অর্থাৎ তিনিও তাঁদের একজন অথবা 'বাসব' (৭/১০/৪, ৩৫/৬, ১০/৬৬/৩)। বারোজন আদিত্য থেকে ইন্দ্র বাদ পড়লে তাঁদের সংখ্যা

দাঁড়ায় এগার। আর দ্যাবাপৃথিবীও ইন্দ্রকে বসুগণের সঙ্গে জুড়ে দিলে তাঁদেরও সংখ্যা হয় এগার। তেত্রিশজন দেবতাকে সমানে তিন ভাগ করার মূলে এই ব্যবস্থা থাকতে পারে।] আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ এবং দ্যাবাপৃথিবী। এঁরা সবাই সুনীথা।

সুনীথাঃ — [তু. সবিতার বিণ ১/৩৫/৭, ১০/ অগ্নির ২/৮/২, মর্ত্যের ৮/৪৬/৪, রয়ির ১০/৪৭/২, দেবগণের ৬/৫১/১১ 'সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুজর্গম্যাৎ ১/৬২/১৩, মিত্রাদির বিন. ৫/৬৭/৪, রথের ৭৯/২ আরও তু. অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি ১/১৮৯/১ উত্তরপদ রূপে 'পুরু-দীর্ঘ-'নীর্থ' <√নী + থ, নিয়ে যাওয়া, নেতৃত্ব (এখানে কিন্তু দ্র. নীথ বিদঃ ৩/১২/৬) বহুব্রীহি।] দিশারী। এখানে যেমন বিশিষ্ট দেবগণের উল্লেখ, তেমনি তাঁদের অধিষ্ঠান ভূমিরও। এই তেত্রিশজন দেবতাই ছেয়ে আছেন দ্যুলোক (এখানে উহ্য) অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবী।

স-জোষসঃ— [দ্র. ৩/৪/৮] কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নাই যেখানে। তথাকথিত বহুদেবতাদের এই বৈশিষ্ট্য। বস্তুত সব দেবতাই এক দেবতারই বিভূতি (১/১৬৪/৪৬, ২/১/১-১৩ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন বিরোধ নাই, অথচ বৈশিষ্ট্য আছে, এও তেমনি। আধারের সমস্ত তৃপ্তি সমস্ত আনন্দ একসুরে বেজে ওঠে যখন তখনই দেবতারা 'স-জোষসঃ'। এখানে সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ভুবনের উল্লেখ থাকায় দেহের প্রাণের আর মনের চিন্ময় স্বভাবের অভিব্যক্তিতে যে ছন্দঃ সুষমা ফুটে উঠতে পারে তারই কথা বলা হচ্ছে।

অধ্বরস্য কেতুম— ['কেতু' দ্র. ৩/১/১৭] ঋজুগতির সঙ্কেতন। যূপকে বোঝাচ্ছে। 'কেতু' প্রমাপক্ লিঙ্গ। ঊর্ধ্বকেতু = ঊর্ধ্বলিঙ্গ, শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আহুতির সমস্ত সম্ভার প্রস্তুত আজ। এই বিশ্বভুবন আমার সাধনার ক্ষেত্র। তার মর্মচারী বিশ্বদেবতা আমার পথের দিশারী। মূর্ধন্য চেতনার দ্যুলোকে আদিত্যের দ্যুতি। প্রাণের অন্তরিক্ষে অশিবনাশন রুদ্রের তান্ডব। দেহের নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নিস্রোতের সঞ্চরণ—সব আজ গভীর আনন্দে আন্দোলিত হ'ক বিরাটের ছন্দো দোলায়। আমার অভীপ্সার আগুনকে বিশ্বদেবতা আজ উৎশিখ করছেন উত্তরায়ণের সহজপথে:

> আদিত্য রুদ্র আর বসুরা দেবযানের স্বচ্ছন্দ নায়কঃ
> তেমনি দ্যাবাপৃথিবীও আর পৃথিবী অন্তরিক্ষও।
> সুষম তৃপ্তিতে নন্দিত হয়ে যজ্ঞকে ছেয়ে থাকুন বিশ্বদেবতা,
> ঊর্ধ্বমুখ করছেন তাঁরা ঋজুগতির সঙ্কেতন চেতনাকে।।

৯

হংসা ইব শ্রেণিশো যতানাঃ
শুক্রা বসানাঃ স্বরবো ন আগুঃ।
উন্নীয়মানাঃ কবিভিঃ পুরস্তাদ্
দেবা দেবানাম্ অপি যন্তি পাথঃ।।

'হংসাঃ ইব শ্রেণিশঃ' 'যতানাঃ' প্রসারিতপক্ষঃ 'স্বরবঃ' শুক্রা শুক্লানি জ্যোতিংষি 'বসানাঃ পরিদধতঃ 'নঃ' 'আগুঃ' আগতবন্তঃ। কবিভিঃ সাকৃতিভি ঋত্বিগ্‌ভিঃ আহবনীয়স্য 'পুরস্তাৎ উন্নীয়মানাঃ' 'তে দেবাঃ' দিব্যা যূপাঃ 'দেবানাং' 'পাথঃ' ধাম 'অপি যন্তি' গচ্ছন্তি। আদিত্যমন্ডল হতে চিদগ্নির শিখা নেমে এসে আবার ফিরে চলল।

হংসাঃ ইব শ্রেণিশঃ যতানাঃ— [তু. ১/১৬১/১০, হংসা ইং কৃণুথ শ্লোকমদ্রিভিঃ ৩/৫৩/১০। 'যতানাঃ' <√ য়ত্ (প্রসারিত করা) + শান।] হাঁসের মত সার বেঁধে পাখা মেলে দিয়েছে যারা। হংস শুভ্রবর্ণ, শুদ্ধপ্রাণের প্রতীক। আদিত্যও হংস (৪/৪৫/৪, শ. ব্রা. অনুসারে যখন 'নৃষৎ' তখন প্রাণাগ্নি ৬/৭/৩/১১)। এক হংস থেকেই (তু. 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ বৃ. উ.৪/৩/১১) হংসেরা সার বেঁধে নেমে আসছে এখানে। যূপ অভীপ্সার প্রতীক্ হংসও তাই—এখান থেকে পাখা মেলেছে আদিত্যের পানে। কিন্তু এই অভীপ্সাও আদিত্যেরই আবেশজনিত প্রসাদ। ঋষি দেখছেন, ওখানকার আবেশে এখানকার প্রাণ জেগে উঠছে। আদিত্যমন্ডল থেকে হাঁসের নেমে আসার দ্যুতি দিয়ে তা বর্ণনা করছেন।

শুক্রা —[= শুক্রাণি]

বসানাঃ — শুক্ল (আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে। আচ্ছাদন হল বসনা (সায়ণ) যা মধ্যনাড়ীর প্রতীক।

নঃ আগু — আমাদের কাছে এসেছে। এই হল আবেশ। ঋকের উত্তরার্ধে তার ফলে উত্তরায়ণের বর্ণনা।

পুরস্তাৎ — আহবনীয় অগ্নির দিকে মুখ করে।

দেবা—দিব্য যূপেরা।

দেবানাং পাথঃ —['পাথঃ' —তু. পরায়তীনামন্বেতি পাথঃ (উষাঃ) ১/১১৩/৮ ; তদস্য (বিষ্ণোঃ) প্রিয়মভি পাথো অশ্যাম্ ১/১৫৪/৫, (অশ্ব) ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ১/১৬২/২, উপ ত্মন্যা বনস্পতে পাথো দেবেভ্যঃ

সৃজ ১/১৮৮/১০, অথা দেবানামপ্যেতু পাথঃ (ত্বষ্টা) ২/৩/৯, ৩/৩১/৬ ; সং ত্বা ধ্বস্মণ্বদভ্যেতু পাথঃ ৬/১৫/১২, ৭/৪/৯ ব্যোমণ্বায়ুর্ন পাথঃ পরি পাসি সদ্যঃ ৭/৫/৭, আচষ্ট আসাং পাথো নদীনাং বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ ৭/৩৪/১০, মদন্তীদেবী দেবানামপি যন্তি পাথঃ ৭/৪৭/৩, শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ ৭/৬৩/৫, স দেবানাং পাথ উপ প্র বিদ্বানুশন্যক্ষি ১০/৭০/৯, বনস্পতে রশনয়া নিয়ূয়া দেবানাং পাথ উপ বক্ষি বিদ্বান্ ১০/৭০/১০, যেভির্বিহায়া অভবদ্বিচক্ষণঃ পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি ১০/৯২/১৫, ১১০/১০ নি. (৬/৭) <√ — পা (পানকরা) উদক, অন্ন। দূর্গ বলেন 'পথ' দেবানাং পাথঃ-অন্তরিক্ষ। দ্র.সা. কিন্তু সম্ভবত <√ পা (রক্ষা করা, পালন করা) তু. 'নীথ' তারই পরিণাম 'পাথ' ধাম, প্রসাদ] দেবতাদের ধাম।

আদিত্য হতে নেমে এল জ্যোর্তিময় প্রাণ আলো ঝলমল হয়ে দেবতার প্রসাদরূপে। আকূতিভরা হৃদয়ে ঋত্বিকেরা তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আহবনীয়াগ্নির পুরোভাগে উজানধারায় বইয়ে দেবেন বলে। শুরু হল উত্তরায়ণের অভিযান। শুভ্র হংসবলাকা যেমন এসেছিল তেমনি আবার উড়ে চলল বিশ্বদেবের জ্যোতির্ময় ধামের পানে :

> হাঁসের মত সার বেঁধে পাখা মেলে
> শুভ্র আলোয় ছাওয়া 'স্বরু'রা আমাদের কাছে এল।
> তাদের উজিয়ে দিলেন কবিরা আহবনীয়ের পুরোভাগে
> আলো হয়ে চলেছে তারা বিশ্বদেবতার ধামে।।

১০

শৃঙ্গানীবেচ্ছৃঙ্গিণাং সং দদৃশ্রে
চষালবন্তঃ স্বরবঃ পৃথিব্যাম্।
বাঘদ্ভির্বা বিহবে শ্রোষমাণা
অস্মাঁ অবন্তু পৃতনাজ্যেষু।।

শৃঙ্গিণাং + শৃঙ্গানীব 'চষালবন্ত' 'কটকবন্ত' 'স্বরবঃ' যূপাঃ পৃথিব্যাং 'সংদদৃশ্রে' প্রতিবভাসিরে। 'বাঘদ্ভিঃ' ব্রতচারিভিঃ 'বিহবে' উদগ্রে আহবানে কৃত্তে সতি বা অধুনা শ্লোষমাণাঃ শৃণ্বন্তঃ তে গতি 'পৃতনাজ্যেষু' অরিন্দমেষু সংগ্রামেষু 'অস্মান্'

'অবন্ত' পরিরক্ষন্তন্তু। পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে অভীপ্সার শিখা লোকোত্তরের পানে। বিরুদ্ধশক্তির স্পর্ধাকে সে অভিভূত করুক এইবার।

শৃখানি— হাঁসের মত নেমে এসেছে উপর থেকে। আবার শিঙের মত ফুঁড়ে উঠেছে নীচের থেকে। একই প্রাণের দুটি গতি। একটিতে সূচিত হচ্ছে দেবতার প্রসাদ। আরেকটিতে সাধকের অভীপ্সা।

সংদদৃশে— [= দদৃশিরে, √ দৃশ্ + লিট্ ইরে] পুরাপুরি ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। 'সংদৃশ' অলৌকিক দর্শন (vision)।

চষালবন্তঃ— [তু. চষালং সে অশ্বযূপায় তক্ষতি ১/১৬২/৬, যে গাছ থেকে যূপ তৈরী হয়, তার আগা দিয়ে চষাল বানাতে হয়। চষাল এক বিঘত মাপের একটি কাঠের টুকরা, যূপেরই মতন আটকোণা। মাঝখানটায় উদূখলের মত একটি গর্ত থাকে। যূপের চূড়াটিতে একটি গোঁজ থাকে। তাতে চষালটি টুপির মত করে এমনভাবে পরিয়ে দিতে হবে যাতে গোঁজটির দু-তিন আঙুল বেরিয়ে থাকে। (কা. শ্রৌ. সূ ৬/২/২৭, ২৮) সূত্রে চষালের মাপকে বলা হয়েছে 'পৃথ', টীকাকার বলেন 'দশাঙ্গুলমিত্যর্থঃ।' স্মরণীয় 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্য তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' ১০/৯০/১। চষালটি তাহলে অতিষ্ঠা চেতনার প্রতীক। চষালকে ভেদ করে যূপের আগাটি খানিকটা বেরিয়ে থাকে। এটি অর্থবহ ঃ অভীপ্সা যেন শূন্য হতে মহাশূন্যে চলে যায়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি √চষ্ হতে [উণাদি ৫৪৭, ধাতু পাঠে √ চষ্ ভক্ষণে, কিন্তু তু. √ চক্ষ্ ।। চষ্ দেখা] চষালটি যেন দেবতার তৃতীয় নয়ন, সাধকের ভ্রূমধ্য দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা চক্ষু। এখনও শিবলিঙ্গের মাথায় অমনিতর একটি চন্দনের টুপি পরানোর রীতি আছে। তু. দেউলের শিখর] চষালযুক্ত।

বাঘদভিঃ— [দ্র. ৩/২/১] ব্রতচারীদের দ্বারা, ঋত্বিকদের দ্বারা (কৃত) ।

বিহবে— [তু .বিশ্বে চিদ্ধি ত্বাং বিহবন্ত মর্তাঃ (ইন্দ্র) ৭/২৮/১ মম দেবা 'বিহবে' সন্তু সর্বে ১০/১২৮/২, বিশেষ আহ্বান। আকুল ডাক। 'কৃতে সতি' উহ্য।

শ্রোষমাণাঃ— [<√ শ্রু (ষ) + শান] কান পেতে শোনে যারা তু. 'আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধি হবম' ১/১০/৯।

পৃতনাজ্যেষু— [তু. 'দ্যুম্নেষু, পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ' ৩/৩৭/৭ দেবা দধিরে পুর ৮/১২/২৫, দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা (ইন্দ্রাবিষ্ণু) পৃতনাজ্যেষু ৭/৯৯/৪, যেন জিগায় শতবৎ সহস্রং গবাং মুদগলঃ পৃত্রনাজ্যেষু ১০/১০২/৯। নিঘ. 'সংগ্রাম' ২/১৭। (পৃতনা + √ জ্যা (অভিভূত করা)] স্পর্ধিত

শত্রুকে অভিভূত করে যে। অরিন্দম সংগ্রাম। মাটি ফুঁড়ে ওঠাটা বীর্যের পরিচয়। পৃথিবীর গভীর হতে তমিস্রার আবরণকে ভেদ করে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠেছে জ্যোর্তিময় প্রাণ উৎক্ষিপ্ত নয়ন হতে। সংগ্রাম আসন্ন, আকুল হয়ে তাই ডাকছি তাঁকে। এই যে তাঁর সাড়া পেলাম। এবার তিনি এসে পাশে দাঁড়ান আমাদের:

শৃঙ্গ যেমন শৃঙ্গিদের, তেমনি দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল
চষাল শুদ্ধ 'স্বরু'রা পৃথিবীর পরে।
ব্রতচারীদের আকুল ডাকে কান দেয়, তারা
আমাদের ঘিরে থাকুক তারা অরিন্দম সংগ্রামে।।

১১

বনস্পতে শতবল্‌শো বি রোহ
সহস্রবল্‌শা বি বয়ং রুহেম।
যং ত্বাম্ অয়ং স্বধিতিস্ তেজমানঃ
প্রণিনায় মহতে সৌভগায়।।

প্রাণাগ্নিরূপিন্ হে 'বনস্পতে', ত্বং 'শতবলশ শতশাখঃ সন্ বি রোহ উদ্ভিন্নো ভব। ততঃ 'বয়ম্' অপি সহস্রবলশাঃ সন্ত 'বি রুহেম। অতঃ তমেব 'ত্বাং' আমন্ত্রয়ামঃ 'যং' অয়ং স্বধিতিঃ 'তেজমানঃ' শাণিতঃ সন 'মহতে সৌভগায়' দেব্‌সাযুজ্যলক্ষণায় প্রণিনায় অস্মান্ প্রাণিতরস্তঃ

বাঘদভিঃ— শত-বলশঃ [অনন্য প্রয়োগ] শতশাখা বিশিষ্ট হয়ে।

বিরোহ— গজিয়ে ওঠ। সংযমিত প্রাণ আবার শতবাহু হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক (অন্যত্র বলা হয়েছে সহস্রবলশং জরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্ ৯/৫/১০)। যে গাছকে কেটে ছেঁটে যূপ করা হয়েছে, তার দিব্য রূপান্তর হ'ক, আবার সে তার স্বরূপে ফিরে যাক (তু. অশ্বমেধের অশ্বের বেলায় 'ন বা উ এতনিম্রয়সে ন রিষ্যসি দেঁবা ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ ৰ/১৬২/২১, উপ প্রাগাৎ পরমং যথসধশ্ছর্মবাঁ ১/১৬৩/১৩, প্রাণ সংযমণ স্বভাবের নিয়মেই হয়ে ওঠে প্রাণঃ প্রসরণ। এটি যোগের মূল কথা।

দিব্যপ্রাণ শত শাখে হলে তার আবেশে আমাদের মর্ত্যপ্রাণ হবে সহস্রশাখ (সহস্র-বলশ)।

তেজমান— [<√ তিজ (শাণ দেওয়া) + শাণ] শাণ দেওয়া।

প্রণিনায়— এগিয়ে এনেছে ;বা রূপান্তরের দ্বারা মর্ত্য বৃক্ষকে করেছে দিব্য প্রাণ।

মহতেসৌভগায়— দ্র. (২)।

হে প্রাণ, হে দিব্য কামনার উর্ধ্ব শিখা, তুমি অমৃত, তুমি অবন্ধন। আমাদের আকাশে শতবিদ্যুতে আজ ছড়িয়ে পড় যদি, আমাদের এই মর্ত্যপ্রাণও জ্বলে উঠবে তাহলে হাজার শিখায়। আমাদের শাণিত সংযম আজ তোমায় একাগ্র ও সংহত করেছে মানুষে দেবতায় পার্থক্যের সুষমাকে ফুটিয়ে তুলবে বলেই :

হে বনস্পতি, শতশাখায় গজিয়ে ওঠ,—
সহস্রশাখায় আমরাও যে চাই গজিয়ে উঠতে
এইযে তোমার ত্রই স্বধিতি শাণিত হয়ে
বয়ে এনেছে সু-মহান দেবাবেশের তরে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

নবম সূক্ত

নবমসূক্তের ঋষি গাথিন বিশ্বামিত্র, দেবতা অগ্নি, প্রথম আটটি ঋকের ছন্দ বৃহতী শেষেরটির ত্রিষ্টুপ। প্রাতরনুবাক এবং আশ্বিন শস্ত্রে বিনিয়োগ।

১

সখায়স্ত্বা ববৃমহে
দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিং
সুপ্রতূর্তিমনেহসম্।।

বয়ং 'মর্তাসঃ' মরণশীলাঃ মনুষ্যা সন্তঃ অপি তব 'সখায়ঃ' দেবং 'ত্বা' 'উতয়ে' পরিবক্ষণায় 'ববৃমহে' বৃণুমঃ। 'অপাংনপাতং' মহাপ্রাণসম্ভূতং 'সুভগং' স্বাবেশং 'সুদীধিতিং' সুদীপ্তিং সুপ্রতূর্তিং' অনায়াসেন বিঘ্নান্ প্রতবন্তং তথাপি 'অনেহসম্' অচঞ্চলং ত্বা বৃণুমঃ।

মর্ত্য হয়েও বরণকরি দিব্য প্রাণাগ্নিকে, যিনি সুদীপ্ত অধৃষ্য এবং সবুজ।

সখায়ঃ— আমরা ঋত্বিকেরা তোমার সখা। ঋক্ সংহিতায় দেবতার সঙ্গে সাধকের সম্পর্ক প্রধানত সখ্যের (তু. ইন্দ্র 'সুন্বতঃ সখা' ১/৪/১০, অগ্নি সখা সুশেবঃ ২/১/৯, ৮/২১/২। 'দ্বা সুপর্ণা সুযুজা সখায়া' ১/১৬৪/২০, এইখানে জীব আর ঈশ্বরের নিত্য সখ্যের উল্লেখ)। এই সখ্য সাযুজ্যজনিত। এই থেকেই উপনিষদে জীবব্রহ্মের একাত্মতামূলক অদ্বৈতবাদ। আমরা মর্ত্য (**মর্তাসঃ**)— আর তুমি দেবতা, তবুও তোমার আমাদের সম্পর্ক সখ্যের (তু. অমর্ত্যো মর্ত্যে না সযোনিঃ ১/১৬৪/৩০ ; আত্মা অমর্ত্য আর দেহ মর্ত্য, কিন্তু দুয়েরই মূল এক। গীতার ভাষায় একটি অক্ষর আরেকটি ক্ষর। অমর্ত্য আত্মা পরম পুরুষেরই'অংশ'। সাযুজ্যের ভিত্তি এইখানে।

ববৃমহে— [√বৃ (বরণ করা) + লট্ মহে। তু. ৮/১৯/৩] বরণ করি।

অপাংনপাতম্— তু. অপাংগর্ভঃ ৩/১/১২। অপাংনপাতের উদ্দেশে একটি পুরা সূক্ত পাওয়া যায় (২/৩৫), তাতে তাঁকে অগ্নির সঙ্গে এক করা হয়েছে (১৫)। যাস্ক নিরুক্তি দিতে গিয়ে বলছেন 'অপাংনপাৎ তনূনপত্রা ব্যাখ্যাত (১০/১৮)। দুর্গ মন্তব্য করছেন এটি শব্দ নির্বাচনের দিক হতে বলা বোঝাচ্ছে কিন্তু মধ্যমস্থান দেবতাকে। অগ্নি ভূস্থানদেবতা অপাংনপাৎ অন্তরিক্ষস্থান, আবার তিনি আছেন পরম পদেও (২/৩৫/১৪)। অর্থাৎ যে অগ্নি আমাদের তনুতে জন্মান বলে তনূনপাৎ, তিনিই অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে অপাংনপাৎ। আবার দ্যুলোকে সবিতা (১/২২/৬)। অপাংনপাৎ তাহলে অগ্নির বৈদ্যুতরূপ। এইজন্যই 'অহি-বুধ্ন্য' এবং 'অজ একপাৎ' এর সঙ্গে তার সহচার দেখতে পাওয়া যায় (১/১৮৬/৫, ২/৩১/৬, ৭/৩৫/১৩), কেননা এদুটিও বৈদ্যুত দেবতা। নিঘণ্টুতে অহি-বুধ্ন্য অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (৫/৪)। ঋক্ সংহিতায় তাঁকে বলা হচ্ছে 'অংজা' এবং 'বুধ্নে নদীনাং রজসুঃ সীদন্ (৭/৩৪/১৬) অর্থাৎ বোধের যে ভূমি থেকে নাড়ীরা বেরিয়ে এসেছে সেই প্রাণলোকে তিনি নিষণ্ণ। যোগের ভাষায় এই ভূমিটি আজ্ঞাচক্র। সেখান থেকে নাড়ীগুলি যেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। অগ্নি এক জায়গায় 'অহিধুনিঃ' অর্থাৎ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছেন ঝড়ের বেগে (১/৭৯/১), আবার তিনি 'স জায়ত প্রথমঃ পস্ত্যাসু মহোবুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ' (৪/১/১১)। পৃথিবীতে নদী, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, আর দেহে নাড়ী, তিনেরই একরূপ। অগ্নি অহি-বুধ্ন্যরূপে ভ্রূমধ্যে থেকে নাড়ীজালের শাস্তা। পুরাণে তারই দ্যুতি শিবের অগ্নিরূপী তৃতীয় নয়নে আর তাঁর দেহ জুড়ে সাপের কিলিবিলিতে। ঋক্ সংহিতায় অহি-বুধ্ন্যের সঙ্গে অজ একপাৎ সংশ্লিষ্ট, সবিতা ও ভগের মত। নিঘণ্টুতে তাঁকে দ্যুস্থান দেবতা বলা হয়েছে (৫/৬)। দুর্গ বলছেন, ইনি সূর্য, কিন্তু যাস্ক স্পষ্টত কিছু না বলে একটি মন্ত্রের একাংশ উদ্ধার করছেন 'একং পাদংনোৎসীদতি।' দুর্গ পুরা মন্ত্রটি দিচ্ছেন—'একং পাদংনোৎসীদতি সলিলাদ্ধংশ উচ্চরণ্, স চেত্তমুদ্ধরেদৎন মৃত্যু নমৃত্তং ভবেৎ' (আ. শ্রৌ. সূ. তে আছে 'যদঙ্গ স তমুৎসিদেহ্য নৈবদ্য ন শ্বঃ স্যাৎ। ন রাত্রী নাহঃ স্যাৎ ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ১১/৪/২১) অর্থাৎ জল থেকে হংস উঠতে গিয়ে একটি পা তুলে নেয় না। যদি তুলে নিত তাহলে মৃত্যুও থাকত না অমৃতও না (আজও থাকত না কালও থাকত না, রাত্রিও না দিনও না, ভোরই হত না কোন দিন)। হংস এখানে স্পষ্টতই সূর্য (তু. ঋ.

৪/৪৫/৪)। কিন্তু তিনি যখন 'নৃষৎ' তখন তিনি প্রাণাগ্নি (শ. ব্রা. ৬/৭/৩/১১) মানুষের মাঝে তিনি নেমে আসেন একটি পা নিয়ে অর্থাৎ তাঁর একটি রশ্মি 'সীমানং বিদার্য' আমাদের মাঝে আবিষ্ট হয় (ঐ. উ. ১/৩/১২)। এই আবেশ বিদ্যুতের মত (কেন. উ. ৪/৪)। আবার তাঁর 'একপাদে' এই সর্বভূত। তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে (১০/৯০/৩)। তাঁর একটি পা কে তিনি তুলে নিলে বিশ্বের প্রলয় হয়। তিনি 'অজ' একথা অন্যত্র আছে (অজস্য নাভাবধ্যেক মর্পিতং ১০/৮২/৬)। সুতরাং 'অজ-একপাৎ' সেই পরমপুরুষ। যিনি ভূতে ভূতে সন্নিবিষ্ট, রূপে রূপে প্রতিরূপ। তিনিই বিশ্বতশ্চযুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ বিশ্বকর্মা (১০/৮১/৩) 'প্রথম স্যদ্ অবরা আ বিবেশ'—বিশ্বমূলকে আচ্ছন্ন রেখে এখানকার সবকিছুতে আবিষ্ট হয়েছেন। অধিদৈবতদৃষ্টিতে তাঁকে সূর্যও বলতে পারি। আবার বৈশ্বানর অগ্নিও বলতে পারি (দ্র. ১০/৮৮) আধারে তিনি তনূনপাৎ (দ্র. ৩/৪/২ টীকা), অন্তরিক্ষে অপাংনপাৎ (= অহি-বুধ্ন) আর দ্যুলোকে অজ-একপাৎ। তিনটিতে অগ্নির ত্রিমূর্তি। অপাংনপাতের সূক্তে (২/৩৫) তাঁর এই পরিচয় তিনি 'নাদ্য' অর্থাৎ নদী বা নাড়ী হতে সম্ভূত (১), অসুরের মহিমায় তিনি বিশ্বভুবনকে জন্ম দিয়েছেন, (২) বিশ্বভুবন যেন তাঁর শাখা-প্রশাখা (৮), তিনি যুবতী জলবালাদের দ্বারা বেষ্টিত যুবা (৪) তিনি বিদ্যুদ্‌বদন (৯) ; এইসব বর্ণনা ভাগবতদের কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়), তিনি হিরণ্যরূপ, হিরণ্যসংদৃক্, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যদা, হিরণ্যযোনিতে নিষণ্ণ (১০), তিনি পরমপদে প্রতিষ্ঠিত (১৪)।

সুভগম্— [দ্র. ৩/১/৪] অনায়াস আবেশ যাঁর অথবা অনায়াসে আবিষ্ট হওয়া যায় যাঁর মধ্যে।

সুদীদিতিম্— [তু. 'সুদীতি' ৩/২/১৩] সুদীপ্ত।

সু-প্রতূর্তিম্— [তু. সুপ্রতুর্তিমনেহসম্ (ব্রহ্মণস্পতিম্) ১/৪০/৪ ; সুভগে সুপ্রতূর্তী (দ্যাবা পৃথিবৌ) ১/১৮৫/৭, ত্বং হি সুপ্রতূরসি (অগ্নে) ৮/২৩/২৯। <সু-প্র √ তুর্, তৃ, ত্বর্ (ছুটে চলা, অভিভূত করা)] অনায়াসে সব ঠেলে এগিয়ে যান যিনি।

অনেহসম্— অচঞ্চল, অক্ষুব্ধ। এগিয়ে চলছেন অথচ নড়ছেন না, তু. 'অনেজৎ...মনসোজবীয়'... অত্যেতি তিষ্ঠৎ ; (ঈ.উ.৪)।

তুমি দেবতা, আমরা মর্ত্যের মানুষ, তবুও আমরা তোমার সখা, সাযুজ্যের বাঁধনে তোমার সঙ্গে বাঁধা। অহর্নিশ তোমার জ্বালা ঘিরে থাকবে আমাদের, তাই জীবনে

তোমায় নিয়েছি বরণ করে। প্রাণসমুদ্রের গভীর হতে জ্যোতির ভ্রূণরূপে আহিত হয়েছ আধারে ; ভালবাসার আবেশে তুমি সহজ, আবার রুদ্রের দীপ্তিতে ঝলমল : অনায়াসে এগিয়ে চল সকল বাধা জ্বালিয়ে দিয়ে, অথচ তুমি অচঞ্চল:

সখা আমরা নিই যে তোমায় বরণ করে—
দেবতাকে বরণ করি মর্ত্যেরা, আমাদের আগলে থাকবে বলে।
প্রাণ-সমুদ্রের শিশু তুমি সহজ তোমার আবেশ, ঝলমল দীপ্তি,
অনায়াসে এগিয়ে চল সব ঠেলে, তবুও অচঞ্চল।।

২

কায়মানো বনা ত্বং
যন্ মাতৄরজগন্নপঃ।
ন তৎ তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং
যদ্ দূরে সন্নিহাভবঃ।।

'বনা' হৃদিস্থিতানাং কামানাং বনানি 'কায়মানঃ' ভুঞ্জান 'ত্বং য়ৎ' 'মাতৄঃ' জননীরূপিনীঃ 'অপঃ' 'অজগন্' অগচ্ছঃ হে 'অগ্নে', তে তৎ 'নিবর্তনম্' উপসমনং 'ন' 'প্রমৃষে' বিস্মুর্তং শক্যতে, 'সৎ' যতঃ অনন্তরমেব 'দূরে সন্' অপিত্বম্ 'ইহ অভবঃ'। কামনার বনকে দগ্ধ করে অগ্নি নিভে যান। আবার জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের আধারে।

কায়মানঃ— [< √ কন্, কা (আস্বাদন করা, সম্ভোগ করা) + শান,] অনন্য প্রয়োগ, আস্বাদন করে।

বনা— [= বনানি] (কামনার) বনসমূহকে। আধারে কামনার বন আছে, তাতে আগুন লেগেছে। ফলে অসতী বাসনা রূপান্তরিত হচ্ছে সতী বাসনাতে বা অভীপ্সাতে। অগ্নি সমিন্ধনের এই অর্থ। যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে 'বন' হল অরণি। উপনিষদ বলেন, নিজের দেহই অরণি।

যৎ মাতৄ অপঃ অজগন্— ['অজগন' <√ গম + লুঙস্ সলোবা, মকারের জায়গায় নকার] মাতৃরূপা জলদের কাছে যখন গেলে। অগ্নি 'অপাং গর্ভঃ' বা 'অপাংনপাৎ'

এ আগেই দেখেছি (দ্র. ৩/১)। ইন্ধনকে জ্বালিয়ে দিয়ে অগ্নি নিবে যান। কিন্তু কোথায় যান? অন্তরিক্ষের প্রাণ-সমুদ্রে। যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সাধনার প্রথম অবস্থায় আধারময় অনুভব হয় আগুনের জ্বালা, তারপর সব জ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়।

ন প্র-মৃষে— [প্র √ মৃষ (অবহেলা করা, ভুলে যাওয়া) + এ তুমর্থে] অবহেলার যোগ্য নয়, ভোলবার মত নয়। কি না অগ্নির সেই নিবর্তনম্।

নিবর্তনম্— [বহুল প্রয়োগের জন্য দ্র. ১০/১৯। < নি √বৃৎ (ভিতরের দিকে মোড় ফেরা, তু. 'নিবৃত্তি')] উপশম (নি. ৪/১৪), বিনাশ (সায়ণ, স্কন্দ)। ইন্ধন পুড়ে গেলে আগুন নিবে যায়। তা-ই হল অগ্নির উপশম বা পরিনির্বাণ। অগ্নি তখন ফিরে যান সেই প্রাণ-সমুদ্রে। যেখান থেকে এই আধারে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন কুমাররূপে। নিবৃত্তিধর্মের এই লক্ষণ। কিন্তু তিনি একেবারে লুপ্ত হন না, প্রাণের অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিবীর 'পরে ঝলসে ওঠেন বিদ্যুতের আকারে।

এ কী লেলিহান তোমার শিখার উল্লাস আমার কামনার বন জুড়ে। বন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আবার তুমি ফিরে গেলে মায়ের কোলে প্রাণ-সমুদ্রের গহন গভীরে। বলিহারি তোমার এই গুটিয়ে যাওয়া। ফুরিয়ে তো যাওনা তুমি ঃ আবার ঐ অন্তরিক্ষ থেকেই এইখানে ঝলসে ওঠ বিদ্যুতের আকারে:

আস্বাদন ক'রে কত-যে বন তুমি
এই-যে মায়েদের কাছে গেলে অঘোর গভীরে,
নয় তোমার হে অগ্নি, ভোলবার মত' সে-নিবর্তন:
এইযে দূরে থেকেও এইখানেই উঠলে ফুটে।।

৩

অতি তৃষ্টং ববক্ষিথা
অথৈব সুমনা অসি।
প্রপ্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে
যেষাং সখ্যে অসি শ্রিতঃ।।

'তৃষ্টং' ধূমস্য কত্বম্ 'অতি ববক্ষিথ' অতীত্য প্রবৃদ্ধ ত্বম্ অধূমক জ্যোতিরূপেণ। 'অথ এব' অতএব অধুনা ত্বং 'সুমনাঃ' প্রসন্নয়েতাঃ 'অসি', তব ঋত্বিজাং মধ্যে 'অন্যে' 'প্রপ্রযন্তি' সমৃদ্ধবেগাঃ সন্তঃ পুরতঃ ধাবন্তি, 'অন্যে' চ 'পরি আসতে' ত্বাং পরিত : সৌমনস্যেন আসীনাঃ তিষ্ঠন্তি 'যেষাং' সবের্ষামপি ত্বং 'সখ্যে' সাযুজ্য ভাবনায়াং 'শ্রিতঃ অসি'।

তৃষ্টম্— [তু. 'তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্টবদ্‌বিষবন্নৈতদত্তবে ১০/৮৫/৩৪, যদবাচস্ জনয়ন্ত রেভাঃ ৮৭/১৩, প্রত্যগেনং শপথা য়ন্তু তৃষ্টাঃ ১০/৮৭/১৫, তু. তৃষু ইতি ক্ষিপ্র নাম ত্বরত্তে র্বাতরর্তেরা নি ৬/১২। <√তৃষ্ (তৃষ্ণার্ত হওয়া ; IE, trs to be dry > তৃষ্ণার্ত হওয়া > ছটফট করা। তাই থেকে ক্ষিপ্রতা > তীক্ষ্ণতা > কটুত্ব। 'বাচস্তৃষ্টম্' = কটু কথা। এখানে অগ্নির 'তৃষ্টম্' হল চঞ্চল কটুগন্ধ ধূম।] ধোঁয়া। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে চিত্তের রজস্তমোময় অবস্থা, যখন আচ্ছন্নতা আছে, আলোর তৃষ্ণা আছে কিন্তু তার তর্পণ নাই।

অতি-ববক্ষিথ— [<√ বক্ষ (বেড়ে চলা to 'wax' great) + লিট্ থ] (ধোঁয়ার ঘোর) কাটিয়ে বেড়ে উঠেছ। তখন তুমি হও সুমনা।

সুমনাঃ— প্রসন্নচেতাঃ, এইটি সত্ত্বশুদ্ধির অবস্থা। তু. পার্থিবাদ্ দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিশ্রয়ী ময়ঃ, তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্ব য়দ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ভাগ।

প্র-প্রয়ন্তি, পরি আসতে— সোমযাগের ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে বারোজন চলাফেরা করেন। চারজন বসে গান করেন (সায়ণ) মরমীয়া দৃষ্টিতে, আধারে অগ্নি সমিদ্ধ হলে কেউ তার জ্বালায়, কেউ দুর্ধর্ষ বেগে ছুটে চলে, কেউ বা নিঝুম হয়ে যায়। সাধকদের মাঝে যেমন বহূদক আর কুটীচক্।

কিন্তু অগ্নি সবারই **সখ্যে শ্রিতঃ**— সখ্যভাবের আশ্রিতঃ।

আধারে আগুন ধরে যায় যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলী কিসের তৃষ্ণায় সর্পিল আত্মপ্রত্যয়ে পাকিয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে অধূমক জ্যোতির অধৃষ্য মহিমায় তুমি আবির্ভূত হও। আসে শান্তি। দেখি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ। ভালবেসে তোমায় বুকে ধরেছে যারা, তোমার জ্বালা কাউকে তাদের ছুটিয়ে মারে, কাউকে বা রাখে নিঝুম করে :

ছাপিয়ে ধোঁয়ার কটুতা, বিপুল হয়েছ তুমি,
আবার এই যে সৌম্যমনা তুমি।
সমুখপানে কেউ তারা ছুটে যায়, ফিরে আবার কেউ বা বসে —
যাদের সখ্যে তুমি আশ্রিত।।

৪

ঈয়িবাংসম্ অতি স্রিধঃ
শশ্বতীর্ অতি সশ্চতঃ।
অন্ব ঈম্ অবিন্দন্ নিচিরাসো অদ্রুহো
হপ্সু সিংহম্ ইব্ শ্রিতম্।।

অতি-ঈয়িবাংসম— [<√ই + ক্বসু] ছাপিয়ে গেছেন যিনি তাঁকে। অগ্নি ছাপিয়ে গেছেন নিত্যকালের (শশ্বতীঃ)।

স্রিধঃ— [তু. হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিন্ধতে তিতিরাংশে অতি স্রিধঃ ১/৩৬/৭ ; অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব ঊষা উচ্চ অপ স্রিধঃ ১/৪৮/৮ ; ৭/৮১/৬, ৩/১০/৭ ; (অদিতি) ময়স্করদপ স্রিধঃ ৮/১৮/৭, অশ্বিনা যুযুযাতামিতো রপো অপ স্রিধঃ ৮/১৮/৮, শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ ৮/১৮/৯, রাজন্নপ দ্বিষঃ সেধ মীঢ্বো অপ স্রিধঃ সেধ সূরয়স্তির আপ ইব স্রিধঃ। ৮/৭৯/৯, ৮/৯৪/৭ , পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ (সোমঃ) ৯/২৭/১, পুনানো বিশা অপ স্রিধঃ ধারয়েন্দো ৬৩/২৮, পবমানো অতি ৬৬/২২ ; ১২৬/৫···। <√ স্রিধ্ (ভুল করা)] প্রমাদ যত।

সশ্চতঃ— তু. অতি নঃ 'সশ্চতো' নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু পূষন্ ১/৪২/৭। পর্ষন্নো (বৃহস্পতিঃ) অতি অরিষ্টান্ ৭/৯৭/৪। আরও তু. দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ ১/১৩/৬, ১৪২/৬, ১/১১২/২, ২/২৫/৪ ; ধারা ৯/৫৭/১, ৬২/২৮, ৭৩/৪, ৭৪/৬, ৮৫/১০, ৮৬/৭ <√ সশ্চ্, সচ্, সশ্, সঞ্জ্ (লেগে থাকা) + শতৃ, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গেও ঈ বা নুম্ হচ্ছে না । এইটি লক্ষণীয়। অনুরূপ 'বৃহৎ, শ্রবৎ, বেহৎ'। দুয়ারের দুটি পাট যখন বন্ধ থাকে না, তখন 'অসশ্চৎ' অনর্গল। সোমের ধারাও তা-ই। অর্থাৎ মুক্ত। 'সশ্চৎ' তার বিপরীত। এটি একটি সংজ্ঞাশব্দ বোঝাচ্ছে, 'লেগে থাকা আসক্তি, গতিহীনতা, কুণ্ঠা'। Geldner এর 'durre' Zeit, 'mangel' অর্থ কষ্টকল্পিত।] বিষয়ে আসক্তি, গতিহীনতা। 'সশ্চৎ' এবং 'স্রিধ্' এর সঙ্গে তু. বেদান্তের আবরণ এবং বিক্ষেপ। একটিতে চেতনার জড়ত্ব, আরেকটি তারই ভিত্তিতে চাঞ্চল্য বা লক্ষ্য ভ্রষ্টতা।

ঈম্— [অব্যয় সর্বনাম] এঁকে, অগ্নিকে।

অনুঅবিন্দন্— খুঁজে পেল।
নিচিরাসঃ— [= নিচিরাঃ। তু. অনুল্বেন চক্ষসা নি চিম্মিযন্তা নিচিরা (মিত্রাবরুণৌ) নি চিক্যতুঃ ৮/২৫/৯, মিত্রাবরুণের বিণ ১/১৩৬/১। < নি √ চি (লক্ষ্যকরা) + র।] গভীরে দৃষ্টি যাদের, অন্তর্মুখ। যাস্ক এবং সায়ণ বলেন দেবতারা (তু. ৩/১/৩)। কিন্তু এখানে সাধককেই বোঝাচ্ছে। তু. ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দ ঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে। ৫/১১/৬ ; গুহাচরন্তম্ (অগ্নিংধীরা)। ভৃগবোহবিন্দন্ ১০/৪৬/২, এমনি করে অত্রিরা পেলেন সূর্যকে ৫/৪০/৯, পিতৃগণ যেমন 'গূঢ়জ্যোতি' ৭/৭৬/৪, স্তোতারা পেলেন বাককে ১০/৭১/৩, কবিরা মনীষা দিয়ে হৃদয়ে খুঁজে সৎ-এর বোঁটাটি পেলেন অসতের মাঝে ১২৯/৪, ভরদ্বাজেরা মনের ধ্যানে খুঁজে পেলেন যজুঃ ১৮১/৩…।
অদ্রুহঃ— [এই বিণ. টি সর্বত্রই দেবতার। কিন্তু তু. দ্রুহো দহামি সং মহীরনিন্দ্রাঃ ১/১৩৩/১ দ্রুহো বিযাহি বহুলা অদেবীঃ ৩/৩১/১৯ অপ দ্রুহস্তম অবরপুষ্টম ৭৫/১…/এ সব জায়গায় 'দ্রুহ' অদিব্য ভাবনা, এখানে তার বিপরীত ভাবকে লক্ষ্য করা হচ্ছে।] দ্রোহহীন। দেবতাকে নিরাকৃত করা (তু. 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্' শান্তিপাঠ ছা. উ) বা নিন্দা করাই (তু. ২/১২/৫) দ্রোহ। সব মিলিয়ে সাধনার একটি ছক পাওয়া যাচ্ছে ; সাধককে বর্জন করতে হবে আসক্তি প্রমাদ এবং দ্রোহবুদ্ধি, হতে হবে অন্তর্মুখ। তাহলেই অগ্নিকে পাওয়া যাবে।
অপ্সু— [দ্র. ৩/১ তু. অপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ…অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ১০/৯/৬] প্রাণ-সমুদ্রের গভীরে।
সিংহম ইব— [তু. বৈশ্বানর নানদন্ন সিংহঃ ৩/২/১১, ইন্দ্রের উপমা ৪/১৬/১৪, সোমের ৯/৯৭/২৮ ; মরুদ্গণের ৩/২৬/৫] সিংহের কেশর আছে, তার সঙ্গে অগ্নিশিখার উপমা চলে। সাধনা প্রশমের, কিন্তু তাতে লাভ হয় বীর্য, সিংহের উপমায় এই ইঙ্গিত।

শাশ্বতকাল ধরে অপ্রবুদ্ধের চেতনায় আছে প্রমাদ, আছে আসক্তির মূঢ়তা, কিন্তু তাদেরও ছাপিয়ে আছে তপোদেবতার অধূমক জ্যোতির নৈশ্চিত্য। বুদ্ধি যাদের দ্রোহহীন, দৃষ্টি যাদের অন্তরাবৃত্ত, দীর্ঘ এষণার অবসানে তারাই তাঁকে খুঁজে পায় প্রাণ-সমুদ্রের গহন গভীরে, পায় তাঁর সিংহবীর্যের পরিচয়:

গেছেন তিনি পার হয়ে প্রমাদ যত,
আর শাশ্বত যত আসক্তি ;
তাঁর অনুসরণে তাঁকে পেল আবৃত্তচক্ষু অদ্রোহীরা
অপ-এর গভীরে সিংহের মত অধিষ্ঠিত।।

৫

সসৃবাংসম্ ইব ত্মনা
হ গ্নিম্ ইত্থা তিরোহিতম্।
ঐনং নয়ন্ মাতরিশ্বা পরাবতো
দেবেভ্যো মথিতং পরি।।

সসৃবাংসম্— [<√ সৃ (সরে যাওয়া) + ক্বস্] সরে-সরে যাচ্ছেন যিনি তাঁকে। পূর্বঋকের ভাবের অনুবৃত্তি। প্রাণের গভীরে অগ্নিকে খুঁজছে মানুষ, কিন্তু ধরি ধরি করেও তাঁকে ধরা যাচ্ছে না।
ত্মনা— [= আত্মনা] আপন খুশিতে।
তিরোহিতম্— অগ্নির তিরোধান হয় মহাশূন্যে। তু. কে. উ. ইন্দ্র যক্ষকে জানতে গেলেন, আর যক্ষ মিলিয়ে গেলেন আকাশে (৩/১১)। সেখানে যক্ষের স্বরূপ জানিয়ে দিলেন হৈমবতী, এখানে অগ্নিকে মানুষের কাছে নিয়ে এলেন।
আনয়ৎ মাতরিশ্বা— [দ্র. ৩/২/১৩] বিশ্বপ্রাণ, মহাবায়ু। নিদিধ্যাসনের ফলে মানুষ অগ্নিকে পায় (৪), কিন্তু বস্তুত মাতরিশ্বাই তাঁকে সাধকের কাছে নিয়ে আসেন। যেমন যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের অভিযানকে সার্থক করলেন হৈমবতী। সাধনার শুরু হয় প্রয়াসে, কিন্তু তার পরিণাম সিদ্ধ হয় প্রসাদে।
পরাবত ঃ— [তু. তিস্রো নাসত্যা রথ্যা 'পরাবতঃ' ১/৩৪/৭, আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোহপ ১/৩৫/৩, অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবতঃ উগ্রাদেবং হবামহে ১/৩৬/১৮, পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুরদ্রিম্ ১/৭৩/৬, য়ং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং (অগ্নিং) ভাঃ পরাবতঃ ১/১২৮/২, এন্দ্র যাহ্যপ নঃ পরাবতো ১/১৩০/১, ৪০/৮, ৩/৩৭/১১। 'আ যাত্বিন্দ্রো দিব আ পৃথিব্যা মক্ষূসমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ, স্বর্ণরাদবসে নো মরুত্বাৎ পরাবতো বা সদনাদৃতস্য ৪/২১/৩, ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ ৪/২৬/৬, আ যাত মরুতো দিব আন্তরিক্ষাদমাদুত, মাব স্থাত (সপ্তম্যর্থে) ৫/৫৩/৮, আয়য় পরমস্যাঃ পরাবতঃ

৫/৬১/১, *আ দূতো অগ্নিমভরদ্ বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ৬/৮/৪, য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতি তুর্বশং যদুম্ (ইন্দ্রঃ) ৬/৪৫/১, য়ো (বৃহস্পতিঃ) নো দাতা পরাবতঃ পিতেব ৭/৯৭/২, যেভিঃ তিস্রঃ পরাবতো দিবো বিশ্বাণি রোচনা ত্রীরক্তূন্ পরিদীয়থঃ (অশ্বিনৌ) ৮/৫/৮, য়ৎ পরাবতঃ উক্ষেণা রন্ধ্রময়াতন (মরুতঃ, ব্রহ্মরন্ধ্র তান্ড্য ব্রাহ্মণে ঋষির নাম ১৩/৯/১৯) ৭/২৬ ; ইহি তিস্রঃ, ইহি পঞ্চ জনাঁ অতি (ইন্দ্র) ৩২/২২ ; আবিবাসন্ পরাবতঃ অথো অর্বাবতঃ সুত ; ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ৯/৩৯/৫ ; শ্যেনো য়দন্ধো অভরৎ পরাবতঃ ৬৮/৬ (১০/১৪৪/৪); পরাবতঃ ন সাম তদ্ য়ত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ (তু. 'music of the spheres') ১১১/২; পরাবতঃ আ জগন্থা পরস্যাঃ ১০/১৮০/২ ; পরস্যা পরাবতঃ ১৮৭/২ ; ৩/৪০/৯; পরাবতম্ পরমাং গন্তরা উ ১০/৯৫/১৪ ; পরমেব পরাবতম্ সপত্নীং গময়ামসি ১৪৫/৪ ; ...। 'পরাবতঃ প্রেরিতবত্তঃ পরাগতাদ্ বা' নি. ১১/৪৮ ; 'দূরাদ্ দূরতরম্' দুর্গ। < পরা + বৎ ; তু. প্র. বৎ, উদরৎ ... ; বিপরীত 'অর্ধাবৎ' তিনটি 'পরাবৎ' আছে। শেষেরটি পরা বা পরমই, তু. 'পরমং ব্যোম'। তবে কোথাও কোথাও সাধারণ অর্থেও ব্যবহার আছে। (১/৩৬/১৮, ৫/৪৫/১, ১০/১৪৫/৪)। পরাবৎ হতে মাতরিশ্বা আনেন অগ্নিকে আর শ্যেণ আনেন সোমকে।] দূর দূরান্তর হতে, লোকোত্তর হতে।

দেবেভ্যঃ পরি — বিশ্বদেবতার কাছ থেকে। **মথিতম্** — অরণিমন্থনের পর যে অগ্নির আবির্ভাব তা বস্তুত লোকোত্তর হতে এবং মাতরিশ্বার প্রসাদে।

আবৃতচক্ষু হয়ে মানুষ খুঁজেছে তাঁকে, আর তিনি কেবল সরে-সরে গেছেন লীলাচ্ছলে, তলিয়ে গেছেন প্রাণ-সমুদ্রের গভীরে। তার মাঝে ঝাঁপ দিয়েও তাঁর সন্ধান পায়নি কেউ। তারপর অব্যাকৃতের অতলে জেগেছে বিশ্বপ্রাণের আন্দোলন, মহাশূন্য উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্বচেতনার প্রচ্ছটায়, আর সেই প্রথমজা দেবতাই অন্তর্গূঢ় বৈশ্বানরকে এইখানে বয়ে এনেছেন অতন্দ্র অরণিমন্থনের সিদ্ধিরূপে :

সরে-সরে গেছেন তিনি আপনা হতে
অগ্নি এমনি করেই হয়েছেন তিরোহিত।
তাঁকে আনলেন মাতরিশ্বা সুদূর হতে
বিশ্বদেবতার কাছ থেকে যখন তিনি হলেন মথিত।।

৬

তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত
দেবেভ্যো হব্যবাহন।
বিশ্বান্ যদ্ যজ্ঞা অভিপাসি মানুষ
তব ক্রত্বা যবিষ্ঠ্য।।

অগৃভ্ণত— [তু. অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত বিশো রাজানমুপ (বৈশ্বানরম্) ৬/৮/৪ ; অস্য দেবস্য সংসদ্যনীকে সংয়ংমর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে ৭/৪/৩ ; < √গৃভ্, গৃহ, গ্রহ + লং অন্ত। গ্রহণ করল, পেল।

দেবেভ্যঃ— তু. পূর্বঋক। প্রাণসমুদ্রের অব্যক্তে জীবসত্ত্ব লুকিয়ে থাকে। বিশ্বপ্রাণের উচ্ছলনে তার আবির্ভাব হয় মর্ত্যের আধারে। কিন্তু এসবেরই মূলে দেবতার লীলা, চিৎশক্তির খেলা।

অভিপাসি— [< অভি √পা (আগলে থাকা, রক্ষা করা) + লট্ সি] আগলে থাকে অভীপ্সাই হল সমস্ত সাধনার প্রবর্তক।

মানুষ— [তু. ইন্দ্রের বিণ. ১/৮৪/২০, ২/১১/১০, 'অগ্নে পূর্বা অনূষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ। অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোহসি যজ্ঞেষু মানুষঃ ১/৪৪/১০, দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ৩/২৩/৪।] মননের দীপ্তি হতে জাত। দেবতারা অমর, কিন্তু তাদের জন্ম আছে, যে জন্ম মানুষের মাঝে মানুষের জন্য। তু. ত্বং হি মানুষে, জনে হগ্নে সুপ্রীত ইধ্যসে ৫/২১/২।

যবিষ্ঠ্য— [তু. অগ্নির বিণ ১/৩৬/৬, ১৫/৪৪/৬, ৩/২৮/২, ৫/৮/৬, ২৬/৭, ৬/১৬/১১, ৪৮/৭, ৭/১৬/১০, ৮/৬০/৪, ৮, ৭৫/৩, ১০২/৩, ২০। রূপান্তরঃ 'যবিষ্ঠ'। য প্রত্যয় নিরর্থক (সায়ণ)। বিশেষণটি অগ্নিতে নিরূঢ়।] হে তরুণতম। অগ্নি চিরতরুণ। উপনিষদে আছে শরীর যোগাগ্নিময় হলে ভূতগুণের রূপান্তর ঘটে। তখন জরা ব্যাধি মৃত্যু থাকে না (শ্বে. ২/১২)।

বিশ্ব চিতেরই প্রেষণায় অব্যক্তের গভীরে মর্ত্যের মানব তোমার সন্ধান পেল। হে তপোদেবতা, বিশ্বদেবতার দান তুমি, আধারে তোমার জাগরণে দিব্য ভাবেরই সূচনা। আমার উৎসর্গের সকল সাধনাকে অবন্ধ্য সিসৃক্ষার প্রবেগ দিয়ে ঘিরে আছ

তুমি, তোমার নিত্যদহনের প্রৈতি ছাড়া কে আমার নৈবেদ্যকে দেবতার কাছে পৌঁছে দিত? আমার প্রবুদ্ধ মননের দীপ্তি তুমি, তুমি আমার চিরকিশোর মনের মানুষ:

সেই তোমাকে মর্ত্যেরা গ্রহণ করল
বিশ্বদেবতার কাছ থেকে, হে হব্যবাহন :
তাইতো উৎসর্গের সকল সাধনাকে আগলে থাকে, ওগো মানুষ,
তোমার সিসৃক্ষা দিয়ে, ওগো তরুণতম।।

৭

তদ্ ভদ্রং তব দংসনা
পাকায় চিচ্ছদয়তি।
ত্বাং যদ্ অগ্নে পশবঃ সমাসতে
সমিদ্ধম্ অপিশর্বরে।।

ভদ্রম্— [দ্র. ৩/১/২১, ২/১২, ৩/৪] কল্যাণদীপ্তি। দীপ্তি আর কল্যাণ অন্যোন্যনির্ভর। যা প্রদীপ্ত তা চিন্ময়, যা কল্যাণ তা আনন্দময়। সুতরাং 'ভদ্রং' বস্তুত বোঝাচ্ছে চিদানন্দরূপ সাধকের পরম পুরুষার্থকে। তু. ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা ঃ ১/৮৯/৮। বৈদিক জীবনদর্শনের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় এই ঋকটিতে।

দংসনা— [দ্র. ৩/৩/১১] দেব-লীলা।

পাকায়— [তু. 'পাকঃ' পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবানামেনা ১/১৬৪/৫ ; কিং তে (অগ্নে) পাকঃ কৃণাবদপ্রচেতাঃ, ১০/৭/৬ ত এতদহমা চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাম্ ১০/২৮/৫ প্র পাকং শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ (অগ্নে) ১/৩১/১৪ ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ১/১৬৪/২১ ; পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা ৪/৫/২ 'পাকেন' মনসা চরন্তমভিচষ্টে ৭/১০৪/৮, তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতস্তং ১০/১১৪/৪। 'পাকঃ' পশু (র) ভবতি' নি ৩/১২।] পাকযোগ্য বা কাঁচা যে তার কাছে; ঋজুমতি সরলের কাছে।

ছদয়তি— [√ছদ্, ছন্দ, চন্দ (ফুটেওঠা) + নি + লট্ তি। ফুটিয়ে তোলে।

পশবঃ— পশুরা। সায়ণ বলেন দ্বিপদ চতুষ্পদ সবাই। পশু প্রাণশক্তির প্রতীক, তাকে দেবতার বাহন করতে পারাই মানুষের পুরুষার্থ।
সমাসতে—ঘিরে বসে। পশুচারক সমাজের সান্ধ্য শিবিরের ছবি। কিন্তু স্পষ্টতই রূপক, নইলে ঋকের পূর্বার্ধের সঙ্গে খাপ খায় না।
অপিশর্বরে— [তু. মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত ৮/১/২৯।] শর্বরীমুখে (সায়ণ), প্রদোষে, সন্ধ্যায়। অগ্নি 'দোযাবস্ত'—। সন্ধ্যার অন্ধকারকে আলোকিত করেন (১/১/৭, ৪/৪/৯, ৭/১৫/১৫) অগ্নিহোত্রের সন্ধ্যার আহুতিও অগ্নির উদ্দেশে। পশুকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয় সন্ধ্যায়। প্রাণবৃত্তিকে তখন গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখ করবার সময়। তাতে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনকে পুরোধা করে রাত্রির অন্ধকার পার হতে হবে 'সূর্যো জ্যোতিঃ'র আশায়।
আজীবন খুঁজে এসেছি যে কল্যাণদীপ্তিকে, তোমারই দেবমায়া তার রহস্যকে একদিন উদ্ঘাটিত করে অকুটিল চিত্তের স্বচ্ছতার কাছে, যখন আঁধার পথের যাত্রামুখে অভীপ্সার শিখারূপে এই হৃদয়ে তুমি জ্বলে ওঠ আর তোমার মাঝে সংহত হয় আমার উন্মিষন্ত প্রাণের বৃত্তি যত:

সেই কল্যাণদীপ্তিকে তোমার দেবলীলা
ঋজুচিত্তের কাছে যে ফুটিয়ে তোলে।
তোমাকে যখন হে অগ্নি পশুরা ঘিরে বসে,
তুমি জ্বলে উঠলে পর রাত্রিমুখে।।

৮

আ জুহোতা স্বধ্বরং
শীরং পাবকশোচিষম্।
আশুং দূতম্ অজিরং প্রত্নম্ ঈড্যং
শ্রুষ্টী দেবং সপর্য়ত।।

স্বধবরম্— [দ্র. ৩/২/৮] ।ছন্দোময় যাঁর ঋজু চলন, তাঁর উদ্দেশে।

শীরম্— [তু. এই চরণটি ৮/৪৩/৩১, ১০২/১১, ১০/২১/১ ; শীর শোচিষম্ (অগ্নিম্) ৭১/১০/১৪, <√ শী (শুয়ে থাকা) সা, Geldner বলেন 'Scharfe' সম্ভবত <√ শা (শান দেওয়া) কিন্তু তাহলে 'শির' হওয়া উচিত ছিল। সায়ণের ব্যুৎপত্তিই ঠিক, তু. 'শয়ু' (দ্র. ৩/৫৫/৬) শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ১/৩১/২, এই নামের একজন প্রাচীন ঋষির নাম ঋক সংহিতার অনেক জায়গায় আছে। অগ্নি অরণিতে বা আধারে শয়ান বলে তাঁর এই নাম।] শয়ান ; আধারে নিগূঢ়। এই অর্থ 'শীর শোচি'র বেলাতেও খাটে। তু. 'অগ্নি দুরোক শোচিঃ' অর্থাৎ তাঁর জ্বালাকে পোষ মানানো সহজ নয়, তা সব সময়েই মানুষকে এড়িয়ে যেতে চায় (তু. ৭/৪/৩)।

আশুম — [তু. আশু র্জূজুবাঁ .... অর্বা ১/৯১/২০, ৪/১১/৪; অশ্ব ৪/২২/৮, ৭/৬৬/১৪, ১/৩৭/১৪, ৫/৫৫/১, ৫/৬১/১১···; ক্ষিপ্রগতি ৪/১/৪, ৭/১৮/৯ ···; আশুভিঃ পতসি (ইন্দ্র) ২/১৬/৩ ; সোমের বিণ ৯/৩৯/১, ৫৬/১, ৬৪/২০, ৬২/১৮··· ; ইন্দ্রের ৮/৯৯/৭, ১০/১০৩/১, দধিক্রার ৪/৩৯/১, তার্ক্ষ্যের ১০/১৭৮/১, রথের ৯/১৫/১। নিঘ. 'অশ্ব' ১/১৪, 'ক্ষিপ্র' ২/১৫, 'আস ইতি চ শু ইতি চ ক্ষিপ্র ভবতঃ নি ৬/১। <√ অশ্ (ছোটা, ছেয়ে ফেলা, পৌঁছন)। 'ক্ষিপ্রব্যাপিণম' স্কন্দ. ১/৪/৭। অশ্বের সঙ্গে যোগ স্পষ্ট।] ক্ষিপ্রব্যাপী।

অজিরম্— [তু. শক্রন্বাধতে তমো অজিরো ন বোড়্হা ৬/৬৪/৩, মিত্রাবরুণাজিরো দূতো অদ্রবৎ ৮/১০১/৩, পূষার বিণ ১/১৩৮/২, যানের ৪/৪৩/৬, ত্বামীলতে অজিরং দূত্যায় (অগ্নে) ৭/১১/২, ক্রি. বিণ ১০/১০২/৪, অশ্বের বিণ ৩/৩৫/২, ৫/৫৬/৬··· <√ অজ্ (লাফিয়ে ওঠা)।] ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, লেলিহান।

শ্রুষ্টী— তৎপর হয়ে, অতন্দ্র থেকে।

সপর্যত— [<√ সপর্য <√ সপ্ + অস্, অর্ + য (সেবা করা)] পরিচর্যা কর, আরাধনা কর।

আধারের গভীরে শয়ান তিনি — নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। ঢাল তাঁর 'পরে তোমার আতপ্ত চেতনার টলমল ধারা, —তাঁর পুণ্যশিখা বজ্রের দহনে ছড়িয়ে পড়বে আধারময়, ছন্দোময় ঋজুগতিতে শুরু হবে তাঁর উজান-বাওয়া। দেবতার ক্ষিপ্র দূত তিনি,

ঊর্ধ্বমুখ আকৃতিতে চঞ্চল। চিরন্তন তিনি, তবুও নিঃসুপ্ত হয়ে আছেন তোমারই এষণায় জ্বলবেন বলে। হে ঋত্বিক, অতন্দ্র হও, উৎসুক হও, তোমাদের সব দিয়ে আপ্যায়ন কর সেই জ্যোতির শিখাকে:

এইখানে ঢাল তোমাদের হবিঃ তাঁর উদ্দেশে, ছন্দোময় যাঁর ঋজু চলন,
আধারে শয়ান যিনি ; যাঁর শুক্লশিখা পুণ্য করে সব কিছু
ক্ষিপ্রব্যাপী দূত তিনি উৎশিখ ; চিরন্তন তাঁকে জ্বালাতে হবে —
তৎপর হয়ে দেবতার কর আরাধনা।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

দশম সূক্ত

১

ত্বামগ্নে মনীষিণঃ সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবং মর্তাস ইন্ধতে সমধ্বরে।।

মনীষিন্—(জস্) [মন্ + ঈষা + ইন্] মনকে ঊর্ধ্বমুখী করে যে। 'মনীষা' বিজ্ঞান, সুতরাং মনীষী বিজ্ঞানী।
'সম্রাজং চর্ষণীনাম্' — 'চর্ষণী' প্রাণের চলন-স্বভাব, কর্মস্পন্দ। অগ্নি তাদের 'সম্রাট' অর্থাৎ ঈশান। সমস্ত প্রাণস্পন্দেরই একটি সুদূর লক্ষ্য আছে—ভূমাতে পৌঁছনো। অগ্নি তার নিয়ন্তা এবং দিশারী।

মর্ত্যের মানুষ হয়েও ঊর্ধ্বজ্যোতির আকৃতিতে আকাশের পানে উধাও হয়েছে যাদের মন, তারাই আধারে তোমার প্রেরণায় অভীপ্সার চিন্ময়ী দ্যুতিকে জ্বালিয়ে রাখে, হে তপোদেবতা। তারা জানে, উত্তরায়ণের এই সহজ পথে তুমিই দিশারী, প্রাণের বিচিত্র স্পন্দকে ছন্দে গাঁথতে পার তুমিই শুধু:

তুমিই, হে তপোদেবতা,
ঈশান যত প্রাণস্পন্দের। মনীষীরা
মর্ত্য হয়েও চিদালোকরূপে সমিদ্ধ করে তোমায় সহজের সাধনায়।

২

ত্বাং যজ্ঞেষবৃত্বিজমগ্নে হোতারমীলতে।
গোপা ঋতস্য দীদিহি স্বে দমে।।

ঋত্বিজ্—(অম্) অগ্নি ঋত্বিক বা ঋতুযাজী। 'ঋতু' কালের ছন্দ। সাধনায় ক্রম আছে, বিশ্ববিধানের সঙ্গে তার চলার একটা সামঞ্জস্য আছে। অন্তরের আগুন বোধি দিয়ে তা বুঝতে পারে।

গোপা ঋতস্য—আগুন জ্বললে সাধনার ছন্দ আপনা হতেই ঠিক হয়ে আসে, বেতালে তখন পা পড়ে না।
স্বে দমে—আধারে। যাজ্ঞিকদের মতে গার্হপত্যের কুণ্ডে — যেখানে আগুন সব সময়ে জ্বলে। শরীর অগ্নিশালা, তার বেদি নাভিতে। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান — পুবে আহবনীয়ের। আহবনীয়ে দেবতাদের আবাহন করে আনতে হয়। পশ্চিমের আগুন পুবে যায় উজিয়ে।

হে দেবতা, আমাদের দিব্যভাবের সাধনায় তুমিই ঋত্বিক, কালের ছন্দ জান ; আবার তুমিই হোতা — আধারে নামিয়ে আন প্রবুদ্ধ চেতনার দীপ্তি। তোমায় সবাই জ্বালিয়ে তোলে অভীপ্সার শিখারূপে দেবতার পানে। তোমার উদ্বোধনে জীবনের ছন্দ হয় বিশ্বচ্ছন্দের অনুগামী। এ আধার — তোমার আপন ঠাঁই ; এইখানে জ্বলে ওঠ মূর্ধন্যচেতনার পানে লেলিহা নিয়ে:

তুমিই যজ্ঞের 'ঋত্বিক',
হে তপোদেবতা তুমিই হোতা। তোমায় তারা জ্বালিয়ে তোলে।
রাখাল তুমি সত্যের ছন্দের ; জ্বলে ওঠ আপন ঘরে।।

৩

স ঘা যস্তে দদাশতি সমিধা জাতবেদসে।
সো অগ্নে ধত্তে সুবীর্যং স পুষ্যতি।।

সমিধা দদাশতি—নিজেকে জ্বালিয়ে আত্মাহুতি দিতে হবে সেই আগুনে।
সুবীর্য—(অম্) কল্যাণবীর্য, যে-বীর্যের প্রকাশে ছন্দ আছে, সুষমা আছে। একেই কখনও-কখনও বলা হয়েছে 'সুবীর্য'। বীর্য হতেই আসে 'পুষ্টি'। সাধনা যান্ত্রিক নয়,—সে একটা জীবনায়ন, বীজের অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হওয়ার মত।

কত জন্মের ভিতর দিয়ে চলে আধারের জন্মান্তর, তুমিই তার সাক্ষী। তোমাকে সামনে রেখে আপনাকে যে জ্বালিয়ে দেয়, তোমার আগুনে আহুতি দেয় তার সবকিছু, সকল বাধাকে নির্জিত করে লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাবার বীর্যকে সেই আবিষ্কার করে জীবনের ছন্দে, তারই আধারে দিব্যচেতনার উন্মেষ ঘটে 'কলায় কলায়':

সে-ই আর কেউ নয়—যে তোমায় নিজেকে দেয়
আগুন জ্বালিয়ে, জন্মলীলার সাক্ষী জেনে তোমাকে,—
সে-ই হে তপের শিখা, আধারে পায় বীর্যের সুষমা, সে-ই হয় পুষ্ট।।

৪

স কেতুরধ্বরাণামগ্নি র্দেবেভিরাগমৎ।
অঞ্জানঃ সপ্ত হোতৃভির্হবিস্মতে।।

কেতু—(সু) নিশানা, স্ফুরন্ত চেতনা। আগুন জ্বললেই তবে বোঝা যায় এবার বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথের সন্ধান পেয়েছি আমরা। বাঁকা পথ প্রমাদের, বঞ্চনার, লোলুপতার। 'অধ্বর' সোজা পথ, তা সত্যের — সারল্যের ও উৎসর্গের।

অঞ্জান—(সু) [√ অঞ্জ্ (ঘি মাখানো, অভিব্যক্ত করা) + শানচ্] প্রকটিত, স্ফুরিত।

সপ্ত হোতৃভিঃ—[সাতটি হোতা কারা, কোন্ যজ্ঞে ?] মানুষ হোতারা অগ্নিরই প্রতিভূ—অগ্নি দেবহোতা। তাঁর শক্তিতেই তাঁকে আমরা ডাকি। চেতনার সাতটি ভূমিতে সাতটি হোতা জাগৃতির মন্ত্রে আগুন জ্বালিয়ে তোলেন। তাঁরা সপ্ত লোকপাল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষণ্য ইন্দ্রিয়।

নিজের বলতে কিছুই রাখেনি যে, আগুন জ্বলে ওঠে তারই মাঝে। তার শিখায় ঝলমল করে উত্তরায়ণের সহজ পথ। সেই জ্যোতিঃ-সরণি বেয়ে দ্যুলোকের আগুনের সাথে বিশ্বদেবের দীপ্তি নেমে আসে এই আধারে, চেতনার সপ্তভূমিতে প্রাণের উদ্বোধন মন্ত্রে জ্বলে ওঠে চিদগ্নির নিগূঢ় শিখা:

> সেই তো চিন্ময় নিশানা সহজ-পথের,
> সেই অগ্নিই বিশ্বদেবকে নিয়ে এইখানে এলেন।
> তাঁকে ব্যক্ত করল সাতটি হোতা,—এলেন তিনি সবদিক দিয়ে তার কাছে।।

৫

প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোহগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ।
বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে।।

হোত্রে—অগ্নি হোতা, ডাকছেন 'বেধাকে'।

পূর্ব্যং বচঃ—আদি বাক্, পরা বাণী। এই বাণী 'বৃহৎ'। স্পষ্টতই প্রণবের দ্যোতনা এখানে। যে আদিবাক্ বৃহতের চেতনা আনে, অথবা চেতনাকে বৃহৎ করে, তাই দিয়ে অভীপ্সার আগুনকে আপ্যায়িত করতে হবে।

বিপ্—যা আবেগে কাঁপে, হৃদয়। পিবাং জ্যোতি স্পষ্টতই হার্দজ্যোতি। হৃদয় থেকে একটি করে জ্যোতির শিখা সঙ্গত হয়েছে পরম জ্যোতির মাঝে। তুঃ উপনিষদ্…।

বেধস্—(ঙে) [√ ব্যধ্, বিধ্ (বিদ্ধ করা) + অস্] আলোক রশ্মি দিয়ে জীবাধারকে বিদ্ধ করেন যিনি। আদিত্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগের কথা উপনিষদে আছে। মূলে 'ন' উপমার্থে। প্রণব উচ্চারণ করতে হবে যেমন অগ্নির উদ্দেশে, তেমনি এই বেধার উদ্দেশে। হৃদয়ে যে জ্যোতি সূর্যমুখী হয়ে কাঁপছে, সে প্রবুদ্ধ আগুনেরই শিখা।

অভীপ্সার আগুন আধারে জ্বলে ওঠে, আকুল আহ্বান পাঠায় দেবতার পানে। যে বাণীর ঝঙ্কার ফোটে সৃষ্টির স্পন্দনে, চেতনাকে বৃহতে ছড়িয়ে দেয় যার অনুরণন; সেই বাণীর গুঞ্জনে আপ্যায়িত কর আগুনের শিখাকে। হৃদয়ে সে ফুটুক শুভ্রজ্যোতির আকম্প্র বিদ্যুৎ হয়ে, নিলীন হোক তাঁর মাঝে, যাঁর আলোর তীরে এ আধার বিদ্ধ হয়েছে জন্মের প্রথম লগ্ন হতে। সেই পরম দেবতার পানেও পাখা মেলুক অনাহত বাণীর জ্যোতির্বিহঙ্গ :

হোতা তিনি। আদি বাক্‌কে
সেই চিদগ্নির কাছে বয়ে আন তোমরা। বৃহৎ সে-বাণী।
কম্প্র হৃদয়ের জ্যোতিকে ধরে আছেন যিনি, সেই বেধারও কাছে বয়ে আন তাকে।

৬

অগ্নিং বর্ধন্তু নো গিরো যতো জায়ত উক্থ্যঃ।
মহে বাজায় দ্রবিণায় দর্শতঃ।।

উক্থ্য—(সু) উক্থ বা বাণীর সাধনা হতে অগ্নির জন্ম। মন্ত্রজপে চেতনায় আগুন ধরে যায়, একটি মেয়ে বলেছিল, "নাম তো নয়, আগুন"।
দর্শত—(সু) নিগূঢ় অগ্নিচেতনা মন্ত্রের সাধনায় সুব্যক্ত হয়। উপনিষদে আছে ধ্যাননির্মন্থের সাধনায় নিগূঢ় দেবতাকে দেখার কথা। ধ্যান জ্ঞানীর, জপ কর্মীর। জপ সূক্ষ্মতম কর্ম।

মন্ত্র চেতন হয়েছে আধারে, এইবার সে উৎশিখ করে তুলুক, ছড়িয়ে দিক যে আগুন স্তিমিত হয়ে ছিল আমাদের মাঝে। মন্ত্রই তো আগুন জ্বালায়। সে আগুন ঝলসে ওঠে বজ্রের তেজে, শিরায়-শিরায় বয়ে যায় বিদ্যুতের স্রোতে :

অগ্নিশিখাকে বাড়িয়ে তুলুক আমাদের বোধনমন্ত্র —

ঐ হতেই তো জন্ম নেয় বাণীর কুমার,

বিপুল বজ্রতেজ আর প্রাণের ধারা আনবে বলে প্রকট হয়ে।

৭

অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবযতে যজ।

হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ।।

যজিষ্ঠ—(সু) শ্রেষ্ঠ যাজক। যজ্ঞের একটা দিক ভাবনা বা চিন্ময় রূপের সৃষ্টি করা। হৃদয়ের আগুনে দেবতা রূপ ধরেন।

বিরাজসি অতি স্রিধঃ—মানুষ আমরা, প্রমাদ থাকা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু সব সত্যও পূর্ণ হয়ে ওঠে, তুমি যখন চারদিক আলো করে জ্বলে ওঠ।

হে তপোদেবতা, সেই পরমদেবতার কামনায় সহজের জ্যোতিঃসরণি ধরে চলেছে যে, তার মধ্যে বিশ্বদেবতাকে রূপ দাও তুমি, যাঁর আলোতে অনায়াসে হবে বিশ্বাতীতকে পাওয়া। প্রবুদ্ধ চেতনায় দেবতার রূপ ফোটাতে কে জানে আর তোমার মত, তাঁকে ডেকে আন আমার মাঝে, ওগো সুধায় মাতাল। এই যে আমার জীবনজোড়া সকল প্রমাদ ছাপিয়ে আলোর ছটায় ছড়িয়ে পড়লে তুমি ভুবনময় :

হে তপোদেবতা, শ্রেষ্ঠ যাজক তুমি। সহজের অভিযানে

বিশ্বদেবকে ফুটিয়ে তোল দেবকামীর কাছে।

হোতা তুমি, আনন্দে মাতাল ;বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড় ছাপিয়ে আমার প্রমাদ যত।।

৮

স নঃ পাবক দীদিহি দ্যুমদস্মে সুবীর্যম্।

ভবা স্তোতৃভ্যো অন্তমঃ স্বস্তয়ে।।

দ্যুমৎ সুবীর্যম্—যে বীর্যে আলো আছে, ছন্দ আছে। অনেক বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হবে ; তাই সাধনপথের প্রধান পাথেয় বীর্য। কিন্তু সে-বীর্য জ্ঞানের আলোতে দীপ্ত—অন্ধ দুরাগ্রহ নয় ; আর তার চলন ছন্দোময়—উচ্ছৃঙ্খল নয়।

অন্তম—(সু) [= অন্তরতমঃ] সবার চাইতে কাছে। বুকের মধ্যে বাসা বাঁধ তুমি, ছেড়ে যেওনা কখনও।
স্বস্তি—(ঙ) অস্তিত্ব বা সত্তার চরম রূপ, যেখানে সব ছন্দোময়। এই হল পরম পদ বা চেতনার চরম প্রতিষ্ঠা।

হে দেবতা, আধারের সমস্ত কলুষকে দগ্ধ কর,—ঝলসে ওঠ আমাদের মাঝে দ্যুলোক-ছাওয়া বিদ্যুতের দীপ্তিতে, বীর্যের বজ্রচ্ছন্দে ঃ পথ শুচি হোক, প্রদীপ্ত হোক, ছন্দোময় হোক — দুর্বার হোক চলার বেগ। তোমার সুরে হৃদয় ভরেছে যাদের, তাদের গভীরতায় আসন পাত—নিঃশব্দে সেখানে নামিয়ে আন শুদ্ধ সন্মাত্রের সর্বাধার ছন্দ:

সেই তুমি আমাদের মাঝে, হে পাবক জ্বলে ওঠ,

বিদ্যুন্ময় কল্যাণবীর্যে জ্বলে ওঠ আমাদের আধারে।

তোমার গান গায় যারা, হও তাদের অন্তরতম, আন অস্তিত্বের পরম ছন্দ।।

৯

তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
হব্যবাহমমর্ত্যং সহোবৃধম্।।

বিপ্র—(জস্) টলমল করছে হৃদয় যাদের ভাবের আবেশে।
বিপন্যু—(জস্) [<√ পন্ (স্তুতি গাওয়া) + যু] তোমার সুরে জীবন ভরেছে যাদের।
জাগৃবস্—(জস্)—যারা জেগেছে প্রমাদের ঘোর হতে। অধ্যাত্মজীবন একটা নতুন জাগরণ, যার আর এক নাম 'প্রতিবোধ'।
সহোবৃধ্—আগুন শুধু জ্বাললে হবে না, তাকে জিইয়ে রাখতে হবে, আবার তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে আধারময়। ছড়াতে গিয়ে আমরা বাধা পাই। দুঃসাহসীর বীর্যে সে-বাধাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

ঘুমের ঘোর ভেঙেছে যাদের,—তোমার ছোঁয়ায় হৃদয় যাদের টলমল, তোমার সুরে মুখর জীবন, তারাই তোমায় আধারে জ্বালিয়ে তোলে। মর্ত্যের বুকে অমৃতের শিখা হয়ে জ্বল তুমি তাদের মাঝে, জাগ্রত জীবনের প্রতি মুহূর্তের উৎসর্গকে বয়ে নাও দেবতার কাছে। দুঃসাহসীর বীর্যে জড়ত্বের সকল বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে তারাই তোমায় ছড়িয়ে দেয় ভুবনময়:

সেই তোমাকেই তারা জ্বালিয়ে তোলে আবেশে যারা টলমল, গানের সুরে মুখর,—
জেগে উঠেছে যারা, তারাই তোমায় জ্বালিয়ে তোলে
হব্য-বাহন, অমৃত তুমি, — তাদের দুঃসাহসী বীর্যে বেড়ে চল।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

একাদশ সূক্ত

১

অগ্নির্হোতা পুরোহিতোহধ্বরস্য বিচর্ষণিঃ।
স বেদ যজ্ঞমানুষক্।।

পুরোহিত—(সু) সায়ণের ব্যাখ্যা ঃ পুরঃ পূর্বভাগে আহবনীয়রূপেন হিতো নিহিতঃ ইতি পুরোহিত, অগ্রণী, দিশারী। **বিচর্ষণি**—(সু) [বিশেষেণ দ্রষ্টা (সা) ; most swift in act (G) ; বি + √ চর্ (ষ্), কর্ষ্ < কৃষ্ + (অ) + নি] বিচরণশীল, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া স্বভাব যার (আগুনের শিখার দিক থেকে) ; (যদি < √ কৃষ্) বিকর্ষণ বা বিশেষরূপে আকর্ষণ করা স্বভাব যার, চেতনাকে উর্ধ্বমুখে আকর্ষণ করে যে (তু. সঙ্কর্ষণ শক্তি)। **আনুষক্**—[< অনুষক্ < √ অনু + সচ্ (লেগে থাকা)] নিরন্তর, ছেদহীনভাবে। অভীপ্সা অপ্রমত্ত হওয়া চাই।

উত্তরায়ণের সহজপথে ছুটে চলেছে শরবৎতন্ময়ী চেতনা, অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার শিখাই তার অগ্রণী, আধার জুড়ে ছড়িয়ে পড়া তার তাপ প্রাণকে টানছে উপর পানে, দেবতাকে নামিয়ে আনছে এইখানে। আমার মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে ছেড়ে যাওয়ার যে-সাধনা তার প্রতি পর্বে রয়েছে এই তপোদেবতার অতন্দ্র দৃষ্টি :

অগ্নিই ডেকে আনেন দেবতাকে এইখানে, তিনিই দিশারী
সহজপথের,—আকর্ষণ করেন উজানপানে ;
তিনি জানেন উৎসর্গের সাধনাকে নিরন্তর।

২

স হব্যবালমর্ত্য উশিগ্দুতশ্চনোহিতঃ।
অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি।।

উশিক্—কামনায় ব্যাকুল। অগ্নির ঊর্ধ্বমুখী চঞ্চল শিখা অভীপ্সার ব্যাকুল সংবেগের প্রতীক।
চনোহিত—(সু) [স্বরবিচার করে সায়ণ দু'রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন — গতিসমাস আর বহুব্রীহি সমাস মেনে] 'চনঃ' আনন্দ নিহিত যার মধ্যে ; আনন্দে নিহিত যিনি। অগ্নি জীবসত্ত্ব ; আনন্দের সঙ্গে জীবসত্ত্বের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। উপনিষদে এই আনন্দকে বলা হয়েছে রস। 'তিনি রসস্বরূপ' ; তাঁর রসের একটি ফোঁটা নিয়ে সবার জীবন। জীব 'মধ্বদ' বা 'পিপ্পলাদ' ; ঋগ্বেদের ভাষায় সে স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি (পিপ্পলাদ)। [তু. শ্রীঅরবিন্দের চৈত্যপুরুষ যা ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের প্রতিরূপ]। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতায় সুখ-দুঃখের অনুভবে রসঘন।
সমৃধ্বতি—সঙ্গত হন, সংহত হন ; অতন্দ্র (চেতনাকে) গুটিয়ে আনেন (তু. ৩/২/১)। চিত্তের তাপ ধ্যানচেতনার একটি শিখায় সংহত হয়।
আমারই গভীরে এই অমৃতের দিব্যশিখা আমার উৎসর্গকে বয়ে নিয়ে চলেছেন অসীমের পানে। অনন্তের কামনায় বিহ্বল অথচ সান্তের আনন্দে টলমল। সে শিখার নিত্য দূতীয়ালি দেবতা আর মানুষের মাঝে — ধ্যানচেতনার একটি অতন্দ্র বিদ্যুৎচেতনায় আধার জুড়ে ছড়িয়ে পড়া তপের তাপকে সংহত করে :

> তিনি হব্যবাহন অমৃতস্বরূপ ;
> কামনার ব্যাকুল দূত তিনি, আনন্দে নিহিত ;
> অগ্নিই ধ্যানচেতনায় হন সংহত।

৩

অগ্নির্ধিয়া স চেততি কেতুর্যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ।
অর্থং হ্যস্য তরণি।।

চেততি—চেতনায় স্পষ্ট করে তোলেন 'অর্থকে'।
যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ কেতুঃ—উৎসর্গ সাধনার প্রথম নিশানা তিনি। আধারে তপসঞ্চার থেকেই বোঝা যায় এবার মর্ত্যের বোঝা ফেলে দিয়ে দেবযানের পথে পা বাড়ানো শুরু হল। **অর্থ**—(অম্) [√ ঋ(চলা) + থ] লক্ষ্য। এই লক্ষ্য 'তারক ব্রহ্ম' —যে বৃহতের চেতনায় সব বন্ধন খসে যায়। **তরণি**—(অম্) যা ত্রাণ করে, তারক। কিসের থেকে ত্রাণ ? উপনিষদের ভাষায় শোক ও মোহ হতে ; বেদের ভাষায় ভয় হতে, 'অংহ' হতে।

আমার চিত্তের জ্বালা এই তপোদেবতারই অনির্বাণ দহন ; সেই তো জানিয়ে দেয় এবার সব ছাড়তে হবে, বেরিয়ে পড়তে হবে সেই অজানার অভিসারে। এই দেবতাই যে আমার নীরন্ধ্র ধ্যানচেতনায় ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অতন্দ্র অভিযানের সেই সুদূর লক্ষ্য যেখানে আমার সকল বাঁধন খসে যাবে অজস্র জ্যোতির কূলে:

সেই তপোদেবতাই ধ্যানচেতনায় ফুটিয়ে তোলেন দূরের লক্ষ্য ;
তিনিই উৎসর্গ সাধনার প্রথম নিশানা ;
লক্ষ্য যে তাঁর সব তরানো।

৪

অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং সহসো জাতবেদসম্।
বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।।

সনশ্রুত—নিত্য-শ্রুত। যার রূপ আছে, তাঁকে দেখি ; যিনি অরূপ, তাঁকে শুনি। শুনি ঋষির কাছে, তারপর মন দিয়ে তাঁকে ধরি। শ্রুতি তাই রূপের জগতের বাইরে; দার্শনিকের ভাষায় বিশ্বোত্তীর্ণ। আমার সাধনবীর্যে এই বিশ্বোত্তীর্ণ অগ্নিই আমার মধ্যে আবির্ভূত হন দৃশ্যরূপে।

আমার জন্মজন্মান্তরের বিচিত্র বিবর্তনের সাক্ষী এই শুদ্ধসত্ত্ব—চিরকাল ধরে চলার পথে শুনে এসেছি তাঁর বাঁশী, — আমার দুঃসাহসের বীর্য দিয়ে এই আধারে ফুটিয়েছি তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ। আজ বিশ্বদেবতা আমার মাঝে তাঁকে বইয়ে দিলেন অভীপ্সার উজানধারায়:

এই অগ্নি আমার দুঃসাহস হতে প্রজাত,—
চিরকাল শুনেছি তাঁকে, আমার জন্মজন্মান্তরের সাক্ষী তিনি।
প্রবাহরূপে বিশ্বদেবতা ফোটালেন তাঁকে আমার মাঝে।।

৫

অদাভ্যঃ পুর এতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্।
তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ।।

অদাভ্য—[অ + √ দভ্ (অনিষ্ট করা, ক্ষুণ্ণ করা, খাটো করা) + ন্য ৎ] কেউ তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না, অনির্বাণ। **পুর এতা**—আগে চলেছেন যিনি, দিশারী। **বিশাং মানুষীণাম্**—মানুষের মধ্যে যারা প্রবর্ত তাদের। যারা নতুন ঢুকেছে [বিশ্] অধ্যাত্ম রাজ্যে তারা 'বিশ্'। যারা সাধক, তারা 'ক্ষত্র'। যারা সিদ্ধ তারা ব্রহ্ম। এছাড়া সবাই শূদ্র। **তূর্ণী**—(সু) ছুটে চলেছে যে।

উত্তরায়ণের পথে নতুন পথিক যারা, তাদের সামনে চলেছেন দিশারী হয়ে এই তপের শিখা ; কে তাঁর বেগকে রুদ্ধ করবে, কে তাঁর জ্বালাকে করবে ম্লান ? ছুটে চলেছেন তিনি দুর্বার গতিতে রথের মত—চিরকিশোর, নিতুই-নূতন :

কেউ ঠেকাতে পারে না তাঁকে ; সামনে চলেছেন
এই তপের শিখা প্রথম পথিক মানুষদের ;
ছুটে চলেছেন রথের মত—নিতুই-নূতন।

৬

সাহ্বান্বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ।
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ।।

সাহ্বান—[√ সহ (লুটিয়ে দেওয়া) + ক্বসু] যিনি লুটিয়ে দেন ধুলোয়। **অভিযুজ্**—আততায়ী, অপরাপ্রকৃতির অভিঘাত। **ক্রতুর্দেবানাম্ অমৃক্তঃ**—অগ্নি বিশ্বদেবের অবন্ধ্য সিসৃক্ষা, তাঁর সৃষ্টির সিদ্ধবীর্য। তাঁর ইচ্ছা আর আমার অভীপ্সা মিলেছে এই অপরাজেয় বীর্যের ক্ষেত্রে। **'অমৃক্ত'** [< √ মৃচ্ (ক্ষতি করা).. মর্কট] **তুবিশ্রবস্তম**—(সু) [তুবি (< √ তু. ক্রমেই যা জোর ধরে) + শ্রবস্ + তম] সবাইকে ছাপিয়ে চলে যাঁর পরম অনুভব। 'শ্রবঃ' মহাশূন্যের গভীরে দেবতার অনুভব শুধু স্পন্দন রূপে। এই স্পন্দনের সামান্য নাম প্রণব। শাব্দিকের তাই স্ফোট। তন্ত্রমতে অগ্নিবীজ 'রং'। এই বীজের শিখা জ্বলে উঠে সমস্ত আধারকে ছেয়ে ফেলতে পারে, তখন তার জ্বালা সহ্য করা কঠিন হয়। অগ্নির আর এক বিশেষণ 'চিত্রশ্রবস্তমঃ'। উপমায় পাবে এক বজ্রের আগুন, আর এক চাঁদের আলো।

অপরা প্রকৃতির হানা চারদিক থেকে ; আমার অভীপ্সার আগুন তাকে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে দেয় তার বজ্রতেজে, কেননা সে যে বিশ্বদেবতারই সিসৃক্ষার অবন্ধ্য শিখা।

সত্তার গভীরে মহাশূন্যের বুকে শুনেছি তাঁর বজ্রনির্ঘোষ, উদ্বেল হয়ে উঠেছে সব ছাপিয়ে:

লুটিয়ে দিয়েছেন তিনি যত আততায়ীকে
বিশ্বদেবের সিসৃক্ষা তিনি অবন্ধ্য।
এই অগ্নির বীজের বীর্য সব ছাপানো।।

৭

অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ।
ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ।।

প্রযস্—(নি) [√ প্রী (খুশী করা, খুশী হওয়া, ভালবাসা) + অস] প্রীতির উপচার। **বাহস্**—(টা) যে বহন করে, অভীপ্সার শিখা। এখানে অধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার। সাধনা ও সিদ্ধি হিসাবে একই অগ্নির দুটি রূপ। অভীপ্সা সাধন—যা উৎসর্গকে অতন্দ্র হয়ে বহন করে ; আনে সিদ্ধি। ক্ষয়—(অস্) [√ ক্ষি (বাস করা) + অচ্] নিবাসস্থান, ধ্রুবপদ। তু. যোগক্ষেম, যেখানে যোগ সাধনা, ক্ষেম প্রতিষ্ঠা।

অভীপ্সার শিখায় আহুতি দিতে হবে সব কিছু—দেবতার যা প্রিয়, দিতে হবে ভালবেসে। তবেই তাঁর তীক্ষ্ম জ্বালা ছড়িয়ে পড়বে আধারময়, সব কলুষ পুড়িয়ে দিয়ে শুদ্ধ করবে তাকে। তখন তাঁরই মৃত্যুবরণ পুণ্যদীপ্তির মধ্যে মর্ত্যের মানুষ পাবে তার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা :

ঢেলে দিয়ে প্রীতির উপচার তাঁর শিখায়
পায় যে মর্ত্যের মানুষ
প্রতিষ্ঠা তাঁর পুণ্যকৃৎ দীপ্তির মাঝে।

৮

পরি বিশ্বানি সুধিতাগ্নেরশ্যাম মন্মভিঃ।
বিপ্রাসো জাতবেদসঃ।।

'সুধিতা'—(= সুধিতানে) আধারে নিহিত দেবতার কল্যাণময় দান, দিব্যচিত্ত, সাধনার সিদ্ধি।

মন্ম—(ভিস্) মন্ত্র, মনন। কিন্তু মননের সঙ্গে থাকা চাই হৃদয়ের আবেগ। সাধকের বিপ্র হওয়া চাই।

হৃদয়ের আকুল ছন্দে জন্ম হতে জন্মান্তরে চলেছে তাঁর মন্ত্রের সাধনা ; সত্তার গভীরে তিনি তার সাক্ষী। তাঁরই কাছ থেকে চাই তাঁর আলোর প্রসাদ। অন্তরের মণিকোঠায় হাজার দীপের স্থির শিখা:

চারদিক হতে চাই যত কল্যাণ-সম্পদ্ সত্তার গভীরে—
এই তপোদেবতার কাছ থেকে চাই আমরা মন্ত্রের সাধনায়
আমরা কম্প্র হৃদয়,— তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সাক্ষী।

৯

অগ্নে বিশ্বানি বার্য্যা বাজেষু সনিষামহে।
ত্বে দেবাস এরিরে।।

বার্য—(= বার্যানি) যা কিছু বরেণ্য
বাজ—বজ্রযোগ, বীর্যের সাধনা। তাঁরই প্রসাদ, কিন্তু জিনে নিতে হবে বীর্য দিয়ে।
এরিরে—[আ + √ ঈর্ (চনা) + লিট্ ইরে] সংহত হলেন। দেবতার সমস্ত বিভূতি আগুনের মধ্যেই সংহত। অন্তরে আগুন জ্বললেই তাঁকে পাওয়া যায়।
হে তপোদেবতা, যা কিছু চেয়ে এসেছি জীবনভোর, সেই দিব্যসম্পদের অজস্রতা তোমারই মাঝে আমরা খুঁজে পাব, আর বজ্রযোগীর বীর্যের সাধনায় তাকে ছিনিয়ে নেব। তোমাকে পেলেই সব পাওয়া হবে আমাদের, কেননা বিশ্বদেবতার সব বিভূতি তোমারই মাঝে সংহত যে—নাভির মধ্যে অরের মত ঃ

হে তপোদেবতা, যা কিছু বরেণ্য,
বজ্রতেজের সাধনায় ছিনিয়ে নেব আমরা সে-সব
তোমার মাঝেই যে দেবতারা হয়েছেন সংহত।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র ও অগ্নি

দ্বাদশ সূক্ত

১

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্।

অস্য পাতং ধিয়েষিতা।।

নভস্—[আদিত্য, দ্যৌঃ (নিঘ ১/৪) নেতা ভাসাং জ্যোতিষাং প্রণয়েঅপিবা এতস্যাং বিপরীতো ন ন ভাতীতি (নি ২/১৪ ; 'উদক' ১/১২, নভসী দ্যাবাপৃথিবী ৩/৩০ ; Aryan base *mbh < *embh * ombh * enebh < *onebh *nembh (= blending of *embh & *nebh), > *nebh mist, rain, GK nephos 'cloud', Lat. nebula ; O.N. 'nift', 'mist', OE nifol dark, cp অভ্রঃ 'dull weather' GK aphros foam, অম্ভঃ 'water' GK ombross 'rain'] জ্যোর্তিবাষ্প, সোমপান জনিত মাদকতা হতে চেতনা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব চিন্ময় রূপে অনুভব হয়। সোমপানের ফলে যে আবেশ তা দেবতারই আবেশ ; চেতনার স্ফুর্তিতে দেবতার আবির্ভাব আধারে। তখন আমি আর পান করি না। আমাকে সোমপাত্র করে তিনিই্ পান করেন আমার জীবনরস। তারই জন্য তাঁকে আবাহন।

ধিয়েষিতা—আমার ধ্যানচেতনার দ্বারা প্রেষিত বা সঞ্চারিত অগ্নি এবং ইন্দ্র। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নি অভীপ্সা, ঈন্দ্র শৌর্য বা প্রবুদ্ধ প্রাণের উচ্ছ্বাস। তন্ত্রমতে সুষুম্না অগ্নিনাড়ী, তার গভীরে বজ্রনাড়ী, তারও গভীরে চিত্রানাড়ী। তিনটিতে অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম—এই্ তিন বৈদিক দেবতার ইশারা। এই্ সূক্তের প্রথম তৃচে তিনজনকে একত্র করা হয়েছে। যুগপৎ তিনটি চিৎশক্তির স্ফুরণ আধারে—অভীপ্সা, বীর্য আর উৎসর্গের আনন্দ।

এ জীবনকে নিঙ্ড়ে রেখেছি তোমাদের জন্য। হে অভীপ্সার শিখা, হে বজ্রের বীর্য, আমার একাগ্র ভাবনার সংবেগ তোমাদের নামিয়ে আনুক এই চেতনায়,—উদ্বুদ্ধ মননের ঝঙ্কারে নিঙ্ড়ে দেওয়া আমার উৎসর্গের আনন্দকে পান কর তোমরা দুজন,—মহাশূন্যের গহন গভীরে ফুটুক সেই অলখের জ্যোতির্বাষ্পময় নীহারিকা, যাকে চেয়ে এসেছি জীবনভোর :

হে বজ্রের ঝলক, হে অভীপ্সার শিখা, এসো এইখানে নিঙড়ে দেওয়া
বোধনমন্ত্রে সোমের ধারা—চিরবরেণ্য জ্যোতির্বাষ্প যেন ;
তাকে পান কর তোমরা দুজন,—এসেছ আমারই অগ্র্যা-বুদ্ধির প্রেরণায়।

২

ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ।
অয়া পাতমিমং সুতম্।।

জরিতর্—যে গান গায়। **সচা**—[বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়। সাধারণত সপ্তমী বিভক্তির সঙ্গে প্রয়োগ হয়। এখানে যজ্ঞের সঙ্গে অন্বয়েই জরিতৃ ষষ্ঠ্যন্ত। সেই অন্বয়ে উপসর্গ রয়েছে।] সঙ্গে। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলছে উৎসর্গের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজার কথা মনে করিয়ে দেয়।
চেতন—(সু) চেতনা জাগায় যে। আধারকে যে চিন্ময় করে ; চেতয়িতা (সা)। উৎসর্গের সাধনা চলছে আধারে আলোর আরোরা ফুটিয়ে। **অয়া**—অতএব।

হে বজ্রসত্ত্ব, হে তপোদেবতা, সঙ্গীতের প্রবাহে বয়ে চলেছে এই জীবনের ধারা, তারই সঙ্গে আপনাকে রিক্ত করবার অতন্দ্র সাধনা এগিয়ে চলেছে সেই অলখের পানে, প্রচেতনার দীপ জ্বেলে উত্তরায়ণের পর্বে পর্বে। .....অতএব এসো, এই যে পাত্র পূর্ণ,—তায় পান কর তোমরা দুজন ঃ

হে বজ্রসত্ত্ব, হে তপোদেবতা, সঙ্গীতসাধকের সঙ্গে
উৎসর্গভাবনা এগিয়ে চলেছে আধারকে চেতন করে ;
অতএব পান কর এই নিঙড়ে দেওয়া আনন্দ-সুধা।।

৩

ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে।
তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্।।

কবিচ্ছদ্—[কবি + √ ছদ্ (আবৃত করা, আবির্ভূত হওয়া) + ক্বিপ] উদ্দীপ্ত

হৃদয়কে আবৃত বা আবিষ্ট করেন যাঁরা। অন্তরে বজ্রের আগুন জ্বলে ওঠে, কবিতার স্ফূর্তি তখন। **জুতি**—(টা) সংবেগ। সব কিছু বিলিয়ে দেবার দুর্বার আকূতি নিয়ে বরণ করছি তোমাদের। **তৃম্পতাম্**—[√ তৃপ || তৃম্প (তৃপ্ত হওয়া) + লোট্ তাম] তৃপ্ত হোন।

অভীপ্সার শিখা আর বজ্রের দীপ্তি—তাঁরাই দ্যুলোকের আবেশ আনেন কবির চেতনায়। আমার সব খোয়ানো রিক্ততার তীব্র সংবেগ দিয়ে এই আধারে তাদের বরণ করি। এই যে পাত্র ভরে নিঙ্ড়ে রেখেছি আমার সুধার সঞ্চয়,—দেবতার তৃষ্ণা মিটুক তাই পান করে :

ইন্দ্র আর অগ্নি,—কবির হৃদয়কে আবৃত করেন তাঁরা ;
আমার উৎসর্গ-সাধনার সংবেগ দিয়ে তাঁদের বরণ করি,—
তাঁরা সোমের রসে এই আধারে তৃপ্ত হোন্।।

৪

তোশা বৃত্রহনা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা।
ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা।।

তোশ—[তোশো শত্রূণাং বাধকৌ (সা) ; bounterus (G) ; √ তুশ্ (বিন্দু-বিন্দু ঝরে পড়া) তু. দা. তোশ 'মূল্যবান বস্তু'] বিন্দু জ্যোতি ; পরবর্ত্তী বিশেষণ লক্ষণীয়। **স্জিত্বানম্**—চিরজয়ী [স (সর্বদা) + √ জি (জেতা) + ক্বসু]। **বাজ-সাতম**—বাজ + √ সন্ (ছিনিয়ে আনা, অধিকার করা) + ক্বিপ্ + তম্] অদ্রির বাধাকে বিদীর্ণ করে বজ্রশক্তিকে ছিনিয়ে আনতে যাঁদের জুড়ি মেলে না।

আকুল হয়ে তাঁদের ডাকি—আঁধারের আড়াল হতে যাঁদের চিদ্-ঘনবিন্দুর দীপ্তি, যাঁরা চিরঞ্জয়ী, অপরাজিত, অনড় তমিস্রার বুক চিরে ছিনিয়ে আনেন বজ্রের ঝলক :

দুটি উজ্জ্বল বিন্দু তাঁরা—ভাঙ্ছেন আঁধারের আবরণ,
নিত্যজয়ী—অপরাজিত
এই ইন্দ্র আর অগ্নি—বজ্রের তেজকে ছিনিয়ে আনতে কেউ পারে না তাঁদের মত।

৫

প্র বামর্চন্ত্যুক্‌থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ।
ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে।।

অর্চন্তি—আগুনের মন্ত্রে জ্বালিয়ে তোলে। **উক্‌থিন্**—'উক্‌থ' বা মন্ত্রের সাথক। 'ঋক্' তাদের সাধনার উপকরণ। **নীথবিদ্**—'নীথ' শক্তিচালনার উপায়, পথের সঙ্কেত, তা যারা জানে। 'যজুঃ' তাদের সাধনার উপকরণ। 'জরিতারা' গান গায়, তারা সুরের সাধক। তারা সামবেদী। **ইষ্**—জয় অফুরন্ত এষণা। কোথাও কোথাও তাকে বলা হয়েছে 'প্রজাবতীর্ ইষঃ'।

অগ্নিমন্ত্রে আধারে তোমায় উদ্দীপ্ত করে তোলে তারা, যারা বাণীর সাধক, জানে পথের সঙ্কেত, যারা সুরের পাগল। হে বজ্রসত্ত্ব, হে তপোদেবতা, আমি তোমাদের বরণ করি এইখানে, এই হৃদয়ে আন লোকোত্তর এষণার অফুরন্ত সংবেগ :

তোমাদের তারা জ্বালিয়ে তোলে, যারা বাণীর সাধক।
জানে শক্তি চালনার সঙ্কেত, যারা সঙ্গীত মুখর।
হে বজ্রসত্ত্ব, হে তপোদেবতা—অতন্দ্র এষণাকে এই আধারে আমি বরণ করি।।

৬

ইন্দ্রাগ্নী নবতিম্পুরো দাসপত্নীরধূনুতং।
সাকমেকেন কর্মণা।।

নবতিংপুর—৯০টি পুরী। সাধারণত ৯৯টি পুরীর কথাই বলা হয়। চেতনার তিনটি ভূমিতে ৩৩টি করে মোট নিরানব্বইটি। ভূলোকের পুরগুলি আয়স, অন্তরিক্ষের রজত, আর দ্যুলোকের সৌবর্ণ। সবগুলিই অসুরের বা অমার্জিত প্রাণশক্তির অধিকৃত। ইন্দ্র তাদের বিদীর্ণ করে মহাশূন্যে বিকীর্ণ করেন চিজ্জ্যোতি ; তাই তিনি পুরসার শতক্রতু। সংক্ষেপে তিনটি পুরের কথাও আছে, তুলনীয় পুরাণের শিব। চণ্ডীতে তিনটি অসুরবধ প্রধান—মধুকৈটভ, মহিষাসুর আর শুম্ভ-নিশুম্ভ। লক্ষণীয় শেষের অসুরটি শুম্ভ বা শুভ্র। শুভ্র বৃত্রের কথা বেদেও আছে ; স্মরণ করিয়ে দেয়

বাজসনেয়ী সংহিতার বিদ্যার তমের কথা। [পুর cp polis 'fortified city, city', pute 'city gate' Lith pites 'fortress, castle', etymology uncertain। কিন্তু সংস্কৃতে < √ পৃ পূর্ণকরা, করে তোলা। জীবচেতনা এক এক ভূমিতে পৌঁছে নিজেকে মনে করে পূর্ণ, ভাবে আর তার এগোবার দরকার নেই। একেই বলে 'অভিনিবেশ'—যা ঘোর তামসিকতা। প্রাণের এমনিতর প্রকট এক একটা বিশ্রাম ভূমিই 'পুর]। দাসপত্নীঃ — দাস পতি যাদের। 'দাস' তমোবৃত্তি, 'দস্যু' রজোবৃত্তি, 'দস্র' সত্ত্ববৃত্তি। সাকম্ একেন কর্মণা—একসঙ্গে এক হানায় সব পুর ভেদ করে ইন্দ্র বজ্র নিয়ে পৌঁছন সহস্রারে।

অন্ধপ্রাণ কুণ্ডলিত হয়ে আছে আধারের স্তরে স্তরে। তারপরে এল আগুন আর বজ্রের হানা। নিমেষের মধ্যে টলল তাদের আসন,—আঁধারের গ্রন্থিভেদ করে এক জ্যোতির শিখা উত্তীর্ণ হল দুল্যোকের বৈপুল্যে:

ইন্দ্র আর অগ্নি নব্বইটি পুরকে টলিয়ে দিলেন
দাস যাদের মালিক, টলিয়ে দিলেন তাদের
একসঙ্গে একই হানায়।।

৭

ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপপ্র যন্তি ধীতয়ঃ
ঋতস্য পথ্যা অনু।।

অপসঃ পরি—[আদ্যুদাত্ত ৫মী বিভক্তি] কর্ম হতে, অতন্দ্র সাধনা হতে। এই সাধনাই দেবোদ্দিষ্ট কর্ম। জপ, ধ্যান, যোগ, পূজা ইত্যাদি তার আধুনিক রূপ। **ধীতি**—(জস্) চিত্তের একতানতা, ধ্যানতন্ময়তা। **ঋতস্য পথ্যাঃ অনু**—[পথ্যা || পথিরা < পথি তু. প্রাকৃতে স্বার্থে-ইয়া-উয়া প্রত্যয়] যে উপায়ে সত্যকে পাওয়া যায় তাই ঋত। যজ্ঞ তার অন্যতম। সত্যসাধনার সুনির্দিষ্ট ধারা ধরে ধ্যানচেতনাকে পরিচালিত করতে হবে, অথচ ধ্যানের মূলে যে কর্ম তাতে অতন্দ্র থাকতে হবে।

উদ্বুদ্ধ প্রাণের অতন্দ্র সাধনা চলছে দেবোদ্দিষ্ট কর্মের ছন্দে। তাকে আশ্রয় করে উত্তরায়ণের ঋতময় পথে ধ্যানচেতনার অতন্দ্র অভিযান বজ্রসত্ত্ব আর তপোদেবতার পানে:

ইন্দ্র আর অগ্নির পানে অতন্দ্র কর্ম হতে
উৎসারিত হয়ে চলেছে চিত্তের একতানতা
ঋতের পথ বেয়ে।।

৮

ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ।
যুবোরপ্তু র্যং হিতম্।।

তবিষ—(নি) [√ তু (বলী হওয়া) + (ই) ষ || 'ত্বিষ্' দীপ্তি] জ্যোতি ঃ শক্তি যাতে আঁধারের গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়। **সধস্থ**—[= সহস্থ] একসঙ্গে থাকে যারা, নিত্যযুক্ত। **প্রযাংসি**—প্রীতি, ভালবাসা। বীর্য আর ভালাবাসা একসঙ্গে আছে তোমাদের মধ্যে। তোমাদের ভালবাসা নিবীর্য বা ক্লীব নয়। **অপতুর্য**—[অপ্তুর + য] 'অপ্' কর্ম বা প্রাণস্পন্দনের মূলে প্রেরণা যোগান যিনি, তিনি 'অপ্তুর'—তাঁর স্বভাব 'অপ্তুর্য' ; প্রচোদনা।

হে বজ্রসত্ত্ব, হে তপোদেবতা, প্রেম তো তোমাদের নিবীর্য নয় ; কী যে শক্তি এনে দাও তার মাঝে যাকে তোমরা ভালবাস। তোমাদেরই প্রচোদনা আমার সমস্ত সাধনার মূলে—তাকে নিহিত করেছ এই আধারের গভীরে:

হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, জ্যোতিঃশক্তি তোমাদের
নিত্যযুক্তা হয়ে আছে প্রেমের সঙ্গে ;
তোমাদেরই প্রচোদনা নিহিত আমার প্রাণে

৯

ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ।
তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্।।

রোচনা দিবঃ—দ্যুলোকের দীপ্তভূমি সমূহ। তোমরা তাতে ছড়িয়ে পড় (পরিভূষথ)। প্রচেতি—কর্মবাচ্যে প্র + √ চিৎ + লুঙ্দ] প্রজ্ঞাত হয়, প্রজ্ঞানে ফোটে।

কত যে বজ্রের আগুন জ্বালিয়ে পথ চলতে হবে তার কি শেষ আছে ? সেই আগুনের আভায় যেন মন আমার আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। তোমাদেরই দীপ্তি, হে দেবতা। বৃত্রঘাতী বীর্য তোমাদের, আমার প্রচেতনায় ফোটে হিরণ্যদ্যুতি হয়ে :

হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, আলোকের দিব্যধামে
ছড়িয়ে পড় তোমরা আমার বজ্রযোগে ;
সেই তোমাদের বীর্য ফুটল আমার প্রচেতনায়।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

ত্রয়োদশ সূক্ত

১

প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ।

গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ।।

বর্হিষ্ঠ—(অম্) [√ বৃহ (ছড়িয়ে পড়া, বেড়ে চলা) + ইষ্ঠন্] সব ছাপিয়ে গেছে যে মন্ত্র চেতনা। মন্ত্রের বীজ যেন বনস্পতিতে রূপ নিয়েছে। মন্ত্রশাস্ত্রের মতে মূলাধারস্থ শক্তিবীজ যখন সহস্রারে শিবের সঙ্গে সঙ্গত হয়, তখন সে এমনি করে ছড়িয়ে পড়ে।

এই যে দিব্য অভীপ্সার মণিদ্যুতি তোমাদের সত্তার গভীরে, তাকে সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তোল মূর্ধন্য-গগন-ছাওয়া মন্ত্র চেতনায়। আকাশের আগুন বিশ্বদেবের দ্যুতিকে নামিয়ে আনুন এই আধারে, প্রবুদ্ধ প্রাণের তীক্ষ্ম এষণায় তাঁর আসন পাতা, সেই আসনে নিষণ্ন হোন্ তিনি। আমরা আর কার সাধনা করব তাঁর ছাড়া:

তোমাদের জ্যোতির্ময় তপোদেবতাকে
বৃহত্তম মন্ত্রচেতনায় জ্বালিয়ে তোল,—এই যে তিনি ;
আসুন বিশ্বদেবতাকে নিয়ে তিনি আমাদের মাঝে,—
তিনি সাধ্যতম, বৃহৎ হয়ে ছড়িয়ে-পড়া প্রাণের আসনে নিষণ্ন হোন্।।

২

ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ।

হবিষ্মন্তস্তমীলতে তং সনিষ্যন্তোহবসে।।

ঋতাবা—'ঋত' বা সত্যের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত যাঁর মধ্যে। আধারে আগুন না জ্বলে যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধনায় ছন্দপতন সম্ভব। আগুন জ্বললে আর তা হয় না। **যস্য**

রোদসী—অন্তরিক্ষের দুটি প্রত্যন্ত ছেয়ে থাকেন যিনি ; আগুন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে, ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। **দক্ষ**—(অম্) সৃষ্টির বীর্য ও প্রতিভা। তার সঙ্গে -সঙ্গেই থাকে (সচন্তে) তাঁর 'ঊতি'—সন্তর্পণে আগলে রাখবার মমতা। গর্ভে ভ্রূণের মত বাইরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তিনি গড়ে তোলেন নতুন জীবন। **সনিষ্যৎ**—(জয়) যারা অলখকে পেতে চায়। **অবঃ**—দেবতার জ্যোতির্ময় পরিবেশ। ইউরোপীয়ান মরমীদের ভাষায় Presence.

তিনি আসেন আমার সমস্ত ভুবন ছেয়ে—আমার মর্ত্যের কামনায় আর দ্যুলোকের ভাবনায় আগুন ধরিয়ে আসেন তিনি ; — আমার অনৃতে পর্যাকুল জীবনে আনেন ঋতের ছন্দ। তাঁর শক্তি মায়ের মমতায় আগলে রাখে এই আধারকে, তার গভীরে তিলে-তিলে সার্থক করে তোলে নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা। অলখের সন্ধানী যারা, উৎসর্গের আয়োজন নিষ্পন্ন হয়েছে যাদের, তারাই তাঁকে জীবনবেদীতে জ্বালিয়ে তোলে আলোর সাযুজ্য পাবে এই আশায়:

ঋতম্ভর তিনি — যাঁর অধিকারে রুদ্রভূমির দুটি প্রত্যন্ত ;
তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার সঙ্গিনী তাঁর পরিরক্ষিণী শক্তিরা।
আহুতির আয়োজন নিষ্পাপ যাদের তারাই জ্বালিয়ে তোলে
তাঁকে—জ্বালিয়ে তোলে অলখের সন্ধানীরা, আলোর পরিবেশ পাবার আশায়।।

৩

স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি সঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘম্।।

সঃ—তিনবার উল্লেখ। একবার সঃ এবং যন্তা', আর একবার 'স যজ্ঞানাং মতা' ; তারপর 'অথা হি সঃ'—কি বোঝাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত পূর্বের উক্তির সমর্থন—'তিনিই, আর কেউ নয়।' যন্তা—নিয়ন্তা, দিশারী। "অগ্নি র্গুরু র্দ্বিজাতীনাম্"। বিপ্র—(সু) কাঁপছেন যিনি। চঞ্চল অগ্নিশিখার প্রতি ইঙ্গিত। 'বঃ'—তোমাদের আগুন, অর্থাৎ আধারে যে আগুন জ্বলে উঠেছে। অধ্যাত্ম ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বনিতা—যিনি ছিনিয়ে আনেন বা ছাড়িয়ে দেন। মঘ—(অম্) [< √ মহ্ (বিশাল হওয়া, সমর্থ হওয়া) ; তু. Goth magan 'to be able', mahts, OHG math

might, power ; prob cogn w. GK makhos means instrument, Lat machina invention, Eng. mechanic। ইন্দ্র সবসময় 'মঘবান্'] বজ্রশক্তি, বজ্রদীপ্তি, বীর্য।

অসীমের আকৃতিতে চঞ্চল তাঁর শিখা উত্তরায়ণের পথিকের নিত্য দিশারী। তাদের উৎসর্গের সাধনাকে ঋতের ছন্দে পরিচালিত করেন তিনিই—আর কেউ নয়। এই চিদগ্নি নিহিত আছে তোমাদের মধ্যেই, তাঁকে জ্বালিয়ে তোল ! অব্যক্তের কুহর হতে তিনিই তোমাদের তরে ছিনিয়ে আনবেন বজ্রের তেজ। তার অগ্নিস্রোত বইয়ে দেবেন তোমাদের শিরায়-শিরায়:

আকম্প্র শিখা রূপে তিনিই নিয়ন্তা এদের,
তিনি উৎসর্গসাধনার দিশারী, হাঁ, তিনিই।
চিদগ্নি তোমাদেরই মাঝে,—তাঁকে জ্বালিয়ে তোল—
দেবেন যিনি, ছিনিয়ে আনবেন বজ্রের শক্তি।।

৪

স নঃ শর্মাণি বীতয়েহগ্নির্যচ্ছতু শন্তমা।
যতো ন প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা।।

শর্মাণি শন্তমা—['শর্ম' গৃহ (নিঘ ৩/৪) < √ শৃ, শর্ (আবৃত করা) :: shell, scale, shelter] প্রশান্ততম শরণ বা আশ্রয়। এ আশ্রয় দ্যুলোকে বা অন্তরিক্ষে—পৃথিবীর ঊর্ধ্বে। **বীতি**—[ˆবী (ভোগকরা) + ক্তিন] সম্ভোগের জন্য। যত—যেখান থেকে অর্থাৎ দ্যুলোক হতে এবং অন্তরিক্ষ হতে। চিদগ্নি দ্যুলোকের প্রাণাগ্নি, অন্তরিক্ষেরও। একটি স্থির আলোক, আর একটি বিদ্যুতের ঝলক। আমরা শরণ নিতে চাই এই অগ্নিলোকেই—যেখানে আছে শান্তির সমুদ্র।

প্রুষ্ণবৎ—[√প্রুষ্ (ধারালো)+ লেট দ] ঝরান যেন। **দিবি অপ্সু**—দ্যুলোকে অথবা অন্তরিক্ষে। এইখানে অগ্নি আছেন ; আমরাও সেখানে থাকব। চেতনা থাকবে আলোর রাজ্যে অথবা প্রাণের সমুদ্রে। 'দিবি', 'অপ্সু', 'ক্ষিতিভ্য' = তিনটি ভূত। সাংখ্যের তিনটি গুণ। **ক্ষিতিভ্য**—ক্ষিতি বা মর্ত্যভূমির পরে। দ্যুলোক আর অন্তরিক্ষ হতে আলো আর প্রাণ ঝরে পড়বে পৃথিবীর পরে। ঝরবে এই মর্ত্য আধারের পরে।

অপার্থিব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও মৃন্ময়ীকে আমরা ভুলব না। দিব্যধামের প্রশান্তি আমাদের এই মর্ত্যভূমির প্রতি উদাসীন করবে না। বহুবচন লক্ষণীয়। দ্র. ৩/১৪/৪।

উত্তরায়ণের দিশারী এই চিদগ্নি আমাদের প্রতিষ্ঠিত করুন সেই লোকোত্তর দিব্যধামসমূহে,—যেখানে আছে শুধু অনুপম শান্তি, আছে শুধু রসের উচ্ছলন। কিন্তু সেখানে থেকেও এই মৃন্ময়ী পৃথিবীকে আমরা ভুলব না। ঐ আলোকের পাথার হতে, ঐ প্রাণের পারবার এই মর্ত্যের পরে আলোর নির্ঝর যেন ঝরান তিনি :

আমাদের শান্ততম শরণ দিন সম্ভোগের তরে সেই চিদাগ্নি,—
যেখান থেকে আমাদের তরে যেন ঝরান তিনি আলোর নির্ঝর
দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর পরে,—আর প্রাণের সমুদ্র থেকেও।

৫

দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।
ঋক্বাণো অগ্নিমিন্ধতে হোতারং বিশ্‌পতিং বিশাম্।।

দীদিবস্—(অস্) [দী (ঝলমল করা)+বসু] ঝলমল করছেন যিনি। **অপূর্ব্য**—(অম্) যাঁর আগে কেউ বা কিছুই ছিল না, সনাতন। **বস্বী**—বসুর স্ত্রীলিঙ্গ] জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতির ধ্যান দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তোলা ; মনে পড়ে কুণ্ডলিনীর বিদ্যুৎতন্তুকে জাগিয়ে তোলার কথা। **ঋক্বন্**—(জস্) আগুনের গান গায় যারা ঋকমন্ত্র দিয়ে। বিশ্‌পতিং বিশাম্স্প্রবর্তসাধকদের নায়ক যিনি। বিশ্ শব্দের পুনরুক্তি এজায়গায় একটা বিশেষ বৈদিক বাগ্ধারা।

কেউ ছিলনা কোথাও যখন, সেই অব্যক্তের কুহরেও ঝলমল করছিল এই চিদগ্নির দ্যুতি। উত্তরায়ণের প্রথম পথিক যারা, এঁর শিখাই তাদের পথের আলো, দিব্যচেতনাকে তিনিই নামিয়ে আনেন তাদের আধারে। আগুনের সুরে তারা তাঁকে জ্বালিয়ে তোলে নিজের মাঝে—তাঁরই উদ্দেশে বইয়ে দেওয়া আলো ঝলমল একাগ্র ভাবনার দীর্ঘতানতায়:

আলো-ঝলমল, অপূর্ব তিনি ;
জ্যোতির্ময় তাঁর ধ্যানের ধারায়
ঋক্‌মন্ত্রীরা চিদগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলে—
যিনি দিব্যচেতনার হোতা, প্রবর্তসাধকদের নায়ক যিনি ।

৬

উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্‌থেষু দেবহূতমঃ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোহগ্নে সহস্রসাতমঃ।।

ব্রহ্মণ — (৭মী) [আদ্যুদাত্ত হলে সাধনা, অন্তোদাত্ত হলে সাধক] বৃহতের সাধনায়। অবিষ — [√ অব্ (ঘিরে থাকা, সহায় হওয়া) + (ই) (ষ) + স্ (লট্)ঃ] ঘিরে থেকো। দেবহুতম — (সু) দেবতাকে তুমিই ডেকে আন আধারে। **শংন ঃ শোচ** — তোমার দীপ্তি, শান্তি নামাক জীবনে। আগুনের শিখা আকাশে মিলিয়ে যাক্। তাই মৃত্যু এবং তাই অমৃতত্ব। **মরুদ্বৃধ** — (সু) [মরুদ্‌ভির্বর্ধমান (সা)] মরুৎ বা মহাবায়ু যার শিখাকে উত্তরবাহিনী করেন। অভীপ্সার মূলে আছে বিশ্বপ্রাণেরই প্রৈতি। [তু. কুণ্ডলিনীযোগ] এক আলোর ঝড় অভীপ্সাকে উত্তীর্ণ করছে অনন্তের কূলে। **সহস্রসাতম** — (সু) সহস্র অনন্তবাচী। অনন্তকে ছিনিয়ে আনতে তুমিই পার।

মন্ত্রের সাধনায় বৃহতের সন্ধানী আমরা — দেবতাকে নামিয়ে আনতে চাই এই আধারে। হে তপের শিখা, সে সাধনায় তুমি আমাদের সহায় হয়ো, তোমার আবেশে অতন্দ্র করো আমাদের উত্তরায়ণের অভিযান. অভীপ্সার শিখা হয়ে জ্বলছ এই চেতনায়। জানি তার মূলে বিশ্বপ্রাণেরই অব্যক্ত প্রৈষা। অব্যক্তের ওপারে ঐ আনন্দের দীপ্তি, তাকে এ আধারে কেউ নামিয়ে আনতে পারবে না তুমি ছাড়া। হে দেবতা, ধক্‌ধক্ জ্বলে উঠুক তোমার তীক্ষ্মশিখা — মিলিয়ে যাক্ মহাকাশের গভীরে শান্তিতে, মৃত্যু দিক অমৃতের অধিকার:

আবার বলি আমাদের ঘিরে থেকো বৃহতের অধিকার
মন্ত্রের সাধনায় ; তুমিই শুধু পার দেবতাকে ডেকে আনতে।
প্রশান্তি হয়ে আমাদের মধ্যে জ্বলে ওঠে।
বিশ্বপ্রাণের প্রৈষায় উপচে ওঠ, হে তপোদেবতা, আনন্দকে ছিনিয়ে আন তুমিই।

আনন্ত্যকে ছিনিয়ে আনতে তুমিই পার।।

৭

নু নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।

দ্যুমদগ্নে সুবীর্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতম্।।

সহস্রবৎ — আনন্ত্যের ঔদার্য আছে যার মধ্যে। তাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'উরুরাণবাধঃ'।

তোকবৎ — [তোক <? √ ত্বচ্ (স্পর্শ করা)] (বৃহতের) স্পর্শযুক্ত, অতিবাস্তব।
বর্ষিষ্ঠ — (অম্) exalted (G)] আধারকে যা একান্তভাবে অভিষিক্ত করে। তু. ধর্মমেঘ সমাধি।

আর বিলম্ব সইছে না, হে দেবতা। আমাদের মধ্যে আনো তোমার সেই আলোর সম্পদ, আনন্ত্যের বৈদ্যুতীতে যা ঝলমল, বৃহতের নিবিড়স্পর্শে রোমাঞ্চক — আধারে যা জাগায় উপচে ওঠা প্রাণের উল্লাস, বীর্যের মধ্যে আনে ছন্দের সুষমা, যার ক্ষয় নাই, শক্তির ধারাসারে যা সত্তার ঘটায় রূপান্তর :

এই মুহূর্তেই আমাদের দাও অন্তহীন
স্পর্শনিবিড় পুষ্টিময় তোমার আলো —
যা বিদ্যুন্ময়, হে তপোদেবতা, স্বচ্ছন্দ বীর্যের আধার,
অজস্র ধারায় ঝরে ক্ষয়হীন।।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

চতুর্দশ সূক্ত

১

আ হোতা মন্দ্রো বিদথান্যস্থাৎ সত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রো অগ্নিঃ শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ।।

যজ্বন্ — যাজ্ঞিক। অভীপ্সাই সত্যিকার যাজ্ঞিক। দিব্য রূপান্তর তাঁরই সাধনা। **কবিতম** — (সু) সত্যের জন্য আকূতি কবির প্রথম লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধের তিনি দর্শক এবং রূপকার — এই তাঁর দ্বিতীয় লক্ষণ। অগ্নি কবির সেরা। **বেধস্** — চরম লক্ষ্যকে বিদ্ধ করেন যিনি। যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছান ততক্ষণ তিনি অনির্বাণ। বিদ্যুদ্রথ — (সু) রথ গতিশক্তির প্রতীক। আগুন জ্বললে আর নেভে না, বিদ্যুতের শিখা হয়ে ছুটে চলে উজানপানে। তন্ত্রে এই বিদ্যুৎ কুণ্ডলিনী। সোজা উপরপানে উঠে গিয়ে শিরায়-শিরায় তা নেমে আসে। তাই থেকে ঊর্ধ্বমূল অবাকশাখ অশ্বত্থের কল্পনা। **শোচিষ্কেশ** — (সু) অগ্নির শিখার পরিচয়। **পৃথিব্যাং পাজ অশ্রেৎ** — এই পৃথিবী বা মর্ত্য আধারই তাঁর বীর্যের আশ্রয়। নিরুক্তে অগ্নি ভূস্থান দেবতা। সাধনার শুরু এই মর্ত্যজীবনকে নিয়ে। এখানে থেকেই আকাশপানে হাতে বাড়ানো বা পাখা মেলা।

আমার সত্যলাভের অতন্দ্র সাধনায় এই যে তপোদেবতা আমার নিত্যসহচর, কী এক বিপুল নিগূঢ় আনন্দের উন্মাদনায় এই আধারে আবাহন করে চলেছেন বিশ্বদেবতাকে। এ জীবনে, আমি নয় — তিনিই সত্যিকার সাধক। শুধু তাঁরই দৃষ্টিতে ভাসছে সিদ্ধভবিষ্যের ছবি। তাঁরই আকূতি সিদ্ধ করছে সুদূরের লক্ষ্যকে। সুষুম্নাবাহী বিদ্যুতের রথ তাঁর ছুটে চলেছে উজান পানে, তাঁর তীক্ষ্ণশিখার পিঙ্গলজটা ছড়িয়ে পড়ছে আধারময়। তবু জানি আমার দুঃসাহসের বীর্য হতে জন্ম তাঁর। আমার এই মৃন্ময় আধারই তাঁর বজ্রদীপ্তির আশ্রয়:

এই যে আনন্দময় হোতা আমার পাওয়ার সকল সাধনায় রয়েছেন অধিষ্ঠিত;
সত্য যাজ্ঞিক তিনিই কবিশ্রেষ্ঠ তিনি, বিদ্ধ করেন দূরের লক্ষ্যকে
বিদ্যুৎ তাঁর রথ, দুঃসাহসের পুত্র এই তপের শিখা,
তীক্ষ্ণজ্বালা তাঁর জটাজাল, এই পৃথিবীতেই তাঁর বীর্যকে আশ্রয় করে রয়েছেন।

২

অয়ামি তে নম উক্তিং জুষস্ব ঋতাবস্তুভ্যং চেততে সহস্বঃ।
বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নি ষৎসি মধ্য আ বর্হিরূতয়ে যজত্র।।

চেতৎ — (ঙ) তুমি চেতন হচ্ছ, জেগে উঠছ আমার মধ্যে। **ঋতবিঃ সহস্বঃ** — যেমন তোমার মধ্যে আছে চলার ছন্দ, তেমনি আছে সব বাধাকে লুটিয়ে দেবায় বীর্য। ঋতের প্রতিষ্ঠাতেই আজকে জাগে দুর্ধর্ষ বীর্য। ঐহিক বা পারত্রিক সব সাধনার মূলেই এই কথা। **বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষঃ** — তুমিও জান, যাঁদের ডেকে আনবে এই আধারে, তাঁরাও জানেন। অবিদ্যা কোথাও নাই। জানা সেই বৃহৎকে, যাঁর মধ্যে অনায়াসে হয় সবার ঠাঁই। এ জানা জড়বিজ্ঞানের বিষয়কে জানা নয়, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এ হল সমগ্রকে জানা অন্তর দিয়ে। 'বিদথ' বা জানার সাধনা, যাকে পাওয়ার সাধনাও বলতে পারি, আর্যজাতির অধ্যাত্মজীবনের মূল সুর বলা যেতে পারে। বর্হিঃ — বর্হিষঃ (মধ্যে)। ছন্দ বজায় রাখতে বিভক্তি লোপ।
আমি চলেছি তোমার পানে। প্রণতির একটি মন্ত্রে তোমার মাঝে নিজেকে আহুতি দিয়ে। আমার এ আত্মনিবেদনে নন্দিত হও তুমি, হে দেবতা। ওগো ছন্দের ঠাকুর, ওগো দুর্ধর্ষ বীর্যের দেবতা, এই যে ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইছ — তোমায় জানাই আমার এই নম্র নমস্কার। তোমার জানার আলোতে ওপার হতে বয়ে আনো নিঃশেষে সব জানার আলো — অবিদ্যার আঁধার কোথাও না থাকে যেন। এই যে আমার প্রাণের আসন পাতা রয়েছে, তারই মাঝে নিষণ্ণ হও — আমায় জড়িয়ে থাক, ওগো চিরন্তন সাধনার ধন :

চলেছি তোমার পানে, আমার প্রণতির মন্ত্রে নন্দিত হও তুমি
হে ঋতম্ভর, এ-প্রণতি তোমারই তরে — তুমি জাগছ যে, হে দুঃসাহসী।
তুমি জান ; বয়ে আন তাঁদের, জানেন যাঁরা। নিষণ্ণ হও
উপচে-চলা প্রাণের মাঝখানে আমায় ঘিরে থাকতে, ওগো সাধনার ধন।।

৩

দ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ।
যৎসীমঞ্জন্তি পূর্ব্যং হবির্ভিরা বন্ধুরেব তস্থতুর্দুরোণে।।

দ্রবতাম্ — [√ দ্রু (ছুটে চলা) (ছুটে চলা) + লোট্ তাম] ছুটে যাক। 'পূর্ব্য' অগ্নি দ্যুলোকে ; তন্ত্রের ভাষায় হয় ভ্রূমধ্যে নয় তো সহস্রারে। উষা আর সন্ধ্যা ছুটে যাবে তাঁর পানে। **উষসা** — [= উষসানক্তা] উষা আর সন্ধ্যা। উষা সূর্যের অগ্রদূতী, সন্ধ্যা চন্দ্রের। অতএব দুটি মিত্রাবরুণের বা ব্যক্তাবক্তের প্রতীক। তন্ত্রমতে দুটি নাড়ী আছে — সূর্যনাড়ী আর চন্দ্রনাড়ী। একটি প্রবৃত্তির বাহন আর একটি নিবৃত্তির। দুটি নাড়ী যদি এক হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির যদি সাম্য হয়, তাহলে সুষুম্নার পথ খুলে যায়। আগুনের ধারা তখন উজান বইতে থাকে। **বাজয়ন্তী** — বজ্রের দীপ্তিতে। উষা আর সন্ধ্যা পর্যায়ক্রমে আসবে না, তারা এক হয়ে যাবে। গাড়ির দুটি ইষ্ যেমন এক জায়গায় এসে মেশে। ভ্রূমধ্যে এটি ঘটতে পারে। উপনিষদের ভাষায় এ হল নিরোধ-যোগ। বাইরে তা উপশম, কিন্তু ভিতরে জ্বলে ওঠে বজ্রের আগুন। বৌদ্ধেরা শূন্যতাকে বলেছেন বজ্র, তা অক্ষোভ্য তেজ আর আলো দুইই। **বাতস্য পথ্যাভিঃ** — বায়ুর পথ ধরে। হঠযোগীর কাছে এ ভাষা অতি প্রাঞ্জল। বায়ুর পথ নাড়ী? সূত্র ধরে। **অঞ্জন্তি** — ফুটিয়ে তোলে আহুতি দিয়ে। কী আহুতি? গীতা দ্রষ্টব্যঃ। দ্রব্যযজ্ঞ, প্রাণযজ্ঞ, — নানারকম যজ্ঞই আছে।
পূর্ব্য—(অস্) প্রাক্তন অগ্নি ; তু ৩/১৩/৫। এই অগ্নির বিশেষ বর্ণনা এবং এই ঋকটির গূঢ়ার্থের ইঙ্গিত পরের ঋকে। **বন্ধুরা**—[একবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ?] গাড়ির জোয়াল যেখানে বাঁধা হয়, দুটি ঈষা এসে যেখানে এমনি করে একত্র হয়। এইটিকে বলে বন্ধুর। বস্তুর বন্ধুর অর্থে 'গ্রন্থি'। অশ্বদ্বয়ের রথে তিনটি গ্রন্থি আছে, তাই সে 'ত্রিবন্ধুর'। সূর্যনাড়ী আর চন্দ্রনাড়ী এসে মিলেছে ভ্রূমধ্যে ; এইখানে মনকে ধরে রাখতে পারলে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির সাম্য হয়—এই হল তন্ত্রের সাধনা। **দুরোণ**—দ্রোণ কলস, যার মধ্যে দিব্য সোম নেমে আসে ; আধার।

হে তপোদেবতা, মহাশূন্যের উপান্তে আমার ভ্রূমধ্যে জাগছ তুমি। আমার উষার আলো আর সন্ধ্যার আঁধার, আমার চিত্তের প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির যুগল ধারা বায়ুর সঞ্চরণপথ বেয়ে ছুটে যাক তোমার পানে—আমার আধারে জাগিয়ে বজ্রের আগুন। তিনি প্রাক্তন, তিনি নিত্য। অক্ষবৃত্তিকে আহুতি দিয়ে এই যে তাঁকে জ্বালিয়ে তুলছে সাধকেরা ত্রিবেণীর সঙ্গমতীর্থে। দেবতার সোমপাত্র হল আজ এই আধার।

এরই অগ্রাবিন্দুতে উষা আর সন্ধ্যা এসে মিলল এক অমোচন গ্রন্থিতে—কালের সন্তান পর্যবসিত হল ক্ষণের বিন্দুতে :

ছুটে যায় তোমার পানে উষা আর সন্ধ্যা বজ্রের দীপ্তিতে,
হে তপোদেবতা, বায়ুর পথ বেয়ে।
যখন তাঁকে সেই প্রাক্তনকে ফুটিয়ে তোলে তারা আহুতি দিয়ে,
উষা আর সন্ধ্যা তখন 'বন্ধুরার মত' এসে মিলেছে আধারে।

৪

মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণং সহস্বোহগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চন্।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ংৎসূর্যো নৄন্।।

মিত্রঃ বরুণঃ বিশ্বে মরুতঃ—মিত্র ব্যক্ত জ্যোতি, বরুণ অব্যক্ত জ্যোতি ; উষা আর সন্ধ্যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। মরুদ্‌গণ চিদ্‌গগনে আলোর ঝড়। পূর্বঋকের বাতের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ। প্রাকৃত শক্তির অপ্রাকৃত রূপান্তর ঘটল, ভ্রূমধ্যে অগ্নিদীপ্তির প্রকাশ হল। **সহস্বঃ**—সমস্ত ব্যাপারটাই বীর্যের সাধনা। তু দ্র. নৄন্। **সুম্নম্ অর্চন্**—আনন্দের সুরে জ্বলে উঠলেন। ইড়া আর পিঙ্গলার দোলা বন্ধ হলে সুষুম্নার পথ খুলে যায়। সেই পথে আগুন মহীবীর্যে উজান বয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সোমের আনন্দধারা নীচে নেমে আসে। এখানে 'সুম্ন' শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। এই সোমরশ্মিকে প্রকট করলেন বিশ্বদেবতা—যখন ব্যক্তির চেতনা বিশ্বচেতনায় হল রূপান্তরিত। **ক্ষিতীঃ**—ভূবন, সপ্তলোক। অগ্নি এখন দ্যুলোকে ; সেইখান থেকে তিনি আলো ঢালছেন নীচের ছটি লোকে। দ্র. ৩/১৩/৪ । **সূর্য**—(সু) সূর্য হয়ে। সূর্য এখানে স্পষ্টতই বিশ্বচেতনার প্রতীক। যে আগুন ধীরে ধীরে ভ্রূমধ্যে জাগছিলেন তিনি এখন সূর্যের দীপ্তিতে চিদাকাশ ঝলসে তুললেন। তুলনীয় ঈশোপনিষদের প্রাজাপত্য সূর্য। **প্রথয়ন্ নৄন্**—। বীরসাধকদের চেতনার বিস্তার ঘটিয়ে। ব্রহ্মবাদের অতি সুস্পষ্ট নিশানা।

দুঃসাহসের অন্ত নাই তোমার হে দেবতা। আঁধারের সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ করে আমার আকাশে জ্বলে উঠেছ তুমি সূর্যের দীপ্তিতে। আমারই চেতনার দুর্ধর্ষ সংবেগে জেগে উঠেছ তুমি বিশ্বাত্মা আর বিশ্বাতীতের আলোয় ঝলমল, বিশ্বপ্রাণের চিন্ময়

প্রবাহে টলমল। ব্যক্তির চেতনায় বিশ্বদেবতার উদ্বোধনে এক আনন্দের সঙ্গীত বেজে উঠল আলোর সুরে, করোটির কুহরে খুলে গেল জ্যোতির দুয়ার, সোমের ধারায় প্লাবিত হল সকল আধার। তুমি জ্বলছ তখন ঐ চিদাকাশে সূর্যের দীপ্তিতে, তোমার আলোয় ঝলসে উঠছে ছয়টি ভুবন, বীরসাধকদের প্রবুদ্ধ চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যের পারাবারে:

মিত্র আর বরুণ তোমার তরে, হে দুঃসাহসী,
হে তপোদেবতা ঝলসে উঠলেন, মরুতেরা সব ঝলসে উঠলেন আনন্দের সুরে,
তখন তীক্ষ্ণদীপ্তিতে, হে দুঃসাহসের বীর্যে জাত, দাঁড়ালে তুমি,
বিশ্বভুবনের সামনে,—ছড়িয়ে দিলে সূর্য হয়ে বীরসাধকদের।।

৫

বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবনাস্রেধতা মন্মানা বিপ্রো অগ্নে।।

ররিম—[√রা (দেওয়া)+লিট্ মা] দিয়েছি—তুমি যা চেয়েছ (কামং)। **উত্তানহস্তা**—দুটি হাত তুলে। প্রণাম করেচি, সব দিয়েছি তোমায়। **যজিষ্ঠেন মনসা**—নিঃশেষ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত যে চেতনা তাই নিয়ে। বাহ্য দৃষ্টিতে এ-চেতনা যজমানের। কিন্তু বস্তুত সাধনা করছেন দেবতাই, যজমান নয়। **অস্রেধতা মন্মানা**—মন্ত্রের সাধনায় কোথাও প্রমাদ না থাকে যেন। মন্ত্রশাস্ত্রে এ সম্পর্কে সতর্কতার শেষ নাই।

আজ অঞ্জলিবন্ধনে দুটি হাত বেঁধে, একটি নমস্কারে সব তোমায় সঁপে দিয়ে তোমার পানে চলেছি হে দেবতা ; তুমি যা চেয়েছিলে সবই যে তোমায় দিয়েছি আমরা। আজ শিরায় শিরায় কেঁপে উঠুক তোমার শিখারা, বিশ্বদেবতাকে মূর্ত কর এই চেতনায় অনিঃশেষ উৎসর্গের একাগ্রভাবনা দিয়ে, অপ্রমত্ত মন্ত্রসাধনার বীর্য দিয়ে:

আমরা তোমায় আজ দিয়েছি যে, যা চেয়েছিলেন,—
দুটি হাত তুলে প্রণতি নিয়ে গিয়েছি তোমার কাছে ;
অনিঃশেষ উৎসর্গের চেতনা দিয়ে রূপ দাও বিশ্বদেবতাকে,
অপ্রমত্ত মন্ত্রের বীর্যে কেঁপে কেঁপে রূপ দাও হে তপোদেবতা।

৬

ত্বদ্ধি পুত্র সহসো বি পূর্বীর্দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং নোঽদ্রোঘেণ বচসা সত্যমগ্নে।।

পূর্বী—(সু) পরিপূর্ণ। দেবস্য উতয়ঃ বাজাঃ—দেবতার পরিরক্ষিনী শক্তি এবং বজ্রতেজ—যা সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলবে। বেদে একেশ্বরবাদ নাই, এ হল পুরাবিদদের রায়। তাকে খণ্ডন করবার জন্য সাধারণত দু'তিনটি মন্ত্রকে খুঁজে বার করা হয়, যেখানে 'একের' কথা আছে। যেমন ইংরাজীতে God বলতে পরম দেবতাকে বোঝায়। উপনিষদের 'ব্রহ্ম যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম, তেমনি বেদের দেব একবচনে বোঝায় সেই পরমপুরুষকেই। [শ্বেতাশ্বতর দ্রঃ] তাছাড়া 'তৎ' বলেও তাঁর উল্লেখ আছে। এইখানেই দ্রঃ 'সৎ'। কিন্তু একথা বলবার এ উদ্দেশ্য নয় যে বহুদেবতা অবান্তর। দেবতা এক এবং বহু দুইই—'মহাদ্দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্'। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ভূমিকা। অগ্নি বা চিৎসংবেগকে আশ্রয় করেই আধারে তাঁর শক্তি নামে। **সহস্রিণং রয়িম্**—সেই চিন্ময় সংবেগ। আনন্দ্যের কূলে যা আমাদের পৌঁছে দেয়। **আদ্রোঘেণ বচসা সত্যং**—দ্রোহহীন বাক্যের সঙ্গে সত্যকে দাও। বৌদ্ধ পঞ্চশীলের এক শীল 'সত্য' ; তার বাঙ্ময় রূপের একটি বিভাগ 'পরুষ বাক্য পরিহার'। সত্য সেই পরম সত্যকেও বোঝাতে পারে। দ্রোহহীন বাক্য তখন মৈত্রীর সূচক। মৈত্রীর দ্বারা সত্যলাভের সাধনা পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে বৌদ্ধধর্মে ব্রহ্ম বিহারে।

উত্তরায়ণের দুঃসাহসী পথিকের বীর্য হতে জন্ম নিয়েছ তুমি, হে তপোদেবতা ; তোমাকে আশ্রয় করেই এই আধারে নেমে আসে পরমদেবতার পরিপূর্ণ শক্তি ও অকুণ্ঠ বজ্রতেজ, যা পথিকের অভিযানকে করে দুর্বার। ... আমাদের মাঝে সঞ্চারিত কর তুমি বজ্রযানীর সেই দুর্ধর্য সংবেগ, যা আনন্দের কূলে উত্তীর্ণ না হয়ে বিরাম মানবে না কোনমতেই। আমাদের সত্তার গভীরে সত্যকে কর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাণীকে কর মৈত্রীভাবনার প্রসাদে মধুর :

তোমা হতেই, হে দুঃসাহসের পুত্র, পূর্ণধারায়
প্রবাহিত হয় দেবতার পরিরক্ষিনী শক্তি আর তাঁর বজ্রতেজ।
তুমি দাও আমাদের আনন্দাভিসারী সংবেগ,—
দ্রোহহীন বাণীর সাথে সত্যকে দাও, হে তপোদবেতা।।

৭

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।
ত্বং বিশ্বস্য সুরথস্য বোধি সর্বং তদগ্নে অমৃত স্বদেহ।।

দক্ষ কবিক্রতো—তুমি সুদূরের স্বপনধ্যানী, কিন্তু সে-স্বপ্নকে রূপায়িত করবার দিব্যসামর্থ্যও তোমার আছে। আমরা সহজের সাধনায় যে কিছু করছি, তা তোমারই জন্যে। সুরথ—'রথ' আধার ; শুদ্ধসত্ত্ব আধার যার, সেই 'সুরথ' তুলনীয় চণ্ডীতে সুরথ ক্ষত্রিয় আর সমাধি বৈশ্য।

তুমি কবি, সুদূরের স্বপ্ন ভাসছে তোমার দৃষ্টিতে ; তাকে রূপ দেবার অবন্ধ্য বীর্যও তোমার আছে। তুমি চিন্ময়, আমরা মর্ত্যের মানব, তবু শরবৎ তন্ময় চেতনা নিয়ে চলেছি সহজের পথে। আমাদের এই অতন্দ্র সাধনায় যা কিছু করছি, তা তোমারই উদ্দেশে হে দেবতা। ... তুমি জাগো, তুমি জাগো—শুদ্ধসত্ত্ব আধার যেখানে আছে এই পৃথিবীতে, তারই মাঝে তুমি জাগো। তুমি অমৃতস্বরূপ, এ-আধারে যা-কিছু আছে, তোমার অনির্বাণ শিখায় আনন্দে লেহন কর তাকে:

তোমারই তরে, হে সৃজন-শিল্পী, হে কবিক্রতু এই যা-কিছু
করেছি আমরা মর্ত্য হয়েও হে দেবতা, আর্জবের সাধনায় ;
তুমি বিশ্বের শুদ্ধসত্ত্ব আধারে জেগে ওঠ,—
সব কিছুকে, হে তপের শিখা, হে অমৃত, আস্বাদন কর এই আধারে।

গায়ত্রী মণ্ডল, অগ্নিমন্ত্র

পঞ্চদশ সূক্ত

১

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ।।

পাজস্—(টা) [শোশুচানেঃ-র সঙ্গে অন্বয়] বজ্রতেজ। এই তেজ চেতনার প্রসার ঘটায়—সমস্ত বাধাকে নির্মূল করে। **দ্বিষ্**—দেবদ্বেষী অদিব্যশক্তি, তারা আলোকে চায় না। **রক্ষঃ**—নিজের জন্য সব কিছু আগলে রাখতে চায় যারা, কার্পণ্য। বৈদিক নাম 'অশনায়া', খাই-খাই ভাব। **অমীবা**—[√ অম্ (অনিষ্ট করা) + (ঈ)ব+আপ্] সাধারণত রোগ বা আধারের বৈকল্য। 'দ্বেষ' মনের বিমুখীনতা, 'রক্ষঃ' প্রাণের লোলুপতা, 'অমীবা' আধারের বৈকল্য। তিনটিই আলোকে আড়াল করে রাখে। **সুশর্মণ্**—পরম আশ্রয়। **বৃহৎ**—(ঙস্)সায়ণ অগ্নির বিশেষণ করছেন। ঋগ্বেদে পরম-দেবতার সংজ্ঞা। অগ্নির বিশেষণ করলে ভাবের একটু অসামঞ্জস্য হয়। অগ্নি এখানে 'প্রণেতা' বা দিশারী; নিয়ে চলেছেন 'শর্ম' বা চরম আশ্রয়ের পানে। দুয়ে একটু তফাৎ আছে। অবশ্য অগ্নিই সাধন, অগ্নিই সাধ্য একথাও বলা চলে ; কিন্তু তাও অদ্বৈতবাদ।

জাগো, জ্বলো, হে তপের শিখা। আধারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ুক তোমার বজ্রতেজ। দগ্ধ কর মূঢ় চিত্তের বিমুখীনতা, লোলুপ প্রাণের কার্পণ্য, পঙ্গুদেহের বৈকল্য। আমি চাই সেই বৃহতের শরণ—এ নিখিলের পরম আশ্রয় যিনি। হে তপোদেবতা, আকুল আহ্বানে অমনি যে সাড়া দাও তুমি — তোমায় জানি—আমায় নিয়ে চল আজ হাত ধরে:

দিকে-দিকে বজ্রতেজ ছড়িয়ে পড়েছে — তাইতে তোমার তীক্ষ্ণ দীপ্তি ;
হটিয়ে দাও মনের দ্বেষ, প্রাণের কার্পণ্য, আর দেহের বৈকল্য।
পরম শরণ সেই বৃহতের শরণ চাই আমি—
অগ্নির দেশনা চাই আমি—ডাকলে যিনি সাড়া দেন।

২

ত্বং নো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ত্বং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত।।

ব্যুষ্টি—[বি+উষ্ (আলোফোটা) + তি] প্রভাত হওয়া। অগ্নিহোত্র হোম কখন করতে হবে, তা নিয়ে দুটি মত। কেউ বলেন, ভোরের আলো ফুটতেই, কেউ বলেন, সূর্য উঠলে পর। এখানে দুটি মতেরই ইঙ্গিত আছে। **জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব**—সায়ণ 'জন্ম' অর্থ করেছেন 'জনক'। কিন্তু শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। 'পিতেব' বললেও কোনও দোষ হতনা। আসলে এখানে বলা হয়েছে আধারের গভীরে (নিত্যং) আলোর জন্মের কথা। যে আলো ফোটে অগ্নির আবির্ভাবে। বাইরে যেমন সূর্যোদয় অন্তরেও তেমনি সূর্যোদয়। এই আলো একবার ফুটলে আর নেভে না। নতুন জাগা আলো হল যজমানের ছেলে তার অনুবৃত্তি হল যেন নাতি-পুতি। একেই অনেক জায়গায় বলা হয়েছে 'তোক' এবং 'তনয়'। সেই 'তোক' এবং 'তনয়' এখানে হয়েছে 'জন্ম' এবং 'তনয়'। এই প্রকরণ হতে 'তোক' শব্দের অর্থ অবিসংবাদিত রূপে সুনিশ্চিত হল। **তন্বা সুজাত**—আমার তনুকে আশ্রয় করে সহজের ছন্দে আবির্ভূত হয়েছ তুমি। অথবা সুজাতঃ স্বয়ম্ভুরিত্যর্থ' (সা)। 'আত্মনৈব'।

আমাদের আঁধার দিগন্তে ফুটেছে উষার আলো—ঐ যে দল মেলল জ্যোতির কমল। হে দেবতা, জাগো, জাগো আমাদের অতন্দ্র চেতনায়, ওগো আমার আলোর রাখাল — আমার গভীরে এই-যে আজ দেবজন্মের দীপনী, তাতে যেমন নন্দিত হয়েছ তুমি, তেমনি নন্দিত হও এই নতুন জাগা আলোকের দীর্ঘবিপণে। আপনা হতে জ্বলে উঠেছ তুমি আজ আমার অঙ্গে-অঙ্গে—তোমার ছোঁয়ায় কণ্ঠে জাগা আগুনের সুরে নন্দিত হও, হে দেবতা :

জাগো তুমি আমাদের এই উষার আলো ফোটায়,
তুমি সূর্যের উদয়ে জাগো, ওগো আলোর রাখাল।
অন্তর্গূঢ় জন্মকে যেমন, তেমনি তার সন্তননে হও নন্দিত,
নন্দিত হও সুরের স্তবকে আমার, হে তপের শিখা, হে স্বয়ম্ভু।।

৩

ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্বী কৃষ্ণাস্বগ্নেঃ অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ কৃধী নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ।।

নৃচক্ষাঃ—বীর সাধকের পরে অতন্দ্র দৃষ্টি যার। **বৃষ**—বীর্যের নির্ঝর নামিয়ে আনেন যিনি, যাতে আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। **পূর্বী**—চিরন্তনী, পূর্ণা। উষার আলোকে বোঝাচ্ছে, তাই স্ত্রীলিঙ্গ। **কৃষ্ণা**—(সুপ্) কালো রাত, অবিদ্যার আঁধার। **অরুষ**—(সু) চঞ্চল (শিখার প্রতি লক্ষ্য করে)। **বিভাহি**—ফুটিয়ে তোল (কর্ম 'পূর্বীঃ')। নেষি, পর্ষি চ—নিয়ে চল, পার কর। **অংহস্**—অহন্তার কুণ্ডলী [cp. augst, anxious]। **রায়ে** —[রয়ি+তে] 'রয়ি' স্রোত। প্রথম তা তীব্র সঙ্কল্প, তারপর সমুদ্রের পানে ভেসে চলা। তুলনীয়, বৌদ্ধ স্রোতাপত্তি। **উশিজ্**—(জস্) কামনায় উতল। এ কামনা দেবতার মধ্যেও আছে। আমি যেমন তাঁকে চাই। তেমনি তিনিও চান আমাকে।

বীরের পরে নিত্য জেগে আছে তোমার অতন্দ্র দৃষ্টি, উষর আধারে বহাও তুমি বীর্যের নির্ঝর। হে তপোদেবতা, কালো আঁধারে ছেয়ে গেছে যে চারদিক, তার মধ্যে তোমার চঞ্চল শিখা ফোটাক আজ পূর্ণতমা উষার আলো। মাটির বুকের গোপন দীপ্তি তুমি, ক্লিষ্ট অহন্তার পল্বল হতে আমাদের নিয়ে চল মহাসমুদ্রের অসীম বিস্তারে ; হে দেবতা তরুণতম, আলোর কামনায় উতল আমরা, আমাদের ভাসিয়ে দাও আজ কূলহারা স্রোতের টানে:

তোমার চোখ বীরের 'পরে, হে বীর্যের নির্ঝর ঃ—অবিচ্ছেদে চিরন্তনী উষার আলো
কালের বুকে, হে তপের শিখা চঞ্চল হয়ে ফুটিয়ে তোল।
ওগো আলো, নিয়ে যে চল, পার যে কর অহন্তার কুণ্ডলী হতে—
ভাসাও আমাদের স্রোতের মাঝে,—কামনায় উতল আমরা হে তরুণতম।।

৪

অযালেহা অগ্নে বৃষভো দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সঞ্জিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে।।

অষাঢ়হ ঃ—[নঞ্ + √ সহ (অভিভূত করা) + ক্ত] কেউ যাকে দমাতে পারে না। দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা — ব্যাস পূর্ণিমা, গুরু পূর্ণিমা, ধর্মচক্র প্রবর্তন, গবামায়ন বিষুব, সব তাকে ঘিরে। এই হল চরম আগুন জ্বলা, কেউ তাকে নেভাতে পারে না। **সৌভগ**—(শি) দেবতার আবেশ (ভগ) জনিত চিত্তের সৌষম্য the spirit of harmony due to afflatus. **সংজিগীবান্**—নিঃশেষে জয় করেছ তুমি, আগুনের সুর জ্বালিয়েছ আধারে। **প্রথমস্য যজ্ঞস্য**—প্রথম যজ্ঞ সৃষ্টি-যজ্ঞ যাতে পুরুষের আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি। আর এক নাম দেবযজ্ঞ। মানুষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তারই অনুকরণ। এ-যজ্ঞ 'বৃহৎ' ক্রমেই বেড়ে চলেছে ; তার পরিণাম আত্মার বিশ্বময় বিস্তারে। এ-যজ্ঞ 'পাকু'—আমাদের আগলে আছে ; যজ্ঞের সাধনা হতে যখনই ভ্রষ্ট হব আমরা, তখনই মরব। অগ্নি জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী যজ্ঞের সাক্ষী বলে 'জাতবেদা'।

দ্যুলোকের তুঙ্গতায় জ্বলে ওঠ যখন, কে তোমায় তখন নেভাতে পারে ? ...সেখান হতে আধারে বহাও সোমের নির্ঝর, হে তপোদেবতা।...ওঠ, জ্বলে ওঠ...আমার সমস্ত গ্রন্থিকে বিদীর্ণ করেছ তুমি, দেবতার নিগূঢ় আবেশে চেতনায় এনেছ ছন্দের সুষমা। আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছ তুমি,—জন্ম হতে জন্মান্তরে সেই প্রথম দেবযজ্ঞের যে অনুকৃতি চলেছে আমার আধারে, তুমিই যে তার সাক্ষী, তার দিশারীঃ

তুমি অনির্বাণ, হে অগ্নি, তুমি বীর্যের নির্ঝর, জ্বলে ওঠ,—
আমার গ্রন্থি যত, আর দেবাবেশের যত সৌষম্য—সব যে নিয়েছ জয় করে।
যজ্ঞের দিশারী তুমি, যে-যজ্ঞ সবার প্রথম, আগলে আছে আমাদের
যে-যজ্ঞ বৃহৎ, হে জাতবেদা, অনায়াস উত্তরায়ণের হে দিশারী।।

৫

অচ্ছিদ্রা শর্ম জরিতঃ পুরূণি দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজমগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে।।

অচ্ছিদ্রা — (শি) নিখুঁত। 'পুরূণি' নিটোল। **শর্ম** — [দ্র. ৩/১৩/৪; স্বর্গাদিসুখসাধনভূতানি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্মাণি (সা)] শরণ, আশ্রয়, চরম লক্ষ্য। এই

অর্থে তুলনীয় 'পদ' এবং 'শরের' উপমা বহুবচন কেন ? যোগচেতনার বিভিন্ন ভূমি আছে শেষেরটি চরম শরণ বা 'পরম পদ'। **জরিতর্**—সঙ্গীত মুখর। অগ্নি হোতা, আবার অগ্নি স্তোতা। হৃদয়ে আগুন জ্বলে ; তার যেমন জ্বালা আছে, ব্যাকুলতা আছে, তেমনি সুরও আছে। সে-সুর চিৎশক্তি-সমূহের মধ্যে আনে সৌষম্য। বাণীর পরম প্রকাশ ঋকে এবং সামে-ছন্দে এবং সুরে। অগ্নি বাণীরূপ। **সুমেধাঃ**—অনায়াসে পরম বস্তুতে আবিষ্ট হন যিনি। মেধা [মনস্ + ধা] সমাধি, বস্তুতে শোভন রূপোপেত অনুপ্রবেশ। **সস্নি**—(সু) [সসানি সন্ + ই] যা লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং ঈপ্সিত বস্তুকে ছিনিয়ে আনে। 'রথ' অগ্নির বেগের প্রতীক। **সুমেক**—(ঔ) [শোভনরূপেত স্বকীয় প্রজ্ঞাভিঃ প্রকাশভুক্তে (সা)] (ব্যু ?) সুন্দর।

মূর্ধন্যচেতনার আকাশ ছাওয়া আলোর পানে জ্বলে উঠেছ তুমি। হে তপের শিখা, অনায়াসে বিদ্ধ করেছ পরমের গুহাশয়নকে। তোমার সুরে ঝঙ্কৃত চেতনায় দ্যুলোক হতে বয়ে আন আধারের চক্রে চক্রে যোগচেতনার নিখুঁত নিটোল প্রশান্তি, লক্ষ্যাভিসারী রথের দুর্বার বেগে বয়ে আন বজ্রের তেজ। দ্যুলোক আর ভূলোককে অলখের সুষমায় সুন্দর করে তোল আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে:

হে সুরশিল্পী, এইখানে বয়ে আন নিখুঁত নিটোল যোগভূমিদের,—
বিশ্বদেবের পানে জ্বলে উঠেছ তুমি অনায়াসে আবিষ্ট হয়েছে অব্যক্তের কুহরে
লক্ষ্যাভিসারী রথের মত এইখানে বয়ে আয় বজ্রের তেজ।
হে তপের শিখা, বয়ে আন তুমি দুটি রুদ্রভূমিকে আমাদের কাছে সুন্দর করে।।

৬

প্র পীপয় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্তস্য দুর্মতিঃ পরি ষ্ঠাৎ।।

প্র পীপয়—[পী (কেঁপে ওঠা)] উপচে ওঠ, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠ সমস্ত চেতনায়। সুদোঘ—[সু+দুহ্ (ঘোরা) + ক] যাদের দোহন করা সহজ, অকৃপণ। 'কুরু' এই উহ্যপদের সঙ্গে অন্বয়। **দুর্মতি**—(সু) ['সুমতি'—চিত্তের ছন্দোময়তা] প্রমাদ, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি চিত্তবৈকল্য।

তোমার দাহ ছড়িয়ে পড়ুক আধারময় ; হে দেবতা, দ্যুলোক হতে ঝরাও ধারা। সুপ্ত বজ্রতেজকে উৎশিখ কর আমাদের মাঝে, দ্যুলোক আর ভূলোকের অকৃপণ দাক্ষিণ্যকে সহজ কর আমাদের কাছে। চিন্ময়, তুমি, বিশ্বচেতনার সুষম দীপ্তিতে ঝলকে ওঠ এই চেতনায়,—মরণাহত চিত্তের প্রমাদ ও দৈন্য আমাদের যেন ছুঁয়ে না যায় কখনও:

উপচে ওঠ, হে বীর্যের নির্ঝর,—উৎশিখ কর বজ্রের তেজকে ;
হে তপের শিখা, তুমি দুটি রুদ্রভূমিকে কর আমাদের কাছে কামধেনুর মত।
বিশ্বচেতনার সাথে, হে চিন্ময়, দীপ্তির সুষমায় ঝলমল তুমি,—
আমাদের যেন মর্ত্যচেতনার 'দুর্মতি' ঘিরে না থাকে কখনও।।

৭

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে।।

দ্রঃ এই ঋকটির টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ তৃতীয় মণ্ডলের, প্রথম সূক্তের ২৩র ঋকে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকা

শ্রীঅনির্বাণ: মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনুদিত
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

বেদ-মীমাংসা
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।।

উপনিষদ্‌-প্রসঙ্গ
(পাঁচ খণ্ড — ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।।

***দিব্যজীবন**
(দুই খণ্ড)

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

অন্তর্যোগ

গীতানুবচন
(তিন খণ্ড)

পথের সাথী
(তিন খণ্ড)

পত্রলেখা
(তিন খণ্ড)

বেদান্ত-জিজ্ঞাসা

শিক্ষা

কাবেরী

উত্তরায়ণ

অদিতি

প্রশ্নোত্তরী

স্নেহাশিস্‌

বিচিত্রা